দেশ DESH

০৬ বর্ষ • ১৭ সংখ্যা • বুধবার • ১০ জুন ২০২৬
৭০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ • ২৩ জিলহজ ১৪৪৭ হিজরি
Vol. 06 • No 17 • Wednesday • 10 June 2026

বিশ্ব বাঙালির প্রতিচ্ছবি
Reflection of Bangalees in the World

Online deshus.com ePaper www.deshusa.com

এইচ-১বি ভিসায় ১ লাখ ডলারের ফি অবৈধ ঘোষণা ট্রাম্প প্রশাসনের নীতি বাতিল করলেন ফেডারেল বিচারক

দেশ রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন বিদেশি কর্মীদের জন্য এইচ-১বি ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে এক লাখ ডলার ফি আরোপের ট্রাম্প প্রশাসনের বিতর্কিত নীতি বাতিল করে দিয়েছেন ফেডারেল বিচারক। গত ৮ জুন ম্যাসাচুসেটসের ফেডারেল জেলা আদালতের বিচারক লিও টি সোরোকিন রায়ে বলেন, (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় নাগরিকত্ব বাতিল অভিযান : ১৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা

দেশ রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব জালিয়াতি বা গুরুতর অপরাধের অভিযোগে ১৭ জন ন্যাচারালাইজড নাগরিকের নাগরিকত্ব বাতিলের উদ্যোগ নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। ৮ জুন সোমবার ঘোষিত এই পদক্ষেপকে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

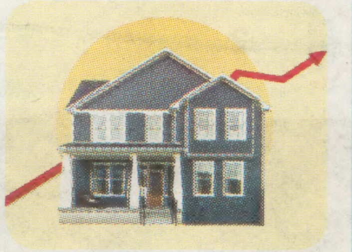

আবারো মর্টগেজ সুদের হারের উর্ধ্বগতি

দেশ রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন বাজারে আবারও চাপ বাড়ছে। দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় থাকা (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

সংগঠিত হওয়ার প্রাণান্ত চেষ্টায় নিষিদ্ধ আ.লীগ

মাসউদুর রহমান: চারদিকে নীরব এক বার্তা! কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ পূনর্গঠনে স্বচেষ্ট হয়ে উঠছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ইদানিং মিছিলে নামছেন তারা হরহামেশাই। এখানে ব্যানার ট্যানার ফ্যাক্টর না, একটি মিছিলের প্রদর্শনী হবে- যাতে থাকছেন সবাই। যে এলাকায় মিছিল করছেন, তারা সবাই ওই এলাকার তাও না। বিভিন্ন এলাকা থেকে জড়িত হয়ে ওই ঝটিকা মিছিল করে পগাড়পাড়। এভাবে দলটির মধ্যে একটা বার্তা ছড়িয়ে দেয়ার প্রাণান্ত চেষ্টা তৃণমূলে। এতে জেগে ওঠার একধরনের মানসিকতা তৈরির চেষ্টা। কিছু স্থানে আইনশৃংখলাবাহিনী কাউকে (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

মহাদুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য

সালেক সুফী: ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট মধ্যপ্রাচ্যে সংকটের কারণে সৃষ্ট (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

খুলনা শিপইয়ার্ড প্রকল্পে গাফলতি ॥ তদন্তের নির্দেশ

বিশেষ প্রতিনিধি: ২০১৩ সালে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

পুশ-ইনের নামে ভারতীয় আগ্রাসন প্রতিহতে ১২ দলীয় জোট

বিশেষ প্রতিনিধি: গত ৯ জুন ১২ দলীয় জোটের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

বিএনপির ব্যর্থতা সব উলট পালট করে দিতে পারে

সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ: ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে চলে যান। তার যাওয়ার পর পর বাংলাদেশের টালমাটাল অবস্থায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এক ভিডিও বার্তা দেন। এতে তিনি দেশবাসীকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান। তিনি সবাইকে প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসার পথ পরিহার করে শান্তভাবে বিজয় উদযাপনের এবং কারো হাতে আইন তুলে না নেওয়ার অনুরোধ (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

বিশ্বকাপ ২০২৬

কে জিতবে বিশ্বকাপ-চ্যাটজিপিটি কোপাইলট ও জেমিনি কী বলছে

দেশ রিপোর্ট: মানুষের জ্যোতিষিগিরি তো অনেক দেখলেন, এবার ফিফা বিশ্বকাপ নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী শুনুন খোদ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) কাছ থেকে। ক্রীড়া সংবাদমাধ্যম এএস ইউএসএ এ সময়ের জনপ্রিয় (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

দেশকে নাজিফা তুষি

আমি ফেসবুকটা ডিলিট করে দিতে চাই!

ঈদুল আজহার ছুটির আমেজ কাটেনি এখনো। উৎসবের এ আবহে মুখোমুখি হওয়া গেল হালের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নাজিফা তুষির। তবে আর (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

ফারাক্কা ব্যারাজের কারণে জি কে প্রকল্পের সফলতা ভেস্তে যাবার উপক্রম

আহমেদ মাহবুব: ভারত কতৃক ফারাক্কা ব্যারাজের কারণে গঙ্গায় পানি প্রবাহ কমে গেছে। ফলে বাংলাদেশে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পটি ধীরে ধীরে কার্যক্ষমতা কমে গেছে। আর এর খেসারত দিতে হচ্ছে বাংলাদেশকেই। ফলে ফারাক্কা ব্যারাজের কারণে জি কে প্রকল্পের সফলতা ভেস্তে যাবার উপক্রম, আর বেড়ে যাচ্ছে ব্যয়-ও। এসব তথ্য মিলেছে গঙ্গা-কপোতাক্ষ (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

৭৫ হাজার অভিবাসী শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা

দেশ রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর প্রায় ৭৫ হাজার অনথিভুক্ত বা বৈধ কাগজপত্রবিহীন অভিবাসী শিক্ষার্থী (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

সীমান্তে পুশইন পুশ ব্যাক অনাকাঙ্ক্ষিত

খন্দকার সালেক: গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে পুশ ইন-পুশ ব্যাক প্রবণতা। (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

মন্ত্রীর এমন বক্তব্যের কোনো ভিত্তি নেই : টিআইবি

বিশেষ প্রতিনিধি: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

আশ্রয় ও অভিবাসন প্রক্রিয়া পুনরায় চালুর নির্দেশ

গ্রিনকার্ডধারীদের 'রি-রিভিউ পলিসি' বাতিল

দেশ রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আদালত ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতির অধীনে নেওয়া একাধিক কঠোর সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। এসব সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিল আশ্রয় আবেদন সম্পূর্ণভাবে স্থগিত করা, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের ৩৯টি দেশের নাগরিকদের অভিবাসন আবেদন, যেমন গ্রিন কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট এবং অন্যান্য অভিবাসন সুবিধার সিদ্ধান্তও স্থগিত রাখা, বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

কর ব্যবস্থাপনার সংস্কার না করে বিশাল বাজেট আত্মঘাতী হবে

জাডিক: কর ব্যবস্থাপনার অত্যাবশ্যক সংস্কার না করে কর জিডিপি অনুপাত না বাড়িয়ে বিশাল বাজেট প্রণয়ন এ (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

ALL COUNTY হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
★ SOCIAL ADULT DAY CARE
★ LHSCA
★ FREE PCA TRAINING
646 444 2266

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
GREE MECHANICAL YONKERS
আপনি কি বাড়তি হিটিং বিল নিয়ে চিন্তিত?
আমরা বয়লার পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্লিন হিট লাগিয়ে থাকি।
সরকারী অনুদানে $8000-$10000 ডলার।
বিস্তারিত জানতে কল করুন
914-222-9477, 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
তোফায়েল চৌধুরী
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

LAW OFFICES
WWW.MOINLAW.COM
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • ট্রিপ এন্ড ফল
• কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা • বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
• স্লিপ এন্ড ফল • লেড পয়জনিং
• IMMIGRATION
ক্লায়েন্টদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases.
Main Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

Buy • Sell • Rent • Invest
আমরা ফরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ি রক্ষা করতে সহায়তা করি।
Mega Homes Realty
Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)
Mobile : 917-535-4131
Office : 718-392-5635
Email : MOINUL4@GMAIL.COM
MLS REBNY
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও বাসা ভাড়া দেওয়া হয়
32-11-35 Ave. Astoria, NY 11106

CORE MULTI SERVICES CREDIT REPAIR
"Free Credit Consultation"
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারণে বাড়ি-গাড়ি কিনতে পারছেন না?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন...
Fix your credit within 6 Months or 7-10 Years Choice is yours.
Build A strong "Business Credit" with us and Get Business Funding, From 25k to 2 Million$
We can Help Remove
Late Payments · Inquiries · Repossessions · Collections · Charge Offs · TAX Liens · Garnishment · Bankruptcy
Debt Settlement / Debt Elimination
Fix your Credit now
Call us: 646-775-7008, 718-873-9855
Mohammad A Kashem, Credit Specialist and CEO, Core Multi Services Inc.
37-42, 72nd Street, Suite# 1D, Jackson Heights, NY 11372
Website: www.coremultiserviceus.com
Email: kashem2003@gmail.com

ট্রান্সফার অথবা নতুন কেইস
HHA
PCA
RN
LPN
Services
Aasha Home Care
Aasha Social Adult Day Care
646-744-5934

Law Office of HASAN MALIK
হাসান মালিক ইএসকিউ
জুরিস ডক্টর
নিউইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি
Real Estate Litigation and Divorce
Ph: 718-433-9243, 212-859-3532
197-01 Hillside Avenue
Hollis, NY-11423

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে সর্বোচ্চ সহায়তা
বাড়ী কিনতে অভিজ্ঞ রিয়েলটরের পরামর্শ নিন
অকশন, শর্টসেল, REO প্রোপার্টি
THINKING OF BUYING, SELLING OR RENTING
RESIDENTIAL & COMMERCIAL
Contact now Golam Hassan
Licensed Real Estate Agent
917 515 7872
Please call or a free no obligation consultation & market analysis of your home

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
সুপার সেল $৫৪৯+
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL)
PRESIDENT & CEO

Law offices of KIM & ASSOCIATES P.C
Attorneys at Law
এক্সিডেন্ট কেইসেস
গাড়ি দুর্ঘটনা, কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা, কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা ও ভুল চিকিৎসায় আমরা আপনাদের সহযোগিতা করে থাকি
Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law
Eng. Mohammad A Khalek
Cell : 917-667-7324
Email : m.khalek28@yahoo.com
NY : 164-01 Northern Blvd., 2FL, Flushing, NY 11358
NJ : 460 Bergen Blvd. # 201, Palisades Park, NY 07650
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

S.S BROKERAGE
TLC - PERSONAL - HOME - BUSINESS PROTECTED
TLC সহ সকল প্রকার ইন্সুরেন্স স্বল্প মূল্যে এবং মাসিক কিস্তিতে করে থাকি
TLC INSURANCE · PERSONAL AUTO · COMMERCIAL AUTO · BUSINESS INSURANCE · HOME INSURANCE · ALL FULL COVERAGE
Ph: 646-727-7772, 917-361-5373
নিজস্ব অফিস থেকে এআরসি এর মাধ্যমে সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট ইস্যু করে থাকি
Ph: 646-727-7772, 646-963-3398
37-22 73rd St. Suite #1D, Jackson Heights, NY 11372
SHAMOL TALUKDER
PRESIDENT

NY HOME CARE

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

Head Office: 37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email: aziz@nyhcs.org
www.nyhcs.org

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

M AZIZ
CEO & President
NY Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

DESH
Wednesday 10 June 2026
বুধবার ১০ জুন ২০২৬

ক্যাপাসিটি চার্জের খেসারত

দেশের বিদ্যুৎ খাতে 'ক্যাপাসিটি চার্জ' এক মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে, যার বড় খেসারত দিতে হচ্ছে জনগণকে। একদিকে তীব্র গরমে লোডশেডিংয়ে মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত, কলকারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে; অন্যদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেই কেবল চুক্তি রক্ষায় হাজার হাজার কোটি টাকা পকেটে ভরছেন রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালিকরা। এ আত্মঘাতী নীতি দেশের অর্থনীতিকে শুধু পঙ্গুই করছে না, সাধারণ মানুষের পকেট কেটে মুষ্টিমেয় কিছু প্রভাবশালীকে সুবিধা দেওয়ার এক প্রাতিষ্ঠানিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার প্রয়োজন ছাড়াই বেসরকারি খাতে ৩০০ মেগাওয়াট তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বসানোর চুক্তি করে। সে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০৩৩ সালে। এ মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতের ব্যয় সহজে কমবে না। কারণ ওই কেন্দ্রগুলোকে বসিয়ে বসিয়ে ক্যাপাসিটি চার্জ দেওয়া হচ্ছে।

ক্যাপাসিটি চার্জের মূল ধারণাটি ছিল বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু রাখার জন্য সরকারকে একটি ন্যূনতম ব্যয় পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু 'নো ইলেকট্রিসিটি, নো পেমেন্ট' নীতি অগ্রাহ্য করে বছরের পর বছর বসিয়ে রেখে কেন্দ্রগুলোকে বিপুল অঙ্কের অর্থ দেওয়া হয়েছে। এ বিপুল ভর্তুকির চাপ সামলাতে গিয়ে বারবার বাড়ানো হচ্ছে বিদ্যুতের দাম। এর সরাসরি ভুক্তভোগী হচ্ছেন, দেশের সাধারণ ক্রেতা, কৃষক ও ব্যবসায়ীরা। ধারণা করা হচ্ছে, বিদ্যুৎ খাতের এ ভুল নীতির কারণে আগামী বছর সরকারের ৬৫ হাজার কোটি টাকা লোকসান হবে।

বিদ্যুৎ খাতের এ ক্যাপাসিটি চার্জের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসা জরুরি। জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সুচিন্তিত ও পরিকল্পিতভাবে এ খাতকে অবিলম্বে উদ্ধার করতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সরকারের উচিত হবে সব রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তি জরুরি ভিত্তিতে পুনর্মূল্যায়ন করা এবং 'নো ইলেকট্রিসিটি, নো পেমেন্ট' নীতি কঠোরভাবে কার্যকর করা। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রেন্টাল এবং কুইক রেন্টাল প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। এসব প্রকল্পের একমাত্র টার্গেট ছিল লুটপাট করা। এ কুইক রেন্টালের মাধ্যমে দেশ থেকে কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যায়। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাই এসব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। শুধু দেশের নয়, বিদেশি অনেক আওয়ামী লীগ নেতা কুইক রেন্টালের মাধ্যমে কুইক বড় লোক হয়েছিলেন। এখনো অনেকে এ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তারা সুবিধাবাদী বিএনপি নেতাদের সঙ্গে যোগসাজশে এখনো সে ব্যবসাই চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই জনগণের সরকার এ প্রকল্পটি অব্যাহত রাখুক। কুইক রেন্টাল বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতির একটি প্রকল্প। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রধান এ প্রকল্প বারবার বাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তার দলের সুবিধাবাদী এবং দুর্নীতিবাজদের জন্য পারেননি। যখনই তিনি কুইক রেন্টাল প্রকল্প বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখনই পরিকল্পনা অনুযায়ী ষড়যন্ত্র করা হয় এবং কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি দুর্নীতিবাজদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান তারেক রহমান সরকারের তো সেই ধরনের সমস্যা থাকার কথা নয়। তিনি ইচ্ছা করলেই কুইক রেন্টাল প্রকল্প বাদ দিতে পারেন এবং বিদ্যুতের স্থায়ী সমস্যা সমাধনে সে অর্থ খরচ করতে পারেন। তারেক রহমান সরকার জনগণের সরকার, তারেক রহমান সরকার দেশপ্রেমিক সরকার। যে সরকার নামে নয়, মানুষের কল্যাণে বিশ্বাসী। তাই আমাদের প্রত্যাশা থাকবে সরকার কুইক রেন্টাল প্রকল্প বাতিল করে স্থায়ী প্রকল্প গ্রহণ করবেন। তাতে করে মানুষ উপকৃত হবে।

জনগণের ট্যাক্সের টাকায় অপচয়ের এ মহোৎসব বন্ধ করে বিদ্যুৎ খাতকে জবাবদিহির আওতায় আনা এখন সময়ের দাবি। অন্যথায় বিদ্যুৎ খাতের ক্যাপাসিটি চার্জের বোঝা অদূর ভবিষ্যতে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে এক গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দেবে। শুধু তাই নয়, এর ফলে সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বৃদ্ধি পাবে। আমরা যা প্রত্যাশা করি না।

প্রকাশক
মঞ্জুর হোসেন

সম্পাদক
মিজানুর রহমান

ঢাকা ব্যুরো প্রধান
মাসউদুর রহমান

Publisher
Monjur Hossain

Editor
Mizanur Rahman

Dhaka Bureau Chief
Masudur Rahman

আল কোরআন

নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্যে। যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। -সূরা আল ইমরান - ১৯০, ১৯১

আল হাদীস

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- সূরা এখলাছ একবার পড়লে পুরা কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ তিলাওয়াত করার সাওয়াব পাওয়া যায়। -বুখারী : ৫০১৫

বাণী

কোন মানুষই অপ্রয়োজনীয় নয় যতোক্ষন তার একটিও বন্ধু আছে। -রবার্ট লুই স্টিভেন্স

নামাজের সময়সূচি

জুন	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ফজর	৩.৪৫	৩.৪৫	৩.৪৪	৩.৪৪	৩.৪৪	৩.৪৪	৩.৪৪
সূর্যোদয়	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৪
জোহর	১২.৫৫	১২.৫৫	১২.৫৬	১২.৫৬	১২.৫৬	১২.৫৬	১২.৫৭
আসর	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৭	৪.৫৭	৪.৫৭	৪.৫৭
মাগরিব	৮.২৭	৮.২৭	৮.২৭	৮.২৮	৮.২৮	৮.২৯	৮.২৯
এশা	১০.০৮	১০.০৯	১০.০৯	১০.১০	১০.১০	১০.১০	১০.১০

বসন্ত বাতাসে!

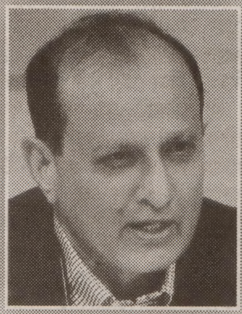

মাহমুদ রেজা চৌধুরী

যুক্তরাজ্যে এখনো এর কিছুটা রেশ থাকলেও আর কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্রে বা বিশ্বে প্রভাবশালী রাষ্ট্রে তেমন দেখি না। প্রশ্ন হতেই পারে, যুক্তরাজ্যেওবা এর কি আছে! আমেরিকা, চীন, রাশিয়া ও ইসরাইলের চাইতে একটু বেশি আছে।

ঋতু হিসেবে এর একটা বাস্তবতা আছে, কিন্তু আমাদের জীবনসংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, নীতি-নৈতিকতা, আচার ব্যবহার। এ আবরণে বসন্ত বিদায় নিয়েছে বেশ অনেক আগে। বসন্ত, বর্তমান পৃথিবীর কোথাও দেখি কি সেভাবে! মনে পড়ে, শৈশবের কথা। ওই সময় যেটুকু বসন্ত ছিল আশপাশে। ক্রমান্বয়ে এ 'আমাদের' বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই বসন্তটুকুও হারিয়ে যাচ্ছে। তাই বাংলাদেশেও আমরা অনেকেই যখন বসন্ত খুঁজি আমাদের চিন্তা ও চেতনার দর্শনে। দেখি না তা আর কোথাও।

ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম অধিবেশনের পর পার হয়েও গেছে প্রায় শত বছরের অধিক সময়। ওই সময়ের লেখা থমাস কার্লাইলের বই, ঝধৎঃড়ৎ জবংধৎঃঁং। সেখানে তিনি প্রশ্ন রেখেছিলেন, মানুষ কী? যে 'নিজের জন্য সীমাহীন বিস্তৃতি এবং সময়ের পরিমাপসম্পন্ন বিশ্ব তৈরি করতে প্রয়াসী এবং তা অবলোকন করতে সক্ষম'।

...অনেকটা যেন অপরিত্রাণযোগ্য একটা আচ্ছাদনে আবদ্ধ : তবুও এটা আকাশে বোনা আর বিশ্বকর্মার যথাযোগ্য। মানুষ কি তখন দাঁড়িয়ে নয় বিশালতার কেন্দ্রভূমে, চিরন্তনের সংগমস্থলে'? এ ভাবনার সঙ্গেও মানুষের চিন্তা দর্শনে বসন্তের একটা ভিন্ন দর্শন আছে। বহুক্ষেত্রে আমরা বিশালতার কেন্দ্রভূমে এসে আজ অনেকটাই জীবন ও জগতের অনেক মৌলিক প্রশ্ন এবং তথ্য খুঁজতে গিয়ে চিন্তার বসন্ত বলতে 'বিনয়' থেকে ছিটকে পড়েছি অনেকটা অজান্তেই। কোথাও কোথাওবা জেনে, শুনে, বুঝে আধুনিক পৃথিবীকে দেখতে চাচ্ছি কেবল যান্ত্রিক শক্তির এক ধরনের বৈজ্ঞানিক জটিল জিজ্ঞাসার অনউত্তরে যেখানে 'শক্তি' সব ক্ষেত্রেই শেষ সিদ্ধান্তের রায় দেয়। দিনের শেষে তাই বসন্তের ছোঁয়া থাকে না সেখানেও। কালবৈশাখ ও শ্রাবণের বৃষ্টি ঝরে।

আজকের বিশ্বে বড় বড় শক্তির কয়েকটা রাষ্ট্র যেমন, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ইসরাইল, ভারত। এসব রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও কি বসন্ত আছে! প্রকৃতির ঋতুতে আছে কিন্তু রাষ্ট্র ও এর রাজনীতি ব্যবস্থাপনায় নেই। যুক্তরাজ্যে এখনো এর কিছুটা রেশ থাকলেও আর কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্রে বা বিশ্বে প্রভাবশালী রাষ্ট্রে তেমন দেখি না। প্রশ্ন হতেই পারে, যুক্তরাজ্যেওবা এর কি আছে! আমেরিকা, চীন, রাশিয়া ও ইসরাইলের চাইতে একটু বেশি আছে।

এ কথাগুলো মনে রেখেই এ 'বসন্ত' নিয়ে কিছু আলোচনা আজকের লেখার বিষয়বস্তু। বলে রাখা ভালো, এখানে 'বসন্ত' অনুপস্থিত বলতে 'ক্ষমতার' শক্তি এবং এর নানান অপসংস্কৃতির আধিপত্য বোঝায়। যে আধিপত্যের পশু শক্তি দিয়ে মানুষের মানবিক চেতনা এবং অধিকার সুরক্ষার বিপরীতে তার প্রতি ন্যায় আচরণের বদলে অধিকাংশ সময় অন্যায় করি। এ অন্যায় হয় অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায়। আমাদের মধ্যে দীর্ঘদিনের একটা দাসত্ব ও দালালির প্রতি ঘোরের কারণেও চেতনায় যে গোলামি ভাব ও মনে যে ময়লা আছে সেখান থেকে সহজে বের হতেও পারছি না। ময়লা-আবর্জনা এবং গোলামির রক্ত যেন আমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। 'হক মওলা' হারিয়ে গেছে ময়লা, মল-মূত্র হয়ে। 'তৃতীয়মাত্রা' আর চূড়ান্ত মাত্রায় নেই, এর ভেতরেও ঢুকে গেছে চতুর্থ, পঞ্চম এরকম অসংখ্য অমাত্রা!

আমাদের চিন্তার সীমাহীন বিস্তৃতি সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে আমাদের শ্রেণি ও ব্যক্তিস্বার্থের কাছে। আমরা বড় হচ্ছি, এখন যতটা আধিপত্য ও শক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনা নিয়ে সে অর্থে নিজেদের মানবিক সুস্থতা বিস্তার করতে পারছি না। এটা কেবল বাংলাদেশের সমস্যা নয়, এটা এখনকার বিশ্ব সমস্যাও। এখনকার বিশ্বে শক্তি এবং বড় হওয়া বলতে বোঝায়, কে কতটা দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে বা আকাশ থেকে বোমা মেরে সে দুর্বলের অস্তিত্ব মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারি! অর্থনৈতিকভাবেও অপেক্ষাকৃত দুর্বল কোনো রাষ্ট্রকে অপশক্তির কাছে নির্ভরশীল করে রাখতে পারি। এ অশুভ চক্রান্ত চলছে রাতদিন। এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক একতা, শৃঙ্খলা, ধৈর্য, সহ্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানচর্চা কমে আসছে পৃথিবীতে। আমরা বিশাল মিথ্যাকে যত সহজে মেনে নিতে চাই, কোনো সত্যকে সেভাবে চাই না। সত্যকে মানতে হলে সবার আগে প্রয়োজন অন্যের সত্যতার প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করা আর এ শ্রদ্ধা নিবেদনেই আছে 'বিনয়'। এ আলোচনায় যাকে 'বসন্ত' বলে চিহ্নিত করছি।

আসলে পড়ার কোনো বিকল্প নেই। যদি সত্যিকারভাবে পড়ি, তাহলে কিন্তু নিজের চিন্তা-ভাবনার সীমাবদ্ধতাকে সুস্পষ্ট করে জানতে পারি। এ জ্ঞান অর্জনে আর কিছু না হলেও ব্যক্তির সামগ্রিক সংস্কৃতিক আচরণে বিনয় বলতে 'বসন্ত' প্রভাব ফেলতে পারে। শুধু প্রকৃতির বসন্ত দিয়ে মানুষের মনের বসন্ত স্পর্শ করা যায় না। স্বপ্নের মহাসড়কে হাঁটতে হাঁটতে এখন পথহারা। পথ হারিয়ে মরুপথে পড়ে যে পথিক সেও ভাবে এ পথের শেষ কোথায়! কোথায় গিয়ে দাঁড়ালে বুঝতে পারবো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেন লিখেছেন, 'আমার সোনার হরিণ চাই তোরা যে যা বলিস ভাই'! এ সোনার হরিণ কি বন্দুক দিয়ে ধরা যায়! চিত্তে নাড়া দেয়।

দার্শনিক রাসেলের মতে, অতীতকালের এবং অসভ্য জাতিসমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রশ্নাতীতভাবে বোঝা যায়, উপজাতি বা জাতিসমূহের আচারকেন্দ্রিক সব বিশ্বাস পুরোটাই মিথ্যা।

আমাদের নিজেদের দেশ-কালের বিভিন্ন আচারগত বিশ্বাস ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে অসুবিধা জনক হলেও সেগুলো সম্পর্কে কিছু না কিছু সন্দেহপরায়ণ হয়ে ওঠা মোটেই অসুবিধা জনক নয়। ধর্মীয় অপরাধ তদন্তের জন্য রোমান ক্যাথলিক যাজকদের দ্বারা গঠিত বিচার সভার যে বিচারক মানুষকে খুঁটিতে বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে মানুষের প্রাণ সংহার করতেন, তার সব বিশ্বাস যদি নির্ভুল হয়ে থাকে, তাহলে তার কাজ সত্যিকার

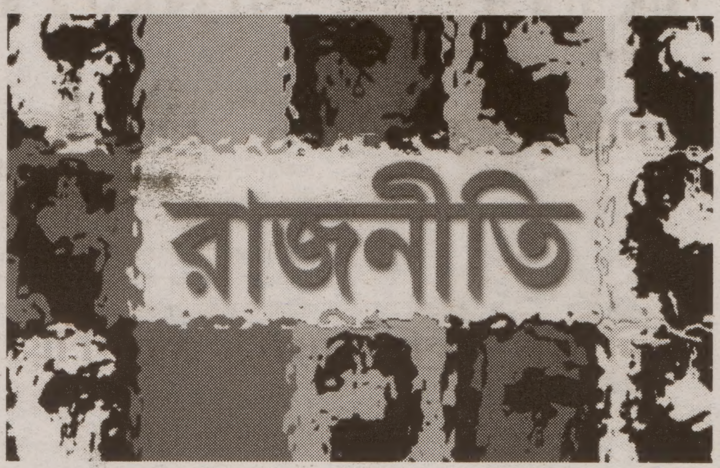

মনুষত্বেরই পরিচয়ক হয়েছে। কিন্তু যদি সে বিশ্বাসের কোথাও কোনো ভুল থেকে থাকে, তবে তিনি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় একটা নিষ্ঠুরতাই প্রদর্শন করেছেন।

এ কথা উল্লেখ করার কারণ, আমাদের মধ্যে তথাকথিত সেক্যুলার বুদ্ধিজীবী একাংশের মধ্যে যখন ইসলামের নামে নৃশংসতা নিয়ে সমালোচনা শুনি ও সেটা পড়ি। তখন মাঝে মাঝে মনে হয়, এ পণ্ডিতদের চোখ ইতিহাসের কোথায় গিয়ে থেমে যায়! কোন বসন্তকে তারা উপেক্ষা করেন। মানুষকে তার নিষ্ঠুর আচরণের সংস্কৃতি থেকে মুক্তি দিয়েছে সবার আগে কে! ইসলাম। এটা মানা ও বিশ্বাসের জন্য পড়ার কোনো বিকল্প নেই। পাশাপাশি পড়ার শুরুতে সে জ্ঞান অর্জনের প্রতি বিনয়ের বিকল্প নেই। তাই আজ আমরা মুসলিম বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র ও সেখানকার রাজনীতি ও অর্থনীতির ব্যবস্থাপনায় শক্তির ক্ষমতা এবং এর (বাকি অংশ ২১ পাতায়)

Corporate Headquater :

Desh : 37-47 73 Street, Suite : 205, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-899-0202, 718-899-0550, Fax : 718-709-7736
E-mail : deshusa@aol.com (Advertisement)
weeklydesh2021@gmail.com

Bangladesh Bureau :

Desh : House : 29, Road : 01, Sector : 02, Block : F, Aftabnagar Dhaka-1212 (Opposite China Building)
E-mail : deshusabd@gmail.com, weeklydesh2021@gmail.com
info@deshusa.com

চোখধাঁধানো বিশ্বকাপ ফুটবল–২০২৬

সৈয়দ আবদাল আহমদ

লস অ্যাঞ্জেলস থেকে

একের পর এক ঘটনা ঘটছে আর আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে, শিশুদের অভিভাবকরা। ঘরে, বাইরে, স্কুল, মাদ্রাসা, অফিস এমনকি উপাসনালয়েও যেন নারী ও শিশুরা নিরাপদ নয়। ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে তাদের পৃথিবী। ছোটদের জীবনকে আশঙ্কা আর আতঙ্কে ভরিয়ে তুলল যারা, তারা তো বড়

ঐতিহাসিক এক মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় এখন বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গন। কারণ উত্তর আমেরিকার তিন দেশে যৌথভাবে বসছে ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আসর-ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬। ৪৮ দলের এই মেগা টুর্নামেন্টের পর্দা উঠছে মাত্র তিন দিন পর ১১ জুন ২০২৬। উদ্বোধনী ম্যাচটি হবে মেক্সিকোর ঐতিহ্যবাহী এস্তাদিও আজতেকা স্টেডিয়ামে। এই নিয়ে তিনবার বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ আয়োজনের বিরল কীর্তি গড়ছে এই ভেন্যু।

লাখ লাখ দর্শকের গগনবিদারি চিৎকার আর চোখধাঁধানো সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় মেক্সিকো সিটি হয়ে উঠবে বিশ্ব ফুটবলের প্রাণকেন্দ্র। তিন দেশের সংস্কৃতি, সুর আর ফুটবলের উন্মাদনা মিলেমিশে একাকার হতে যাচ্ছে এই উদ্বোধনী মঞ্চে।

লিওনেল মেসি, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো আর কিলিয়ান এমবাপ্পে বিশ্বকাপ-২০২৬ এ খেলবেন, আগেই জানা ছিল। অনিশ্চয়তা ছিল ব্রাজিলের নেইমার জুনিয়রের বিষয়ে। শেষ পর্যন্ত ব্রাজিলের চূড়ান্ত স্কোয়াডে নেইমারকেও রাখা হয়েছে। ফলে এবারের বিশ্বকাপ চার মহাতারকার পায়ের জাদুতে ঝলমল হয়ে উঠবে। সব উন্মাদনা, জল্পনা-কল্পনা আর প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এবার মাঠে বল গড়ানোর পালা। এস্তাদিও আজতেকার স্টেডিয়াম–প্রতিটি ভেন্যুই এখন প্রস্তুত নতুন কোনো নায়কের উত্থান দেখতে, কিংবা কোনো ট্র্যাজিক হিরোর বিদায়ের সাক্ষী হতে। টুর্নামেন্টের ৩৯ দিন ধরে কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীদের চোখ থাকবে মাঠগুলোর দিকে। ম্যাচবল ট্রাইওন্ডার আলোড়নে এই ফুটবল মহোৎসবের এই ঐতিহাসিক ক্ষণে বিশ্বজুড়ে এখন কেবল এক সুর-'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এর শুরু হলো।

এবার ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ হবে ফুটবল ইতিহাসের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় আসর। আগামী ১১ জুন ২০২৬ ঐতিহাসিক এস্তাদিও আজতেকা স্টেডিয়ামে স্থানীয় সময় দুপুর ১টায় এবং বাংলাদেশ সময় ১২ জুন শুক্রবার রাত ১টায় মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এই মহাযজ্ঞ। খেলাটির আগে মাঠে জৌলুসপূর্ণ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দর্শকরা উপভোগ করবেন বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ড্রোন শো ও বর্ণিল আতশবাজির ঝলকানি।

মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক এস্তাদিও আজতেকা স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফুটবল ইতিহাসের প্রথমবারের মতো ৪৮টি দল নিয়ে হতে যাচ্ছে এই টুর্নামেন্ট। আগে ৩২টি দল অংশগ্রহণ করলেও এবার ১৬টি দল বাড়িয়ে টুর্নামেন্টের পরিধি বড় করা হয়েছে। মেক্সিকো, কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্র–এই তিনটি দেশ যৌথভাবে আগামী ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত এই বিশ্ব আসরের আয়োজন। এবারের আসরে ফুটবল বিশ্বের বর্তমান এবং উদীয়মান অনেক মহাতারকাকে দেখা যাবে। ১৯ জুলাই ২০২৬ নিউ ইয়র্ক নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে গ্র্যান্ড ফাইনাল খেলার মাধ্যমে বিশ্বকাপের পর্দা নামবে।

এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলের শিরোপা জয়ের দৌড়ে ফ্রান্স, স্পেন এবং ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। বর্তমানে ফিফা র‍্যাংকিংয়ে স্পেনের দলটি ১ নম্বরে রয়েছে। তরুণ প্রতিভাদের নিয়ে দুর্দান্ত ফর্মে আছে স্পেন। এমবাপ্পের নেতৃত্বে শক্তিশালী আক্রমণভাগ নিয়ে ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। আর্জেন্টিনা বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ও কোপা আমেরিকা জয়ী হিসেবে বিশ্বকাপ শিরোপা ধরে রাখার বড় দাবিদার। এছাড়া ইংল্যান্ড এবং ব্রাজিলও শিরোপা জয়ের লড়াইয়ে এগিয়ে রয়েছে।

এবারই প্রথম বিশ্বকাপের মূল পর্বে ৩২টির পরিবর্তে ৪৮টি দল অংশগ্রহণ করবে। আগে যেখানে ৬৪টি ম্যাচ হতো, এবার সেখানে ১০৪টি ম্যাচ হবে। ৪৮টি দলকে ১২টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। নতুন করে 'রাউন্ড অব ৩২' ধাপটি যুক্ত করা হয়েছে। যেখানে প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দুই দল এবং সেরা আটটি তৃতীয় স্থান অধিকারী দল খেলবে। উত্তর আমেরিকার তিন দেশ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার ১৬টি শহরে এই ১০৪টি ম্যাচ হবে। যুক্তরাষ্ট্রে ১১টি শহরে খেলা হবে–আটলান্টিক, বস্টন, ডালাস, হিউস্টন, কানসাস সিটি, লস অ্যাঞ্জেলেস, মিয়ামি, নিউ ইয়র্ক নিউজার্সি, ফিলাডেলপিয়া, সান ফ্রান্সিসকো এবং সিয়াটল।

মেক্সিকোর তিনটি শহর হচ্ছে–গুয়াদালাজারা, মেক্সিকো সিটি এবং মনটেরি। কানাডার দুটি শহর হচ্ছে–টরন্টো এবং ভাঙ্কুভার। ১১ জুন মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্বোধন ম্যাচ নিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু হবে। এস্তাদিও আজতেকা স্টেডিয়াম এবার রেকর্ড গড়বে বিশ্বকাপের তিনটি উদ্বোধন ম্যাচ আয়োজন করার জন্য। ফুটবল ইতিহাসের দুই সম্রাট পেলে ও ম্যারাডোনা–উভয়েরই বিশ্বকাপ জয়ের মহাকাব্যিক সাক্ষী এই এস্তাদিও আজতেকা স্টেডিয়াম। আলাদা দুটি বিশ্বকাপে ১৯৭০ সালে পেলে এবং ১৯৮৬ সালে ম্যারাডোনা এই মাঠে ট্রফি উঁচিয়ে ধরেছিলেন। ফিফা ঘোষণা করেছে, প্রথমবারের মতো এবার বিশ্বকাপের ফাইনালে মেটলাইফ স্টেডিয়ামে এনএফএলের 'সুপার বোল'-এর মতো একটি জমকালো 'হাফটাইম শো' হবে খেলার বিরতিতে। বিশ্বকাপে তিনটি আয়োজক দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে এবার তিনটি 'মাসকট' নির্বাচন করা হয়েছে।

এই বিশ্বকাপ অনন্য কেন : প্রথমবারের মতো ৪৮ দল ফুটবলকে আরো ছড়িয়ে দিতে ফিফা এবার দলের সংখ্যা ৩২ থেকে বাড়িয়ে ৪৮ করেছে। এতে ছোট দেশগুলোর জন্য বড় মঞ্চে নিজেদের প্রমাণের সুযোগ বেড়েছে।

নতুন নকআউট পর্ব : গ্রুপ পর্বে প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল এবং সেরা আটটি তৃতীয় স্থান অধিকারী দল নকআউট পর্বে উন্নীত হবে। ফলে এবার 'রাউন্ড অব ১৬'-এর আগে 'রাউন্ড অব ৩২' নামে অতিরিক্ত একটি ধাপ যুক্ত হয়েছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জৌলুস

এস্তাদিও আজতেকা স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের জৌলুসপূর্ণ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগতিক তিন দেশ–যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডার ঐতিহ্য ও আধুনিক সংস্কৃতির এক অনন্য মেলবন্ধন দেখা যাবে অনুষ্ঠানে। এতে শত শত পারফর্মার এবং নৃত্যশিল্পীর অংশগ্রহণে কোরিওগ্রাফি প্রদর্শিত হবে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তারকাশিল্পীদের লাইভ পারফরম্যান্স থাকবে। অত্যাধুনিক আলোকসজ্জা পাইরোটেকনিকস এবং স্টেডিয়ামজুড়ে বিশেষ ভিজ্যুয়াল ইফেক্টের মাধ্যমে দর্শকদের এক জাদুকরী অভিজ্ঞতা দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। বিশ্বকাপ ফুটবল লিজেন্ডদের উপস্থিতি জৌলুস আরো বাড়িয়ে দেবে। তিন মাসকট মেপল (মুজ), জায়ু (জাগুয়ার) এবং ক্লাচ (ইগল) বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকবে। বিশ্বকাপের অফিশিয়াল বল 'ট্রাইওন্ডা' ও থিম সং-এর বিশেষ উপস্থাপনা করা হবে। কয়েক হাজার ড্রোনের সমন্বয়ে আকাশে ফুটবল, বিশ্বকাপ ট্রফি এবং ৪৮ দেশের মানচিত্র ও পতাকা তৈরির উদ্যোগ আছে। আকাশে **(বাকি অংশ ২১ পাতায়)**

সাইবার কূটনীতি : ভবিষ্যতের রাষ্ট্রীয় শক্তি কি ডিজিটাল আলোচনায় নির্ধারিত হবে ?

হাসান মাহামুদ

চীন ও রাশিয়া "ইন্টারনেট সার্বভৌমত্ব"-এর নামে একটি ভিন্ন মডেল দাঁড় করাতে চাইছে, যেখানে রাষ্ট্রের ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি কেন্দ্রীভূত। এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে লড়াইটা আসলে আদর্শিক ড় মুক্ত ইন্টারনেট বনাম নিয়ন্ত্রিত ইন্টারনেট

একবিংশ শতাব্দীতে এসে রাষ্ট্রীয় শক্তির পরিমাপ আর শুধু ট্যাংক বা যুদ্ধবিমান দিয়ে হয় না। ক্ষমতার নতুন মুদ্রা এখন ডেটা, অ্যালগরিদম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার প্রতিরক্ষা আর তথ্যযুদ্ধের সক্ষমতা। এই বদলে যাওয়া দুনিয়ায় সাইবার কূটনীতি রাষ্ট্রীয় শক্তির এমন এক মাত্রা হয়ে উঠছে, যা জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনীতি, প্রযুক্তি আর জনমত নিয়ন্ত্রণকে এক সুতোয় বেঁধে ফেলছে। কিন্তু এই পরিবর্তন হঠাৎ করে আসেনি।

বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা এখন পাঁচশো কোটি ছাড়িয়েছে। প্রতিটি সরকার, প্রতিটি ব্যাংক, প্রতিটি হাসপাতাল এখন কোনো না কোনোভাবে ডিজিটাল নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরতাই তৈরি করেছে নতুন ধরনের দুর্বলতা, আর সেই দুর্বলতাকে ঘিরেই গড়ে উঠছে নতুন ধরনের কূটনীতি।

সহজ করে বলতে গেলে, সাইবার কূটনীতি হলো সেই পরিসর যেখানে রাষ্ট্রগুলো ডিজিটাল জগতে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা, ঝুঁকি কমানো আর সংঘাত এড়ানোর জন্য পরস্পরের সঙ্গে আলোচনায় বসে। জাতিসংঘের বহুপক্ষীয় মঞ্চগুলোতে এখন দায়িত্বশীল রাষ্ট্রীয় আচরণ, আন্তর্জাতিক আইন আর আস্থা নির্মাণ নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হচ্ছে। অর্থাৎ, এটি শুধু প্রযুক্তির বিষয় নয়, এটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নতুন নিয়ম তৈরির জায়গা। ঠিক যেমন সত্তরের দশকে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি বিশ্বরাজনীতির গতিপথ নির্ধারণ করেছিল, তেমনি আজকের সাইবার আলোচনা আগামী দশকের শক্তির মানচিত্র আঁকছে।

রাষ্ট্রীয় শক্তির ধারণা ইতিহাস জুড়েই বদলেছে। একসময় শক্তি মানে ছিল ভূখণ্ড আর সেনাবাহিনী। পরে এলো অর্থনৈতিক আধিপত্য আর কূটনৈতিক প্রভাব। শিল্পবিপ্লবের পর কয়লা আর ইস্পাত হয়ে উঠেছিল শক্তির প্রতীক। বিংশ শতাব্দীতে তেল আর পারমাণবিক সক্ষমতা সেই জায়গা নিয়েছিল। এখন সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব, সাইবার স্থিতিস্থাপকতা আর নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ। যে রাষ্ট্র ডিজিটাল ব্যবস্থাকে নিরাপদ আর নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারে, আন্তর্জাতিক পরিসরে সে দেশটাই বেশি প্রভাবশালী হয়ে উঠছে।

বিদ্যুৎব্যবস্থা অচল করা, ব্যাংকে অনুপ্রবেশ, নির্বাচনে হস্তক্ষেপ বা ভুয়া তথ্য দিয়ে সামাজিক বিভাজন তৈরি ড় এসব এখন আর কল্পনার জগতে নেই। ২০০৭ সালে এস্তোনিয়ায় সাইবার আক্রমণ, ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে রুশ হস্তক্ষেপের অভিযোগ, বা ইউক্রেন যুদ্ধের সমান্তরালে চলা সাইবার অভিযান ড় এই উদাহরণগুলো দেখিয়ে দিয়েছে যে ডিজিটাল আক্রমণ এখন ভূরাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ফলে "ডিজিটাল আলোচনায় অংশগ্রহণের ক্ষমতা" রাষ্ট্রীয় শক্তির নতুন সংজ্ঞায় ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

সাইবার কূটনীতির আরেকটা বড় দিক হলো নিয়ম তৈরির লড়াই। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বা সমুদ্রসীমায় যেমন রাষ্ট্রগুলো নিজেদের নিয়ম চাপিয়ে দিতে চায়, সাইবারস্পেসেও এখন ঠিক তেমন প্রতিযোগিতা চলছে। জাতিসংঘে দায়িত্বশীল রাষ্ট্রীয় আচরণের ১১টি নীতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো সুরক্ষা আর মানবাধিকারের কথা স্পষ্টভাবে এসেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাইবার ডিপ্লোমেসি টুলবক্স দেখিয়ে দিচ্ছে, কীভাবে একটি আঞ্চলিক শক্তি সাইবার আক্রমণের জবাবে কূটনৈতিক ও নিষেধাজ্ঞামূলক পদক্ষেপের কাঠামো তৈরি করতে পারে।

অন্যদিকে চীন ও রাশিয়া "ইন্টারনেট সার্বভৌমত্ব"-এর নামে একটি ভিন্ন মডেল দাঁড় করাতে চাইছে, যেখানে রাষ্ট্রের ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি কেন্দ্রীভূত। এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে লড়াইটা আসলে আদর্শিক ড় মুক্ত ইন্টারনেট বনাম নিয়ন্ত্রিত ইন্টারনেট। যে রাষ্ট্র বা জোট দ্রুত আর সমন্বিতভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে, মানদণ্ড নির্ধারণের ক্ষমতাটা তার হাতেই থাকে। অর্থনীতি এখন ডিজিটালনির্ভর, তাই ডিজিটাল নিরাপত্তা আর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আসলে একই কথা। একটি দেশের আর্থিক লেনদেন, সরবরাহ শৃঙ্খল, জ্বালানি বিতরণ ড় সবকিছু এখন সংযুক্ত নেটওয়ার্কের ওপর দাঁড়িয়ে। এই নেটওয়ার্ক বিপর্যস্ত হলে শুধু প্রযুক্তিগত ক্ষতি হয় না, পুরো অর্থনীতি থমকে যায়। জনমত এখন সামাজিক মাধ্যম আর অ্যালগরিদমের হাত ধরে দ্রুত বদলায়, ফলে কূটনীতি শুধু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঘরে আটকে নেই ড় সেটি একযোগে মিডিয়া, প্ল্যাটফর্ম আর জনপরিসরে ছড়িয়ে গেছে। একটি ভুয়া ভিডিও বা কৌশলগতভাবে ছড়ানো গুজব যে কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বাইরের হস্তক্ষেপের পথ খুলে দিতে পারে।

আর যুদ্ধের চেহারাও বদলে গেছে। আজকের সংঘাত অনেক সময় বোমা নয়, কোড আর ম্যালওয়্যার দিয়ে শুরু হয়। "হাইব্রিড ওয়ারফেয়ার" বলে এখন যে ধারণাটি আলোচিত হচ্ছে, সেখানে সামরিক অভিযান আর সাইবার আক্রমণ একসঙ্গে চলে। এই বাস্তবতায় প্রতিরক্ষা কৌশলের অংশ হিসেবে সাইবার কূটনীতি অপরিহার্য, কারণ এটি সংঘাত শুরু হওয়ার আগেই উত্তেজনা কমানো এবং ভুল বোঝাবুঝি দূর করার কাজ করে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অবশ্য এতে সুযোগও আছে। দুর্বল ডিজিটাল অবকাঠামোর দেশগুলো সবচেয়ে **(বাকি অংশ ২২ পাতায়)**

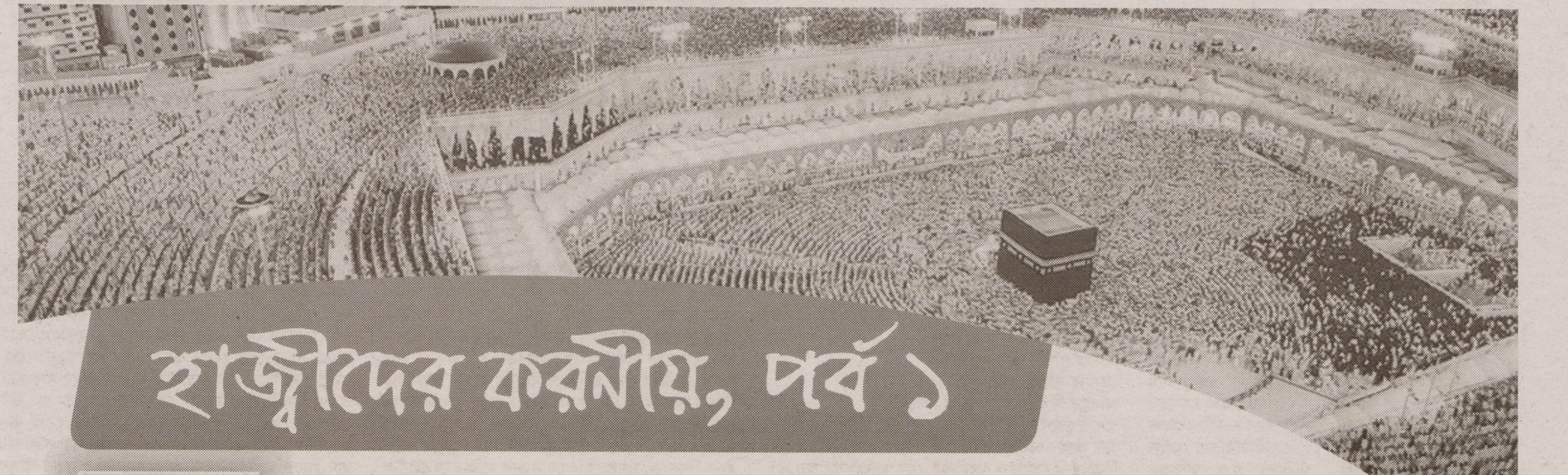

হাজ্বীদের করনীয়, পর্ব ১

নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ৪৫: তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ কর এবং নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ট। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর।{সূরা আনকাবুত}। নিয়মিতভাবে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতে, তার সাথে যোগাযোগ রাখতে এবং কোনো কিছুর জন্য প্রার্থনা করতে অবশ্যই নামায দাড়িয়ে বিনম্র হৃদয়ে পেশ করতে হয়। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কেউ নামাযে দাড়ালে, সে তার প্রভুর সাথে কথা বলে। অথবা তার ও কিব্‌লার মাঝে আল্লাহ বিরাজমান থাকেন। {সহীহ আল-বোখারী, খন্ড ১, ৪০০}

ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান

(পূর্ব প্রকাশের পর)

দ্বিতীয়তঃ পাচঁ ওয়াক্ত নামায কায়েম করা। নামাযে নিয়মিতভাবে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করা হয়। এই আবশ্যক ইবাদতের বিনিময়ে তারা আল্লাহ তা'আলার আত্মসমপর্ণী ইবাদী হওয়ার এবং শেষ বিচার দিবসে কঠোর শাস্তি থেকে নিরাপদ হয়ে সীমাহীন রহমতে স্থান পাওয়ার প্রত্যাশা করেন। নামায আদায় না করে তাক্‌ওয়ার বৈশিষ্ট্য অর্জন করার প্রত্যাশা হচ্ছে পায়ে হেটে চাঁদে যাওয়ার চেষ্টা করা। বলাই বাহুল্য হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার ভয় নেই বিধায় মুসলিমদের অনেকেই নামায আদায় করেন না। অথচ এদের বোধগম্য হয় না যে, নামায এমন ইবাদত শেষ বিচার দিবসে যার হিসাব আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম গ্রহণ করবেন। এপ্রসংগে রাসুল (ﷺ) বলেছেন, The first act that the slave will be accountable for on the Day of Judgement will be prayer. If it is good, then the rest of his acts will be good. And if it is evil, then the rest of his acts will be evil. {At-Tabarani, Fiqh us-Sunnah, As-Sayyid Sabiq, p/75}.

যারা একনিষ্ঠভাবে নামায আদায় করেন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অন্যায়-অবৈধ কর্ম থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে থাকেন। কাজেই পার্থিব জীবনে কৃত বিভিন্ন কর্মের ন্যায্যতা গ্রহণযোগ্যতার বিচার তারা ইসলামী শরিয়তের আলোকে করে থাকেন। নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ৪৫: তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ কর এবং নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ট। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর।{সূরা আনকাবুত}। নিয়মিতভাবে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতে, তার সাথে যোগাযোগ রাখতে এবং কোনো কিছুর জন্য প্রার্থনা করতে অবশ্যই নামায দাড়িয়ে বিনম্র হৃদয়ে পেশ করতে হয়। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কেউ নামাযে দাড়ালে, সে তার প্রভুর সাথে কথা বলে। অথবা তার ও কিব্‌লার মাঝে আল্লাহ বিরাজমান থাকেন। {সহীহ আল-বোখারী, খন্ড ১, ৪০০}।

সঠিকভাবে নামায আদায়ের মাধ্যমে মু'মিনগণ যে সফল হতে পারবেন, সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ১: মু'মিনগণ সফলকাম হয়েছে, ২:যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র।{সূরা মু'মিনুন}।

পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের ফজীলত সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, পাচঁ ওয়াক্ত সালাত এবং জুমু'আ মধ্যবর্তী সময়ে [অর্থাৎ এক ওয়াক্ত সালাত থেকে অপরওয়াক্ত সালাত] সংঘটিত গুনাহসমূহের জন্য কাফ্‌ফারা স্বরূপ যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হয়।{তিরমিযী, ২১৪}। পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের তাৎপর্য সম্পর্কে বুঝাতে গিয়ে নামায সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমরা বলতো যদি তোমাদের কারো বাড়ীর দরজায় একটি নদী থাকে আর সে তাতে প্রতিদিন পাচঁবার গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোনরূপ ময়লা থাকবে? জবাবে সবাই বলল, না, তার শরীরে কোনরূপ ময়লা থাকবে না। রাসূল (ﷺ) বললেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যাপারটিও অনুরূপ। এর সাহায্যে আল্লাহ গোনাহসমূহের [ধূয়ে-মুছে] বিলোপ সাধন করেন।' {সহীহ আল-বোখারী, খন্ড ১, ৪৯৭}। অনেকেই ফযরের নামায আদায়ের জন্য ঘুম থেকে উঠতে পারেন না। এক্ষেত্রে অলসতা অথবা দৃঢ়তাহীন ব্যক্তিত্ব এবং অদৃশ্য শয়তানের কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞতাই মূলত এই গর্হিত পাপে জড়িত হতে সাহায্য করে। আরামপ্রিয় নামাযিকে শেষরাত্রের উপভোগ্য ঘুমে ব্যস্ত রাখতে শয়তানের কারসাজি সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, নিদ্রা যাওয়ার কালে তোমাদের প্রত্যেকের মাথার শেষাংশে শয়তান তিনটি করে গিরা দিয়ে দেয় এবং প্রত্যেক গিরায় [এ কথা বলে] ফু' মারে যে, রাত অধিক রয়ে গেছে, এখনো শুইয়ে থাক। অতঃপর সে লোক যদি জেগে উঠে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন একটি গিরা খুলে যায়। তারপর যদি ওযু করে, দ্বিতীয় গিরাও খুলে যায়। আর যদি নামায পড়ে তাহলে সব গিরাই খুলে যায়। অতঃপর এই ব্যক্তি পবিত্র মন ও ফূর্তির মধ্যে দিন শুরু করবে, অন্যথা খবিস প্রকৃতির অলসতার মধ্যে দিন শুরু করবে।{সহীহ আল-বোখারী, খন্ড ৩, ৩০২৮}। অতএব হজ্জ সম্পাদন করার পর যদি কেউ নামায আদায়ে যত্নবান না হন তবে বলাই বাহুল্য তার ঈমানে রয়েছে দূর্বলতা অথবা হজ্জের তাৎপর্য সম্পর্কে তার রয়েছে উদাসীনতা। তৃতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য দান-খয়রাতে মুক্ত হস্তে নিজ সম্পদ ব্যয় করা, যাকাত দেওয়া [ধন-সম্পদে গরীবের অংশ পরিশোধ করা]। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান-খয়রাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বাস স্থাপন এবং নামায আদায়ের সাথে উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ৩১: আমার বান্দাদেরকে বলে দাও যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা নামায কায়েম রাখুক এবং আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় [দান-খয়রাতে] করুক ঐদিন [মৃত্যু] আসার আগে, যেদিন কোনো বেচা কেনা নেই এবং বন্ধুত্বও নেই।{সূরা ইব্রাহীম}। প্রবৃত্তির চাহিদাকে উপেক্ষা করে কষ্টে অর্জিত সম্পদ দান-খয়রাতে খরচ করা অত

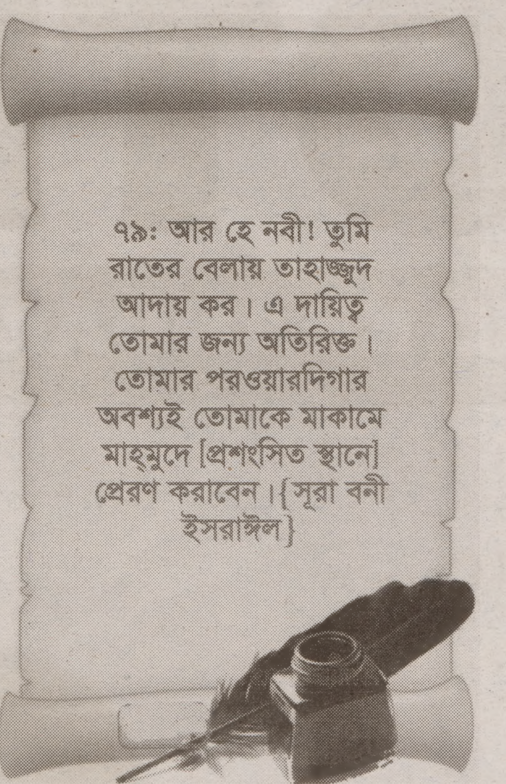

সহজ ব্যাপার নয়। সম্পদ দান করার ইচ্ছা করলেই শয়তান মানব হৃদয়ে সৃষ্টি করে গরীব হওয়ার ভয় অথবা পরবর্তীতে দান করার আশ্বাস দিয়ে সম্পদ হাতে রাখার পরামর্শ দেয়। উপার্জন থেকে উত্তম জিনিস দান করার আদেশ দিয়ে শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ২৬৭: হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু দান কর এবং নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমরা কখনো গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। ২৬৮: শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশি অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ।{সূরা আল-বাকারাহ}।

কাজেই বলা যায়, শয়তানের কুমন্ত্রণা ও ফিসফিসানি উপেক্ষা করে নিজের উপার্জিত হালাল সম্পদ দান করা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উত্তম রাস্তা। স্মতর্ব্য হালাল বা উত্তম সম্পদের পরিমান যৎসামান্য হলেও বিপুল পরিমান অসৎ বা নিকৃষ্ট সম্পদের তুলনায় আল্লাহ তা'আলার কাছে বেশি সমাদৃত। যাহোক বিশ্বাস ও ঈমানের স্তম্ভ গুলোতে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলে তাক্‌ওয়া বা আল্লাহ-সচেতন হৃদয় বা পরহেজগারী বৈশিষ্ট্য অর্জন করা সম্ভব হয় না। পরহেজগারী বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ১৭৭: সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হর এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফিরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসূলগণের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তারই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এ্যাতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী, তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার [অর্থাৎ তাক্‌ওয়া অবলম্বনকারী]।{সূরা আল-বাকারাহ}। মুসলিমদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হবে উপরোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে, আর হাজ্বীরা থাকবেন বিশেষভাবে এব্যাপারে সর্বাগ্রে। পরহেজগারী অর্জনের সুব্যবস্থা দিয়ে আল্লাহ তা'আল বলেছেন, ১৮৩: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার-।{সূরা আল-বাকারাহ}। জেনে রাখা ভালো যে, রোযা এবং হজ্জ ইবাদীদের আত্মসংযম, ধৈর্য, সহনশীলতা, শিষ্টাচার, সদ্ব্যবহার, ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের গুরুত্ব, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিতে স্বার্থত্যাগের আনন্দ, আত্মশুদ্ধির, আল্লাহ তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণের গুরুত্ব এবং রাসূল (ﷺ)-এর অনুসরণে ইবাদত করার শিক্ষা দিয়ে থাকে। তদুপরি পার্থিবের উপর পরকালের গুরুত্ব যে সুনিশ্চিতরূপে বেশি তার স্পষ্টতা প্রকাশ পায়। এগুলোতে সফল হতে আল্লাহ-সচেতন হৃদয় বা তাক্‌ওয়া হচ্ছে একমাত্র পাথেয়। কাজেই বলা যায়, হজ্জের মর্যাদা রক্ষা করতে হাজীদের অবশ্যই তাক্‌ওয়া অবলম্বনে জীবন-যাপন করতে হবে।

তাক্‌ওয়া এবং তাহাজ্জুদের নামাযঃ তাক্‌ওয়া অর্জনের আরেকটা উত্তম পন্থা হচ্ছে শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা। তাহাজ্জুদের নামায আদায় করলে ফযরের নামায কা'যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তদুপরি শয়তান, নাফস শয়তান বা প্রবৃত্তির অলসতার বিরুদ্ধে জিহাদে সফল হওয়ার অন্যতম অস্ত্র। কারণ ইবাদীরা যেন আরামের বিছানা ত্যাগ করে নামাযের জন্য জাগতে না পারেন তার জন্য শয়তানের ব্যবস্থা রয়েছে [উপরোল্লিখিত হাদিস দ্রষ্টব্য]। উল্লেখ্য যে, মক্কা ও মদীনার হারাম শরিফে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য ফযর ওয়াক্তের একঘন্টা পূর্বে আযান দিয়ে সকলকে আহ্বান করা হয় যাতে তারা তাহাজ্জুদ আদায়ের জন্য আসেন এবং পক্ষান্তরে তাহাজ্জুদে উঠা যেন তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। আমার বিশ্বাস এই মহা সুযোগ সকল হাজ্বীরাই গ্রহণ করেছেন। তাহাজ্জুদের নামায জা'মাতে আদায় করা হয়নি তবে সকলেই ব্যক্তি বিশেষে আদায় করেছেন। তাহাজ্জুদের জন্য শেষ রাত্রে উঠা অবশ্যই কঠিন কাজ তাই এই নামাযের তাৎপর্য অনেক বেশি। রাসূল (ﷺ) তাহাজ্জুদের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন, রমজান মাসের পর আল্লাহর মাস মুহররমের রোযা হল সবচেয়ে বরকতময় আর ফরয নামাযের পর ফজিলতের হল রাতের [তাহাজ্জুদের] সালাত।{তিরমিযী ৪৩৮}। রাসুল (ﷺ)-এর জন্য এই নামায আদায় করা ছিল আবশ্যক দায়িত্ব আর উম্মতের জন্য নফল ইবাদত। তাহাজ্জুদ আদায় করার জন্য নবী (ﷺ)-এর প্রতি আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেনে, ৭৯: আর হে নবী! তুমি রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ আদায় কর। এ দায়িত্ব তোমার জন্য অতিরিক্ত। তোমার পরওয়ারদিগার অবশ্যই তোমাকে মাকামে মাহ্‌মুদে [প্রশংসিত স্থানে] প্রেরণ করাবেন।{সূরা বনী ইসরাঈল}। রাসূল (ﷺ) রাত্রে অতি দীর্ঘ সময় নিয়ে নামায আদায় করতেন কারণ তাহাজ্জুদের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিসামর্থ্য অর্জন করা যায়। আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকায় সাহায্য করে থাকে। রাসূল পাক (ﷺ)-এর তাহাজ্জুদ সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ)-এর দু'টি পা ফেঁটে যেত [দীর্ঘ সময় দাড়িয়ে থাকার জন্য]। এব্যাপারে বলা হত (আপনি এত কষ্ট করেন কেন, আল্লাহ তো আপনার অতীতের ও ভবিষ্যতের সকল গোনাহ মাফ কওে দিয়েছেন। জবাবে তিনি (ﷺ) বলতেন, আমি কি (আল্লাহর) শোকর গোজার (কৃতজ্ঞ) বান্দাদের একজন হব না?{সহীহ আল-বোখারী, খন্ড ১, ১০৫৮}। স্মরণ রাখা ভালো যে, তাহাজ্জুদের নামায নফল ইবাদত হলেও নিয়মিতভাবে আদায় করলে তার প্রভাবে ইবাদীর জীবনে উল্লেখ্য পরিবর্তন হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যলাভে দোযখের শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকার নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। এসম্পর্কে সালেম (রাঃ)-এর পিতা আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ)-এর সময় আমি ছিলাম একজন যুবক। এবং মসজিদে নববীতেই ঘুমাতাম। (একদিন) আমি স্বপ্নে দেখলাম, দু'জন ফিরেশতা যেন আমাকে ধরে নিয়ে দোযখের দিকে গেল। তা ছিল কূপের পাড়ের মত পাড় বাধাঁ এবং দু'টি স্তম্ভ বিশিষ্ট। আর এর মধ্যে আমার পরিচিত অনেক লোক ছিল। (এ ভয়াবহ অবস্থা দেখে) আমি বলতে থাকলাম, দোযখ থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমাদের সাথে অন্য এক ফিরেশতার সাক্ষাৎ হলে সে আমাবে বলল, তুমি ভয় পেয়ো না। আমি স্বপ্নের এই বৃতান্ত হাফসার [নবী (ﷺ)-এর স্ত্রী] নিকট বর্ণনা করলে তিনি (রাঃ) তা রাসূল (স})-এর নিকট বর্ননা করলেন। সব শুনে তিনি (ﷺ) বললেন, আবদুল্লাহ কতই-না উত্তম ব্যক্তি। সে যদি রাতের বেলা নামায আদায় করত তাহলে কতই না ভালো হত। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে আবদুল্লাহ রাতে অল্প সময়ই ঘুমাতেন। {সহীহ আল-বোখারী, খন্ড ১, ১০৫১}। আমরা জানি হাজার বছর থেকে শ্রেষ্ঠ, মাহাত্ম্যের মহিমান্বিত আল-কদরের পবিত্র রাত্রে যারা রাত জেগে ইবাদত করেন তাদের পূর্ববর্তী সব গুনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন {সহীহ আল-বোখারী, খন্ড ২, ১৮৭২ দ্রষ্টব্য}। তদুপরি জিব্রাঈল (আঃ) ফিরেশতাদের এক বিরাট দল নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং যত নারী-পুরুষ নামায অথবা যিকিরে মশগুল থাকে, তাদের জন্য রহমতের দো'য়া করেন। {মাযহারী, মা'আরেফুল কুর'আন, পৃষ্ঠা ১৪৬৮}। অনুরূপ বছরের প্রতি রাত্রে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন, এসম্পর্কে রাসূল (ﷺ) এরশাদ করেছেন, রাতের প্রথম এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হলে প্রত্যেক রাতেই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলেনঃ আমিই রাজাধিরাজ, যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাককে কবুল করি, যে আমার কাছে যাঞ্চা করে আমি তাককে দেই, যে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে আমি তাকে ক্ষমা করে দেই। ফযরের আলো উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে।{তিরমিযী, ৪৪৬}। এই হাদিস (বাকি অংশ ২১ পাতায়)

প্রকৃতির বিরূপ প্রভাব ও দায়বদ্ধতা একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ম. আমিনুল হক চুন্নু

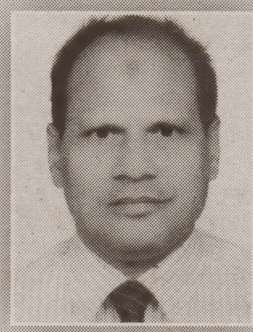

পরিবেশ অবক্ষয় বিশ্বব্যাপী এখন চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছে। যেভাবে নদনদী বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে নির্ঘাত পরিবেশ সংরক্ষণে জরুরি অবস্থা ঘোষণার সময় এসেছে। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশও আজকে একটি দাবানল নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। বাংলাদেশের তরুণ সময় দীর্ঘ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, যারা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছে সে তরুণদের পরিবেশ ও মানবাধিকার সুরক্ষায় ঐক্যবদ্ধ করে আরেকটি যুদ্ধে এবং রাষ্ট্র ও প্রশাসনকে জনমানুষের কাতারে এনে দেশ রক্ষার ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আর তা না হলে এই মহা ধ্বংস থামবে না।

একদা বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধরিত্রী মাতার অপার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বিগন্ধ কাব্যরসে সিঞ্চিত হয়ে রচনা করেছিলেন তার নান্দনিক কবিতা, তার লেখনি সেদিন বিশ্ব বন্দায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল,-

আমার পৃথিবী তুমি বহু বর্ষের
তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ (বসুন্ধরাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আর আজ! কবির মননের সেই বিশ্বমাতা 'পৃথিবী' আছে। কিন্তু তার বৈষয়িক সবকিছুঁই যেন হারিয়ে যাচ্ছে! এই মায়ের সন্তান যে মানুষ, যারা তার রূপ রসে পেয়ে তার এই অপত্য স্নেহে লালিত হয়ে আসছে, তারাই নিষ্ঠুর হাতে উঁচিয়ে মায়ের সবকিছু ধ্বংস, লুটপাট করে নিচ্ছে। মানুষ হয়ে মানুষের শান্তির নিবাস, তার হিরণময় পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলছে। কি প্রাকৃতিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, সবকিছু আজ মানুষের করাল থাবা বাহুর মতো জেঁকে ধরেছে। যেন সব কিছুর অনিবার্য ধ্বংস আজ সবার কাম্য। সবার সাধনা।

চিরায়ত সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের এই গ্রহ, এই পৃথিবী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শূন্য মহাশূন্য বিজ্ঞানীরা আজও হন্ন হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন, আর কোথাও অন্য একটি এরকম বাসযোগ্য পৃথিবী খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। এ যাবত তারা যা কিছু তাদের অভিজ্ঞানের আয়ত্তে পেয়েছেন, পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ আর প্রতিবেশী গ্রহ মঙ্গলের অনেক তথ্য ও উপাত্ত। পেয়েছেন সেখানে পাষাণময় বিস্তীর্ণ প্রান্তরের সন্ধান, বিস্তর শিলা, পাথর খণ্ড, পাহাড়-পর্বত ও আগ্নেয়গিরির জ্বলা মুখের সন্ধান। আরো কত কি? আবার সম্প্রতি মঙ্গলে বরফের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। তো এত কিছুঁই মানুষের জন্য প্রাপ্তি। ভবিষ্যতে অনেক সাফল্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা করবে তাতে সন্দেহ নেই। শোনা যাচ্ছে খুব শিগগির মানুষ নাকি চাঁদে একান্ত নিরালয় তাদের আকাশ-যাপন কেন্দ্র গড়ে তুলবে। অর্থ, প্রযুক্তি আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমৃদ্ধ কোন কোন দেশ নাকি চাঁদে হোটেল তৈরি করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। তা হতেই পারে। তাতে, সহসায় আমাদের প্রতিবেশী চাঁদের একাকীত্ব ঘুচে যাবে। সৌখিন পর্যটকদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠবে তার কক্ষপথ। নর-নারীর হাস্য কল-কাকলিতে, মিউজিক, মারদাঙ্গা এবং খাবার টেবিলের টুংটাং শব্দে মুখরিত হয়ে উঠবে চাঁদের ধূসর নির্জন প্রাঙ্গণ। বোধ করি, সেদিনও খুব বেশি দূরে নেই।

এখন প্রশ্ন, আজ মানুষের অবস্থান কোথায়? পিছনের একটি শতাব্দী অতিক্রমণ করে আর একটি শতাব্দীর সিকি ভাগে দাঁড়িয়ে, মনের পাখা মেলে মানুষ মুহুমুহ গতি বাড়িয়ে দিচ্ছে উর্ধ্বে ছুটে চলার। পৃথিবীর সীমান্ত পেরিয়ে, মধ্যাকর্ষণের অভিকর্ষের নাগালের বাইরে হবে এই পার্থিব মানুষের অবস্থান। মহাশূন্যে শুধুই ভেসে বেড়ানো। ঠিক মাছ যেমন জলে ভেসে বেড়ায়। পাখি যেমন অবাধে আকাশে উড়ে বেড়ায়। তাই মানুষ স্বপ্ন দেখে অন্য আরেকটি গ্রহের নিজের ঠিকানা ভিত রচনা করতে। এই যেমন সে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছুটে যাচ্ছে মহাকাশের খোলা জানালায়। এতকিছুর পরও, সেকি অন্য আরেকটি গ্রহে তার আবাস গড়বে না? তবে একথা ঠিক তার জানা, সে চাঁদ বা অন্য কোন গ্রহ যাই হোক না কেন; এ পৃথিবীর মতো সে আর হচ্ছে না। আকাঙ্খিত সেই গ্রহান্তরে থাকবে না গাছ, উঁচু দালানের ছাদ থেকে মাটিতে পড়ে অপমৃত্যুর সমূহ ভয়। কারণ সেখানে তো মানুষ সন্তানকে মাতৃ স্নেহের বুকে টেনে নেবার মত পৃথিবীমাতা নেই। আছে চন্দ্রমাতা। অথবা হতে পারে মঙ্গলমাতা তো সেই মায়েরা অভিকর্ষের তাড়নায় মানুষকে কেবল, দূরে ঠেলে দিতে চাইবে। এ আমাদের পৃথিবী মায়ের মত, বোধ করি চন্দ্র, মঙ্গল মাতৃ স্নেহে অতি দ্রুত মানুষকে নিজের বুকে টেনে নেবে না।

এখন আমরা কি দেখছি? কিছু মানুষ এ মাকেই অবহেলা করছে। পৃথিবীমাতার চির সৌন্দর্যে নির্মম গাইতি চালিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে সবকিছু। যেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই মানুষের কাছে, একান্ত অপ্রয়োজনীয় হয়ে গিয়েছে। একেবারেই বাহুল্য, পরিত্যাজ্য মনে করে দূরে ঠেলে, ছুড়ে ফেলতে চাইছে পৃথিবীর সৌন্দর্য সব। এ যেমন, চোখের নিমিষেই বন-বাদার, টিলা, পাহাড়, নদী, বিল সব উজাড় হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। সোনালি শস্যদানায় পরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ জমি এখন নগরায়নের ধাক্কায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বনের হরিণ, অমিত তেজি ব্যাঘ্র-সিংহ, বিশালাকার হাতি আর অজগর, কচ্ছপ, সজারু, বানর, খরগোশ প্রাণভয়ে তারা সব কোথায় পালিয়ে যাচ্ছে।

আবার, মানুষের থাবার সামনে টিকতে না পেরে সমূলে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মানুষের তৈরি যানবাহন, কলকারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া, যতসব বর্জ্য-আবর্জনা পৃথিবীর বাতাস ভারী করে তুলছে। সভ্যতার বর্জ্য-আবর্জনায় প্রাণের অবাধ বিচরণক্ষেত্র নালা-খাল, বিল, নদী এমনকি সাগর-মহাসাগর কলুষিত হয়ে পড়ছে।

আবার দেখি মাছসহ অন্য সমস্ত জলজ প্রাণী, এমনকি উদ্ভিদ সমূলে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বনের বৃক্ষরাজি যা মানুষ অনেক স্বপ্ন বুকে নিয়ে রোপন করেছে পরম আদরে এই ধরিত্রীকে বাঁচাবো বলে, কতক মানুষ আবার হিংস্র হায়েনার মত এগুলো নির্বিচারে কেটে নিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়-টিলা, বন-বাদাড় কেটে উজাড় করে দিচ্ছে।

শুধু কি তাই? এই পৃথিবীর বুক বিদীর্ণ করে মানুষের এখন, নিঃসীম সুদূরের অন্তরীক্ষে থাবা মেরেছে। বলতে গেলে, বিস্তীর্ণ অবারিত মহাকাশও এখন নিরাপদ নয়। নিচের পৃথিবীকে কেন্দ্র করে দ্রুত ধাবমান বিমানের, মহাকাশযানের এবং ক্ষেপণাস্ত্রের ধোঁয়ায়, শব্দে মহাকাশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। যত সমস্ত সচল, বিকল উপগ্রহ সব মিলে মহাকাশ এখন সুবিশাল ভাসমান আস্তাকুড়ে পরিণত হয়েছে। আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে রাখা ওজনস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি অবাধে সরাসরি নেমে আসছে ভূমন্ডলে। ফলে ওজোনস্তর সূর্যের ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি থেকে পৃথিবীকে ঢালের মত সুরক্ষা করতে পারছে না। এখন এই ওজোন স্তরের ভঙ্গুরতার কারণে পৃথিবী আক্রান্ত হচ্ছে নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগে। তার অধিবাসী মানুষ হচ্ছে প্রভাবিত। ক্যান্সারসহ নতুন নতুন রোগ-ব্যাধি এবং মহামারীর শিকার হচ্ছে তারা।

এই সকল অনাচার-ব্যভিচারের মর্মন্তুদ পরিণতি এই জগতের অধিবাসী সকলে প্রত্যক্ষ করেছে এবং অগ্রসরমান সভ্যতার অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার এ চলমান প্রক্রিয়ার দ্রুত ধাবমান চাকার নিচে কালে কালে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে অসহায় প্রকৃতি-জীব- প্রাণীকুল। স্বার্থান্ধ এবং দুর্বিনীত চরিত্রের কিছু অর্বাচীন মানুষের দুর্বৃত্তপণার কারণেই পৃথিবীতে নেমে আসছে যত প্রাকৃতিক ঝঞ্জা। রোগব্যাধি, মহামারি এসব অপরাধের কারণে অসহায় সাধারণ মানুষকে বেঘোরে প্রাণ বিসর্জন দিতে হচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এ পৃথিবীর আসন্ন অন্তিম দশাটাই দেখতে চায় এ দুর্বৃত্তরা। এ জগতের সব অধিবাসীকে নির্বিবাদে, তাও প্রত্যক্ষ করতে হবে। যে বিজ্ঞান মানুষের দুঃখ মোচন করতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম, সে বিজ্ঞানী মানুষকে আজ চরম অনিরাপত্তায়; রোগের শোকের আর যন্ত্রণার মৃত্যু কুপে ঠেলে দিচ্ছে।

তাই পৃথিবী মাতা আজ অস্থির। বিশ্ব প্রকৃতি চরম বিরক্ত হয়ে উঠেছে মানুষের ওপর। এখন সে মেতে উঠতে চাইছে তান্ডবলীলায়। চূড়ান্ত ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে তার। তার চরম আক্রোশ নিয়ে ভেঙে চুরমার, ধুলিস্যাৎ করে দিতে চায় সে মানুষের দর্পকে। বিজ্ঞানের নামে অজ্ঞানের যত হোলিখেলা, সামাজিকতার অবক্ষয়, ভরপুর যন্ত্রণায় তাড়িত এই মানুষকেই আজ অজ্ঞাত ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ভুগে ভুগে জীবন দিতে হচ্ছে অকালে। এই কি তবে সভ্যতার চরম বিকাশ ও পরম প্রাপ্তি। কেউ কেউ সন্ত্রাসকে লালন করছে। তারা অন্তরালে সন্ত্রাসীদের কাছে অত্যাধুনিক মরোনাস্ত্রের যোগান দিচ্ছে। নানান ইস্যুকে পুঁজি করে এ বিশ্বকে অস্থির করে তোলার ষড়যন্ত্র করে। আবার কিছু মানুষ, সরব হয়ে উধাও কণ্ঠে শান্তির লালিত বাণী দিনরাত প্রচার করে যাচ্ছেন। এই পৃথিবীতে, প্রকৃতিকে, মানব সভ্যতাকে সুরক্ষা করার আহ্বান জানাচ্ছেন তারা। প্রশ্ন এখন আমরা কি করব? মানবতার কাছে, এই সমস্ত অশুভ শক্তির পরাজয় কি হবে না কোনদিন? মানব কি তার দানবীয় চরিত্র ছুড়ে ফেলে; মানব হয়ে উঠবে না? এই যদি হয় আমাদের বিশ্বের অবস্থা, তবে এই পৃথিবীর প্রকৃতিও আর মানুষের পক্ষে থাকবে না। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে তার বিদ্রে করার পালা। এবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে বুঝি পৃথিবী মাতার। সে এখন ক্ষুদ্ধ, প্রতিশোধ পরায়না হয়ে উঠেছে। অতিবৃষ্টি, খরা, বন্যা, দাবানল, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, ভূমিধস ইত্যাদি মাতিয়ে চলছে এই পৃথিবীকে। মানুষের

(বাকি অংশ ২২ পাতায়)

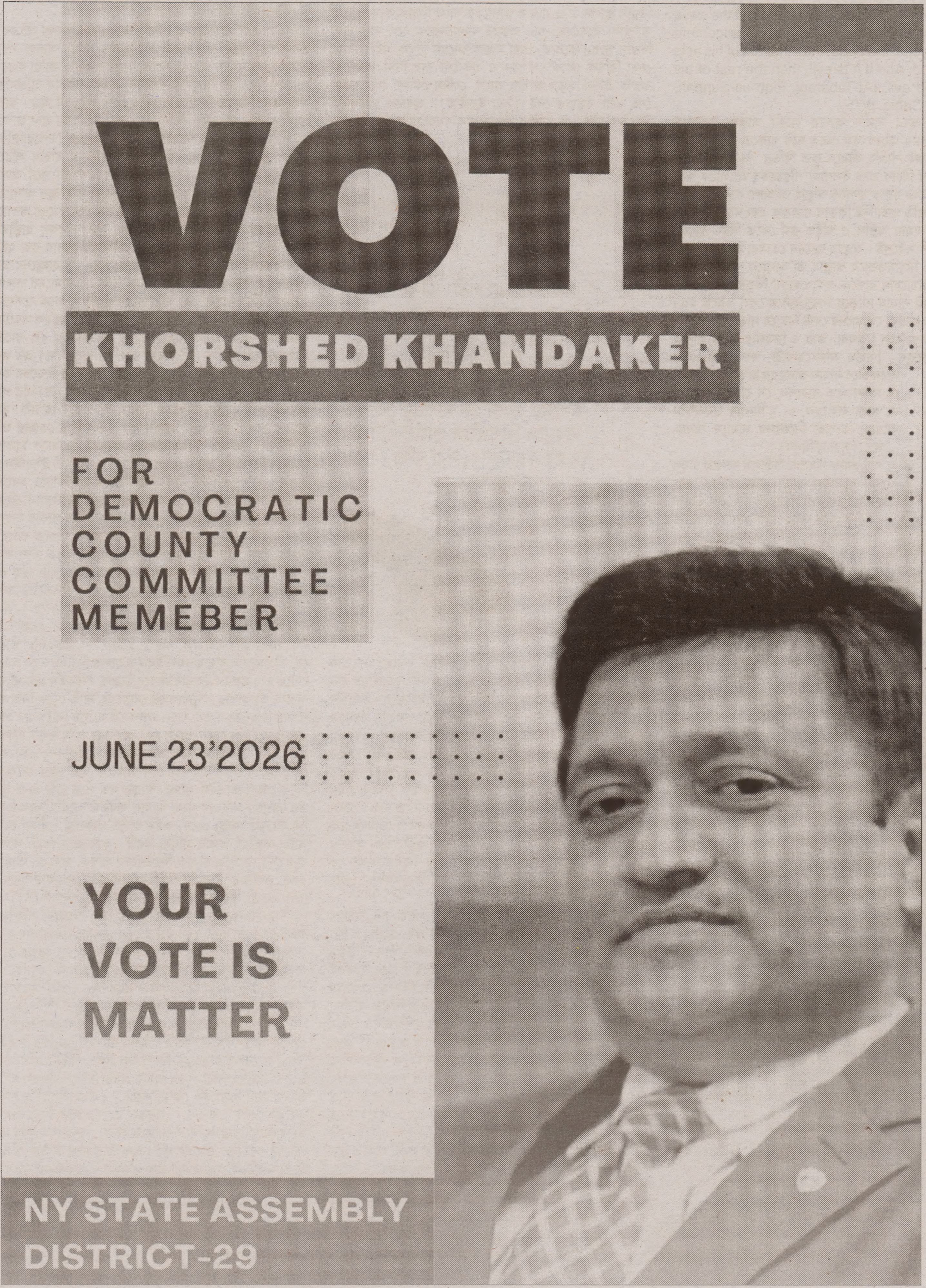

কবিরা কেন আড্ডা দেয়

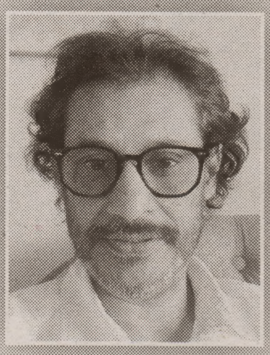

কাজী জহিরুল ইসলাম

যারা কবিতা লেখেন, তাদের নিজের ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো পড়ার পাশাপাশি সমকালীন ভালো কবিতাগুলো প্রতিনিয়ত পড়তে হয়। আর দরকার হয় আড্ডা। দুই ধরনের আড্ডা খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটি হচ্ছে, জ্যেষ্ঠ কবিদের আড্ডায় উপস্থিত হয়ে চুপচাপ তাদের কথা শোনা এবং সমকালীন কবিদের সঙ্গে প্রাণখোলা আড্ডা দেওয়া। জ্যেষ্ঠ কবিদের আড্ডায় হাজির হয়ে চুপচাপ কথা শোনার সময় চোখ এবং কান দুটোকেই সজাগ রাখতে হয়, মনের সব দরজা-জানালা খোলা রাখতে হয়। শেখার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতে হয়। জ্যেষ্ঠদের আড্ডায় হাজির থাকার সৌভাগ্য কারোই খুব দীর্ঘদিন হয় না। কেননা জ্যেষ্ঠরা একে একে পৃথিবীকাল সম্পন্ন করে তাদের পূর্বসূরিদের কাছে চলে যান। তরুণরা প্রবীণ হতে থাকেন এবং ক্রমশ জ্যেষ্ঠদের কথা শোনার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যেতে থাকে কিংবা সে সুযোগ আর থাকে না।

আমার কালে জ্যেষ্ঠ কবি হিসেবে যাদের পেয়েছি, যাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু শোনার জন্য অপেক্ষায় থেকেছি, তারা হচ্ছেন–শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, ফজল শাহাবুদ্দীন, শহীদ কাদরী, আসাদ চৌধুরী, রফিক আজাদ, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, নির্মলেন্দু গুণ, মুহম্মদ নূরুল হুদা, বেলাল চৌধুরী, শামসুল ইসলাম, রবিউল হুসাইন, কাজী রোজী, সমুদ্র গুপ্ত, আল মুজাহিদী, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, জাহিদুল হক, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ। এদের মধ্যে তিন-চারজন মাত্র বেঁচে আছেন, বাকিরা প্রয়াত। যাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আড্ডা দিয়েছি/দিচ্ছি তাদের মধ্যে আমার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং এখনো আছেন নাসির আহমেদ, আতাহার খান, জাহিদ হায়দার, মাহবুব হাসান, সমুদ্র গুপ্ত, মতিন বৈরাগী, কাজী রোজী এমনকি আল মাহমুদও।

আমার প্রায় সমবয়সীদের মধ্যে রহিমা আখতার কল্পনা এবং রেজাউদ্দিন স্টালিনের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয়, কিছুটা বন্ধুত্ব থাকলেও তাদের সঙ্গে বসে কখনো সেভাবে আড্ডা দেওয়া হয়নি। খুব কম বয়সে আমি কবি জসীম উদদীন পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হই, সেখানে অনেকের সঙ্গে প্রচুর আড্ডা দিয়েছি, তাদের অনেকেই কবি/লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাননি। আহমেদ রিজভী গীতিকার হয়েছেন, ব্রাত্য রাইসু নানান কারণে পরিচিতি পেয়েছেন, অনিমেষ বড়ালও গান লিখে কিছুটা পরিচিতি পেয়েছেন। দুলাল খান সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত হয়েছেন আর কেউ তেমন দাঁড়াতে পারেননি।

আহমেদ রিজভী গীতিকার হয়েছেন, ব্রাত্য রাইসু নানান কারণে পরিচিতি পেয়েছেন, অনিমেষ বড়ালও গান লিখে কিছুটা পরিচিতি পেয়েছেন। দুলাল খান সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত হয়েছেন আর কেউ তেমন দাঁড়াতে পারেননি

আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আমার কবিতা

বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশ পেতে শুরু করে। সে হিসেবে দশক বিবেচনায় আমি আশির দশকের কিন্তু এ বিষয়ে, মানে দশক বিষয়ে, চিরকালই উদাসীন ছিলাম। আমি চাইতাম বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো পড়তে, বুঝতে এবং সেসব কবিতাকে অতিক্রম করে নিজের কবিতা লিখতে। আজ যারা আশির দশকের প্রতিষ্ঠিত কবি তাদের অনেককেই চিনতাম, তারা অনেকেই বায়োলজিক্যালি আমার চেয়ে বয়সে কিছুটা বড়, কিন্তু যে সময়টাতে আমি ঢাকায় ছিলাম, আড্ডা দিতাম, তখন তাদের অনেককে নিতান্তই ছেলেমানুষ মনে হতো, তাই তাদের সঙ্গে আমার তেমন সখ্য গড়ে ওঠেনি, বরং আমার সখ্য গড়ে উঠেছে আতাহার খান, জাহিদ হায়দার, মাহবুব হাসান, সাজাহান সরদার (যদিও তিনি কবি নন কিন্তু কবিতার সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক ছিল), সমুদ্র গুপ্ত, মতিন বৈরাগী, কাজী রোজী প্রমুখের সঙ্গে।

আড্ডা, বিশেষ করে জ্যেষ্ঠদের সঙ্গে আড্ডা, একজন মুক্তমনা কবির চিন্তা-দেহকে দ্রুত পরিণত করে তোলে, কবির মনন-বয়স বায়োলজিক্যাল বয়সের চেয়ে অনেক বেশি পরিণত হয়ে ওঠে। কেউ কেউ তখন ত্রিশেও আশির প্রজ্ঞা অর্জন করে ফেলেন। শরীরের বয়স তার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে। শুধু কবিদের বেলায়ই না, যেকোনো মানুষের বেলায়ই এটি ঘটতে পারে। তবে কবিদের অন্তর্দৃষ্টি খুব প্রখর হয় বলে বস্তুজগতের চেয়ে ভাবজগত তাদের কাছে অধিক গুরুত্ব পায় বলে, তারাই শত শত বছরের প্রজ্ঞা অতি অল্প বয়সে ধারণ করতে পারেন অন্যদের চেয়ে অধিক অনায়াসে। আমি বিশ্বাস করি, এ জায়গাটিতে আমি অবস্থান করি। প্রায়শই দেখি অনেকে নানান কৌশলে আমার বয়স জানার চেষ্টা করেন, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের ওজন জানার চেষ্টা করেন। এ বিষয়গুলো আমার কাছে নিতান্তই মূল্যহীন, অথচ পৃথিবীর মানুষ এগুলোকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়।

যার বয়স আমার তিনগুণ আমি কখনোই তার সামনে কাচুমাচু হয়ে বসিনি, যার বয়স আমার এক-তৃতীয়াংশ কখনোই প্রত্যাশা করিনি, তিনি আমার সব কথা মেনে নেবেন। আমি যেমন প্রবীণের কাছ থেকে শিখি, প্রায় একই আগ্রহ নিয়ে শিশুর কাছ থেকেও শিখি। তবে আড্ডা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি প্রবীণদেরই অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখি, তাদের মধ্যে যারা কবিতাবোদ্ধা, তারা থাকেন সবার উপরে।

আমি আড্ডাপ্রিয় মানুষ, তবে এ উপদেশ আমাকে কবি আল মাহমুদ দিয়েছিলেন, 'তোমাকে বুঝতে হবে কখন আড্ডা ছেড়ে উঠে আসতে হয়। অনেকেই আড্ডায় নিঃশেষ হয়ে গেছে'। অনেকেই নিঃশেষ হয়ে গেছে বলতে আল মাহমুদ আসলে কবি শহীদ কাদরীকে ইঙ্গিত করেছিলেন। অনেক বছর পর নিউ ইয়র্কে এসে যখন শহীদ ভাইয়ের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছি, তখন একদিন আড্ডা প্রসঙ্গে শহীদ ভাই বলেছিলেন, 'শামসুর রাহমান আমাকে বলেছিলেন, শহীদ আড্ডা থেকে উঠে আসুন। লিখতে বসুন, না হলে কবিতা চলে যাবে। কিন্তু আমি উঠে আসিনি।'

কবিতা এক অভিমানী প্রেমিকা, তাকে ভালোবাসা না দিলে সে থাকে না। তাকে সারাক্ষণই ভালোবাসতে হয়, সময় পেলেই বলতে হয় 'আই লাভ ইউ'। অনেকে আমাকে বলেন, এতো লিখবেন না। কিছুদিন লেখা বন্ধ রাখবেন। লেখা এলেও লিখবেন না। অনেক দিন পর একটা কবিতা লিখবেন, সে কবিতা অনেক ভালো হবে। আমি বলি, প্রেমিকা আমার বাড়িতে আসতে চাইলে আমি যদি বারবার দরজা বন্ধ করে দিই, এরপর যখন ডাকবো, তখন কি সে আসবে? আমি আমার প্রিয়তমার জন্য কখনোই দরজা বন্ধ করি না। শুধু দরজা-জানালা হাট করে খোলাই রাখি না, তার আসার সম্ভাবনা টের পেলে দেয়ালের ইটগুলোও ঢিলে করে রাখি, যাতে তিনি যেকোনো দিক দিয়ে ঘরে ঢুকতে পারেন।

বাংলাদেশের ফোকলোর–সাত

ড. মাসুদ রেজা

প্রবাদ প্রবচন-২

বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের নানা অনুষঙ্গ প্রবাদ প্রবচনের বিষয়। এতে জীবনদর্শন যেমন প্রত্যক্ষ করা যায়, তেমনি ধর্মবিশ্বাস, যুক্তি, ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগও সমানভাবে ক্রিয়াশীল। বাংলাদেশের বিভিন্ন আঞ্চল থেকে সংগৃহীত নানা প্রবাদ প্রবচনে লোকবিশ্বাস, ধর্মানুভূতি, ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ, রসিকতা, যুক্তিগ্রাহ্য অনুভব ইত্যাদি লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষিত-অশিক্ষত, ধনী-নির্ধন, গ্রাম্য-শহুরে, পণ্ডিত-পাদ্রী-মোল্লা, ছাত্র-শিক্ষক, নারী-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ সবাই একই। তাদের সবার মধ্যেই প্রবাদ প্রবচনের প্রয়োগিক বিষয়টি সমানভাবে কার্যকর। অর্থাৎ জীবন যেখানে ক্রিয়াশীল সেখানেই জীবনদর্শন প্রকাশিত। জীবনদর্শনের প্রতিফলন অনেক ক্ষেত্রেই প্রবাদের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকে। গ্রামের অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ যেভাবে কথা বলে শহুরে শিক্ষিত মানুষ সেভাবে কথা বলে না। পরিবেশের কারণেই পরিবেশনার পরিবর্তন ঘটে।

জীবনদর্শনের প্রতিফলন অনেক ক্ষেত্রেই প্রবাদের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকে। গ্রামের অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ যেভাবে কথা বলে শহুরে শিক্ষিত মানুষ সেভাবে কথা বলে না। পরিবেশের কারণেই পরিবেশনার পরিবর্তন ঘটে

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত কিছু প্রবাদ প্রবচনের উদাহরণ নিম্নরূপ–

১. কুকুর : যেমন কুকুর তেমন মুগুর। ২. কাজি : কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরালে পাজি। ৩. কিলঃ ভাত দেবার মুরদ নেই, কিল মারার গোঁসাই। ৪. চালুনঃ চালুন বলে ছুচ তোমার গুদ ছেঁদা। ৫. চোর : চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। ৬. ঝিঃ ঝিকে মেরে বউকে শিকান। ৭. ঢেঁকিঃ ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। ৮. নাপিতঃ নাপিত দেখলে কেনি আঙুল বাড়ে। ৯. পাগলঃ এক পাগলে ভাত পায় না, আরেক পাগলের আনাগোনা। ১০. ফকির : ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি। ১১. ফোঁড়ে : আড়ে নাই ফোঁড়ে আছে। ১২. বাটপার : নেংটার আবার বাটপারের ভয়। ১৩. বাপ : নিজে বাঁচলে বাপের নাম। ১৪. ভাত : পেটে ভাত নেই নাঙের উৎপাত। ১৫. মা : মায়ের কাছে মাসির খবর। ১৬. মাঃ মায়ের চেয়ে মাসির দরদ। ১৭. মা : মুড়ি বল চিড়া বল ভাতের মত নাই, খালা বল, ফুপু বল মার মতো নেই। ১৮. মাঃ আমি কান্দি মায়ের লাইগ্যা, মায়ে কান্দে হায়ের লেইগ্যা। ১৯. মাঃ মা কথাটি অতি ছোট, কিন্তু জহিনো বাই/মায়ের মতো আপন যে আয়, তিন ভুবনে নাই। ২০. লাভ : লাভে লোহা বয়, বিনা লাভে সোনাও বয় না। ২১. শকুন : শকুনের শাপে গরু মরে না। ২২. খাজনা : খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। ২৩. গঙ্গাঃ ভাগের মা গঙ্গা পায় না। ২৪. ঘুম : মজা মারে ফজা ভাই, মধ্যি হানদ্যা ঘুম কামাই। ২৫. ঘোড়া : ঘোড়া আলার ঘোড়া না, সেকেন্দারের ঘোড়া। ২৬. জামাইঃ আসপি-জামাই নিবি ঝি, জামাইর গোস্বায় অবে কি। ২৭. ঝিঃ বাপের বাড়ি ঝি নষ্ট, পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট। ২৮. ধনঃ দিয়া ধন বুঝে মন, কাইরা নিতে যতক্ষণ। ২৯. পানিঃ সাত ঘাটের পানি খেয়ে, বিড়াল বইসে তপস্যায়। ৩০. পাখিঃ খায়-দায় পাখিটি, বনের দিকে আঁখিটি। ৩১. ফলঃ মাকাল ফল দেখতে ভালো, উপরে লাল ভিতরে কালো। ৩২. বরঃ আশ্বিনে রান্দে কার্তিকে খায়, যে বর মাঙ্গে সেই বর পায়। ৩৩. ভাত : উনা ভাতে দুনা বল, অতি ভাতে রসাতল। ৩৪. ভাতঃ মেয়ে দিবে ভাত দেখে, বউ আনবে জাত দেখে। ৩৫. ভাতঃ যার ঘরে ভাত নাই, তার কোনো জাত নাই। ৩৬. ভাতঃ ভাতই ভাতার। ৩৭.শ্বশুর : শ্বশুরবাড়ি মধুর হাঁড়ি, নিত্য গেলে ঝাঁটার বাড়ি।

৩৮. সতীনঃ দুই সতীনের ঘর, আল্লায় রক্ষা কর। ৩৯. অভাবঃ অভাবে স্বভাব নষ্ট মুখ নষ্ট বচনে/ঝরায় ক্ষেত নষ্ট, স্ত্রী নষ্ট মারণে। ৪০. খাওয়া : হেগে খায় খেয়ে মুতে/তারে না ছোঁয় যমদূতে। ৪১. দাতাঃ দাতার নারকেল, কৃপণের বাঁশ/কাটো না কাটো বাড়ে বার মাস। ৪২. আপনঃ যম জামাই ভাগিনা/এই তিন নয় আপনা। ৪৩. নাইঃ নাই ঘরে খাই খাই। ৪৪. বুড়ি : এক বুড়ি আরেক বুড়ির নানি শাশুড়ি। ৪৪. ভাতঃ ভাত নাই ঘরে, মানে কিবা আসে। ৪৫. ভাতঃ যার ঘরে ভাত নাই, তার কোনো জাত নাই। ৪৬. ঢেউঃ ঢেউ গুইনা পয়সা খাও। ৪৭. কুজ্জাঃ কুজ্জার আবার চিৎ কাত। ৪৮. ওলাঃ খায় লয় বনের ওলা, বনের দিকে চায়। ৪৯. সুযোগীঃ মজা মারে ফজা ভাই, মধ্যি হানদ্যা ঘুম কামাই। ৫০. নারীঃ নারী বাঁচলে পারে, মইলি গোরের। ৫১. সময়ঃ মেয়া মানষ্যির নাওয়া, পুইষ্যা মানষ্যির খাওয়া। ৫২. চালাকঃ সাত ঘাটের পানি খেয়ে, বিড়াল বইসে তস্যায়। ৫৩. স্বভাব : খায় দায় পাখিটি, বনের দিকে আঁখিটি। ৫৪. অকৃতজ্ঞ : ছের কাইটা দিলাম পায়, তেওনা বন্ধু আপন হয়। ৫৫. সর্তক : কুড়ি নিবে গুণে, পথ চলবে জেনে। ৫৬. আপনঃ সাপ শালা জমিদার, এ তিন নয় আপনার। ৫৭. মেকিঃ ছ্যাপ চলে না, দুধ রোজ। ৫৮. ফুটাঙ্গারীঃ ভাত পায় না, চা মারায়। ৫৯. অপাত্র : কীসের মধ্যে কি, পান্তা ভাতে ঘি। ৬০. বাহাদুরিঃ গুয়ায় নাই গোস্ত, ফুলপ্যান নিয়া ব্যস্ত। ৬১. অকর্মা : আর কাম পাড়ে না বুড়ি, লাউ কুটপার নোরানড়ি। ৬২. অকর্মাঃ বাল ছিড়ে আঁটি বান্ধা। ৬৩. ভাতঃ ভাতে না কাপড়ে, বড় বড় থাপুরে। ৬৪. অতিগমন : শ্বশুরবাড়ি মধুর হাঁড়ি, নিত্যি গেলে ঝাঁটার বাড়ি। ৬৫. অকৃতজ্ঞ : আমারি দামা আমারি কাটা, আমারি গুয়ায় দেয় কল্লার কাঁটা। ৬৬. অকৃতজ্ঞ : নাক কাইট্যা দিলাম পায়, তাওনা বন্ধু আপন হয়। ৬৭. অকৃতজ্ঞ : যার জন্যি করি চুরি সে কয় চোর। ৬৮. অকৃতজ্ঞঃ যার জন্যি বনবাসী, সেই দেয় গলায় ফাঁসি। ৬৯. অতুচ্ছঃ ছোট কাটাটি ফোটে পায়, তুলে ফেল, নইলে দায়। ৭০. অতিচালাক : মজা মারে ফজা ভাই, মদ্দি হ্যানদ্যা ঘুম কামাই। ৭১. অতিচালাক : ভ্যাদা মাছে ক্যাদা খায়, ফুঁটি মাছে পান চাবায়। ৭২. অদৃষ্ট : সমুদ্রে ডুবালে ঘড়া, যা ধরবার তাই ধরা। ৭৩. অধঃপতন : ছিলাম রাজরানি, হইলাম জাইল্যানী। ৭৪. অনাহূত আশাঃ পির মানে না ঘরের লোকে, পির মানে না চিনাজোঁকে। ৭৫. অপরিণামদর্শী : মনির বৈরী রাজ্য ছাড়ি দেশ বৈরী পরাণে মরি। ৭৬. অপাত্রঃ ভাত পায় না চা খায়, চিন্তা নিয়া আকবার যায়। ৭৭. অপাত্র : বাপের বাড়ি ঝি নষ্ট, পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট। ৭৮. অবান্তর : এক বুড়ি আরেক বুড়ির নানি শাশুড়ি। ৭৯. অবাধ্য বউঃ ভাতের মধ্যে আহালী, কত রঙ্গ দেহাইলি। ৮০. অভিজাত : মাছের মধ্যে রুই, শাকের মধ্যে পুঁই। ৮১. অযোগ্য : পেয়াদার উজির জবার শখ। ৮২. অপদার্থ : মাকাল ফল দেখতে ভালো, ওপরে লাল ভেতরে কালো। ৮৩. অবমূল্যায়ন : নয় গাঁ মাগলে যা, সাত গাঁ মাগলে তা। ৮৪. অসম তুলনা : গজমতি হস্তি আর কান কাটা ভ্যাডা, পাক্কা ইমারত আর পাটখড়ির বেড়া। ৮৫ঃ অসার বিদ্রুপ : ট্যাহা নাই ঝুলিতি, ফাল পারে গলিতি। ৮৬. অসময় : কাল অইছে আকাল, ছাগলে চাটে বাঘের গাল। ৮৭. উচিত শিক্ষা : সেই শোয়াকই শুইলি, তবে কেন নৎ খসালি। ৮৯.পরনিন্দা : ঝাঁজর রে নিন্দা করে খৈচালা, তোর পাছায় বড় বড় ছ্যাঁদা। ৯০. পতিভক্তি : পতিই পরম গুরু রমণীর হয়, পতি তুষ্ট হলে তষ্ট হয় দয়াময়। ৯১. পরশ্রীকাতরতাঃ আমার খ্যারা কুটা পাঁচ টুক, সতীনির উৎকার মতো এটা। ৯২. দ্বিচারিণী : নেতি দেহি তেল সিঁদুর নিতি, একদিন দেহিনা স্বামী নিয়া শুতি। ৯৩ . দাইঃ ছোট ওইয়া বড় ওইয়া চললো সারি সারি, বাইর কইরা দেও তেলের বাটি, আয়া বিদায় করি। ৯৪. দুর্ভাগ্য : হারাইলি তালাশি নাই, মরলিও কান্দনি নাই। ৯৫. দোষ গোপন : ওরে আমার মইসন্যা, পাদ দিলি কইসন্যা। ৯৬. অকৃতজ্ঞ : খায় দায় পাখিটি, বনের দিকে আঁখিটি। ৯৭. মঙ্গলজনকঃ যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন। ৯৮. নববধূর প্রতিঃ সইলো তোর গয়না খোল, দুলার চোখে গণ্ডগোল। ৯৯. নামকাওয়াস্তঃ নিজের ভাত নিজের কাপড়, বাচা আমার রাজার চাকর। ১০০. ভদ্রলোকঃ আপনামান আপনি রাখে, কাটা কান চুল দিয়া ঢাকে। ১০১. ফাঁকিবাজ : সারাদিন বউ হ্যালে ফ্যালে, রাত করা বউ কবাশ ওলে। ১০২. সুযোগ সন্ধানী : যার পরে তার খায়, তারই ভিটায় ঘুঘু চড়ায়। ১০৩. মূল্যহীন : মাগী না ছাগি, কোন কামে লাগি। ১০৪. পুরুষের কদরঃ পুরুষ না পরস, সব কাজে সরস। ১০৫. মনঃ যার মনে যা ফালদ্যা ওঠে তা। ১০৬. ভাগ্য : জন্ম-মৃত্যু-বিয়া, এই তিনডা আল্লারে দিয়া। ১০৭. ভাত ছিটালে কাকের অভাব নাই।

কৃষিভিত্তিক জীবন নিয়ে প্রবাদ প্রবচন

১. ধানের আবাদে ধন, আবাদের ধানে ধন। ২. যদি থাকে ধানকাম, তো না কইরো আনকাম। ৩. তিল তিসি তাল মাখনা, খায় নিমদে হয় জোয়ানা। ৪. ফাগুনে আগুন চৈতে মাটি, বাঁশ বলে শিঘ্র উঠি। ৫. যদি উথাল কচু পাত, পাতে রইলো চাষার ভাত। ৬. গাই কিনবে দুয়ে, বলদ কিনবে বেয়ে। ৭. চাষি আর চষা মাটি, এই দুই মিলে শেষ খাঁটি। ৮. আগে থাকতে বাঁধে আলি, তবে খায় নানা শালী। ৯. আই থাকতি রাইখে যা, বেলা থাকতি হাইট্টে যা। ১০. দিনে জল রাতে তারা, এ দেখবে সুখের ধারা। ১১. যত কুয়া আমের ক্ষয়, তাল তেঁতুলে কিরা হয়। ১২. থেকে বলদ না বয় হাল, তার দুঃখ বার মাস। ১৩. সুপারিতে গোবর বাঁশে মাটি, অফলা নারিকেলের শিকড় কাটি। ১৪. ফাগুনে আগুন চৈতে মাটি, বাঁশ বলে শিঘ্র উঠি। ১৫. চাষ চায় না বাত চাষ, তিলে আধা বষণ।

স্বাস্থ্যকথা নিয়ে প্রবাদ প্রবচন

১. উনা ভাতে দুনা বল, ভরা ভাতে রসাতল। ২. দক্ষিণে নিমগাছ, বাড়ির মঙ্গল বার মাস। (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

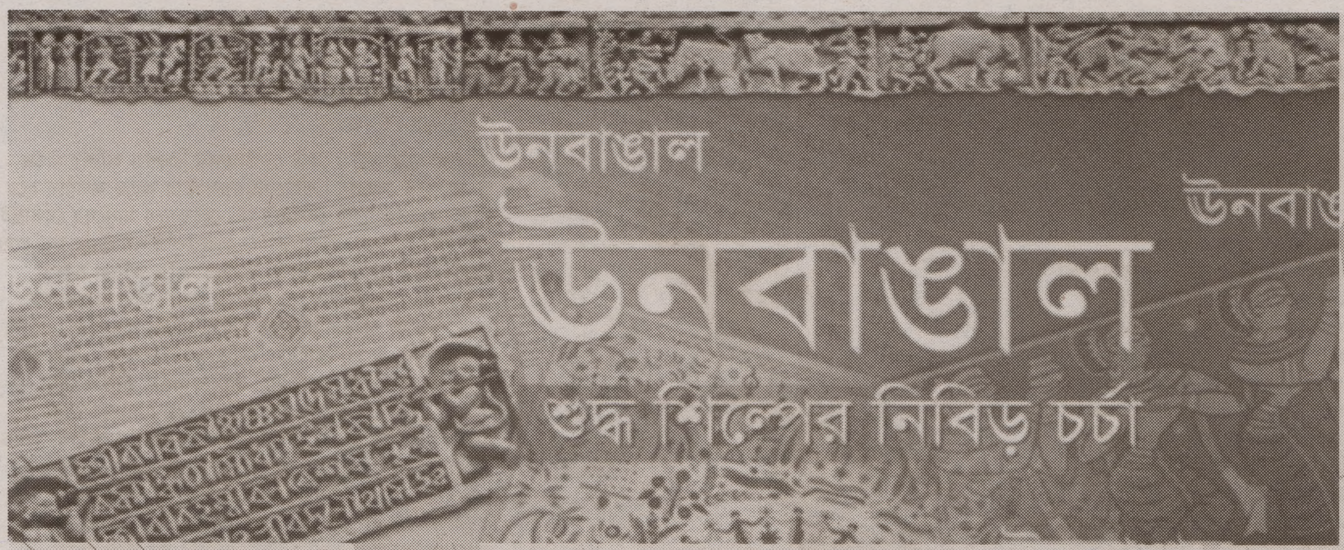

আত্মীয়তা
কালের লিখন

ছোট হতে হতে–
তেলাপোকার বন্ধু হয়ে গেছি;
মাটি কামড়ে পড়ে আছি শামুকের মতো।
আঙুলের ফাঁক গলে মিহিদানার বালু হয়ে,
ঝরঝর ঝরে গেছে ভালোবাসা যত।

যেভাবে উন্মুক্ত ক্ষ্যাপা ঢেউ–
আছড়ে পড়ে সামান্য মানুষের পায়ে;
সেভাবেই কতদিন মাথা ঠুকেছি।
ভুল মানুষের পায়ের কাছে বসে
অবনত হয়েছি শৈল্পিক আবর্জনার স্তূপে।
ফুল ভেবে অনন্তকাল শুশ্রূষা দিয়ে গেছি
বিষকাটালীর ঝোপে।

ঠোঁটের কাছে ধরেছি যে মধুপাত্র
চুম্বনে খুঁজেছি যার নিঃশ্বাসের ঘ্রাণ।
সে আমার ছিল না কোনোদিন–
ভুল সুরে গেয়ে গেছি জগদ্বিখ্যাত গান।
ভুল নামে ডেকে গেছি কোটি কোটি বার
জোছনা ভেবে যাকে জড়িয়েছি বুকে–
তার হৃদয়ে বিকাশ হয়েছে অনন্ত আঁধার।

বড় হতে হতে–
আরো বেশি ছোট হয়ে গেছি
মানুষের চেয়ে এখন মশা-মাছিই প্রিয়;
বেড়াল আমার প্রতিবেশী–
বৃক্ষেরা এখন আমার পরম আত্মীয়।

তমসা মাঝেই থাকে আলোর পথের দিশা
রুমাথবসু

জীবনের সব ঝড়ঝঞ্ঝারই
পরিণতি মন্দ নয়
পথের জঞ্জাল উড়িয়ে দিতেও
কতশত ঝড় বয়।

তিমির রজনী পোহালেই তবে
অহনার দেখা মেলে
নিবিড় অন্ধকার বক্ষ হতেই
উষা-রবি ওঠে হেলে।

আলোর দিশা দেখতে হলে
আঁধার পথে হেঁটে
সব শর্বর পেরিয়ে যেয়ে
তমসা ফেলো কেটে।

সব আঘাতে প্রত্যাঘাতের
থাকে না যে কোনো ইচ্ছা
কত আঘাতে থাকে যে শুধু
নব সৃষ্টির প্রত্যাশা।

প্রসব ব্যথা ওঠে যখন
প্রসূতি তো ওঠে টলে
সন্তানের মুখ দেখে মায়ের
মুখে আলো ওঠে জ্বলে।

গ্রহণ পারে না চিরকাল
সূর্যকে ঢেকে রাখতে
গ্রহণ শেষে রবির আলো
পারে না কেউ ঢাকতে।

অমানিশা দেখে ভয় পেয়ে
পিছিয়ে যেও না কেউ
তমসা শেষে আসবে ধেয়ে
আলোক স্রোতের ঢেউ।

ও পাখি
ড. জান্নাতুল ফেরদৌস

আমার একটি ছোট পাখি
সারাবেলা ডাকে,
মধুর কণ্ঠে আবেশ লাগে
মনপবনের বাঁকে,

ছন্দে ছন্দে নৃত্য করে
জ্যোৎস্না আলোক বনে,
সেই পাখিটি চমক লাগায়
হৃদয় গহীন কোণে,

ও পাখিটি!!! মায়া জড়ায়
ফাগুন আগুন ভোরে,
বিরহিনী সুরে তারে
বিমোহিত করে,

অভিমানী পাখি যখন
চুপি চুপি ডাকে,
সাধ্য কাহার না তাকিয়ে
মনকে রাখো ফাঁকে,

আমার পাখি যত্নে থাকো
সকাল সন্ধ্যা রাতে,
আমার মনের মালি হয়ে
সাজাও নিত্য প্রাতে।

গোধূলি
রীতা জেসমিন

ধূসর লালচে আকাশ
আকাশের বুকে
একাদশী চাঁদ আর শুকতারা
হাজার মাইলের ব্যবধানে তুমি
আমার একান্ত আকাশ।

গাঙচিল আর বকের ঝাঁক
উর্ধ্বশ্বাসে নীড়ে ফিরছে
বটবৃক্ষে চড়ুই, শালিক
সম্মিলনে কিচির মিচির।
সমস্ত প্রকৃতি গোধূলিলগ্নে
প্রার্থনারত জিন, ইনসান
গুল্মলতা, বাহারি পাতা,
পুষ্পরাজি, শুভ্র কাশবন
স্তব্ধ বিশ্ব, শুকতারা আর একাদশী চাঁদ।

স্তব্ধ তুমি, স্তব্ধ আমি
গোধূলির ধাঁধানো রূপে
স্তব্ধ আমাদের যুগল আঁখি।

মোসাহেবি
আমাতুজ জোহরা অনন্যা

চারিদিকে এ কী হাল,
নিয়মের বেড়াজাল,
এর মাঝে চলছি তো চলছি।
জীবনটা বেসামাল,
মাথাটাতে গোলমাল,
ভালো থেকে মিছে কথা বলছি।
মোসাহেবি করে দিন
কেটে যায় অমলিন,
বুদ্ধিতে পেয়ে গেছি নামধাম!
খেলাপিতে বহুঋণ,
অসততা সমীচীন,
তোষামোদ ছাড়া কোনো নেই দাম।

দুর্বিনীত বাসনার মমি
নিশাত জেসমিন

আমাদের বন্ধকি আবেগ নিলামে উঠেছে
চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে দুর্বিনীত বাসনার মমি!
বিবেক বাজারে বিশ্বস্ত পণ্য হলো–'ব্রুটাস ব্র্যান্ড'!
দরপতনের কোনো আশঙ্কা
দেউলিয়াত্বের আলখাল্লায় নেই কোনো সেলাই
কারণ রাজস্ব খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে
আসন্ন অর্থবছরে সুতো বর্জনের কোনো বিকল্প নেই।

এ সেলাইবিহীন আলখাল্লার পকেটেই রয়েছে বুদ্ধির চাবি।
জংধরা সিন্দুকের তালা চোখের ইশারায় খুলে যায়।
রাজ্যে উদ্বৃত্তের ঢল নেমেছে, কিন্তু বিন্দুমাত্র চাহিদা নেই কারো!
শুনছি মজুতদার নাকি বিকিয়ে যাচ্ছে, ক্রেতাশূন্য বাজারে!
তবুও জগৎ শেঠের দরবারে সবাইকে স্বাগত।

আহা! আমাদের ইচ্ছের রঙিন প্রজাপতি আবার কখন যে
শুঁয়োপোকায় রূপান্তরিত হলো, টেরই পেলাম না!
দাবানল সত্ত্বেও বনরাজি অথৈ জলে ডুবে গেল
চেয়ে দেখি হিমালয়ের ভস্মীভূত ছাইয়ে
মুহূর্তে একটা সোনার পাহাড় রচিত হলো
প্রলোভন সত্ত্বেও তাল তাল সোনা দিব্যি মাড়িয়ে গেল
একটি নগ্ন পা, ঠিক যেন আরভিনের পা!
একশ বছরের নিঃসঙ্গ একটি পা। যেমন খুঁজে পেতে চায়
দেহের অবশিষ্ট অংশ। ঠিক তেমনি ক্ষুধা নামক পদার্থ
পুড়িয়ে ফেলতে চায় তার উৎপত্তিস্থল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, শরণার্থী শিবিরের সামনে
লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। শূন্য থালা হাতে
মাটির বিস্কুটের আশায় কবেই সরে গেছে
পায়ের তলার মাটি পিতৃপুরুষের দেনার দায়ে
আমাদের বন্ধকি আবেগ এখন ভাতের বদলে
মাটির বিস্কুট খায়!
তবুও দুর্বিনীত বাসনার মমি বেঁচে থাকতে চায়
মাটির বিস্কুটের আশায়! ভাবনা একটাই
কীভাবে ক্ষুধার পিরামিডকে নিলামে ওঠানো যায়।

শুদ্ধতার আহ্বান
ফারজানা নাজ শম্পা

বিবর্ণ ধূসর শহর, যান্ত্রিকতার কর্কশ ভিড় ঠেলে
একচিলতে স্থির আকাশ খুঁজি।
রুদ্ধ কপাট ভেঙে কে যেন ডাকলো!
বুকের গভীরে ধুলো জমা স্বপ্নগুলো
সহসা ডানা মেলে মুক্তি চাইছে।
সব পিছুটান ছিন্ন করে মেঘাচ্ছন্ন পাহাড় চূড়ায় হারিয়ে যাই,
কিংবা অচেনা নীলিমার দেশে;
যেখানে মেঘেরা আজও রোদের সাথে
অবলীলায় লুকোচুরি খেলে।
উছলে পড়া ঝরনার শীতল ধারায় ধুয়ে নাও ক্লান্ত মন,
সেখানে দেখবে নির্জনতা বিষাদ নয়,
বরং এক আশ্চর্য পূর্ণতা।
শঙ্কা কীসের? ভেঙে পড়া ইটের স্তূপে দাঁড়িয়েও
নতুন জীবন গড়া যায়;
বুকের গহীন কোণে আশার আলোটা এখনো অনির্বাণ!
শোনো, সুদূর দিগন্তের সে আহ্বান–
এখন আর থমকে থাকার সময় নেই।

দুটি মেয়ে
দেওয়ান নাসের রাজা

একটি মেয়ে নতুন কাপড় পরবে
অপেক্ষায় ঘুমিয়ে পড়ে সে
আব্বু গেছেন বাজার সদাই করতে
নরম হাতে রঙিন জামা থাকবে।

আব্বু ফেরেন শূন্যহাতে
স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায় তার
আব্বুর হাতে দুটি জামা প্যাকেটে
দাদু তখন কোর্মা-পোলাও রাঁধছেন।

পাশের বাড়ির যে মেয়েটির বাবা নেই
কাকের ডানায় ঢেকে যায় তাদের ঘর
ভাঙা বেড়া হাওয়ার তোড়ে কাঁপছে
শূন্য হাড়ি শূন্য থাকে–
ভাত নেই।

সবুজ টিয়ার হয়তো তাই বেজার মুখ
নতুন জামা হাতে নিয়ে ছুটে যায়
হঠাৎ করে ফুলের বনে দুটি চাঁদ
চাঁদ উঠেছে, চাঁদরাতে–হইহুল্লোড়।

বাবা-মায়ের চিঠি
সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

বাবার চিঠি মায়ের চিঠি
সোহাগ-প্রীতি মাখা,
বাল্যবেলার আদর মায়া
আজও মনে আঁকা।

আদর মাখা পড়েই চিঠি
জুড়িয়ে মন কী যে,
দু'চোখ জুড়ে কতই কান্না
দু'চোখ জলে ভিজে।

দিনটা যায় বাবা-মায়ের
জানার ইচ্ছে খুব,
লেখাপড়ায় কেমন যায়
ভাবনা মনে ডুব!

খাওয়া-দাওয়া হয় তো ঠিক
জানার নেই শেষ,
চিঠির মধ্যে এসব কিছু
রাখেন প্রশ্ন বেশ!

বাবা-মায়ের সেই চিঠির
আদর মাখা মায়া,
চিঠি পড়েই পাশেই দেখি
বাবা-মায়ের ছায়া।

চাতালিকা
গোলাম রববানী

তোমাকে মনে রাখবো বলে কয়েকদিন আগে
সে কী হুলস্থুল না করেছিলাম
মায়াবী রাক্ষুসে চোখে বিপতিত করে
ভেতর বাড়াবাড়ি কর্ষিত হয়ে
কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েই
গোবরে পোকার সুরে একটানা আর্তনাদ ব্লকে
ব্লকেডের ব্যারিকেডেরই মতো
অন্তরীণে আবদ্ধ হলাম
তুমিও বেশ সার্কাজম মনে
আর প্রেম, আহা ভালোবাসা!
বুঝতেই পারলাম না আজব মূলগ্রামের কেতকী!
ফুলগাছ পারিনি বুঝতে
রাখতে পারিনি ধরে
পৃথিবীর সব মহামূল্যবান ফুলও যায় যে ঝরে
হোক অসুন্দর অপৃথিবীর মাটির বুকে
নিস্তরঙ্গ স্থিরতায় কিঞ্চিৎ আলিঙ্গন
আমার হৃদয়ের কোলাজে পড়ে মিশে যায় চাতালেই
তুমিও ঝরে গেলে মাটির কোলে
হৃদি অঞ্চলে নিশ্চুপে!

পশ্চিমে প্রহর
শাহীন ইবনে দিলওয়ার

এ মেগা সিটিতে অনেক বছর কেটে গেল আলম সাহেবের। চাকরি করেছেন দীর্ঘদিন এখন রিটায়ার্ড করে ঘরে বসা। যদিও পেনশন সোশ্যাল সিকিউরিটি যথারীতি পাচ্ছেন, কিন্তু সময় কাটানো কঠিন হয়ে পড়েছে তার জন্য। সে স্কুল জীবনের শেষদিকে টিউশনি করে কর্মজীবনের শুরু। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মালে জীবনযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় অঙ্কুরে। এক হিসাবে ভালো। যুদ্ধ করে করে দক্ষতা বাড়ে। ভেবেছিলেন রিটায়ার্ড করে বিশ্বভ্রমণ করবেন। ইউটিউবে রেকর্ড করে ট্রাভেল ভিডিও দেখেছেন। শখানেকের কম না। স্ত্রী বিভিন্ন অসুখে শয্যাশায়ী। তাকে টানাহিঁচড়া করে দিনের অর্ধেক কাটান। এভাবে জীবনসঙ্গিনীকে ফেলে রেখে কোথাও যাওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারেন না। এ মহিলা তার কর্মজীবনে সময়মতো নাশতা, দুপুরের খাবার বছরের পর বছর ব্যবস্থা করেছেন। ছেলে দুটোকে পেটে ধরেছেন। স্কুলে আনা-নেওয়া করেছেন। এতো চেষ্টা করে কলেজ পাস করা স্মার্ট ছেলে দুটো এখন স্বামী-স্ত্রীর মাথার মাইগ্রেন। হুট করে ভালো চাকরি ছেড়ে দিলো দুজনে। কয়েকশ হাজার ডলার জমানো হয়েছিল। সে ডলার দিয়ে স্টক কেনাবেচা করবে আর সারাদিন রাত ফাঁকে ফাঁকে গেম খেলবে।

খিদে লাগলে কিচেনে বাবুর্চির তৈরি খাবার গোগ্রাসে খেয়ে আবার রুমে ফেরত। মাঝেমধ্যে আলম সাহেবকে দয়া করে বাজার করতে সাহায্য করে। বহুদিন ধরে খুঁড়িয়ে হাঁটেন আলম। একবার বরফের মধ্যে পড়ে পা ভেঙেছিলেন। নাট বল্টু দিয়ে জোড়া লাগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আগের মতো সহজ হয়ে হাঁটতে পারেন না। বাবুর্চি আর কেউ না আলম সাহেব নিজে। শয্যাশায়ী স্ত্রীকেও তো খাওয়াতে হবে। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে স্ত্রী ও ছেলে দুটোর জন্য নিয়মিত রান্না করেন। ইউটিউব থাকায় বেঁচে গেছেন। সাবস্ক্রাইব করে লাইক দিয়ে রাঁধুনিদের প্রাপ্য দিয়ে দেন। হুবহু মাছ-মাংস তরিতরকারি রান্না করে সবাই পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া করেন। ছেলে দুটো কঠিন মাল না খেয়ে বিয়ারের ওপর থাকায় মাতলামি-টাতলামি দেখতে হয় না। ওদের বয়স ত্রিশের উপরে গেলেও ছেলেমানুষের মতো আচরণ। স্কুল-কলেজের বন্ধুবান্ধব এখন এদের সাথে আর যোগাযোগ না রাখায় এরা দুজনই একজন আরেকজনের বন্ধু। আলম সাহেব কখনো কল্পনা করতে পারেননি এরকম একটা জগাখিচুড়ি পরিবার তার ভাগ্যে ছিল।

ছেলে দুটো বিয়েশাদি করতে চায় না। চাইলেও সেলফ অ্যামপ্লয়েড এরকম ছেলেদের পাত্রী সহজে জুটবে না। এখন আগের মতো দুচোখ দুচোখের উপর পড়ে প্রেম-ভালোবাসা হয় না। এখন বিয়েশাদি ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটির নিশ্চয়তা চায়। বিয়ের কথাবার্তায় স্বামী স্ত্রী কে কি বিল দেবে তা-ও আগেভাগে ঠিক করে নেয়। একবার দলিলে সই করলে ডিভোর্স নেওয়াও ব্যয়সাপেক্ষ। উকিল ধরে কাজ সারতে ভালো অ্যামাউন্ট চলে যাবে।

আলম সাহেবের ট্যালেন্টেড ছেলে দুটো তিনি বুঝতে পারেন স্টক কেনাবেচায় এরা যথেষ্ট লাভ করে। কিন্তু একে পুঁজি করে কোনো দেশি মেয়ের বাবার কাছে ছেলের জন্য বউ চাইতে সাহস পান না। ফিরিয়ে দিলে মনে আঘাত পাবেন। স্ত্রী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বাসার লোকদের অদ্ভুত জীবনযাপন দেখেন, কিন্তু কিছু বলার শক্তি-সাহস পান না। সৃষ্টিকর্তা তাকে পরিণত বয়সের আগেই একঘরে করে দিলেন এ আফসোস তার। ভাগ্যিস স্বামী তাকে ফেলে যাননি। অবহেলাও করেন না। তিনিও তার স্বামীর মতো ভেবেছিলেন ছেলে দুটো ৯টা-৫টা চাকরি করবে। বিয়ের বয়স হলে নিজে পাত্রী খুঁজে বের করবে। না পারলে বাবা-মা খুঁজে দেবেন। এখানে না পেলে দেশে নিয়ে যাবেন। আমেরিকান পাত্র পেলে হুলুস্থুল কাণ্ড পড়ে যায়। হাজার হোক ইমিগ্র্যান্টের দেশ। ভাই-বোন, মা-বাবা সবাইকে নিতে পারে।

দেশে থাকলে কি হতো? দেশে থাকলে এ ছেলে দুটো মা-বাবার অবাধ্য হতে গিয়ে একশ বার ভাবতো। পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজনদের কাছে ছোট হওয়ার একটা ব্যাপার থাকতো। এতোদিনে নাতি-নাতনির মুখ দেখতে পেতেন আলম সাহেব ও তার স্ত্রী। এক সময় তো সব ফুরিয়ে যাবে। তবু সময়মতো সবকিছু ঘটলে জীবনটা কেমন সার্থক মনে হয়। ফেসবুকে অনেকে ফ্যামিলির তিন জেনারেশন দেখিয়ে সফল ফ্যামিলির দাবি করে। ভেতরে যাই ঘটুক, বাইরে এরকম হাসিখুশি সবার একসাথে ছবি দেখলে হিংসা লাগে আলম সাহেবের।

অনেক কষ্টে নিজের বাড়িটি করেছেন আলম সাহেব। এ বাড়িগুলো একশ বছরের পুরোনো। এদিক ফিক্স করলে ওদিক ভেঙে যায়। মোল্ড লেগে থাকে এখানে-সেখানে। কোনো কিছু ঠিক করতে মিস্ত্রি এনে কাজে লাগালে বড় একটা অ্যামাউন্ট চলে যায়। আলম সাহেবের শুধু নিজের ইনকাম। তার স্ত্রী এ দেশে একদিনও কাজ করেননি। এখানে সোশ্যাল সিকিউরিটি পেতে হলে ১০ বছর কাজ করা লাগে, চল্লিশ কোয়ার্টার। একটা কম হলেও এ বাবদ এক ডলারও দেবে না।

ছেলেদের কথা শোনাতে না পেরে আলম সাহেব সব সময় উদ্বিগ্ন থাকেন। সম্ভব হলে এদের এখানে ফেলে স্ত্রীকে নিয়ে দেশে চলে যেতেন, কিন্তু দেশে তো ফ্রি চিকিৎসা-ওষুধ নেই। একটু অসুখ-বিসুখ নিয়ে ভালো হাসপাতালে গেলে মোটা অঙ্কের বিল ধরিয়ে দেবে। কোভিডের সময় তার পরিচিত একজনের এক সপ্তাহের অক্সিজেন ও কেবিনের ভাড়া মিলিয়ে নগদ পাঁচ লাখ টাকা দিতে হয়েছে। দেশে কঠিন অসুখ নিয়ে মানুষের অসহায়ত্বের ঘটনাগুলো আলম সাহেবকে পীড়া দেয়। মাঝেমধ্যে পারলে কিছু পাঠিয়ে দেন।

বরাদ্দ দিন একদিন ফুরিয়ে যাবে জেনেও একটা দিনও সুন্দরভাবে কাটাতে পারেন না আলম সাহেব। ছেলে দুটো নিত্যনতুন ঝামেলা বাধায়। এক সপ্তাহ আগে কোত্থেকে ধরে বেঁধে কয়েকজন যুবক-যুবতী নিয়ে এসে বাড়িতে পার্টি দিয়ে বসলো। চিল্লাচিল্লি বিয়ার খাওয়া গাঁজার ধোঁয়া সব মিলিয়ে ঘণ্টা তিনেক হাবিয়া দোজখে ছিলেন আলম সাহেব ও তার স্ত্রী। একবার তিনি পুলিশ কল করতে উদ্যত হলে তার অসুস্থ স্ত্রীর কাকতি-মিনতিতে আর ৯১১ ডায়াল করেননি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুলিশ চলে আসতো। ছেলে দুটোকে বাইরে যেতে বাধ্য করতো। আলম সাহেব পরে কোর্টে যেয়ে অর্ডার অব প্রোটেকশন নিলে আর এ বাড়িমুখো হতে পারতো না। বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে এলেই পুলিশ কল করলে এসে ধরে নিয়ে যাবে। তখন হয়তো এদের ফেরত আনতে চাইলে আবার কোর্ট-কাচারি করতে হবে।

এ অর্থব ছেলে দুটোই তার উত্তরাধিকার। আলম সাহেব এ দুর্গতিকে ভাগ্যের লীলাখেলা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এজন্য নিজেকে দায়ী করতে পারেন না। লেখাপড়া তো ঠিকমতো করিয়েছিলেন। ভালো চাকরিও ধরেছিল। ধর্মগ্রন্থ ধর্মাচার সব শিখিয়েছেন যথাস্থানে পাঠিয়ে। মায়ের ভাষাও একসময় সুস্পষ্ট বলতে পারতো। সব ছেড়ে-ছুড়ে এরা এখন ওদের জন্মভূমির কালচার ধারণ করেছে। এজন্য অ্যাডাল্ট হলেই যথেষ্ট। নিজের সিদ্ধান্তে সব করতে পারে। তাই করছে এরা। আলম সাহেব ও তার স্ত্রীকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজেদের মতো দিনযাপন করছে। এ জনমে হয়তো আর বদলাবে না। আলম সাহেব ও তার স্ত্রীর সে পরিবর্তন দেখার ভাগ্য হবে না।

ছেলে দুটো বেশিরভাগ সময় নিজেদের রুমে থাকে। কদাচিৎ মা-বাবার সাথে দেখা হয়। আলম সাহেব কিছু বলতে চাইলে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। বেশি পীড়াপীড়ি করে বেশ কয়েকবার এ দেশের চরম গালাগালিগুলো শুনতে হয়েছে আলম সাহেব ও তার স্ত্রীকে। একসময় গান গাইতেন আলম সাহেব। বেশ নামডাক ছিল। এখানে প্রথম এসেও কত গান-বাজনা করেছেন। বছর ত্রিশ আগে বসন্ত এলে তারও মনে দোলা লাগতো। আজ দুটো ছেলের জন্য তার পরিপার্শ্বে স্থায়ী অমাবস্যা। গানের মন সেই কবে মরে গেছে। হারমোনিয়ামের ওপর একমুঠো ধুলো জমে আছে।

একটা বিষয় আলম সাহেবের মাথায় আসে না, এ জোয়ান ছোকরা দুটোর নারী সঙ্গের কোনো তাগদা নেই কেন? বুড়ো হতে চলেছে, অথচ আলম সাহেব নিজে ১৮-১৯ বয়স থেকে হস্তমৈথুনে হাতেখড়ি নিতে বাধ্য হোন। উত্তেজক নারী দেহের ছবি জোগাড় করে দেখতেন। ব্লু ফিল্ম আসার পরে বিপ্লব ঘটে যায়। তার শহরে না থাকলেও অন্য শহরে গেলে ইংরেজি ছবি প্রদর্শনের পাশাপাশি ব্লু ফিল্মের কাটপিস চালিয়ে দিতো। কয়েক ঝলক দেখিয়ে রিল শেষ হয়ে যেতো, নতুবা মূল ছবিতে ফিরে যেতো। এগুলো খুঁজে বের করে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনে চড়ে জায়গা মতো যেতে-আসতে কম ধকল পোহাতে হয়নি তাকে। দেখে এসে পানি ঝরিয়ে তারপর শান্তি পেতেন। তারই ছেলেদের এ ধরনের নিরাসক্তি তাকে অবাক করে দেয়। আলম সাহেবের একটা বিশ্বাস প্রতি ১০ বছর পরপর সৃষ্টিকর্তা নতুন কারখানা তৈরি করে নতুন মানুষদের তৈরিতে অভিনবত্ব আনেন। তাই একযুগ পরের সৃষ্টিতে এতো বেমিল ধরা পড়ে। একবার তার এক কলিগ তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোর ছেলেদের গার্লফ্রেন্ড আছে?' আলম সাহেব না বলে জুড়ে দেন আমরা এগুলো অ্যালাও করি না। তখন সে বলেছিল, 'গার্লফ্রেন্ড ধরতে দিচ্ছিস না। হঠাৎ একদিন দেখবি বয়ফ্রেন্ড ধরে নিয়ে এসেছে।' যদিও এখন পর্যন্ত তেমন কিছু দেখেননি আলম সাহেব, তবু ছেলেদের রোমান্সের অনীহার কোনো কারণ খুঁজে পান না।

এভাবেই কেটে যাবে আর কত দিন কে জানে? সন্তান দুটোর পিতা-মাতা হয়ে গর্বিত হওয়ার দিনগুলো কবেই জীবনের খাতা থেকে মুছে গেছে। এরকম একটা দুঃসহ ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হবে এটা তাদের কল্পনার বাইরে ছিল। তার এ চিন্তাভাবনার মধ্যে ছেলে দুটো উপরের রুম থেকে নেমে এলো। বাইরে কোথাও যাবে। কোনো ধরনের ভণিতা ছাড়া আলম সাহেবকে ইংরেজিতে বললো, 'হেই- ক্যান ইউ ক্লোজ দা ডোর? উই আর ইন এ রাশ। উই গট টু গো।'

বিশ্বকাপ ফুটবল সূচি

বাংলাদেশ সময়

গ্রুপ	দল
এ	মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র
বি	কানাডা, বসনিয়া, কাতার, সুইজারল্যান্ড
সি	ব্রাজিল, মরক্কো, হাইতি, স্কটল্যান্ড
ডি	যুক্তরাষ্ট্র, প্যারাগুয়ে, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক
ই	জার্মানি, কুরাসাও, আইভরিকোস্ট, ইকুয়েডর
এফ	নেদারল্যান্ডস, জাপান, সুইডেন, তিউনিসিয়া
জি	বেলজিয়াম, মিসর, ইরান, নিউজিল্যান্ড
এইচ	স্পেন, কেপভার্দে, সৌদি আরব, উরুগুয়ে
আই	ফ্রান্স, সেনেগাল, ইরাক, নরওয়ে
জে	আর্জেন্টিনা, আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া, জর্ডান
কে	পর্তুগাল, কঙ্গো, উজবেকিস্তান, কলম্বিয়া
এল	ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, ঘানা, পানামা

গ্রুপ পর্বের সূচি

তারিখ	গ্রুপ	সময়	ম্যাচ
জুন ১১	এ	রাত ১টা	মেক্সিকো – দক্ষিণ আফ্রিকা
জুন ১২	এ	সকাল ৮টা	দক্ষিণ কোরিয়া – চেক প্রজাতন্ত্র
জুন ১২	বি	রাত ১টা	কানাডা – বসনিয়া
জুন ১৩	ডি	সকাল ৭টা	যুক্তরাষ্ট্র – প্যারাগুয়ে
জুন ১৩	বি	রাত ১টা	কাতার – সুইজারল্যান্ড
জুন ১৪	সি	ভোর ৪টা	ব্রাজিল – মরক্কো
জুন ১৪	সি	সকাল ৭টা	হাইতি – স্কটল্যান্ড
জুন ১৪	ডি	সকাল ১০টা	অস্ট্রেলিয়া – তুরস্ক
জুন ১৪	ই	রাত ১১টা	জার্মানি – কুরাসাও
জুন ১৪	এফ	রাত ২টা	নেদারল্যান্ডস – জাপান
জুন ১৫	ই	ভোর ৫টা	আইভরিকোস্ট – ইকুয়েডর
জুন ১৫	এফ	সকাল ৮টা	সুইডেন – তিউনিসিয়া
জুন ১৫	এইচ	রাত ১০টা	স্পেন – কেপভার্দে
জুন ১৫	জি	রাত ১টা	বেলজিয়াম – মিসর
জুন ১৬	এইচ	ভোর ৪টা	সৌদি আরব – উরুগুয়ে
জুন ১৬	জি	সকাল ৭টা	ইরান – নিউজিল্যান্ড
জুন ১৬	আই	রাত ১টা	ফ্রান্স – সেনেগাল
জুন ১৭	আই	ভোর ৪টা	ইরাক – নরওয়ে
জুন ১৭	জে	সকাল ৭টা	আর্জেন্টিনা – আলজেরিয়া
জুন ১৭	জে	সকাল ১০টা	অস্ট্রিয়া – জর্ডান
জুন ১৭	কে	রাত ১১টা	পর্তুগাল – কঙ্গো
জুন ১৭	এল	রাত ২টা	ইংল্যান্ড – ক্রোয়েশিয়া
জুন ১৮	এল	ভোর ৫টা	ঘানা – পানামা
জুন ১৮	কে	সকাল ৮টা	উজবেকিস্তান – কলম্বিয়া
জুন ১৮	এ	রাত ১০টা	চেক প্রজাতন্ত্র – দক্ষিণ আফ্রিকা
জুন ১৮	বি	রাত ১টা	সুইজারল্যান্ড – বসনিয়া
জুন ১৯	বি	ভোর ৪টা	কানাডা – কাতার
জুন ১৯	এ	সকাল ৭টা	মেক্সিকো – দক্ষিণ কোরিয়া
জুন ১৯	ডি	রাত ১টা	যুক্তরাষ্ট্র – অস্ট্রেলিয়া
জুন ২০	সি	ভোর ৪টা	স্কটল্যান্ড – মরক্কো
জুন ২০	সি	সকাল ৬.৩০	ব্রাজিল – হাইতি
জুন ২০	ডি	সকাল ৯টা	তুরস্ক – প্যারাগুয়ে
জুন ২০	এফ	রাত ১১টা	নেদারল্যান্ডস – সুইডেন
জুন ২০	ই	রাত ২টা	জার্মানি – আইভরিকোস্ট
জুন ২১	ই	ভোর ৬টা	ইকুয়েডর – কুরাসাও
জুন ২১	এফ	সকাল ১০টা	তিউনিসিয়া – জাপান
জুন ২১	এইচ	[illegible]	স্পেন – সৌদি আরব
জুন ২১	জি	[illegible]	বেলজিয়াম – ইরান
জুন ২২	এইচ	[illegible]	উরুগুয়ে – কেপভার্দে
জুন ২২	জি	[illegible]	নিউজিল্যান্ড – মিসর
জুন ২২	জে	[illegible]	আর্জেন্টিনা – অস্ট্রিয়া
জুন ২২	আই	[illegible]	ফ্রান্স – ইরাক
জুন ২৩	আই	[illegible]	নরওয়ে – সেনেগাল
জুন ২৩	জে	[illegible]	জর্ডান – আলজেরিয়া
জুন ২৩	কে	[illegible]	পর্তুগাল – উজবেকিস্তান
জুন ২৩	এল	[illegible]	ইংল্যান্ড – ঘানা
জুন ২৪	এল	[illegible]	পানামা – ক্রোয়েশিয়া
জুন ২৪	কে	[illegible]	কলম্বিয়া – কঙ্গো
জুন ২৪	বি	রাত ১টা	কানাডা – সুইজারল্যান্ড
জুন ২৪	বি	রাত ১টা	বসনিয়া – কাতার
জুন ২৫	সি	ভোর ৪টা	স্কটল্যান্ড – ব্রাজিল
জুন ২৫	সি	ভোর ৪টা	মরক্কো – হাইতি
জুন ২৫	এ	সকাল ৭টা	মেক্সিকো – চেক প্রজাতন্ত্র
জুন ২৫	এ	সকাল ৭টা	দক্ষিণ কোরিয়া – দক্ষিণ আফ্রিকা
জুন ২৫	ই	রাত ২টা	ইকুয়েডর – জার্মানি
জুন ২৫	ই	রাত ২টা	কুরাসাও – আইভরিকোস্ট
জুন ২৬	এফ	ভোর ৫টা	জাপান – সুইডেন
জুন ২৬	এফ	ভোর ৫টা	তিউনিসিয়া – নেদারল্যান্ডস
জুন ২৬	ডি	সকাল ১০টা	যুক্তরাষ্ট্র – তুরস্ক
জুন ২৬	ডি	সকাল ১০টা	প্যারাগুয়ে – অস্ট্রেলিয়া
জুন ২৬	আই	রাত ১টা	নরওয়ে – ফ্রান্স
জুন ২৬	আই	রাত ১টা	সেনেগাল – ইরাক
জুন ২৭	এইচ	সকাল ৬টা	উরুগুয়ে – স্পেন
জুন ২৭	এইচ	সকাল ৬টা	কেপভার্দে – সৌদি আরব
জুন ২৭	জি	সকাল ৯টা	নিউজিল্যান্ড – বেলজিয়াম
জুন ২৭	জি	সকাল ৯টা	মিসর – ইরান
জুন ২৭	এল	রাত ৩টা	পানামা – ইংল্যান্ড
জুন ২৭	এল	রাত ৩টা	ক্রোয়েশিয়া – ঘানা
জুন ২৮	কে	ভোর ৫-৩০ মি.	কলম্বিয়া – পর্তুগাল
জুন ২৮	কে	ভোর ৫-৩০ মি.	কঙ্গো – উজবেকিস্তান
জুন ২৮	জে	সকাল ৮টা	জর্ডান – আর্জেন্টিনা
জুন ২৮	জে	সকাল ৮টা	অস্ট্রিয়া – আলজেরিয়া

দ্বিতীয় রাউন্ড (শেষ ৩২)

ম্যাচ	তারিখ	সময়	দল
ম্যাচ ৭৩	জুন ২৮	রাত ১টা	এ ২ – বি ২
ম্যাচ ৭৪	জুন ২৯	রাত ২-৩০ মি.	ই ১ – এ/বি/সি/ডি/এফ-৩
ম্যাচ ৭৫	জুন ৩০	সকাল ৭টা	এফ১ – সি২
ম্যাচ ৭৬	জুন ২৯	রাত ১১টা	সি ১ – এফ ২
ম্যাচ ৭৭	জুন ৩০	রাত ৩টা	আই ১ – সি/ডি/এফ/জি/এইচ-৩
ম্যাচ ৭৮	জুন ৩০	রাত ১১টা	ই ২ – আই ২
ম্যাচ ৭৯	১ জুলাই	সকাল ৭টা	এ ১ – সি/ই/এফ/এইচ/আই-৩
ম্যাচ ৮০	১ জুলাই	রাত ১০টা	এল ১ – ই/এইচ/আই/জে/কে-৩
ম্যাচ ৮১	২ জুলাই	সকাল ৬টা	ডি ১ – বি/ই/এফ/আই/জে-৩
ম্যাচ ৮২	১ জুলাই	রাত ২টা	জি ১ – এ/ই/এইচ/আই/জে-৩
ম্যাচ ৮৩	৩ জুলাই	ভোর ৪টা	কে ২ – এল ২
ম্যাচ ৮৪	২ জুলাই	রাত ২টা	এইচ ১ – জে ২
ম্যাচ ৮৫	৩ জুলাই	সকাল ৯টা	বি ১ – ই/এফ/জি/আই/জে-৩
ম্যাচ ৮৬	৪ জুলাই	ভোর ৪টা	জে ১ – এইচ ২
ম্যাচ ৮৭	৪ জুলাই	সকাল ৭-৩০ মি.	কে ১ – ডি/ই/আই/জে/এল-৩
ম্যাচ ৮৮	৩ জুলাই	রাত ১২টা	ডি ২ – জি ২

তৃতীয় রাউন্ড (শেষ ১৬)

ম্যাচ	তারিখ	সময়	দল
ম্যাচ ৮৯	৪ জুলাই	রাত ৩টা	জয়ী ম্যাচ ৭৪ – জয়ী ম্যাচ ৭৭
ম্যাচ ৯০	৪ জুলাই	রাত ১১টা	জয়ী ম্যাচ ৭৩ – জয়ী ম্যাচ ৭৫
ম্যাচ ৯১	৫ জুলাই	রাত ২টা	জয়ী ম্যাচ ৭৬ – জয়ী ম্যাচ ৭৮
ম্যাচ ৯২	৬ জুলাই	সকাল ৬টা	জয়ী ম্যাচ ৭৯ – জয়ী ম্যাচ ৮০
ম্যাচ ৯৩	৬ জুলাই	রাত ১টা	জয়ী ম্যাচ ৮৩ – জয়ী ম্যাচ ৮৪
ম্যাচ ৯৪	৭ জুলাই	সকাল ৬টা	জয়ী ম্যাচ ৮১ – জয়ী ম্যাচ ৮২
ম্যাচ ৯৫	৭ জুলাই	রাত ১০টা	জয়ী ম্যাচ ৮৬ – জয়ী ম্যাচ ৮৮
ম্যাচ ৯৬	৭ জুলাই	রাত ২টা	জয়ী ম্যাচ ৮৫ – জয়ী ম্যাচ ৮৭

কোয়ার্টার ফাইনাল

ম্যাচ	তারিখ	সময়	দল
ম্যাচ ৯৭	৯ জুলাই	রাত ২টা	জয়ী ম্যাচ ৮৯ – জয়ী ম্যাচ ৯০
ম্যাচ ৯৮	১০ জুলাই	রাত ১১টা	জয়ী ম্যাচ ৯৩ – জয়ী ম্যাচ ৯৪
ম্যাচ ৯৯	১১ জুলাই	রাত ৩টা	জয়ী ম্যাচ ৯১ – জয়ী ম্যাচ ৯২
ম্যাচ ১০০	১২ জুলাই	সকাল ৮টা	জয়ী ম্যাচ ৯৫ – জয়ী ম্যাচ ৯৬

সেমিফাইনাল

ম্যাচ	তারিখ	সময়	দল
ম্যাচ ১০১	১৪ জুলাই	রাত ১টা	জয়ী ম্যাচ ৯৭ – জয়ী ম্যাচ ৯৮
ম্যাচ ১০২	১৫ জুলাই	রাত ১টা	জয়ী ম্যাচ ৯৯ – জয়ী ম্যাচ ১০০

ম্যাচ ১০৩ | ১৮ জুলাই | রাত ৩টা
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ

ম্যাচ ১০৪ | ১৯ জুলাই | রাত ১টা
ফাইনাল

নিউ ইয়র্কে বাউল আব্দুল করিম স্মরণ সন্ধ্যা

নিউ ইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র সফররত সিলেট জেলা পরিষদের প্রশাসক, বিশিষ্ট রাজনীতিক আবুল কাহের চৌধুরী শামীম বলেছেন, আমি একজন সংগীত প্রিয় মানুষ, আমি সংগীত ভালোবাসি। বাউল আব্দুল করিম শুধু সিলেট নয়, তিনি বাংলাদেশের গর্ব। তার গান শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বে বসবাসকারী মানুষ পছন্দ করেন। এই গানের জন্য তিনি যুগ যুগ ধরে মানুষের হৃদয়ে জেগে থাকবেন। শুরু আব্দুল করিমের গান নয়, সিলেটের সাহিত্য-সংস্কৃতির বিশেষ ঐতিহ্য রয়েছে। সিলেটের কৃতি সন্তান হাসন রাজা, রাধা রমন দত্ত সহ অনেকেই সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে গান করেছেন। প্রবাসে তার গানের সন্ধ্যার আয়োজন একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

বাউল আব্দুল করিম স্মরণে গত রোববার সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়ার পিএস ৬৭ স্কুল মিলনায়তনে আয়োজিত 'সংগীত সন্ধ্যা ও ধামাইল অনুষ্ঠানে' আমন্ত্রিত অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠনের শুরুতে আমন্ত্রিত অতিথিদের মঞ্চে আমন্ত্রণ জানান এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন। এরপর সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ সোহেল আহমেদ সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা সকল অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে দেন। এরপর আবুল কাহের চৌধুরী শামীমসহ আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে সোসাইটির অন্যতম উপদেষ্টা এমাদ চৌধুরী ও চৌধুরী সালেহ, লীগ অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি বেদারুল ইসলাম বাবলা, নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৩৬-এর আগামী প্রাইমারি নির্বাচনে প্রার্থী বাংলাদেশি-আমেরিকান মেরী জোবাইদা, কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট তোফায়েল চৌধুরী, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি বদরুন্নাহার খান মিতা, সন্দ্বীপ সোসাইটি ইউএসএর সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী সদস্য জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এরপর বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি মূলধারার রাজনীতিক এটর্নী মঈন চৌধুরী তার বক্তব্যের পর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ পক্ষ থেকে অতিথি আবুল কাহের চৌধুরী-কে একটি প্ল্যাক এবং নিউ ইয়র্ক স্টেট সিনেটর জেসিকা রামোসের পক্ষ থেকে সংগঠনের উপদেষ্টা দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী ও বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী তুষার ভূঁইয়াকে সম্মাননা অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানের মাঝে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র সামাজিক কর্মকান্ডের উপর নির্মিত ভিডিও শো প্রদর্শিত হয়।

তামান্না মৌ ও সুতপা চৌধুরীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে জনপ্রিয় বাউল শিল্পী কালা মিয়ার গানের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক পর্ব শুরু হয়। এই পর্বে অন্যদের মধ্যে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী কামরুজ্জামান বকুল ও মরিয়ম মারিয়া সহ জুয়েল, নাসির উদ্দিন প্রমুখ সংগীত পরিবেশন করেন। বাউল শিল্পী কালা মিয়া একাধিক গান পরিবেশন করেন। একক নৃত্য পরিবেশন করে নতুন প্রজন্মের শিল্পী নবনিতা দেবনাথ (পায়েল)। এছাড়া দলীয় নৃত্য পরিবেশন করেন মিথন ড্যান্স একাডেমির শিল্পীরা। শিল্পীদের পরিবেশনা উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দ্য অপ্টিমিস্টের রানা চৌধুরী, সেন্টার ফর নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশ (এনআরবি)-এর চেয়ারপারসন শেকিল চৌধুরী, সিনিয়র সাংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলাম, কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট ফকু চৌধুরী, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, মিনহাজ আহমেদ সাম্মু, নূরুল হক, মোহাম্মদ শফিক, সৈয়দ ফয়সাল, কাদের খান, আল আমিন (জিলা), টাইম টেলিভিশন-এর পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, গোলাপগঞ্জ সোসাইটির সভাপতি শেখ আতিক, শ্রীমঙ্গল অ্যাসোসিশেনের সভাপতি চমন এলাহি, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী আশরাফ উদ্দিন কামাল ও সাব্বির এ লস্কর, কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মফিজুর রহমান দুলাল, জিন্নাহ আহমেদ, জয়েল খান, আবুল কাশেম, আজমল খান, সালেহ আহমেদ মানিক, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে উপদেষ্টা আব্দুর রহমান, সহ সভাপতি সহ সভাপতি কয়েস আহমদ, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, সদস্য জহিরুল হক, ফয়সাল আহমেদ, নূরুল হক, আবু সোলায়মান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

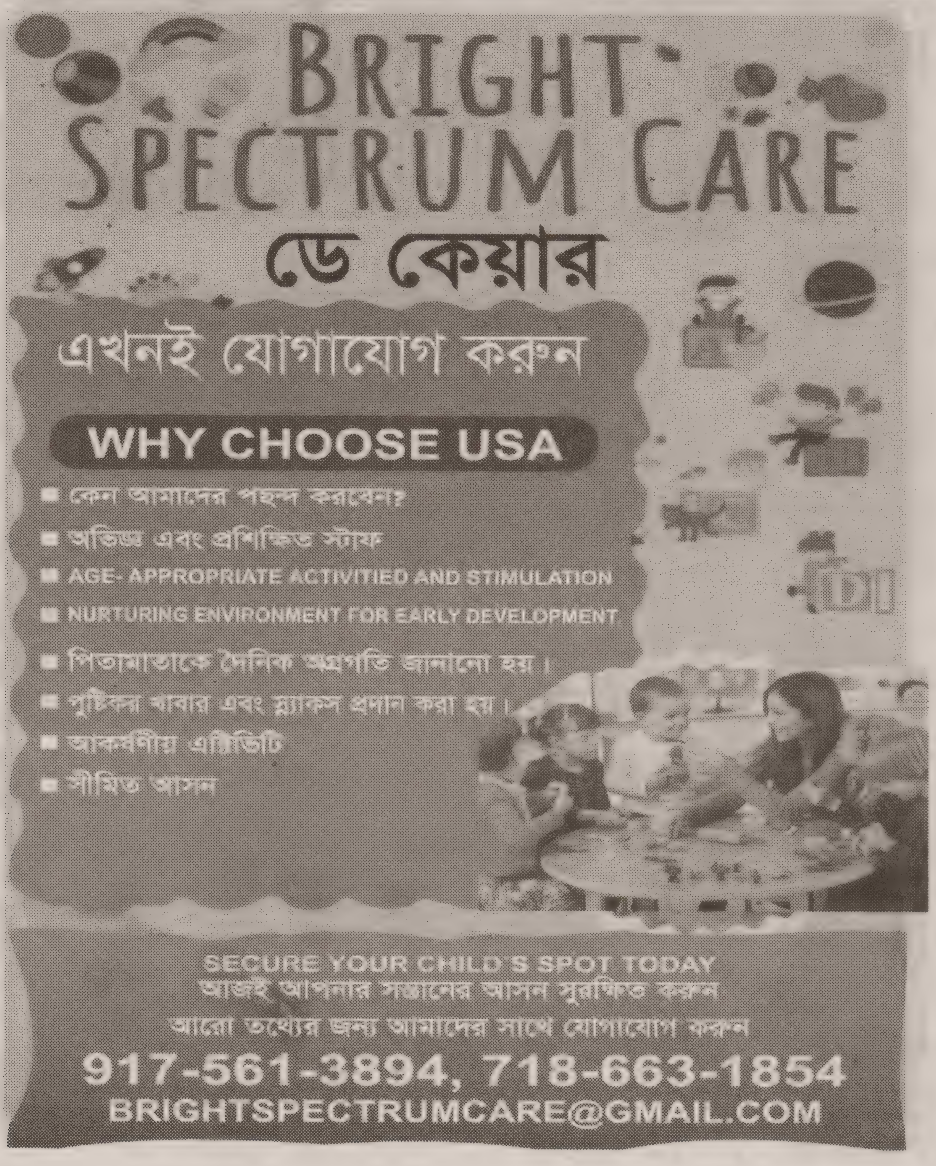

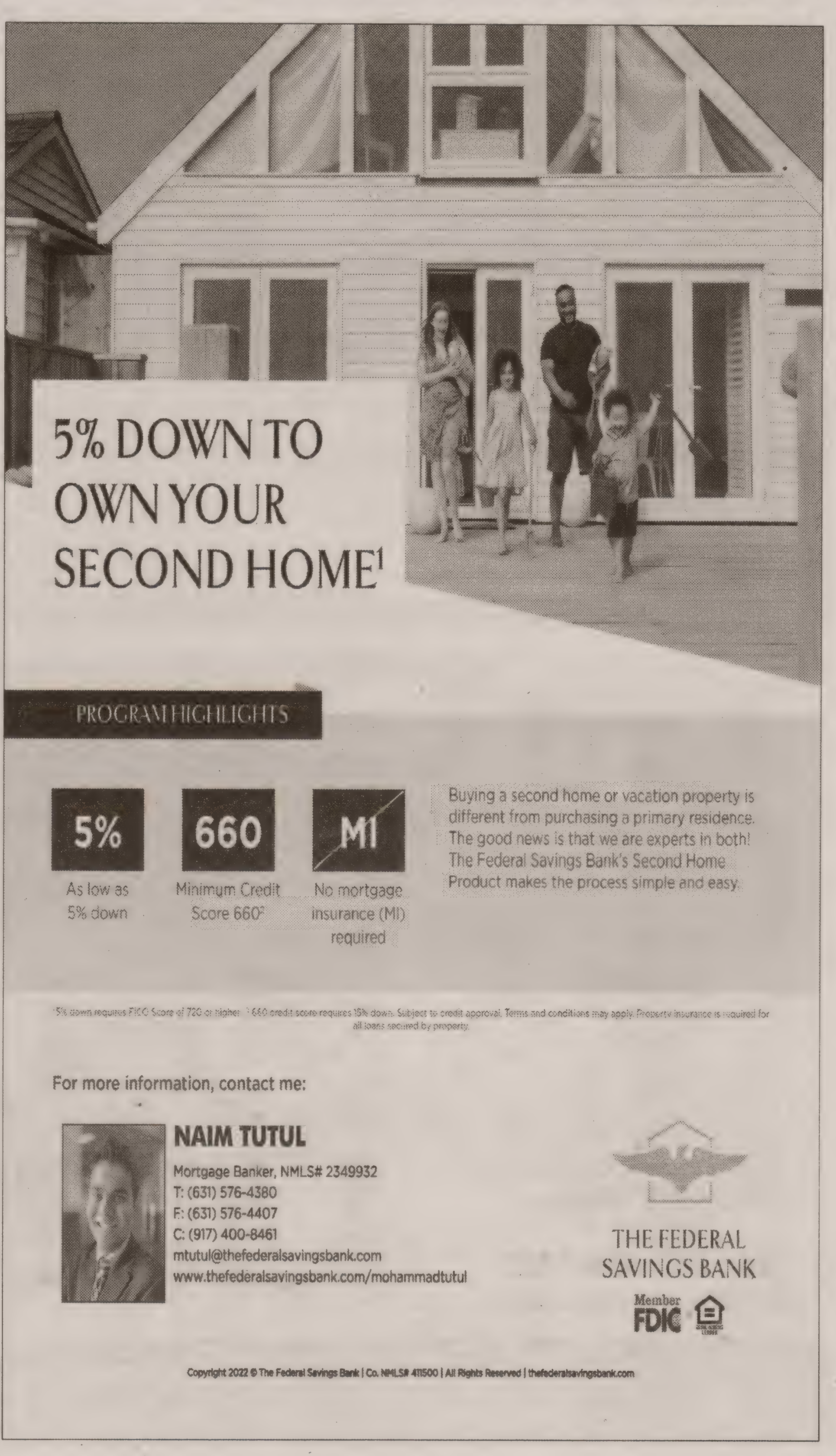

বক্তব্য রাখছেন মেয়র মার্টি স্মল

আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়রের জমকালো অভিষেক গালা অনুষ্ঠিত

সুব্রত চৌধুরী : নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়রের অভিষেক গালা গত ৩০ মে রাতে সিটির হার্ডরক ক্যাসিনো বলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। জমকালো এ আয়োজনের মধ্যে ছিল কথামালা, সংগীত, নৃত্য ও নৈশভোজ।

অনুষ্ঠানে সিটি কাউন্সিলের সদস্য, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, কমিউনিটি নেতারাসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র তার বক্তব্যে অনুষ্ঠানে অভ্যাগতদের স্বাগত জানান এবং অভিষেক গালা আয়োজনে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

অভিষেক গালার এ আয়োজনে প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট প্রতিটি ডলার সরাসরি স্থানীয় অলাভজনক সংস্থা ও কমিউনিটি সংগঠনগুলোকে দেওয়া হবে, যা এ আয়োজনকে আরো অর্থবহ করে তুলেছে। এসব সংস্থা মূলত যুবসমাজ, প্রবীণ নাগরিক, বহুজাতিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এবং শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে বাংলাদেশ কমিউনিটিও অন্তর্ভুক্ত।

মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়রের অভিষেক গালা শুধু জাঁকজমকপূর্ণ উদযাপনই নয়, বরং কমিউনিটির কল্যাণে এক শক্তিশালী উদ্যোগ হিসেবেও বিবেচিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে মেয়রের প্রথম ইনাগুরাল গালায় ৬১১ হাজার ডলারেরও বেশি অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল, যা তরুণদের উন্নয়নমূলক উদ্যোগে ব্যয় করা হয়। এবারের আয়োজনে সে সাফল্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রত্যয় করা হয়েছে, যা আরো বিস্তৃত পরিসরে মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল ও বাংলাদেশ কমিউনিটির অন্য নেতারা অনুদানপ্রাপ্ত সংগঠনসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ কমিউনিটিকেও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়রকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ কমিউনিটিকে প্রদত্ত অনুদান কমিউনিটি সেবায় তাদের চলমান কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহরিয়ার আহমেদ, গিয়াসউদ্দীন পাঠান, মামুনুল হক মামুন, আটলান্টিক সিটি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি মাহবুব রহমান, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ডের সদস্য সুব্রত চৌধুরী, জাহিদ হোসেন, মাহমুদ শাহ,আব্দুর রহিম, সৈয়দ শহীদসহ কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তব্য রাখছেন শাহ নেওয়াজ

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীর একাংশ

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পুপলার ডাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.

(Operate by JH office)
Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ ২টি লেসন একত্রে
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com

POPULAR DRIVING SCHOOL INC.

Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453

Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw, Drew St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

EXIT Exit Realty Prime
SELL · BUY · RENT
WITH MOST TRUSTED REALTOR
Residential & Commercial

Mohammad B. Hossain BPOR
NYS Licensed Realtor
Cell: 347-468-0981
mbhossainrealtor@gmail.com
Phone: 718-262-0205 | Fax: 718-262-0254 | www.exitprimeNY.com
189-10 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

জমজমাট আয়োজনে 'আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র'-এর আত্মপ্রকাশ

ইউএনএ : বাংলাদেশের লোক সংগীত সম্রাট আব্দুল আলীম স্মরণে আয়োজিত লোক সংগীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিউ ইয়র্কে আত্মপ্রকাশ করলো নতুন সংগঠন 'আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র'। এ উপলক্ষে গত ৩১ মে সন্ধ্যায় সিটির জ্যামাইকার হিলসাইড অ্যাভিনিউয়ের একটি মিলনায়তনে জমজমাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের কর্মকর্তাদের দাবী মরহুম আব্দুল আলীম বাংলাদেশের সংগীত জগতের অনন্য ব্যক্তিত্ব। তার গান ও জীবন কর্ম প্রবাসীসহ বাংলাদেশি-আমেরিকান নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে 'আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র' গঠন করা হয়েছে। খবর ইউএনএর।

'আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র'-এর সভাপতি বেলাল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শাহ নেওয়াজ গ্রুপের কর্ণধার লায়ন শাহ নেওয়াজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সংগীতশিল্পী রানো নেওয়াজ। বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী ও কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট আহসান হাবীবের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মরহুম আব্দুল আলীম কন্যা জোহরা আলীম নূপুরসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে প্রবীণ প্রবাসী নাসির খান পল, সিনিয়র সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ, নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, সংগীতশিল্পী বিপ্লব প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সংগীতশিল্পী জোহরা আলীম নূপুর ও শিমুল খান সংগীত পরিবেশন করেন। এ সময় জোহরা আলীম নুপুর তার বাবা আব্দুল আলীম এবং শিমুল খান তার মা জনপ্রিয় শিল্পী দিলরুবা খানের স্মৃতিচারণ করেন। শিল্পীদ্বয়ের গান উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। বিশেষ করে আব্দুল আলীমের জনপ্রিয় গানগুলো শ্রোতাদের নষ্টালজিক করে তুলে। মিলনায়তন ভর্তি বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

One of the Largest Basmati Rice & Seafood Distributor in North America Since 2009

QUALITY CANT COMPARE!

Our Quality Brands
noya
HIMALAYAN CROWN
Sonargaon
সোনার গাঁও
RUPSHA BRAND
Surma

FOUR STAR

Imported by : Four Star Import & Distribution Inc

Nationwide Dist. By: Noya Distributors Inc.

718 749 4045, 347 592-9979, 347 935-5966, E-mail: 4starimports@gmail.com

Green University

ADMISSION
Summer-2021

GUB PROGRAMS
- CSE | EEE | Textile Engineering
- BBA | MBA | EMBA | LLB | LLM
- English | Sociology
- Journalism and Media Communication

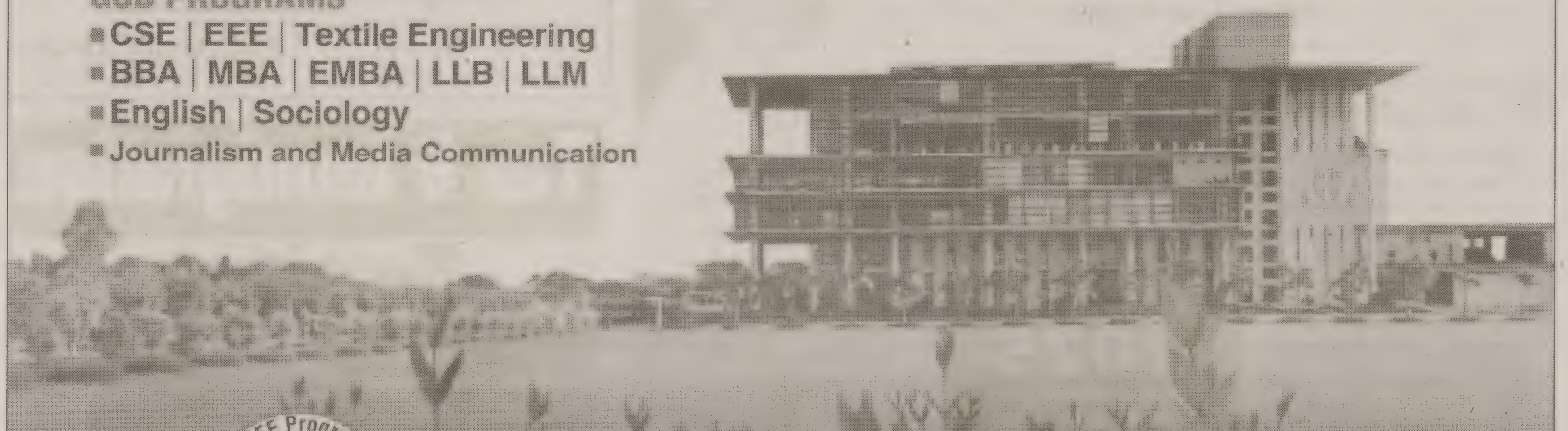

CSE & EEE Programs
IEB
ACCREDITED

SPECIAL FEATURES
- Quality education at an affordable cost
- Expert and trained faculty members
- Outcome Based Education (OBE)
- Hostel and Transport service available

WAIVER AND SCHOLARSHIP
- 65% waiver on admission fee
- 20% to 100% scholarship (City Campus)
- 50% to 100% scholarship (Permanent Campus)
- Semester results-based scholarship

Admission Office
Permanent Campus: Purbachal American City, Kanchan, Rupgonj, Narayangonj, Bangladesh.
City Campus: 220/D, Begum Rokeya Sarani, Dhaka-1207, Bangladesh.
Cell: +88 01757074301-4, +88 01713289217, +88 01764193396

Apply Online: admission.green.edu.bd

www.green.edu.bd

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেটে, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিগ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো
Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

হাবিব রহমানের নতুন বই
রোড ট্রিপ আমেরিকা

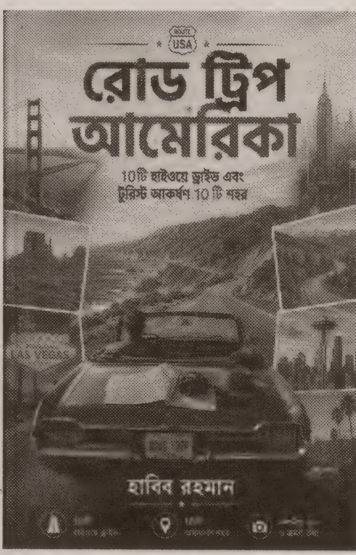

দেশ রিপোর্ট : আমেরিকা-একটি দেশ, যার পরিচয় শুধু আকাশছোঁয়া অট্টালিকা কিংবা বিশ্ববিখ্যাত শহরেই সীমাবদ্ধ নয়; তার প্রকৃত সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ রাস্তায়, পাহাড়ের বাঁকে, সমুদ্রের ধারে, মরুভূমির নীরবতায় এবং ছোট ছোট জনপদের জীবনে। 'রোড ট্রিপ আমেরিকা' সে সৌন্দর্য আবিষ্কারের এক অনন্য ভ্রমণসঙ্গী।

এ গ্রন্থে লেখক হাবিব রহমান পাঠককে নিয়ে গেছেন আমেরিকার ১০টি বিখ্যাত হাইওয়ে ড্রাইভ এবং ১০টি পর্যটক-আকর্ষণী শহরের পথে। কখনো তিনি ছুটেছেন প্রশান্ত মহাসাগরের তীরঘেঁষা আঁকাবাঁকা রাস্তায়, কখনো রকি পর্বতমালার তুষার ঢাকা পথ ধরে, কখনো আবার মরুভূমির বুক চিরে চলে যাওয়া দীর্ঘ মহাসড়কে।

এ শুধু স্থান-পরিচয়ের বই নয়; এটি পথের গল্প, মানুষের গল্প, ইতিহাসের গল্প এবং ভ্রমণের আবেগে লেখা এক জীবন্ত আখ্যান। প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে প্রকৃতির বর্ণনা, স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, খাবার, মানুষের জীবনযাপন এবং ভ্রমণপিপাসু হৃদয়ের অনুভূতির স্পর্শ। যারা আমেরিকা ভ্রমণের স্বপ্ন দেখেন, যারা নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে ভালোবাসেন, কিংবা যারা ঘরে বসেই দূর দেশের পথের গল্প পড়ে আনন্দ পান-তাদের জন্য এই বই এক অনন্য সঙ্গী।

ADVANCED SERVICE UNIT (ASU)
Accounting & Taxation Services

ইনকাম ট্যাক্স/বিজনেস ট্যাক্স

- Federal & all States Tax
- Partnership
- Not for Profit
- Payroll
- W2
- Corporation
- Sales Tax
- 1099 and other accounts related job &
- **Notary**

NEW BUSINESS SET UP

- Grocery
- Deli
- Lotto
- Food Vender
- Cigarettes and Beer License

IRS e-file

সপ্তাহে ৭ দিন খোলা থাকে

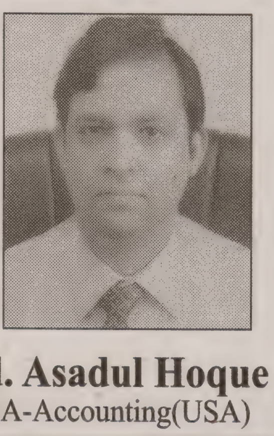

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-66, 74 Street, 2nd Fl, Suite : D2
(মেঘনা শপিং সেন্টার ও ক্লাসিক-এর পাশে)
Phone : **718-476-1086**
Fax : 718-879-6401
Cell : **646-851-3792**
E-mail : asu53@yahoo.com

Md. Asadul Hoque
BBA-Accounting(USA)

এসএনএস অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

অ্যাকাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত (Individual all States), করপোরেশন, পার্টনারশিপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুক কিপিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং এবং আইআরএস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশিপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, অ্যাফিডেভিট অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেটের অ্যাফিডেভিট এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized IRS e-file Provider
ELECTRONIC FILING & DIRECT DEPOSIT
2025
FOR ACCOURATE FASTER & SECURE

প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস। নোটারি পাবলিক ফ্যাক্স সার্ভিস রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়। রেজিস্ট্রেশন বিজনেস সার্টিফেকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা-রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১টা-রাত৮টা।

"Experience counts, trust us, we serve you Better"

আমাদের রয়েছে ২৬ বছরের বেশি বিধিসম্মত-নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিংয়ের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা।

যোগাযোগ
এম এ কাইয়ুম
৩৫-৪২, ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬
ফোন : ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০, ফ্যাক্স : ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ অ্যাভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Tax & Immigration Services

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

e-file

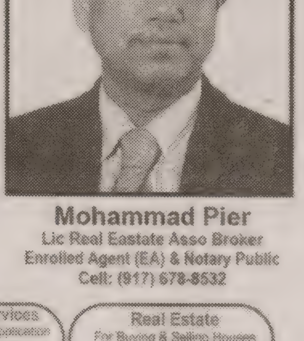

Mohammad Pier
Lic Real Eastate Asso Broker
Enrolled Agent (EA) & Notary Public
Cell: (917) 678-8532

Income Tax — Income Tax Service & Direct deposit, Quick Refund & Electronic Filing
Immigration Services — Citizenship & Family Application, Affidavit of Support & all forms available
Real Estate — For Buying & Selling Houses, Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73rd Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 533-6581 Fax: (718) 533-6583
E-mail: piertax@gmail.com

নিউ ইয়র্কে নতুন সাংস্কৃতিক সংগঠন 'হৃদয় বীণা সংগীতালয়'-এর যাত্রা শুরু

নিউ ইয়র্ক : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উদযাপনের মধ্য দিয়ে নিউ ইয়র্কে নতুন সাংস্কৃতিক সংগঠন 'হৃদয় বীণা সংগীতালয়'-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে। গত ৩০ মে জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দুই কবির স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। কণ্ঠশিল্পী আয়শা খানের নেতৃত্বে গঠিত সংগঠনটির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রয়েছেন রামদাস ঘরামি ও মিনা ইসলাম। প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করছেন সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা রাশেদ আহমেদ।
সাংস্কৃতিক সংগঠক কবির কিরণের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বইমেলা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ড. ওবায়েদউল্লাহ মামুন, বহ্নিশিখা সংগীত নিকেতনের প্রধান ও কণ্ঠশিল্পী সবিতা দাস, চন্দন চৌধুরী, যাদুকর খান শওকত, নজরুল একাডেমির সভাপতি শাহ আলম দুলাল, গীতিকার মাহফুজুর রহমান মাহফুজ, লেখক এবিএম সালেহ আহমেদ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তবলা বাদক তপন মোদক এবং 'তারার আলো'র সভাপতি মিনা ইসলাম।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীজন প্রবাসী নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিশুদ্ধ ও সুস্থধারার সংগীতচর্চা অব্যাহত রাখতে 'হৃদয় বীণা সংগীতালয়'-এর পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
বক্তারা বলেন, বহুজাতিক সমাজে বাংলা সংস্কৃতির সুস্থধারা বিকাশ ও নতুন প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সংগঠনটির এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তারা আশা প্রকাশ করেন, সর্বস্তরের বাঙালিদের সহযোগিতায় সংগঠনটি দীর্ঘদিন কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।
অনুষ্ঠানে কাজী নজরুল ইসলামের একটি কবিতা আবৃত্তি করেন আজিজুল হক মুন্না। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে স্মরণ করে নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করা হয়।

আটলান্টিক সিটিতে জিয়াউর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী পালন

আটলান্টিক সিটি প্রতিনিধি : নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রতিষ্ঠাতা ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। গত ৩ জুন রাতে নিউ জার্সি স্টেট সাউথ বিএনপির উদ্যোগে বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন গিয়াসউদ্দীন পাঠান। সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. দিদারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রহমান বাবুলের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন–প্রধান উপদেষ্টা জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাংগঠনিক সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নাজমুল হাসান ফুয়াদ, যুগ্ম সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, প্রচার সম্পাদক সেরুজ্জামান সজল, সদস্য ইকবাল হোসাইন, রফিকুল ইসলাম, জিয়া, হেলাল হাসান, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা সাঈদ হাসান, ইয়াসির পাটোয়ারী প্রমুখ।
আলোচকরা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন, জাতীয়তাবাদী দর্শন এবং দেশের উন্নয়ন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার অবদানের বিভিন্ন দিক গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। আলোচনা সভা শেষে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মোনাজাতে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, দেশনেত্রী মরহুমা খালেদা জিয়া ও আরাফাত রহমান কোকোর আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। একই সঙ্গে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন গিয়াসউদ্দীন পাঠান।

জর্জিয়া স্টেট সিনেট নির্বাচনে বাংলাদেশি-আমেরিকান শেখ রহমানের টানা পাঁচবার জয়

দেশ রিপোর্ট : যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া স্টেট সিনেট নির্বাচনে টানা পঞ্চমবারের মতো জয় পেয়েছেন বাংলাদেশি-আমেরিকান আইনপ্রণেতা শেখ রহমান। ডেমোক্রেটিক দলের অভ্যন্তরীণ প্রাইমারিতে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী রবিন এমিলিয়া ম্যাককয়কে পরাজিত করে নিজের আসন ধরে রাখেন। গত ২০ মে প্রকাশিত চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায়, শেখ রহমান ৫৪ দশমিক ৪৯ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন।
জয় পাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বসবাসরত বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির সদস্যরা তাকে অভিনন্দন জানান। তাদের মতে, এ সাফল্য মার্কিন রাজনীতিতে অভিবাসী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি।
নির্বাচন শেষে শেখ রহমান বলেন, তিনি তার এলাকার সব মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় কাজ চালিয়ে যাবেন। শেখ রহমান এবারের নির্বাচনী প্রচারে কর্মজীবী পরিবারের অধিকার রক্ষা, মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবার সহজলভ্যতা এবং নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরির ওপর গুরুত্ব দেন।
তিনি ২০১৯ সাল থেকে জর্জিয়ার ৫ নম্বর স্টেট সিনেট ডিস্ট্রিক্টের প্রতিনিধিত্ব করছেন। সে সময় তিনি প্রথম মুসলিম এবং প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান হিসেবে জর্জিয়া স্টেট সিনেটে নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস গড়েন।
বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার সরারচর গ্রামে জন্ম নেওয়া শেখ রহমান ১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। পরে তিনি নর্থ ক্যারোলাইনার সেন্ট্রাল পিডমন্ট কমিউনিটি কলেজে পড়াশোনা শেষ করেন এবং ইউনিভার্সিটি অব জর্জিয়া থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন।

ফের ট্রাম্পের অবাধ্য রিপাবলিকানরা রাশিয়া-ইউক্রেন বিলে ভোট

দেশ ডেস্ক : মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে গত ৪ জুন একটি নতুন বিল পাস হয়েছে। এর আওতায় ইউক্রেনকে সহায়তা প্রদান ও রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞার পরিসর বাড়ানো হবে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে এ বিলটিতে ভোট দিয়েছেন রিপাবলিকান পার্টির কয়েকজন সদস্য। এর আগে প্রেসিডেন্টের ইরান যুদ্ধ সংক্রান্ত ক্ষমতা সীমিত করার প্রস্তাবে ভোট দিয়েছিলেন রিপাবলিকান পার্টির চার সদস্য। সে প্রস্তাবটিও প্রতিনিধি পরিষদে পাস হয়েছে। রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার 'ইউক্রেন সাপোর্ট অ্যাক্ট' নামের বিলটি তোলা হলে ২২৬-১৯৫ ভোটে পাস হয়। অল্প কয়েকজন রিপাবলিকান সদস্য ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে একটি বিশেষ আবেদন বা 'ডিসচার্জ পিটিশন'-এ স্বাক্ষর করার মাধ্যমে বিলটিকে ভোটাভুটির টেবিলে আনতে বাধ্য করেন। এ ভোটাভুটিতে ১৮ জন রিপাবলিকান এবং সাধারণত তাদের পক্ষ নেওয়া একজন স্বতন্ত্র সদস্য ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিলটি পাস করেন। ট্রাম্পের নীতির প্রতি তার দলের সদস্যদের যে প্রায় শতভাগ অটুট সমর্থন ছিল, এ ঘটনা সেখানে একটি বড় ফাটলের ইঙ্গিত। বিবিসি বলছে, বিলটি শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ এটি সিনেটে পাস হতে হবে এবং এরপর তাতে ট্রাম্পের স্বাক্ষরের প্রয়োজন পড়বে।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
J M ALAM MULTI SERVICES INC.

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

JAHANGIR M ALAM
President & CEO

একটি অভিজ্ঞ ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠান।
- সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্ন, কম সময় এবং নূন্যতম ফি
- ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন, নোটারী পাবলিক
- নির্ভুল ঝামেলামুক্ত ও সঠিক ট্যাক্স ফাইলিংসহ যাবতীয় কাজ এর জন্য যোগাযোগ করুন।

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl,Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office : (718) 433-9283
Cell: (212) 810-0449
jmalamms@gmail.com

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল
৩৩ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

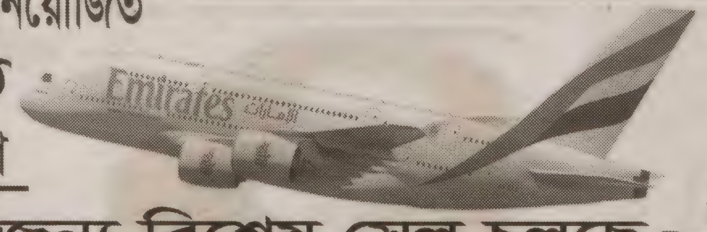

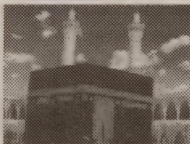

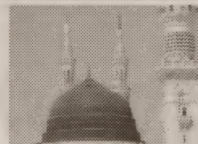

সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়
Emirates | SAUDIA | ETIHAD AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS
37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

যুক্তরাষ্ট্রে ৬৪ মিলিয়ন মশা ছাড়ার পরিকল্পনা করছে গুগল

দেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া এবং ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে প্রায় ৬ কোটি ৪০ লাখ ব্যাকটেরিয়া-আক্রান্ত মশা পরিবেশে অবমুক্ত করার একটি আবেদন পর্যালোচনা করছে দেশটির পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা (ইপিএ)।

আপাতদৃষ্টিতে এটি বিপজ্জনক মনে হলেও বিজ্ঞানীরা বলছেন, এ প্রযুক্তির মাধ্যমে মানবদেহে রোগ ছড়ানো মশার বংশবৃদ্ধি চিরতরে ঠেকানো সম্ভব। প্রযুক্তি জায়ান্ট গুগলের জীবন বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকল্প 'ডিবাগ'-এর অধীনে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো, ল্যাবরেটরিতে উৎপাদিত কোটি কোটি পুরুষ মশার শরীরে 'ওলবাকিয়া' নামের একটি সাধারণ ও প্রাকৃতিক ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করিয়ে তা প্রকৃতিতে ছেড়ে দেওয়া।

এ পুরো প্রক্রিয়াটি মশার একটি বিশেষ জৈবিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে সম্পন্ন করা হয়, যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় 'সাইটোপ্লাজমিক ইনকম্প্যাটিবিলিটি' বলা হয়। ওলবাকিয়া ব্যাকটেরিয়াযুক্ত একটি পুরুষ মশা যখন প্রকৃতির কোনো সাধারণ (ব্যাকটেরিয়াহীন) স্ত্রী মশার সঙ্গে মিলিত হয়, তখন তাদের ডিম্বাণু নিষিক্ত হয় না। ফলে স্ত্রী মশাটি কোনো ডিম পাড়তে পারে না এবং তার বংশবৃদ্ধি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

পুরুষ মশা কেন?

পুরুষ মশা কখনো মানুষকে কামড়ায় না। এরা বেঁচে থাকার জন্য কেবল ফুলের মধু এবং ফলের রস শোষণ করে। তাই কোটি কোটি পুরুষ মশা প্রকৃতিতে ছেড়ে দিলেও মানুষের কামড় খাওয়ার বা কোনো রোগে আক্রান্ত হওয়ার বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নেই।

গুগল মূলত এই অভিযানের মাধ্যমে 'সাউদার্ন হাউস মস্কিটো' নামক একটি ক্ষতিকারক মশার প্রজাতিকে টার্গেট করছে, যা ক্যালিফোর্নিয়া এবং ফ্লোরিডায় মানুষের শরীরে মারাত্মক 'ওয়েস্ট নীল ভাইরাস' ছড়ানোর জন্য দায়ী।

পরিবেশবিদ ও বিজ্ঞানীরা কেন উদ্বিগ্ন নন?

সাধারণত বিপুল পরিমাণ পতঙ্গ প্রকৃতিতে অবমুক্ত করার কথা শুনলে পরিবেশবিদরা উদ্বেগ প্রকাশ করলেও, গুগলের এই প্রকল্পে বিজ্ঞানীরা উল্টো বেশ উৎসাহ দেখাচ্ছেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মতে, রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের চেয়ে এটি অনেক বেশি পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ। কেননা এ প্রক্রিয়ায়– কোনো ক্ষতিকর জিনগত পরিবর্তন নেই: ওলবাকিয়া কোনো কৃত্রিম বা জিনগতভাবে পরিবর্তিত ব্যাকটেরিয়া নয়। বিশ্বের প্রায় ৬০ শতাংশ কীটপতঙ্গের শরীরে এটি এমনিতেই প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান থাকে।

নির্দিষ্ট প্রজাতিকে টার্গেট: রাসায়নিক কীটনাশক স্প্রে করলে মশার পাশাপাশি মৌমাছি বা প্রজাপতির মতো উপকারী পরাগায়নকারী পতঙ্গও মারা যায়। কিন্তু ওলবাকিয়া পদ্ধতিটি কেবল নির্দিষ্ট প্রজাতির মশার ওপর কাজ করায় অন্য কোনো প্রাণীর ক্ষতি হয় না।

খাদ্য শৃঙ্খলায় প্রভাব নেই: পরিবেশবিজ্ঞানীদের মতে ব্যাঙ, মাছ বা পাখি মশা খেলেও তারা কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতির মশার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল নয়। ফলে এ মশার সংখ্যা কমলে বাস্তুতন্ত্রে কোনো বিপর্যয় নামবে না।

গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবোটিক্সের ব্যবহার

ল্যাবরেটরিতে কোটি কোটি মশা উৎপাদন করা এবং নিখুঁতভাবে পুরুষ ও স্ত্রী মশাকে আলাদা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কারণ ভুলবশত যদি একটি ওলবাকিয়া-আক্রান্ত স্ত্রী মশাও প্রকৃতিতে চলে যায়, তবে এই পুরো মিশনটি ব্যর্থ হয়ে যাবে।

এ জটিল কাজটি সম্পন্ন করতে গুগল ব্যবহার করছে নিজস্ব রোবোটিক্স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অ্যালগরিদম। বিশেষ সেন্সর এবং এআই-চালিত ক্যামেরার সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্ত্রী মশাকে বাদ দিয়ে কেবল শতভাগ পুরুষ মশা আলাদা করে ড্রোন ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মাধ্যমে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হবে। গুগলের এ পদ্ধতিটি কিন্তু একদম নতুন নয়। এর আগে সিঙ্গাপুর এবং ক্যালিফোর্নিয়ার ফ্রেসনোতে অন্য এক প্রজাতির মশার ওপর এ পরীক্ষা চালিয়ে অভাবনীয় সাফল্য পাওয়া গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর প্রায় ২ হাজার মানুষ ওয়েস্ট নীল ভাইরাসে আক্রান্ত হন। ক্যালিফোর্নিয়াতেই ২০০৩ সালের পর থেকে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চার শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

একই পরিবারের ছয়জন হত্যার পর বন্দুকধারীর আত্মহত্যা

দেশ রিপোর্ট : যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া অঙ্গরাজ্যের মাসকাটিন শহরে পারিবারিক কলহের জেরে নিজ পরিবারের ছয়জনকে গুলি করে হত্যার পর আত্মহত্যা করেছেন এক বন্দুকধারী। পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় সময় সোমবার (১ জুন) দুপুর ১২টা ১২ মিনিটে প্রথম একটি বাড়ি থেকে পুলিশের কাছে গুলিবর্ষণের ফোন আসে।

পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেখানে একই পরিবারের চারজনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। পুলিশ পৌঁছানোর আগেই হামলাকারী সেখান থেকে পালিয়ে যান। পরে তদন্তের সূত্র ধরে পুলিশ আরো দুটি স্থানে তল্লাশি চালায়। সেখান থেকে আরো দুজন পুরুষের গুলিবিদ্ধ মরদেহ উদ্ধার করা হয়-যাদের মধ্যে একজন অন্য একটি বাড়িতে এবং দ্বিতীয়জন কাছের একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে মৃত অবস্থায় পড়ে ছিলেন।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, নিহতরা হামলাকারীর পরিবারের সদস্য ছিলেন। পুলিশ সন্দেহভাজন হামলাকারীকে ৫২ বছর বয়সী রায়ান উইলস ম্যাকফারল্যান্ড হিসেবে শনাক্ত করেছে। ঘটনার পরপরই পুলিশ মিসিসিপি নদীর তীরবর্তী একটি পথ (রিভারফ্রন্ট ট্রেইল) দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাকে একটি পথচারী সেতুর কাছে ঘিরে ফেলে। সে সময় পুলিশের মুখোমুখি হয়ে রায়ান নিজের বন্দুক দিয়ে নিজেকেই গুলি করে আত্মহত্যা করেন।

মাসকাটিন শহরের পুলিশ প্রধান অ্যান্থনি কিস বলেন, 'আজকের এই নৃশংসতা এবং আমাদের শান্ত সম্প্রদায়ের ওপর যে আঘাত, তা প্রকাশ করার মতো কোনো ভাষা আসলে আমার কাছে নেই।'

পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারী রায়ানের আগের অপরাধের রেকর্ড ছিল। তবে বর্তমানে সাধারণ জনগণের জন্য আর কোনো নিরাপত্তার ঝুঁকি নেই। নিহতদের নাম ও বয়স এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি এবং পুরো ঘটনার নেপথ্য কারণ উদঘাটনে বিস্তারিত তদন্ত চলছে।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

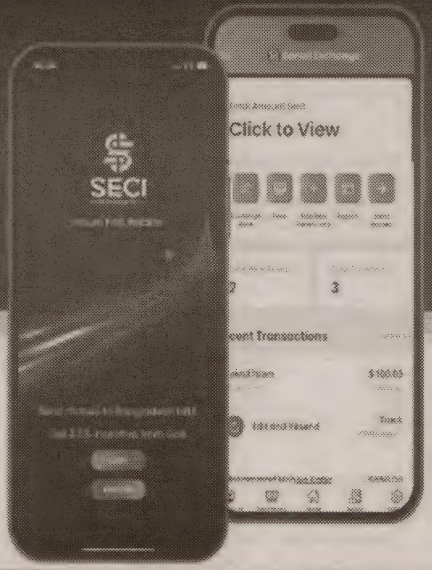

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

এক্সিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস

অভিজ্ঞ আমেরিকান এটর্নী এবং বাংলাদেশী সহকারির সমন্বয়ে

Bruce Fischer, Esq
Attorney At Law
New York

Mohammad N. Majumder, LLB
Master of Laws N.Y
Manager, Bronx

- গাড়ি দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর এক্সিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- নিমার্ণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছনে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে দয়া করে কল দিন

Call 1- 917-597-6349 (যে কোন সময়) 212-957-3634 (অফিস)
The Law Offices Of H. Bruce Fischer P.C.
Offices In : Bronx, Jackson Heights, Manhattan & Nassau County

LAW OFFICE OF EHSAN

EHSANUR RAHMAN, JD
Attorney At Law

RAFIQUE AHMED, Ph.D
Sr. Paralegal

Immigration

(Family/Employment based Green Card, Citizenship, Appeals, H-1B, all kinds of L visa, P3 Visa, Adjustment of Status, Embassy/ Consulate Processing, Asylum, Condition Remove etc.

Family Law/Divorce
• Personal Injury • Auto Accident
Litigation, all kinds of Civil Matters

Contact Dr. Rafique Ahmed
Phone : 917-442-2872
Email : EHSANLAW_RA@YAHOO.COM

Address :
LAW OFFICE OF EHSAN
37-18 73rd Street, Suite 502
Jackson Heights, NY 11372

২১ বছর অপেক্ষার পর
ঐতিহাসিক জয়

ঢাকা: মিরপুরের আকাশে তখন কালো মেঘ, থেমে থেমে গর্জন! গ্যালারিতে দর্শকদের তুমুল চিৎকার। মাঠে দাঁড়িয়ে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটাররা যেন বুঝতেই পারছিলেন না, ঠিক কীভাবে ম্যাচ তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল! আর বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে যুক্ত হচ্ছিল নতুন এক অধ্যায়। ২১ বছরের দীর্ঘ অপেক্ষার পর ওয়ানডেতে ফের অস্ট্রেলিয়াকে হারাল বাংলাদেশ। আর দেশের মাটিতে এটি প্রথম জয়, যার সাক্ষী হয়ে থাকল শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম। ২০০৫ সালের কার্ডিফের সেই ঐতিহাসিক জয়ের পর অনেক সময় পেরিয়েছে। বদলে গেছে বাংলাদেশের ক্রিকেটের মানচিত্র। বিশ্ব ক্রিকেটে নিজেদের অবস্থান শক্ত করেছে টাইগাররা। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া নামের পরাশক্তির বিপক্ষে ওয়ানডে জয় যেন অধরাই থেকে গিয়েছিল। অবশেষে গতকাল রাতে সেই আক্ষেপ ঘুচল মিরপুরে। বৃষ্টি আইনে ৮৬ রানের অনায়াস এক জয়!

এই জয়ের গল্পে সবচেয়ে উজ্জ্বল নাম মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত। প্রায় চার বছর পর ওয়ানডে দলে ফিরে এমন এক পারফরম্যান্স করলেন, যা হয়ত তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে। ব্যাট হাতে ৭০ বলে অপরাজিত ৮৬ রান, পরে বল হাতে ২ উইকেট, সঙ্গে অসাধারণ একটি ক্যাচ-পুরো ম্যাচজুড়ে যেন একাই ছড়িয়ে ছিলেন তিনি।

টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। দ্রুত সাইফ হাসানের উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে দল। তবে সেই ধাক্কা সামলে পাল্টা আক্রমণে যান নাজমুল হোসেন শান্ত ও তানজিদ হাসান তামিম। দুজনের ব্যাটিংয়ে ছিল আত্মবিশ্বাস আর আক্রমণাত্মক মানসিকতা। মাত্র ৯১ বলে ৯৬ রানের জুটি গড়ে তারা ম্যাচে ফেরায় বাংলাদেশকে। তামিম শুরু থেকেই ছিলেন আগ্রাসী। ৪৪ বলে ৫৪ রানের ইনিংসে ছিল সাতটি চার ও একটি ছক্কা। অন্যদিকে শান্তও দারুণ নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিংয়ে তুলে নেন ফিফটি। যদিও দুজনেই ইনিংস বড় করতে পারেননি। দ্রুত কয়েকটি উইকেট হারিয়ে আবার চাপে পড়ে বাংলাদেশ।

সেই মুহূর্তে দলের হাল ধরেন তাওহিদ হৃদয় ও মোসাদ্দেক। হৃদয় খুব সাবলীল না হলেও একপ্রান্ত আগলে রাখেন। আর অন্যপ্রান্তে মোসাদ্দেক খেলতে থাকেন পরিণত ও সাহসী ইনিংস। তার ব্যাটিংয়ে কোথাও বোঝার উপায় ছিল না যে, দীর্ঘ সময় পর জাতীয় দলে ফিরেছেন তিনি। একবার অবশ্য ভাগ্য সহায় হয়েছিল। ব্যক্তিগত ২১ রানে সহজ ক্যাচ ছেড়ে দেন কুপার কনোলি। এরপর আর কোনো সুযোগ দেননি মোসাদ্দেক। স্পিন, পেস-সব ধরনের বোলিংয়ের বিপক্ষেই ছিলেন সাবলীল। অ্যাডাম জাম্পার বিপক্ষে রিভার্স সুইপ, ইনসাইড আউট কিংবা স্কুপ-সব ধরনের শটেই ছিল আত্মবিশ্বাসের ছাপ।

শেষ দিকে তাসকিন আহমেদের সঙ্গে ৪৫ রানের গুরুত্বপূর্ণ জুটি বাংলাদেশের স্কোরকে পৌঁছে দেয় ২৮৪ রানে। তাসকিনও লেজের সারির ব্যাটার হয়েও খেলেন কার্যকর ইনিংস। শেষ পর্যন্ত ৮ উইকেটে বাংলাদেশের সংগ্রহ দাঁড়ায় ২৮৪।

কিন্তু ম্যাচের আসল নাটক তখনও বাকি! রান তাড়ায় নেমে প্রথম বলেই ধাক্কা খায় অস্ট্রেলিয়া। তাসকিন আহমেদের আগুনঝরা ডেলিভারিতে বোল্ড হন ম্যাট শর্ট। গ্যালারি তখন উল্লাসে ফেটে পড়েছে। পরের ওভারে মুস্তাফিজুর রহমান এলবিডব্লিউ করেন মার্নাস লাবুশেনকে। শুরুতেই দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে সফরকারীরা।

এরপর কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন জশ ইংলিস ও কুপার কনোলি। তবে নাহিদ রানার গতির সামনে টিকতে পারেননি তারা। ১৪৭ দশমিক ৯ কিলোমিটার গতির ডেলিভারিতে ইংলিসকে ফিরিয়ে দেন তরুণ এই পেসার। পরে আবার গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তুলে নেন অ্যালেক্স কেয়ারির উইকেট।

অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে সবচেয়ে বড় ধাক্কা হয়ে আসে বাংলাদেশের বোলিং আক্রমণের সম্মিলিত তেজ। মোসাদ্দেক, নাহিদ, তাসকিন ও মোস্তাফিজড় চারজন মিলে যেন চেপে ধরেন পুরো ব্যাটিং লাইনআপকে। বিশেষ করে নাহিদ রানা ছিলেন ভয়ংকর। ৪১ রানে ৪ উইকেট নিয়ে গড়েন নতুন রেকর্ড। ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশের কোনো বোলারের এটিই সেরা বোলিং ফিগার।

একসময় ১৪০ রানেই ৮ উইকেট হারিয়ে ফেলে অস্ট্রেলিয়া। তখনই স্পষ্ট হয়ে যায়, ম্যাচ বাংলাদেশ ছাড়া আর কারও হাতে নেই। পরে বৃষ্টি এসে ম্যাচ থামিয়ে দিলে ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিতে ৮৬ রানের জয় পায় স্বাগতিকরা।

এই জয় শুধু একটি ম্যাচ জয়ের গল্প নয়। এটি বাংলাদেশের ক্রিকেটের আত্মবিশ্বাসের গল্প। এটি দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে বড় দলকে হারানোর গল্প। এটি এমন এক প্রত্যাবর্তনের গল্প, যেখানে চার বছর পর ফিরে মোসাদ্দেক হয়ে উঠেছেন ম্যাচের নায়ক।

এটি শুধু একটি জয় ছিল না। এটি ছিল বহু বছরের জমে থাকা অপেক্ষার বিস্ফোরণ। যে অস্ট্রেলিয়াকে একসময় হারানো বাংলাদেশের কাছে অসম্ভব মনে হতো, সেই দলকেই মিরপুরের আলোয় টুকরো টুকরো করে দিল টাইগাররা। আর এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে ছিলেন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত-দীর্ঘদিন আড়ালে থাকা এক ক্রিকেটার, যিনি প্রত্যাবর্তনের রাতকে বানিয়ে ফেললেন নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় মঞ্চ!

কার্ডিফের পর মিরপুর-দুই শহরের মাঝে ২১ বছরের ব্যবধান। কিন্তু অনুভূতিটা একই। অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর আনন্দে ফের উৎসবে মেতেছে বাংলাদেশের ক্রিকেট!

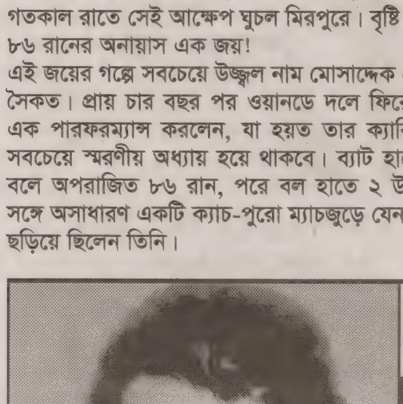

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক | Bangladeshi Foot Specialist

DR. SADI ALAM, DPM

আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন? | নিউইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

Alam Podiatry, P.C.

Jamaica Office : 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Ozone Park Office:
77-21 101th Ave, Ozone Park, NY 11416
Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10462
Parkchester Office:
1318 Castle Hill Ave, Bronx 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 Fax: 464-845-1861
Email : dralamdpm@gmail.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

করনীতিতে সংস্কার এনে বাড়ানো হবে করজাল

ঢাকা: 'যারা কর দেন, তাদের ওপর করের বোঝা চাপানো হয়, আর যারা কর দেন না, তাদের করের আওতায় আনা হয় না'- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) নিয়ে এমন অভিযোগ নতুন নয়। এই অভিযোগ থেকে বেরিয়ে আসতে আগামী বাজেটে করনীতি ঢেলে সাজাচ্ছে এনবিআর। করনীতি সংস্কারের মাধ্যমে করজাল সম্প্রসারণ, আদায় বৃদ্ধি ও ব্যবসা সহজ করতে করের অযাচিত কালা-কানুন সংস্কারের পরিকল্পনা করছে সংস্থাটি। এনবিআর কর্মকর্তারা বলছেন, কর, ভ্যাট ও কাস্টমস নীতির জঞ্জাল সংস্কারের মাধ্যমে দূর করে বদনাম ঘোচাতে চায় এনবিআর। সেজন্য এই তিন নীতির জটিলতা থেকে করদাতাদের বের করে আনতে আইনের বিভিন্ন দিক ও গোজামিল বাদ দেওয়া হচ্ছে। ফলে শুধু ব্যক্তি নয়, কোম্পানি করদাতারাও কর প্রদানে স্বস্তি পাবেন। শুধু আয়কর নয়, ভ্যাট ও কাস্টমস খাতেও একইভাবে স্বস্তির খবর আসবে। করহারে স্বস্তি দেওয়ার ফলে ব্যবসার সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। কারণ বর্তমান সরকার কর্মসংস্থানকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। শুধু কর্মসংস্থান নয়, কোথাও করছাড়, কোথাও করের হার, ভ্যাট কমানো, কোথাও একেবারে অব্যাহতি দেওয়া হতে পারে।

দেশে প্রতিনিয়ত ফ্রিল্যান্সিং খাত বড় হচ্ছে। এই খাতকে উৎসাহ দিতে ফ্রিল্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত সব ধরনের আয়কে কর অব্যাহতি সুবিধা দেওয়া হতে পারে। এছাড়া কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের আয়কেও করমুক্ত রাখার প্রস্তাব দেওয়া হতে পারে আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে। এছাড়া স্টার্টআপ, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবসার ক্ষেত্রে টার্নওভার কর

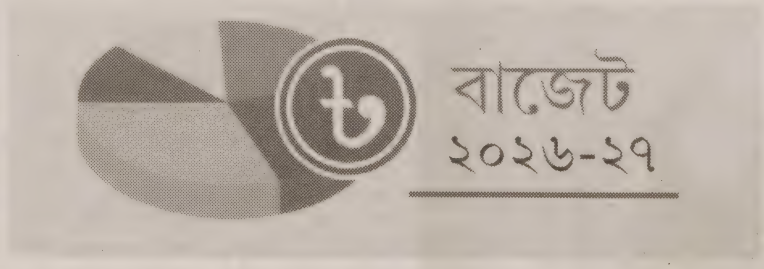

শূন্য করা, এসএমই উদ্যোক্তাদের ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত টার্নওভার, নারী ও প্রতিবন্ধী উদ্যোক্তাদের ৭০ লাখ টাকা পর্যন্ত টার্নওভার হতে অর্জিত আয়কে করমুক্ত রাখার প্রস্তাব আসতে পারে বাজেটে।

ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এলাকার বাইরে যেকোনো উৎপাদনমুখী শিল্প, পর্যটন বা ক্রীড়াক্ষেত্রের স্থাপনা ও যন্ত্রপাতির বিনিয়োগের ওপর প্রথম বছরে ৬০ শতাংশ, দ্বিতীয় বছরে ৪০ শতাংশ হারে অবচয় সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করা হতে পারে।

এনবিআর কর্মকর্তারা বলছেন, রাষ্ট্রের পাশাপাশি সমাজের মানবিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে করদাতাদের দাতব্য ও জনকল্যাণমূলক কাজে দান করাকে উৎসাহ প্রদান করতে কর রেয়াতের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য, প্রতিবন্ধী সেবা, ক্যানসার, অটিজম, ডায়াবেটিস, থ্যালাসেমিয়া ও সামাজিক কল্যাণে নিয়োজিত ১১টি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেওয়া হতে পারে।

এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, পোলট্রি, ডেইরি ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাণাংশ আমদানি রেয়াতি সুবিধা দেওয়া হতে পারে। বিশেষ করে বেল্ট টাইপ সার অপসারণ মেশিন, হ্যাচার মেশিন, সেটার মেশিন, আর্দ্রতা সেন্সর এবং তাপমাত্রা সেন্সরে রেয়াতি সুবিধা দেওয়া হতে পারে। ফলে এই খাতের খামারিদের খরচ কমে আসবে, দাম কমবে এবং পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে।

দেশের জীবনরক্ষাকারী ওষুধ উৎপাদনকারী কারখানাসহ বিভিন্ন আধুনিক শিল্প ও গবেষণাগারে সংবেদনশীল ও অপরিহার্য একটি অনুষঙ্গ হলো বায়োলজিক্যাল সেফটি ক্যাবিনেট। বর্তমানে এই পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে উচ্চশুল্ক করভার প্রযোজ্য থাকায় দেশীয় উৎপাদন খাতের সামগ্রিক ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতি বিবেচনায় এবং উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকায়নে মূলধনী যন্ত্রাংশ প্রাপ্তি সহজ করার লক্ষ্যে পণ্যটি আমদানিতে বিদ্যমান ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক হ্রাস করে ১ শতাংশ নির্ধারণ করা হতে পারে। একইসঙ্গে মূলধনী যন্ত্রপাতির রেয়াতি সুবিধা দেওয়া হতে পারে।

স্থানীয় শিল্পের সুরক্ষায় বিদেশি ওয়াশিং মেশিন আমদানিতে ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বসানো হতে পারে। এক কেভিএ ক্ষমতার ট্রান্সফরমার আমদানিতে শুল্ককর বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করা হতে পারে। কারণ বর্তমানে দেশীয় কয়েকটি কোম্পানি ট্রান্সফরমার উৎপাদন করে।

বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নিকোটিন পাউচ সেবনের মাত্রা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই নিকোটিন পাউচের ব্যবহার কমাতে শুল্ককর বসানো ও দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হতে পারে। প্রতি ১০ গ্রাম নিকোটিন পাউচের দাম ৫০০ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৪৫ শতাংশ করা হতে পারে। **(বাকি অংশ ২২ পাতায়)**

করমুক্ত আয়সীমা পাঁচ বছরে ১ লাখ টাকা বৃদ্ধির পরিকল্পনা

ঢাকা: প্রতিবছর বাজেটের আগে করমুক্ত আয়সীমা বাড়ানোর দাবি উঠে। করহার ও কর কাঠামো নিয়েও বেশ আলোচনা হয়। সরকার কী হারে কর আদায় করবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় থাকেন করদাতারা। এসব অনিশ্চয়তা কমাতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে ব্যক্তি করদাতাদের জন্য একটি আয়কর রোডম্যাপ দিতে যাচ্ছে সরকার। এর আওতায় করমুক্ত আয়সীমা ধাপে ধাপে বাড়িয়ে ২০৩০-৩১ অর্থবছরে ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকায় উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে এই সীমা ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা থাকা। সেই হিসেবে আগামী পাঁচ বছরে করমুক্ত আয়সীমা বাড়বে ১ লাখ টাকা।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, চাকরিজীবী ও পেশাজীবীদের পক্ষ থেকে কর ব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত স্থিতিশীলতার দাবি জানানো হচ্ছিল। তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে দেশের করনীতিকে আরও পূর্বানুমানযোগ্য, স্বচ্ছ ও বিনিয়োগবান্ধব করার লক্ষ্য থেকেই সরকার এই উদ্যোগ নিয়েছে। প্রস্তাবিত আয়কর রোড ম্যাপ বাংলাদেশের করনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করতে যাচ্ছে। এতে করমুক্ত আয়সীমা, করহার ও কর কাঠামো সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট নীতিগত দিকনির্দেশনা তুলে ধরা হবে। এটি একদিকে করদাতাদের জন্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেবে, অন্যদিকে কর ব্যবস্থাকে আরও স্থিতিশীল, স্বচ্ছ ও পূর্বানুমানযোগ্য করে তুলবে।

বর্তমানে দেশে ব্যক্তি করদাতাদের জন্য করমুক্ত আয়সীমা ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ অর্থবছরে করমুক্ত আয়সীমা হবে ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। এরপর ২০২৮-২৯ ও ২০২৯-৩০ অর্থবছরে করমুক্ত আয়সীমা ৪ লাখ টাকায় উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। পরবর্তী ধাপে ২০৩০-৩১ অর্থবছরে করমুক্ত আয়সীমা ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জাতীয় অর্থনীতিকে বলেন, দীর্ঘমেয়াদি আয়কর রোড ম্যাপ কেবল করমুক্ত আয়সীমা নির্ধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। করহার, কর স্ল্যাব এবং ব্যক্তি করদাতাদের ওপর করের সামগ্রিক কাঠামো সম্পর্কেও একটি নীতিগত দিকনির্দেশনা দেওয়া হতে পারে এতে। যদিও ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, মূল্যস্ফীতি, রাজস্ব প্রয়োজন বা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার কারণে প্রয়োজন হলে সরকার পরবর্তীকালে এই পরিকল্পনায় সংশোধন আনতে পারবে।

বিশ্লেষকদের মতে, কর ব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা থাকলে করদাতারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগাম ধারণা পান। একজন চাকরিজীবী বা পেশাজীবী জানতে পারেন আগামী কয়েক বছরে তার কর দায় কীভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। একইভাবে ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীরাও তাদের আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা আরও কার্যকরভাবে সাজাতে পারেন।

উন্নত ও মধ্যম আয়ের বহু দেশে বহু বছরব্যাপী কর কাঠামো ঘোষণা করার রীতি রয়েছে। বাংলাদেশে এ ধরনের উদ্যোগ আগে দেখা যায়নি। রাজস্ব প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বাংলাদেশে কর-জিডিপি অনুপাত দীর্ঘদিন ধরেই নিম্নপর্যায়ে রয়েছে। সরকারের উন্নয়ন ব্যয়, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ঋণের সুদ পরিশোধের চাপ বাড়তে থাকায় রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বাড়ছে।

সংসদে অর্থমন্ত্রী মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতে চারখাতে ভর্তুকি ৪২ হাজার ৬০০ কোটি

ঢাকা : অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, সাম্প্রতিক সময়ে ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত ও বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারের অস্থিরতার কারণে তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সার খাতে সরকারের ভর্তুকি ব্যয়ের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত শুধুমাত্র এ চার খাতে অতিরিক্ত ভর্তুকি প্রয়োজনের পরিমাণ প্রায় ৪২ হাজার ৬০০ কোটি টাকা।

মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে বিএনপির সংসদ সদস্য এস, এম, জাহাঙ্গীর হোসেনের এক প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী এ তথ্য জানান। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাতিত্বে বৈঠকের শুরুতে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

অর্থমন্ত্রী জানান, চার খাতের মধ্যে তেলে প্রায় ১০ হাজার ২৫৮ কোটি টাকা, গ্যাসে ১১ হাজার ১৭০ কোটি টাকা, বিদ্যুতে ১৯ হাজার ৮২১ কোটি টাকা এবং সারে প্রায় ১ হাজার ৩৫০ কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হতে পারে। তা সত্ত্বেও সরকার সাধারণ জনগণ, কৃষি ও উৎপাদন খাতকে সুরক্ষা দিতে প্রয়োজনীয় নীতিগত ও আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক অস্থিরতা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য তাৎক্ষণিক ও সম্ভাব্য উভয় ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে।

চলতি অর্থবছর রেকর্ড বিদ্যুৎ আমদানির পথে বাংলাদেশ

ঢাকা: ২০১৩-১৪ অর্থবছর প্রথম ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি শুরু করে বাংলাদেশ। সে বছর ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি করা হলেও পরে তা হ্রাস/বৃদ্ধি পায়। পরে টানা কয়েক বছর ভারত থেকে ১ হাজার ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হয়। এর সঙ্গে ২০২৩ সালে যুক্ত হয় আদানির বিদ্যুৎ আসা। গত বছর আরও যুক্ত হয় নেপালের বিদ্যুৎ আমদানি। সব মিলিয়ে চলতি অর্থবছর বাংলাদেশ রেকর্ড পরিমাণ বিদ্যুৎ আমদানি করতে যাচ্ছে। এদিকে আমদানির পাশাপাশি এ খাতে ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি অর্থবছর বিদ্যুৎ আমদানিতে সর্বোচ্চ ব্যয় করতে হচ্ছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে (পিডিবি)। আবার ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধির কারণে এ খাতে গড় ব্যয়ও বাড়ছে। চলতি অর্থবছর শেষে ভারত ও নেপাল মিলিয়ে বিদ্যুৎ আমদানি ব্যয় পড়বে গড়ে সর্বোচ্চ। পিডিবির এক হিসাবে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

এতে দেখা যায়, চলতি অর্থবছর ভারত ও নেপাল মিলিয়ে বিদ্যুৎ আমদানির পরিমাণ দাঁড়াবে (প্রাক্কলিত) ১ হাজার ৭৮৯ কোটি ৬৯ লাখ ইউনিট (কিলোওয়াট ঘণ্টা)। এজন্য সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে ২১ হাজার ১১৫ কোটি ৫৬ লাখ টাকা। এতে বিদ্যুৎ আমদানিতে গড় ব্যয় পড়বে ১১ টাকা ৮০ পয়সা যা এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ। আগের অর্থবছর এ ব্যয় ছিল আরও ১০ পয়সা কম।

২০২৪-২৫ অর্থবছর ভারত ও নেপাল মিলিয়ে বিদ্যুৎ আমদানির পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৬৪২ কোটি ৫০ লাখ ইউনিট। যদিও সে বছর নেপাল থেকে অল্প কিছুদিন বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। আর গত অর্থবছর বিদ্যুৎ আমদানিতে ব্যয় করা হয়েছিল ১৯ হাজার ২২৫ কোটি ৮ লাখ টাকা। অর্থাৎ ২০২৪-২৫ অর্থবছর বিদ্যুৎ আমদানিতে গড় ব্যয় পড়েছিল ১১ টাকা ৭০ পয়সা যা সে পর্যন্ত সর্বোচ্চ ছিল। তবে চলতি অর্থবছর তা ভেঙে যাচ্ছে।

এ হিসাবের ভিত্তিতে দেখা যায়, চলতি অর্থবছর ভারত ও নেপাল মিলিয়ে বিদ্যুৎ আমদানি বাড়বে ১৪৭ কোটি ১৯ লাখ ইউনিট বা প্রায় ৯ শতাংশ। আর আমদানি ব্যয় বাড়বে ১ হাজার ৮৯০ কোটি ৪৮ লাখ টাকা বা প্রায় ১০ শতাংশ। যদিও এর আগে শুধু ভারত থেকেই বিদ্যুৎ আমদানি করা হতো। সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আমদানি করা হয় ২০২৩-২৪ অর্থবছর।

ওই অর্থবছর ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৬৮১ কোটি ৪৮ লাখ ইউনিট। এজন্য ব্যয় করা হয়েছিল ১৯ হাজার ৪১২ কোটি ৩৯ লাখ টাকা। এতে গড় ব্যয় পড়েছিল ১১ টাকা ৫৪ পয়সা। অর্থাৎ নেপাল যুক্ত হওয়ার পরও গত অর্থবছর বিদ্যুৎ আমদানি ও ব্যয় কিছুটা কমেছে। তবে গড় ব্যয় কিছুটা বেড়েছে। এর আগে ২০২২-২৩ অর্থবছর ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করা হয় ১ হাজার ৫১ কোটি ৫৪ লাখ ৬৮ হাজার কিলোওয়াট ঘণ্টা। এজন্য ব্যয় হয় ৯ হাজার ২২৩ কোটি ৪১ লাখ টাকা। এতে ইউনিটপ্রতি গড় আমদানি ব্যয় পড়ে ৮ টাকা ৭৭ পয়সা। সে বছর মার্চ থেকে আদানির বিদ্যুৎ পরীক্ষামূলক আমদানি শুরু হয়। আর ২০২১-২২ অর্থবছর ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করা হয় ৭৬৪ কোটি ৪৩ লাখ ৫৫ হাজার কিলোওয়াট ঘণ্টা। এজন্য ব্যয় হয় ৪ হাজার ৬৭৩ কোটি ২১ লাখ টাকা। এতে ইউনিটপ্রতি আমদানি ব্যয় পড়ে ৬ টাকা ১১ পয়সা।

বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ জমা রাখতে ব্যর্থ ইসলামী ব্যাংক

ইসলামী ব্যাংক
বাংলাদেশ পিএলসি

১০ হাজার কোটি টাকা চেয়ে আবেদন

ঢাকা : বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ জমা বা সিআরআর রাখতে ব্যর্থ ইসলামী ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খুরশীদ আলমের নিয়োগ বিতর্কে ইসলামী ব্যাংকে অস্থিরতা শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে গ্রাহকরা ব্যাংক থেকে ৪ হাজার কোটি টাকার আমানত তুলে নিয়েছে। এর প্রভাবে ইসলামী ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সিআরআর রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে ১০ হাজার কোটি টাকার তারল্য সহায়তা চাওয়া হয়েছে। ব্যাংকের শীর্ষ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওই কর্মকর্তা বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আমাদের প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্ট এখনো পজিটিভ আছে। তবে সিআরআর ঘাটতি হয়ে গেছে। প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টে সিআরআর মেইনটেইন করার জন্য সীমা থাকে। সেই সীমার নিচে গেলে সিআরআর ঘাটতি হয়ে যায়। ব্যাংক এখন সেই সীমার নিচে চলে গেছে।

তিনি বলেন, প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টে এতো ৭ হাজার ১৫ কোটি টাকা ছিল। কিন্তু সেটা এখন কমে ২ হাজার ৬০০ কোটি টাকায় নেমে গেছে। এজন্য আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ১০ হাজার কোটি টাকার তারল্য সহায়তা চেয়েছি।

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার সময় ইসলামী ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে এস আলম গ্রুপ ঋণ নেওয়ার ফলে ব্যাংক সিআরআর ঘাটতিতে পড়ে। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চলতি হিসাবে অর্থ রাখতে ব্যর্থ হয়। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় ব্যাংকটি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। কয়েক মাসের মাথায় সিআরআর ঘাটতি থেকে বেরিয়ে আসে ব্যাংক। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চলতি হিসেবে অর্থ জমা রাখতে সক্ষম হয়। তবে নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ফের ইসলামী ব্যাংকে অস্থিরতা শুরু হয়। গত ২৪ মে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শে ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম জুবায়দুর রহমান পদত্যাগ করেন।

পরে ওইদিন রাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খুরশীদ আলমকে ব্যাংকটির নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এরপর থেকেই তার নিয়োগের বিরোধিতা করে বিভিন্ন ব্যানারে কর্মসূচি পালন করে আসছেন একদল গ্রাহক ও শেয়ারহোল্ডার। সেই ধারাবাহিকতায় টানা নবম দিনের মতো আজও ইসলামী ব্যাংক টাওয়ারের সামনে কর্মসূচি পালন করছেন আন্দোলনকারীরা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা বলেন, নিয়মতন্ত্রের ঘাটতির কারণে ইসলামী ব্যাংক তারল্য সহায়তার জন্য চিঠি দিয়েছে। কিন্তু এখনো সেই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

উৎসে কর নজরদারিতে চালু হচ্ছে নতুন নিয়ম

ঢাকা : ধরুন, আপনি একজন বাড়িওয়ালা এবং আপনার বাড়ি একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে ভাড়া দিয়েছেন। যখন ওই প্রতিষ্ঠান আপনাকে বাড়ির ভাড়া পরিশোধ করবে, তখন আয়কর আইন অনুযায়ী তারা ভাড়ার ওপর প্রযোজ্য ট্যাক্স কেটে রাখবে। কর্তিত ট্যাক্সের টাকা প্রতিষ্ঠানটি সরকারি কোষাগারে জমা দেবে।

বর্তমান আয়কর আইন অনুযায়ী, বাড়ি ভাড়ার উপর ৫ শতাংশ উৎসে আয়কর রয়েছে। এখন যদি প্রতিষ্ঠানটির কাছে মাসিক ভাড়ার পরিমাণ এক লাখ টাকা হয়; তাহলে আপনি বাড়িওয়ালা হিসেবে মাসে ৯৫ হাজার টাকা পাবেন এবং প্রতিষ্ঠানটি বাকি পাঁচ হাজার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেবে। কিন্তু বাস্তবে প্রতিষ্ঠানটি ওই উৎসে কর কেটে রাখছে কিনা, কিংবা কেটে রাখলেও সেটি সরকারের কোষাগারে জমা পড়ছে কি না; তার সঠিক তদারকির ব্যবস্থা নেই। ফলে উৎসে করের নজরদারিতে উইথহোল্ড ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন (উইন) নামে নতুন ব্যবস্থা চালু করার বিষয়ে বিবেচনা করছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আগামী ১১ জুন সংসদে অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় এ বিষয়টি প্রস্তাব আকারে উপস্থাপন করা হতে পারে বলে জানা গেছে।

এনবিআর সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ ধরনের ব্যবস্থা চালু করা গেলে রাজস্ব আহরণ বাড়বে এবং কর ফাঁকির প্রবণতাও কমে আসবে। একই সঙ্গে কোন প্রতিষ্ঠান কী পরিমাণে উৎসে কর কেটে রাখছে কিংবা সঠিকভাবে কেটে রাখছে কিনা; তার তথ্য যেমন জানা যাবে, তেমনি কার কাছ থেকে কী পরিমাণ কর কেটে রাখা হয়েছে সেটিও সঠিকভাবে জানা যাবে। বর্তমানে এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। উইথহোল্ড আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার চালু হলে উৎসে কর সম্পর্কিত সব ধরনের তথ্য পাওয়া যাবে।

সংশ্লিষ্টরা আরো জানান, উৎস থেকে কাটা করের বিপরীতে যে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে, তা বার্ষিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেওয়ার সময় কর সমন্বয় বা রিফান্ড পেতে সাহায্য করবে। অপরদিকে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ প্রমাণ দিতে পারবে যে, তারা সরকারি নিয়ম মেনে কর কেটে সঠিক খাতে জমা দিয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে অডিট বা জরিমানার হাত থেকে রক্ষা করবে। যেসব প্রতিষ্ঠানের লেনদেন কিংবা নিয়োগকৃত কর্মীদের বেতন কিংবা অন্য কোনো পণ্য বা সেবার উপর উৎসে কর বা অগ্রিম আয়কর কাটার নিয়ম রয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানকে এ ধরনের আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারের জন্য নিবন্ধন নিতে হবে। গ্রাহকের আমানতের ওপর অর্জিত সুদের ওপর ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর কেটে রাখে। এ জন্য ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানেরও এ ধরনের আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারের প্রয়োজন হবে।

ইরানের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে ৩৭ বার ফাঁপা বুলি ট্রাম্পের

সিএনএনের প্রতিবেদন

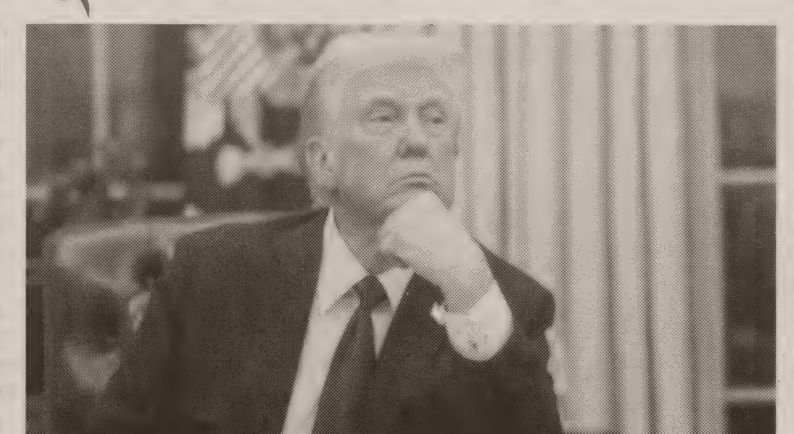

দেশ ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা দেওয়ার পর কেটে গেছে দুই মাসেরও বেশি সময়। এরপর থেকেই তিনি বলে আসছেন, দুই পক্ষই একটি চুক্তির দ্বারপ্রান্তে। কিন্তু বাস্তবে তার এই কথার কোনো প্রতিফলন নেই।

গত ৭ এপ্রিলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্প বলেন, আলোচনা 'অনেকটাই এগিয়ে গেছে'। কিন্তু চুক্তিটি 'চূড়ান্ত ও সম্পন্ন' করতে দুই সপ্তাহ লাগবে। পোস্টটির ইতি টেনেছিলেন 'দীর্ঘমেয়াদি এই সমস্যাটি সমাধানের এত কাছে পৌঁছানো একটি গৌরবের বিষয়'- মন্তব্য দিয়ে। তবে এই সমস্যার কোনো সমাধান এখন পর্যন্ত হয়নি। তা সত্ত্বেও ট্রাম্প দুই মাস ধরে বারবার বলে গেছেন, চুক্তি প্রায় হয়েই গেছে।

যুদ্ধবিরতির আগে ও পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, জনসমক্ষে এবং গণমাধ্যমের সঙ্গে ফোনকলে তিনি অন্তত ৩৭ বার বলেছেন, একটি চুক্তি আসন্ন অথবা দাবি করেছেন, ইরান চুক্তি করতে মরিয়া, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। পরিস্থিতি আগের মতোই রয়ে গেছে। আর ট্রাম্প বলে যাচ্ছেন একই কথা। ট্রাম্পের এই আচরণের কারণ হিসেবে বিশ্লেষকরা বলছেন, হয় তার মতিভ্রম হয়েছে, আর্থিক বাজার শান্ত করার চেষ্টা করছেন, অথবা ভাবছেন, তিনি ইচ্ছাশক্তি দিয়েই এটা বাস্তবে রূপ দেবেন। তবে এই পরিস্থিতিতে গুরুত্ব কমছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের। এই ব্যাপারে কেউ তাকে আর গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছেন না।

ট্রাম্পের শান্তিচুক্তি বিষয়ক আশ্বাস দেওয়া শুরু হয়েছিল যুদ্ধ শুরু হওয়ার এক মাসেরও কম সময়ে, ২৩ মার্চ। ওই দিন ট্রাম্প এয়ার ফোর্স ওয়ানের বাইরে সাংবাদিকদের তথাকথিত শান্তি আলোচনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানিয়েছিলেন, চুক্তির প্রায় সব বিষয়েই মতৈক্য হয়েছে। কিন্তু ইরান আলোচনার কথা অস্বীকার করেছিল। পরের দিনও তিনি একই কথা আওড়ালেন। এভাবে ইরান একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য মরিয়াড় তা এখন ট্রাম্পের একটি সাধারণ বুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২৫ মার্চ, ২৬ মার্চও আওড়ালেন একই বুলি। সমালোচকরা বলছেন, চুক্তির জন্য এতটা উদগ্রীব থাকা সত্ত্বেও, ইরান চুক্তি না করে আড়াই মাস ধরে তা রুখে দিচ্ছে।

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, ২৯ মার্চ এয়ার ফোর্স ওয়ানে এক আলাপচারিতার সাংবাদিকরা ট্রাম্পকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি আগামী সপ্তাহের মধ্যে কোনো চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন কিনা। উত্তরে বলেছিলেন, তিনি সম্ভাবনা দেখছেন। ৬ এপ্রিল তিনি বলেন, একটি প্রতিবন্ধকতা তৈরির আগে 'একটি চুক্তির খুব কাছাকাছি' ছিল দুই পক্ষ।

এর পরদিনই তিনি দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। এতে সবাই ভেবেছিলেন, এবার ইরান যুদ্ধ নিয়ে একটি সমঝোতায় পৌঁছানো যেতে পারে। এর এক সপ্তাহ পর ১৫ এপ্রিলে তিনি ফক্স বিজনেসকে বলেন, আমার মনে হয় সংঘাত প্রায় শেষ, আমি এটাকে প্রায় শেষ হিসেবেই দেখছি। ওই সময়ও বলেন, ইরান চুক্তি করতে মরিয়া। একদিন পরে, ১৭ এপ্রিল তিনি তিনটি পৃথক অনুষ্ঠানে জানান, ইরান 'সবকিছুতে রাজি', 'আমার মনে হয় আমরা এক-দুই দিনের মধ্যেই একটি চুক্তি পেয়ে যাব' এবং 'আমার মনে হয় না খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ মতপার্থক্য বাকি আছে।' ২০ এপ্রিল ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, 'সবকিছু তুলনামূলক দ্রুতই ঘটবে!'

চুক্তি না হলেও ৩০ এপ্রিল ট্রাম্প আবারও দাবি করেন, ইরান এখনও 'চুক্তির জন্য মরিয়া।' ১ মে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, যুদ্ধ শেষ হবে, যা খুব বেশি দেরি হওয়া উচিত নয়। এরপর কিছুদিন তিনি তুলনামূলক কম মন্তব্য করলেও ১৮ মে আবারও নতুন সময়সীমা সামনে আনেন। তিনি জানান, মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের অনুরোধে তিনি সামরিক হামলা 'দুই বা তিন দিনের' জন্য স্থগিত রেখেছেন। চুক্তি হওয়ার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে বলে তাদের ধারণা। এ সময় ট্রাম্প স্বীকার করেন, এর আগেও এমন আশাবাদী মূল্যায়ন ভুল প্রমাণ হয়েছে।

ইরানের সঙ্গে ১৫ ঘণ্টার যুদ্ধে যে শিক্ষা পেল ইসরাইল

দেশ ডেস্ক : ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জন্য রোববার ইরানের সঙ্গে নতুন করে লড়াই শুরু হওয়াটা সাময়িকভাবে তার সমর্থকদের কাছে এই বার্তা দেওয়ার সুযোগ হতে পারে যে, তিনি এখনো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মুখোমুখি দাঁড়াতে সক্ষম। তবে সোমবার মাত্র ১৫ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে এই লড়াই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইসরাইল এবং এর বিপর্যস্ত নেতা এক বড় উভয়সংকটের মধ্যে পড়েছেন, যেখানে তাদের ট্রাম্পের ওপর আগের মতোই নির্ভরশীল মনে হচ্ছে। নেতানিয়াহু যদি ইরানের সঙ্গে ট্রাম্পের চলমান শান্তি আলোচনা নসাৎ করার আশা করে থাকেন, তবে বিমান হামলা বন্ধে উভয় পক্ষের ওপর মার্কিন প্রেসিডেন্টের চাপ এবং সোমবার ইসরাইলের আরেকটি হামলার প্রস্তুতি থেকে পিছিয়ে আসা প্রমাণ করে যে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ পরিস্থিতি লড়াইয়ে লিপ্ত পক্ষগুলোর একে অপরের হামলার প্রতিক্রিয়া দেখানোর সমীকরণ বদলে দিয়েছে, যা ইসরাইলের জন্য সুবিধাজনক নয়।

ইসরাইল এখন বুঝতে পারছে যে ইরান লেবাননে তার প্রক্সি বাহিনী হিজবুল্লাহকে দিয়ে উত্তর ইসরাইলের বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলা চালাতে পারে, হিজবুল্লাহর ওপর ইসরাইলি পাল্টা হামলার জবাবে ইরান সরাসরি ইসরাইলে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়তে পারে এবং ট্রাম্প ইসরাইলকে ইরানের বিরুদ্ধে খুব কঠোর বা দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেন।

তেল আবিবের ইনস্টিটিউট ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টাডিজ-এর ইরান কর্মসূচির পরিচালক রাজ জিমত বলেন, 'এটি ছিল একটি বড় পরিবর্তন।'

তিনি উল্লেখ করেন, এটি প্রমাণ করে যে ইরানের কট্টরপন্থি সরকার আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এবং তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নতুন করে যুদ্ধে জড়াতে চান না, তাই ইরান ও লেবাননের পরিস্থিতির এই পারস্পরিক সংযোগ বজায় রাখতে তারা কিছুটা ঝুঁকি নিতেই পারে।'

ওয়াশিংটনে ইসরাইল ও লেবাননের মধ্যে একটি নতুন যুদ্ধবিরতি চুক্তি হওয়ার কয়েক দিন পরই এই সাম্প্রতিক সহিংসতার সূত্রপাত হয়। হিজবুল্লাহ ওই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং ইসরাইল হুমকি দিয়েছিল যে হিজবুল্লাহ আবারো ইসরাইলি ভূখণ্ডে হামলা চালালে বৈরুতে পাল্টা আঘাত করা হবে। রোববার হিজবুল্লাহ ইসরাইলে রকেট হামলা চালালে নেতানিয়াহু বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহরতলি এবং হিজবুল্লাহর শক্তিশালী ঘাঁটি দাহিয়াহ-তে হামলার নির্দেশ দেন। এর কয়েক ঘণ্টা পর ইরান ইসরাইলে প্রায় ৩০টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে এর জবাব দেয়। সোমবার ইরানের ইয়েমেনি মিত্র হুথিরাও ইসরাইলে একটি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে এবং লোহিত সাগরে **(বাকি অংশ ২২ পাতায়)**

২০২৫ সালে সংঘাতে নিহত আড়াই লাখ

দেশ ডেস্ক: বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে গত কয়েক বছরে নতুন সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছে। নরওয়েভিত্তিক পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট অসলো (পিআরআইও) তাদের বার্ষিক 'কনফ্লিক্ট ট্রেন্ডস' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে অন্তত ৬৫টি সংঘাত তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে অন্তত একটি দেশ জড়িত ছিল। আর এসব সংঘাতে নিহত হয়েছেন প্রায় আড়াই লাখ মানুষ। সংস্থাটির মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গত বছরটিই ছিল সবচেয়ে সংঘাতপূর্ণ বছর। গতকাল মঙ্গলবার এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের এই সংখ্যা ১৯৪৬ সালের পর সর্বোচ্চ। রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাতের সংখ্যাও ৮০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। আগের বছরের তুলনায় তা দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আটটিতে। এর মধ্যে আছে ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত সংঘর্ষ, আফগানিস্তান-পাকিস্তান উত্তেজনা, কম্বোডিয়া-থাইল্যান্ড সীমান্ত বিরোধ, ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন এবং সিরিয়ায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান। গবেষক সিরি আস রুস্তাদ গণমাধ্যমকে দেওয়া ব্রিফিংয়ে বলেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বলার মতো খুব বেশি ইতিবাচক ঘটনা ঘটেনি। এ বছরের সংখ্যাগুলো উদ্বেগজনক,' যোগ করেন তিনি।

সরাসরি যুদ্ধ অথবা রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত হয়েছেন ২ লাখ ৪৫ হাজার মানুষ। তাদের মধ্যে ৭৬ হাজার ৫০০ জন ছিলেন বেসামরিক এবং তাদের লক্ষ্য করেই হামলা চালানো হয়েছিল। ২০২৪ সালে এই সংখ্যাটি ছিল ১৪ হাজার ২০০। বেসামরিক মানুষের মৃত্যু বেড়ে যাওয়ার পেছনে মূল কারণ হিসেবে সুদানে সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনীর সংঘাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে, দারফুর অঞ্চলের এল-ফাশের শহরে অবরোধ ও গণহত্যায় প্রায় ৬০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে গত বছর সবচেয়ে সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল ছিল আফ্রিকা মহাদেশ। সেখানে ২৯টি সংঘাত তালিকাভুক্ত হয়েছে।

এর পরের অবস্থানে আছে এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা মহাদেশ ও ইউরোপ। রুস্তাদ বলেন, গত পাঁচ-ছয় বছরে বেশ কয়েকটি বড় ধরনের সংঘাত দেখা দিয়েছে। একের পর এক সংঘাত শুরু হয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্ববাসী সংঘাত থেকে রেহাই পায়নি। তিনি আরও বলেন, আগের সময়ের তুলনায় এটি ভিন্ন। এখন বিশ্বজুড়ে দীর্ঘস্থায়ী ও উচ্চমাত্রার সংঘাতের পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে।

প্রতিবেদনটি উপসালা কনফ্লিক্ট ডেটা প্রোগ্রাম (ইউসিডিপি)-এর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে সংঘবদ্ধ সহিংসতার তিনটি ধরন চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হলো রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট সংঘাত, অরাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীর সংঘাত এবং বেসামরিক মানুষের বিরুদ্ধে একতরফা সহিংসতা। রুস্তাদ জানান, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বিশ্বের সবচেয়ে আগ্রাসী দেশগুলোর অন্যতম ইসরায়েল। তিনি উল্লেখ করেন, দেশটি একইসঙ্গে গাজা, সিরিয়া, লেবানন, ইরান ও হুতি বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে আছে। তিনি আরও জানান, যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় ফিরে আসায় হামলা ও সহিংসতার মাত্রা বেড়েছে।

মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখছেন মমতা

দেশ ডেস্ক : পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে গত ১৫ বছর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল মমতা বন্দোপাধ্যায়ের। ২০১১ সালে রাজ্যটিতে ৩৪ বছরের কমিউনিস্ট শাসনের অবসান ঘটে তার হাত ধরেই। সময়ের পরিক্রমায় তিনি তৃণমূল কংগ্রেসকে (টিএমসি) ভারতের সবচেয়ে সফল আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলে পরিণত করেন এবং নিজেও দেশের অন্যতম শক্তিশালী বিরোধী রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। তবে চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধী দল বিজেপির কাছে ভরাডুবি হয়েছে মমতার তৃণমূলের। ক্ষমতা থেকে বিদায় নেওয়ার মাত্র এক মাসের মধ্যেই মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখছেন মমতা। অধিকাংশ বিধায়কের বিদ্রোহ, সাংসদদের সম্ভাব্য বিভক্তি এবং প্রতিষ্ঠাতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্তৃত্ব ক্রমবর্ধমান সন্দেহের মুখে পড়েছে। তাতে পূর্ব ভারতের ১০ কোটিরও বেশি মানুষের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল এখন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পরিস্থিতির মুখোমুখি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো সাধারণ আঞ্চলিক নেতা নন। 'টাইম' সাময়িকী তাকে বিশ্বের ১০০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তির একজন হিসেবে বেছে নিয়েছিল। ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে জনঅসন্তোষ, ধর্মীয় মেরুকরণ এবং ভোটার তালিকা ঘিরে বিতর্কএই তিনের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসে। তবুও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়নি। সবশেষ নির্বাচনে দলটি ২ কোটি ৬০ লাখ ভোট পেয়েছে, যা বিজেপির চেয়ে মাত্র প্রায় ৩০ লাখ কম। তারা মোট

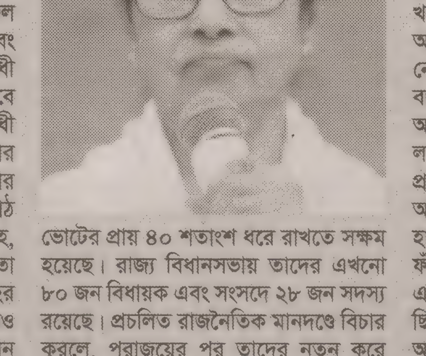

ভোটের প্রায় ৪০ শতাংশ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। রাজ্য বিধানসভায় তাদের এখনো ৮০ জন বিধায়ক এবং সংসদে ২৮ জন সদস্য রয়েছে। প্রচলিত রাজনৈতিক মানদণ্ডে বিচার করলে, পরাজয়ের পর তাদের নতুন করে সংগঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার বদলে দলটি যেন ভেঙে পড়ছে।

সবচেয়ে বড় ধাক্কা আসে বিধানসভার ভেতর থেকে। নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই টিএমসির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বিধায়ক বিদ্রোহ করেন। বিদ্রোহীরা দলের আইনসভা শাখার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়, নিজেদের বিরোধী দলীয় নেতা নির্বাচিত করে এবং দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আইনসভার নথিতে জাল স্বাক্ষর ব্যবহারের অভিযোগ তোলে। প্রথমে যা কেবল রাজ্যপর্যায়ের বিদ্রোহ বলে মনে হয়েছিল, তা এখন দিল্লিতেও ছড়িয়ে পড়েছে। খবর অনুযায়ী, টিএমসির ২৮ জন সাংসদের মধ্যে ২০ জন সংসদের স্পিকারের কাছে চিঠি দিয়ে দলটির সংসদীয় গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে এসে বিজেপি নেতৃত্বাধীন শাসক জোটের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। যদি এই খবর সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে এটি কেবল আইনসভা-সংক্রান্ত বিদ্রোহ নয়; বরং দলীয় নেতৃত্ব ও ঐক্যের অস্তিত্বের জন্যই একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। সংসদীয় বিদ্রোহ আসলে আরও বড় ভাঙনের সবচেয়ে দৃশ্যমান লক্ষণ মাত্র।

প্রায় প্রতিদিনই টিএমসির নেতাদের দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এবং জনসমক্ষে হাজির করা হচ্ছে। দলীয় কার্যালয়গুলো প্রায় ফাঁকা, সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক ভেঙে ফেলা হচ্ছে এবং যারা একসময় ভয় ও প্রভাবের প্রতীক ছিলেন, তারা নিজেদের ঘাঁটিতেই প্রকাশ্যে আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। রাজনীতি-বিশ্লেষক দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য বলেন, 'যা ঘটেছে, তা সত্যিই নজিরবিহীন।' তার মতে, টিএমসির দ্রুত ভেঙে পড়া আরও গভীর একটি দুর্বলতার ইঙ্গিত দেয়। সেটি হল টিএমসি কখনোই এমন একটি শক্তিশালী আদর্শিক কাঠামো গড়ে তুলতে পারেনি, যা ক্ষমতা হারানোর পরও দলকে টিকিয়ে রাখতে পারে। দলকে একত্রে ধরে রাখার মূল শক্তি ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এবং ক্ষমতার সঙ্গে আসা পৃষ্ঠপোষকতা। ভট্টাচার্যের ভাষায়, দলটি দুটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল 'মমতার ব্র্যান্ডমূল্য এবং সরকারি সম্পদ'।

২০২৭ সালের আর্টেমিস ৩ মিশনের নভোচারীদের নাম ঘোষণা করল নাসা

দেশ ডেস্ক : চাঁদে পুনরায় মানুষ পাঠানোর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বহুল প্রতীক্ষিত 'আর্টেমিস ৩' মহাকাশ অভিযানের নভোচারীদের নাম ঘোষণা করেছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এই মিশনের মূল দলে থাকছেন চারজন নভোচারীড় আন্দ্রে ডগলাস, ফ্রাঙ্ক রুবিও, লুকা পারমিতানো এবং র্যান্ডি ব্রেসনিক। এছাড়া যেকোনো জরুরি প্রয়োজনে মূল দলের বিকল্প হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য অভিজ্ঞ টেস্ট পাইলট বব হাইন্টজকে রাখা হয়েছে।

২০২৭ সালের শেষের দিকে নির্ধারিত এই দুই সপ্তাহের মিশনে নভোচারীরা মূলত মহাকাশে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাবেন এবং ভবিষ্যতে চাঁদে অবতরণের প্রস্তুতি হিসেবে মহাকাশযান ডকিং (একে অপরের সাথে যুক্ত করার প্রক্রিয়া) অনুশীলন করবেন।

আর্টেমিস ৩ মিশনের মূল চার নভোচারী

ঘোষিত এই দলে কোনো নারী নভোচারী না থাকলেও, নির্বাচিত চারজনের রয়েছে বৈচিত্র্যময় ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা:

র্যান্ডি ব্রেসনিক (কমান্ডার): ৫৮ বছর বয়সী ব্রেসনিক এই দলের সবচেয়ে বয়স্ক সদস্য। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর সাবেক টেস্ট পাইলট ও মেরিন কর্মকর্তা। ২০০৯ সালে নাসার স্পেস শাটল মিশনে অংশ নেওয়া ব্রেসনিকই এই দলের একমাত্র সদস্য, যাঁর আগের সেই বিখ্যাত শাটল কর্মসূচিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এছাড়া ২০১৭ সালে তিনি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের (আইএসএস) কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছেন।

আন্দ্রে ডগলাস (মিশন স্পেশালিস্ট): ৪০ বছর বয়সী ফ্লোরিডার এই প্রকৌশলীর জন্য এটিই প্রথম মহাকাশ যাত্রা। এর আগে চাঁদের চারপাশে ঘুরে আসা 'আর্টেমিস ২' মিশনে তিনি বিকল্প নভোচারী হিসেবে ছিলেন। ডগলাসের এই যাত্রা এক অনন্য ইতিহাস গড়বে, কারণ মহাকাশে যাওয়া ইতিহাসের কয়েকশ মানুষের মধ্যে তিনি হতে যাচ্ছেন মাত্র ২৪ জন আফ্রিকান-আমেরিকান (কৃষ্ণাঙ্গ) ব্যক্তিদের একজন।

ফ্রাঙ্ক রুবিও (মিশন স্পেশালিস্ট): ৫০ বছর বয়সী সালভাদোরান-আমেরিকান এই চিকিৎসক একসময় মার্কিন সেনাবাহিনীর ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার চালক ছিলেন। বর্তমানে তাঁর ঝুলিতে রয়েছে একনাগাড়ে মহাকাশে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় (৩৭১ দিন) কাটানোর মার্কিন রেকর্ড।

লুকা পারমিতানো (পাইলট): ৪৯ বছর বয়সী পারমিতানো এই মিশনের একমাত্র অ-মার্কিন নাগরিক। ইতালির পাতের্নোতে জন্ম নেওয়া পারমিতানো সে দেশের বিমানবাহিনীর সদস্য ছিলেন। ২০১৯ সালে তিনি প্রথম ইতালীয় হিসেবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন।

সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ ও রকেটের বিস্ফোরণ নিয়ে উদ্বেগ

আর্টেমিস ৩ মিশনটি সরকারি ও বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বে পরিচালিত হবে। এই অভিযানের অংশ হিসেবে মোট তিনটি রকেট উৎক্ষেপণ করা হবে। এর মধ্যে একটি রকেটে করে চার নভোচারী 'ওরিয়ন' মহাকাশযানে চেপে পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছাবেন।

সৌদিতে এক সপ্তাহে ৭৭৬০ অবৈধ বাসিন্দা গ্রেপ্তার

দেশ ডেস্ক : এক সপ্তাহে ৭ হাজার ৭৬০ জন অবৈধ বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছে সৌদি আরবের নিরাপত্তা বাহিনী। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম সৌদি গ্যাজেট জানিয়েছে, ২৮ মে থেকে ৩ জুন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে চালানো বিশেষ অভিযানে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে ৪ হাজার ৬০ জন আবাসন আইনলঙ্ঘন করেছেন। পাশাপাশি, আরও ২ হাজার ৫৭৪ জন সীমান্ত নিরাপত্তা আইন এবং ১ হাজার ১২৬ জন শ্রম আইন অমান্য করেছেন। অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে সৌদিতে প্রবেশের চেষ্টার সময় গ্রেপ্তার হয়েছেন ১ হাজার ১৮৪ জন। তাদের মধ্যে ৭০ শতাংশ ইথিওপিয়ার ও ২৮ শতাংশ ইয়েমেনের নাগরিক। বাকি ২ শতাংশ অন্য দেশের নাগরিক। অবৈধভাবে দেশ ছাড়ার চেষ্টার সময় গ্রেপ্তার হন ২৫ জন। সৌদি আরব থেকে এরই মধ্যে ৪ হাজার ৬৯০ জন অবৈধ বাসিন্দাকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

ভ্রমণ নথি সংগ্রহের জন্য ১৪ হাজার ৪৯৫ জনকে তাদের নিজ নিজ দেশের দূতাবাসের কাছে পাঠানো হয়েছে। আর ফ্লাইটের টিকিট চূড়ান্ত হওয়ার অপেক্ষায় আছেন আরও ৮৫০ জন। বর্তমানে ২০ হাজার ৪৫৫ জন পুরুষ, ১ হাজার ৩১৯ জন নারীসহ মোট ২১ হাজার ৭৭৪ জন প্রবাসীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। অবৈধ প্রবাসীদের পরিবহনসুবিধা, আশ্রয় ও কাজ দেওয়ার অভিযোগে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

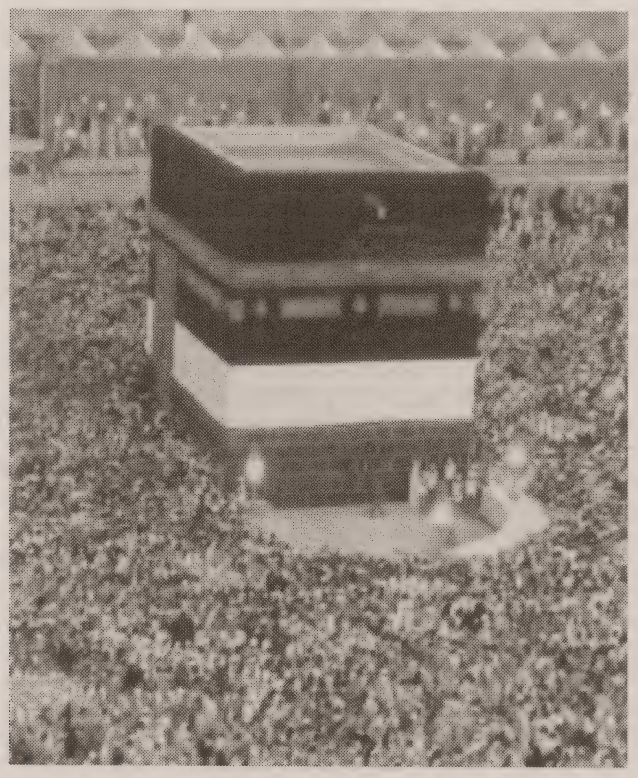

হাজ্বীদের করণীয়, পর্ব ১

(৫-এর পাতার পর)

থেকে তাহাজ্জুদ নামাযের ফজিলত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। হিদায়াতের আলো নিয়ে পার্থিবে জীবন-যাপন করার ইচ্ছায় ও আখিরাতের কল্যাণ কামনার এবং কৃতপাপ থেকে ক্ষমার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনার প্রত্যাশায় তাহাজ্জুদ ইবাদীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তদুপরি তাহাজ্জুদ নামায যে ইবাদীর আচার-আচরণে আমুল পরিবর্তন আনে এবং আল্লাহ-সচেতন হয়ে জীবন-যাপনে সাহায্য করে, এব্যাপারে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, Narrated Abu Huraira (ra): Allah's Mesenger said, "Allah said, 'I will delcare war against him who shows hostility to a pious worshipper of Mine. And the most beloved things with which My slave comes nearer to Me, is what I have enjoined upon him; and My slave keeps on coming closer to Me through performing Nawafil [praying or doing extra deeds besides what is obligatory] till I love him, then I become his sense of hearing with which he hears, and his sense of sight with which he sees, and his hand with which he grip, and his leg with which he walks; and if he ask Me, I will give him, and if he asks My Protection [Refuge], I will protect him; [give him My Refuge], and I do not hesitate to do anything as I hesitate to take the soul of the beliver, for he hates death, and I hate to disappoint him."{Sahee Al-Bukhari, vol 8, 509}। এই হাদিসে বর্ণিত গুণই হবে হাজীদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যা তাদেরকে অবৈধ কাজ থেকে নিরাপদে থাকায় সাহায্য করবে। স্মতর্ব্য যে, আল্লাহ-সচেতন হৃদয় ব্যতিরেকে এই রকম বৈশিষ্ট্যে অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব নয়। তাই এই হাদিসে বর্ণিত বিষয়ের আলোকে হাজ্বীদের কার্যকলাপের ধরণ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত, তারা হজ্জের পরবর্তীতে কোন্ পর্যায়ে অবস্থান করছেন। **ইনশা আল্লাহ চলবে।**

বসন্ত বাতাসে!

(৩-এর পাতার পর)

শ্রেণি শোষণের যে সংস্কৃতি দেখি, সেখানেও বিনয় বা বসন্ত নেই। এ বসন্তের রাজনৈতিক দর্শনের নাম গণতন্ত্র। গণতন্ত্র নেই এর কোথাও। এ নামে চলছে রাজতন্ত্র বা ব্যক্তিতন্ত্র।

শিল্পী ও গীতিকার শাহ আব্দুল করিমের সে বিখ্যাত জনপ্রিয় গান যেখানে বলা হয়েছে, 'বসন্ত বাতাসে, সই গো, বসন্ত বাতাসে/ বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ আমার বাড়ি আসে।' সেই বসন্ত আমাদের সমাজ, রাজনীতি ও ব্যক্তিগত আচার-আচরণ থেকেও অনেক দূরে সরে গেছে আমাদের মিথ্যা অহংকার এবং অশুভ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার নেশায়। এখন পাশের বাড়ির বন্ধুর বাড়ি থেকেও হুমকি-ধমকি আসে। ক্রসফায়ারে বর্ডারে হত্যার খবর আসে। ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাতে ঢোলের আওয়াজ শুনি দিনরাতে। কোনো ফুলের গন্ধ সেখানেও থাকে না, থাকে কিছু 'পোড়া' গন্ধ।

সত্য, বিনয়, শ্রদ্ধা–এ প্রজ্ঞাগুলো বর্তমানে পৃথিবীর রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি থেকেও অনেক দূরে সরে যাচ্ছে মানুষের নানারকম যান্ত্রিক ও প্রকৌশলী বস্তু নির্ভরতার অন্ধ অহংকারে। এখনো বসন্তে কোথাও কোকিলের ডাক আমরা শুনি। বলা যায় না, আগামী দিনে কোনো প্রকৌশল বা যান্ত্রিক উন্নয়নের দোহাই দিয়ে যে কোকিল আজ গাছে বসে বসন্তে ডাকে, সে গাছ আর থাকবে কি না। তখন বসন্ত এলে 'ডিজিটাল' কোকিলের ডাক শোনানো হবে হয়তো। মনে করিয়ে দেওয়া হবে আজ ফুল ফুটুক বা নাই ফুটুক, আজ বসন্ত!!!

তবে বিজ্ঞান আর যাই পারুক বসন্তের বাতাস পরিবর্তন করতে পারবে না। এ বাতাস প্রকৃতির মাধ্যমে কোনো না কোনোভাবে তখনকার প্রজন্মকে অনুভব করাবে এটা বসন্তের বাতাস, চৈত্রের দাহ নয়। এর মানে, মানুষের ল্যাবরেটরির বিজ্ঞান হেরে যাবে প্রকৃতির সীমাহীন বিজ্ঞানের কাছে। প্রমাণ হবে বিজ্ঞানের দিগন্ত যে কত বিশাল, মানুষের আওতায় তা ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাই যখন তর্ক ওঠে, বিশ্বাস না বিজ্ঞান! আমি বলি উভয়। কারণ বিশ্বাসেই আছে বিজ্ঞানের সূচনা। এরা একে অপরের পরিপূরক। তবে সে বিশ্বাস হবে অদৃশ্য মহাশক্তির প্রতি বিশ্বাসেও। ১০০ খুঁজতে গেলে শূন্য তো এসে যাবেই।

পাশাপাশি আরেকটা কথাও বলা দরকার। বসন্ত বাতাস কেবল ঋতু পরিবর্তন করে না, মনের পরিবর্তন না হলে। সম্প্রতি ঢাকায় মেট্রো স্টেশনের নিচে এলাকা অধিবাসীরা কোরবানির বর্জ্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নিজেদের মনের এক কুৎসিত এবং অরুচিকর যে দৃশ্যের অবতারণা করেছেন, এর বিকল্প কোনো দেশের সরকারের পক্ষে একা সমাধান সম্ভব নয়। এ দৃশ্য প্রমাণ করে নিজেদের দায়িত্ববোধ এবং কর্তব্যে আমরা কতটা অশোভন হতে পারি। এ আমরাই যখন বসন্ত এলে মাতামাতি করি, নাচ-গান করি, সভ্যতা নিভৃতে কাঁদে!

মে ৩০, ২০২৬

Email. mahmud315@yahoo.com

চোখধাঁধানো বিশ্বকাপ

(৪-এর পাতার পর)

থাকবে আতশবাজির বর্ণিল প্রদর্শনী। থাকবে লেজার শো।

বিশ্বকাপের ১৭ পোস্টার

বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬ উপলক্ষে ১৭টি পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬টি পোস্টার আয়োজক শহরের এবং একটি হলো অফিশিয়াল টুর্নামেন্ট পোস্টার, যা তিন দেশের ঐক্য প্রদর্শন করে। অফিশিয়াল পোস্টারে তিন আয়োজক দেশ–যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার প্রতিনিধিত্ব বোঝাতে নীল, লাল ও সবুজ রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে কানাডার অংশে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মেপলপাতা এবং কানের টুপি পরা একটি গ্রিজলি ভালুক, সঙ্গে একটি মুজ (হরিণ বিশেষ)। মেক্সিকান সংস্কৃতি ফুটিয়ে তুলতে জাতীয় প্রতীকের ইগল, মেরিগোল্ড ফুল, ট্রাম্পেট এবং মারাকাস ব্যবহার করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পতাকার অনুকরণে লাল-সাদা-নীল রঙের তারা ও স্ট্রাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। ১৬টি আয়োজক শহরের পোস্টারে ওই অঞ্চলের ঐতিহ্য ও ফুটবলের প্রতি আবেগ তুলে ধরা হয়েছে। টুর্নামেন্ট পোস্টারটি তিন আয়োজক দেশের শিল্পী মিলে করেছেন। বাকি ১৬টি পোস্টার প্রতিটি স্বাগতিক শহরের স্থানীয় শিল্পীরা তৈরি করেন, যা বাছাইয়ের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়।

আফ্রিকার চমক : এবার আফ্রিকা মহাদেশ থেকে রেকর্ডসংখ্যক ১০টি দল অংশ নিতে যাচ্ছে। তবে নাইজেরিয়া ও ক্যামেরুনের মতো শক্তিশালী দলগুলো বাছাইপর্ব পার হতে না পারার কারণে ফুটবল বিশ্বে বেশ আলোচনা তৈরি হয়েছে।

পরিবর্তিত নিয়মকানুন : ফিফা এই বিশ্বকাপে খেলার গতি বাড়াতে এবং সময় অপচয়রোধ করতে পাঁচটি নতুন নিয়ম প্রয়োগের পরিকল্পনা করছে। এর মধ্যে কর্নার কিকের নিয়মে বড় পরিবর্তনের পাশাপাশি ভিএআরের (ঠঅজ) ক্ষমতা আরো বাড়ানোর বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে।

বিশ্বকাপ মাসকটের গল্প

ফিফা প্রথমবারের মতো ২০২৬ বিশ্বকাপের তিনটি মাসকট উন্মোচন করেছে, যা আয়োজক তিন দেশ–কানাডা, মেক্সিকো এবং যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতিফলন। মাসকট তিনটির নাম হলো–মেপল (গধঢ়ষব), জায়ু (তধুঁ) এবং ক্লাচ (ঈষঁঃপয)।

মেপল কানাডার একটি 'মুজ' (গড়ড়ংব) বা বড় হরিণ জাতীয় প্রাণী। এটি কানাডার জাতীয় প্রতীক। মেপলপাতা থেকে অনুপ্রাণিত। তাকে একজন অদম্য 'গোলরক্ষক' হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, সে সৃজনশীলতা ও সহশীলতার প্রতীক। জায়ু মেক্সিকোর একটি শক্তিশালী 'জাগুয়ার'। দেশটির সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে জায়ু। মাঠে তাকে একজন গতিশীল ও দক্ষ 'স্ট্রাইকার' হিসেবে দেখানো হয়েছে, যে মেক্সিকান ঐতিহ্য, নৃত্য ও খাবারের প্রতি অনুরাগী। ক্লাচ একটি 'টাক ইগল', যা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পাখি। তাকে একজন দক্ষ 'মিডফিল্ডার' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যে চাপের মুখেও দলের মধ্যে একতা ও বন্ধন বজায় রাখে। সে সাহস ও নেতৃত্বের প্রতীক।

বিশ্বকাপের অফিশিয়াল গান

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের অফিশিয়াল গান 'লাইটার' মুক্তি পেয়েছে। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছে আমেরিকান কান্ট্রি স্টার জেলি রোল এবং মেক্সিকান গায়ক কারিন লিওন। এটি মূলত বৈশ্বিক ঐক্যের গান, যেখানে আয়োজক তিনটি দেশ কানাডা, মেক্সিকো এবং যুক্তরাষ্ট্রের সংগীত প্রতিভাকে এক সূত্রে গাথা হয়েছে। ফিফার সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর মতে এই গানটির লক্ষ্য হলো একটি গ্লোবাল রিদম বা বৈশ্বিক ছন্দ তৈরি করা, যা ফুটবল ও সংগীতের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে দেবে।

হাফ-টাইম শো

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ফাইনাল খেলায় ম্যাচে একটি জমকালো 'হাফ-টাইম শো' (বিরতির প্রদর্শনী) আয়োজন করা হচ্ছে। নিউ ইয়র্ক নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ফাইনালের বিরতির সময় এই শোটি 'সুপার বোল'–এর আদলে তৈরি করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল সিটিজেন ফিফার সঙ্গে যৌথভাবে এটি আয়োজন করছে। ব্রিটিশ রক ব্র্যান্ড কোল্ডপ্লে-এর প্রধান গায়ক ক্রিস মার্টিন শোটির কিউরেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সাধারণ ফুটবলের ১৫ মিনিটের বিরতির পরিবর্তে এই শোটির জন্য খেলার বিরতি ২৫ মিনিট পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে।

যেসব তারকা ফুটবলারের দিকে থাকবে দর্শকদের চোখ

লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা) : বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি এবার তার ষষ্ঠ বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারেন। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) এবং কোচ লিওনেল স্কালোনি তাকে দলে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। মেসির এটিই সম্ভবত শেষ বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে।

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (পর্তুগাল) : কিংবদন্তি সিআরসেভেন ইতোমধ্যে নিশ্চিত করেছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপই হবে তার ক্যারিয়ারের শেষ বড় টুর্নামেন্ট। ৪১ বছর বয়সে ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে ইতিহাস গড়ার অপেক্ষায় আছেন তিনি। দলের অন্যতম ভরসা তিনি।

লুকা মদ্রিচ (ক্রোয়েশিয়া) : ক্রোয়েশিয়ার ৪০ বছর বয়সি এই জাদুকর ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়ে ইতোমধ্যে তিনি মূলপর্ব নিশ্চিত করেছেন।

নেইমার জুনিয়র (ব্রাজিল) : ইনজুরি ও ফিটনেস সমস্যার কারণে দলের বাইরে থাকলেও নেইমার ২০২৬ বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করেছেন। ব্রাজিলের হয়ে প্রথম বিশ্বকাপ শিরোপার স্বপ্নে তিনি বর্তমানে ফিটনেস পুনরুদ্ধারে কাজ করছেন। ইনজুরি কাটিয়ে আবার ব্রাজিলের হেক্সা জয়ের মিশনে নেতৃত্ব দিতে পারেন এই তারকা।

কিলিয়ান এমবাপ্পে (ফ্রান্স) : বর্তমানে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের অন্যতম কিলিয়ান এমবাপ্পে ফ্রান্সের অধিনায়ক হিসেবে মাঠে থাকবেন। ইতোমধ্যে ফ্রান্স মূল পর্ব নিশ্চিত করেছে এবং এমবাপ্পে তার ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় বিশ্বকাপ ট্রফি জয়ের মিশনে নামবেন।

এডিন জেকো (বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা) : ৪০ বছর বয়সেও বসনিয়াকে বিশ্বকাপে তুলে কিংবদন্তিতুল্য পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন এই ফরোয়ার্ড।

আরলিং হালান্ড (নরওয়ে) : ২৮ বছর পর নরওয়ের বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়ায় এবার হালান্ডের গোলবর্ষণ দেখার অপেক্ষায় ফুটবল বিশ্ব।

ভিনিসিয়ুস জুনিয়র (ব্রাজিল) : রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়ুস বর্তমানে ব্রাজিলের আক্রমণের প্রধান অস্ত্র।

হ্যারি কেন (ইংল্যান্ড) : ইংল্যান্ডের গোল মেশিন হ্যারি কেন দলের অধিনায়ক হিসেবে অন্যতম তারকা।

এছাড়া বর্তমানে ফুটবল বিশ্বের আলোচিত কিশোর স্পেনের লামিন ইয়ামাল এবার ১৮ বছর বয়সে দেশের পক্ষে প্রথম বিশ্বকাপে চমক দেখাতে পারেন। তার ড্রিবলিং এবং নিখুঁত পাসিং তাকে এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম আকর্ষণ করে তুলবে। ইংল্যান্ডের জুড বেলিংহ্যাম দেশের হয়ে মাঝমাঠের প্রাণভোমরা হিসেবে চমক দেখাবেন এমন প্রত্যাশা। জার্মানির জামাল মুসিয়ালা ও ফ্লোরিয়ান উইর্টজ নতুন প্রজন্মের এই দুই তারকা টুর্নামেন্ট মাতাতে প্রস্তুত হচ্ছেন। তুরস্কের আরজা গুলের নামে এই তরুণ প্রতিভা 'তুর্কি মেসি' নামে পরিচিত। দূরপাল্লার শট এবং ক্রিয়েটিভ পাসের মাধ্যমে তিনি তুরস্ককে বিশ্বকাপ মঞ্চে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারেন।

ব্রাজিলের এন্ড্রিক দেশটির পরবর্তী বড় তারকা হিসেবে সবার মুখে মুখে। মাত্র ১৯ বছর বয়সে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়া এই স্ট্রাইকারকে পেলের উত্তরসূরি ভাবা হচ্ছে। তার গতি ও ফিনিশিং প্রতিপক্ষ রক্ষণভাগের জন্য ভয়ের কারণ। স্পেনের পাও কুবারসি ডিফেন্ডার হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ১৭-১৮ বছর বয়সে যেভাবে খেলা নিয়ন্ত্রণ করেন, তা অবিশ্বাস্য। তাকে স্পেনের রক্ষণভাগের আগামীর কাণ্ডারি ভাবা হচ্ছে। ফ্রান্সের ওয়ারেন জাইর-এমেরি, ইংল্যান্ডের কোবি মাইনো এবং পর্তুগালের জোয়াও নেভেসও এবারের বিশ্বকাপে নজর কাড়বেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিশ্বকাপ মঞ্চে পেলে-ম্যারাডোনাকে স্মরণ

এবারের বিশ্বকাপে ফুটবল জগতের দুই কিংবদন্তি পেলে ও দিয়েগো ম্যারাডোনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাদের স্মৃতি এবং অমর কীর্তি স্মরণীয় করে রাখার জন্য উদ্বোধন মাঠ মেক্সিকোর এস্তাদিও আসতেকা স্টেডিয়ামে তাদের ছবি রাখা হবে। এই এস্তাদিও আসতেকা মাঠেই ১৯৭০ সালের এবং ম্যারাডোনার ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপ জয়ের আইকনিক মুহূর্তগুলো বড় পর্দায় এবং স্টেডিয়ামের বিভিন্ন সাজসজ্জায় প্রদর্শন করা হবে। ফিফা ইতোমধ্যেই ফুটবলের মাঠকে 'ফুটবলের ক্যাথেড্রাল' হিসেবে অভিহিত করেছে। হোস্ট সিটি পোস্টারে এস্তাদিও আসতেকা স্টেডিয়ামের পাশেই দুই কিংবদন্তির ছোঁয়া এবং মেক্সিকান লোকজ শিল্পের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের লাইভ পারফরম্যান্সে পেলের 'হেডার' গোল এবং ম্যারাডোনার 'গোল অব দ্য সেঞ্চুরি'র ভিডিও ক্লিপ ও গ্রাফিকস প্রদর্শিত হবে, যা ভক্তদের সেই সোনালি সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ম্যারাডোনার স্মরণে আর্জেন্টিনা ইতোমধ্যেই বিশেষ স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করেছে।

খেলার দর্শক ও টিকিট বিক্রি

এবার ফুটবল বিশ্বকাপের দর্শক হতে যাচ্ছে এ যাবৎকালের সর্বাধিক। তিন দেশের ১৬টি ভেন্যুতে ১০৪টি খেলা দেখার জন্য ৫০ থেকে ৭৩ লাখ দর্শক মাঠে থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এর আগে ১৯৯৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপে ৩৫ লাখ দর্শক মাঠে সরাসরি খেলা দেখেছিল। এবার দর্শকের ৮৩ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রে এবং বাকি ১৭ শতাংশ মেক্সিকো ও কানাডার মাঠে খেলা দেখবেন। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর মতে, প্রায় ৬০০ কোটি মানুষ এবার টিভি, সোশ্যাল মিডিয়া এবং অনলাইন স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে বিশ্বকাপ ফুটবল মহোৎসব দেখবেন। প্রথাগত টিভি সম্প্রচারের পাশাপাশি এবার প্রথমবারের মতো টিকটক এবং ইউটিউবের মতো প্ল্যাটফর্মগুলোয় ম্যাচ বা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোর স্ট্রিমিং করার জন্য বিশেষ চুক্তি করা হয়েছে।

ফুটবল বিশ্বকাপ সম্পর্কে সেলিব্রিটিরা

আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি জানিয়েছেন, তিনি এই বিশ্বকাপে অংশ নিতে আগ্রহী এবং বর্তমানে দিন-প্রতিদিন তিনি শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। মেসি বলেন, 'আমি বিশ্বকাপে থাকতে চাই, যদি আমি শারীরিকভাবে পুরোপুরি ফিট থাকি এবং দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারি।'

পর্তুগালের ফুটবল কিংবদন্তি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো নিশ্চিত করেছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপই হতে যাচ্ছে তার ক্যারিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ। ব্রাজিলের নেইমার এই বিশ্বকাপ নিয়ে খুব আশাবাদী। তিনি বলেন, 'আমি নিশ্চিতভাবে সেখানে থাকতে চাই। আমি বিশ্বাস করি, উত্তর আমেরিকার এই বিশ্বকাপ ফুটবল দেখার অভিজ্ঞতাই বদলে দেবে।'

ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপ্পে ইতোমধ্যেই বিশ্বকাপের জন্য নিজেকে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করেছেন। তার লক্ষ্য জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোসার সর্বোচ্চ বিশ্বকাপ গোলের রেকর্ড ছোঁয়া এবং ফ্রান্সের হয়ে আবার শিরোপা জেতা।

ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি ফুটবলার ডেভিড বেকহ্যাম এই বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টের অন্যতম গ্লোবাল অ্যাম্বাসাডর। তিনি মনে করেন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডার যৌথ আয়োজন ফুটবলকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

গত ৫ ডিসেম্বর টুর্নামেন্টের ফাইনাল ড্র অনুষ্ঠানে কেভিন হার্ট ও হাইডি ক্লার্ম সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন এবং সেখানে লিজেন্ডারি গায়ক আন্দ্রে বোচেলি পারফর্ম করেন। এছাড়া টুর্নামেন্টে আটলান্টা শহর প্রতিনিধি হিসেবে র‍্যাপার কিলার মাইক এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের অ্যাম্বাসাডর হিসেবে অভিনেত্রী ইভা লংগোরিয়া যুক্ত হয়েছেন।

বিশ্বকাপ টিকিটের দাম ১৩ লাখ টাকা!

বিশ্বকাপ টুর্নামেন্ট দেখার জন্য এখন পর্যন্ত ৩০ লাখের বেশি টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। প্রথম দুই ধাপে প্রায় ২০ লাখ টিকিট বিক্রি হয়েছিল। এরপর গত ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত র‍্যান্ডম সিলেকশন ড্র বা লটারি পদ্ধতিতে আরো ১০ লাখের বেশি টিকিট বিক্রি হয়। ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে 'লাস্ট মিনিট সেলস' বা শেষ পর্যায়ের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। এই ধাপে লটারি নয়, 'আগে আসলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে ফিফা ডটকম টিকিট পোর্টালে তা পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বকাপ ফুটবলের টিকিট পাওয়ার জন্য ফিফার কাছে ৫০ কোটি আবেদন জমা পড়েছে, যা একটি বিশ্বরেকর্ড। এই বিশ্বকাপে ১৬টি স্টেডিয়ামে ১০৪টি ম্যাচের জন্য সব মিলিয়ে ৭০ লাখ টিকিট বরাদ্দ করা হয়েছে। এর একটি বড় অংশ সাধারণ দর্শকদের জন্য এবং বাকিগুলো স্পন্সর, হসপিটালিটি ও সদস্য দেশগুলোর জন্য সংরক্ষিত। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা পড়েছে মিয়ামিতে অনুষ্ঠিতব্য কলম্বিয়া বনাম পর্তুগাল ম্যাচ, মেক্সিকো সিটিতে উদ্বোধনী ম্যাচ এবং নিউ ইয়র্ক নিউজার্সিতে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচ দেখার জন্য।

টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ফিফা নির্ধারণ করেছে ৬০ মার্কিন ডলার বা সাড়ে ৭ হাজার টাকা। গ্রুপ পর্বের ম্যাচে সাধারণ দর্শকদের জন্য ১২০ মার্কিন ডলার বা সাড়ে ১৪ হাজার টাকা। প্লে-অব টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলো যারা মেক্সিকোতে দেখবেন তাদের জন্য সাড়ে ১১ ডলার বা ১৫০০ হাজার টাকা থেকে শুরু। সর্বোচ্চ টিকিটের দাম বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচের ১৯ জুলাই নিউ ইয়র্ক নিউজার্সি মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ১০ হাজার ৯৯০ মার্কিন ডলার ১৩ লাখ ১৮ হাজার টাকা। সেমিফাইনালের জন্য ২৭৮০ মার্কিন ডলার বা ৩ লাখ ৩৪ হাজার টাকা, প্ল্যাটিনাম বা প্রিমিয়ার আসনে আরো বেশি দাম।

ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল দেখার জন্য খেলোয়াড়, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব এবং বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য টিকিটের একটি বড় অংশ বরাদ্দ রাখে। প্রতিটি অংশগ্রহণকারী দেশের খেলোয়াড়দের পরিবার ও বন্ধুদের জন্য সাধারণ ৩০০ থেকে ৫০০ পর্যন্ত টিকিট দেওয়া হয়ে থাকে। ফিফা লেজেন্ডস প্রোগ্রামের আওতায় তারকা খেলোয়াড়দের জন্য ভিআইপি আসন বরাদ্দ রাখে। এবার ৫০০ থেকে ৭০০ জন প্রাক্তন তারকাকে দাওয়াত করা হবে। ফিফার আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য এক হাজার থেকে দেড় হাজারকে ফুললি স্পনসর্ড–অর্থাৎ যাতায়াত থাকাসহ টিকিট দেওয়া হবে।

৭ মিলিয়ন বা ৭০ লাখ টিকিটের মধ্যে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ–অর্থাৎ ১০ থেকে ১৪ লাখ টিকিট হসপিটালিটি প্যাকেজ, স্পনসর এবং ফিফার মেম্বার অ্যাসোসিয়েশনগুলোর জন্য থাকে। এবার বিশ্বকাপে 'সুপার বোল' স্টাইলে 'হাফটাইম শো' থাকায় এবং যুক্তরাষ্ট্রে খেলা হওয়া হলিউড এবং এনবিএ তারকাদের একটি বিশাল বহর ফিফার সম্মানসূচক টিকিট বা পাস পাবেন। এবার বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে হলিউড ও বিনোদন জগতের মহাতারকাদের মধ্যে থাকবেন ইভা লংগোরিয়া, কিলার মাইক, হাইডি ক্লাম, কেভিন হার্ট, আন্দ্রে বোচেলি, লেব্রন জেমস, স্টিফেন কার, প্যাট্রিক মাহোমস, সংগীতের শাকিরা ও বালভিন এবং ফুটবল লিজেন্ড ডেভিড বেকহ্যাম, কাকা, রোনালদিনহো এবং জিনেদিন জিদান।

বিশ্বকাপের আয়-ব্যয় ও ব্যবসা

এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল এবং আর্থিকভাবে লাভজনক আসর হতে যাচ্ছে। ৪৮ দলের এই বিশাল টুর্নামেন্ট বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং টুর্নামেন্টে পরিচালনা বাবদ মোট প্রত্যক্ষ খরচ প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়াতে পারে। এর মধ্যে শুধু যুক্তরাষ্ট্রেরই প্রায় ১১ বিলিয়ন ডলার। ফিফা চ্যাম্পিয়ন দলসহ অংশগ্রহণকারী দলগুলোর জন্য ৬৫ কোটি ৫০ লাক ডলার বা ৭,৯৯৯ কোটি টাকার পুরস্কার তহবিল ঘোষণা করেছে। এটি ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশি। চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৫ কোটি ডলার বা ৬১০ কোটি টাকা। ফিফা প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, বিশ্বকাপ টুর্নামেন্ট থেকে আয় হবে ১১ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে সম্প্রচার স্বত্ব থেকে ৪ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার এবং স্পনসরশিপ থেকে ২ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার। কাতার বিশ্বকাপের তুলনায় টিকিট ও হসপিটালিটি থেকে আয় ২১৬ শতাংশ বেড়ে প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে। বিশ্বকাপ চলাকালীন সময়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি ব্যবসা তৈরি হতে পারে। এই আয়োজনের ফলে ৩ দেশে ৬৫ লাখ দর্শকের সমাগম ঘটবে। কর্মসংস্থান তৈরি হবে ৮ লাখ ২৪ হাজার।

লেখক : সরকারের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব

সাইবার কূটনীতি: ভবিষ্যতের

(৪-এর পাতার পর)

বেশি ঝুঁকিতে থাকে, কিন্তু সক্ষমতা বাড়ালে তারা আন্তর্জাতিক নিয়ম তৈরির টেবিলে নিজেদের আসন দাবি করতে পারে। ছোট রাষ্ট্রগুলো ঐতিহ্যগতভাবে সামরিক বা অর্থনৈতিক শক্তিতে বড় দেশগুলোর সঙ্গে পেরে ওঠে না।
কিন্তু সাইবার কূটনীতিতে একটি ছোট দেশও যদি দক্ষ আলোচক, শক্তিশালী আইনি কাঠামো আর আন্তর্জাতিক জোটে সক্রিয় উপস্থিতি তৈরি করতে পারে, তাহলে অনুপাতের বাইরে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব।
তবে সাইবার কূটনীতিকে রাষ্ট্রীয় শক্তির একমাত্র মাপকাঠি ভাবা ঠিক হবে না। অর্থনীতি, উৎপাদনশীলতা, সামরিক সক্ষমতা, খাদ্য আর জ্বালানি নিরাপত্তা ড় এসব এখনও অপরিহার্য। সাইবার সক্ষমতা এগুলোকে সম্পূরক করে, প্রতিস্থাপন করে না। শুধু উন্নত সাইবার নীতি থাকলেই বিশ্বশক্তি হওয়া যায় না, যদি ঘরে অর্থনৈতিক দুর্বলতা আর প্রশাসনিক অদক্ষতা থাকে।
বড় ঝুঁকি হলো নজরদারি। ডিজিটাল শক্তি রাষ্ট্রকে সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি নাগরিকের স্বাধীনতাও কেড়ে নিতে পারে। সাইবার নিরাপত্তার নাম করে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেয়। অনেক কর্তৃত্ববাদী সরকার "জাতীয় নিরাপত্তা" আর "ডিজিটাল সুরক্ষা"র যুক্তি দিয়ে আসলে ভিন্নমত দমন করছে, সাংবাদিক ও নাগরিক সমাজকে নজরদারিতে রাখছে। তাই সাইবার কূটনীতি যদি মানবাধিকার আর আইনের শাসনের সঙ্গে যুক্ত না থাকে, তবে তা নতুন ধরনের শক্তি নয় ড়নতুন ধরনের নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হয়ে ওঠে।
দক্ষিণ এশিয়ার মতো অঞ্চলে এই প্রশ্নটা আরও জরুরি, কারণ এখানে রাজনৈতিক মেরুকরণ, সীমান্ত উত্তেজনা, ভুয়া তথ্য আর অবকাঠামোগত দুর্বলতা একসঙ্গে আছে। ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা, মিয়ানমারের সংকট, বা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিসরে ভুয়া তথ্যের ভূমিকা ড় এই উদাহরণগুলো দেখায় যে সাইবার হুমকি এই অঞ্চলে কতটা বাস্তব। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর সামনে আসল প্রশ্ন হলো ড় তারা কি শুধু অন্যদের তৈরি নিয়ম মেনে চলবে, নাকি নিয়ম নির্মাণেও হাত রাখবে? এর জন্য জাতিসংঘ ও আঞ্চলিক ফোরামে সক্রিয় থাকার বিকল্প নেই।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলতে গেলে, আমাদের ডিজিটাল অর্থনীতি দ্রুত বড় হচ্ছে। মোবাইল ব্যাংকিং, ই-কমার্স, ডিজিটাল সরকারি সেবা ড় এসব দেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠছে। কিন্তু এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সাইবার অপরাধ, আর্থিক জালিয়াতি আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সাইবার ঝুঁকিও। সাইবার আইন, ডেটা সুরক্ষা, ডিজিটাল অবকাঠামো আর আন্তর্জাতিক নীতিমালায় অংশগ্রহণ ড় এগুলো আলাদা বিষয় নয়, একটা সংযুক্ত কাঠামোর অংশ। যে রাষ্ট্র ঘরে ডিজিটাল শৃঙ্খলা আর নাগরিক আস্থা তৈরি করতে পারে, বাইরের মঞ্চেও সে বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়।
ভবিষ্যতের শক্তি সম্ভবত একটা মিশ্র রূপ নেবে ড় সামরিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত আর নৈতিক নেতৃত্ব একসঙ্গে মিলিয়ে। সেখানে সাইবার কূটনীতি থাকবে কেন্দ্রে, কারণ এটি দৃশ্যমান সংঘাতের বাইরে গিয়ে নীতিনির্ধারণের গভীর স্তরে প্রভাব রাখতে পারে। এই শক্তি আর কারও একার হবে না ড় রাষ্ট্র, অঞ্চল, এমনকি বড় প্রযুক্তি কোম্পানিরাও এর অংশীদার। মেটা, গুগল বা মাইক্রোসফটের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো এখন এমন অবকাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে, যা অনেক মাঝারি রাষ্ট্রের চেয়ে বেশি ডিজিটাল প্রভাব রাখে। ফলে সাইবার কূটনীতি শুধু রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে নয়, রাষ্ট্র আর বেসরকারি প্রযুক্তি শক্তির মধ্যেও চলছে। শক্তি হয়ে উঠবে বিতরণকৃত, নেটওয়ার্কভিত্তিক আর আলোচনানির্ভর।
ভবিষ্যতের রাষ্ট্রীয় শক্তি পুরোপুরি ডিজিটাল আলোচনায় নির্ধারিত হবে না ড় কিন্তু তার একটা বড় অংশ নির্ধারিত হবে সাইবার কূটনীতির মাধ্যমে। যে রাষ্ট্র প্রযুক্তি, নীতি আর আন্তর্জাতিক নিয়মের মঞ্চে সক্রিয় থাকবে, ভবিষ্যতের শক্তির খেলায় সে এগিয়ে থাকবে। আর যারা সাইবার কূটনীতিকে গৌণ ভেবে এড়িয়ে যাবে, তারা হয়তো অস্ত্রভাণ্ডারে শক্তিশালী থাকবে ড় কিন্তু সিদ্ধান্তের টেবিলে দুর্বল হয়ে পড়বে।
লেখক : জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, এবং সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স রিপোর্টার্স ফোরাম।

বাংলাদেশের ফোকলোর-সাত

(৭-এর পাতার পর)

৩. আলো হাওয়া কম, রোগ শোকের যম। ৪. বার মাসে বার ফল, না খাইলে রসাতল। ৫. ফল সবজি খেলে, বেশি পুষ্টি মেলে।

তথ্যসংকেত

১. ড. মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর : পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, ঢাকা, ১৯৯৩
২. ড. আশরাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য (১ম খণ্ড), ঢাকা, ১৯৬৩
৩. অমলকুমার দাস, আদিবাসী জীবনে বিশ্বাস ও কুসংস্কারের ভূমিকা (লোকশ্রুতি ১১, কলকাতা)
৪. ড. শিপ্রা ঘোষ, লোকসংস্কৃতির আঙিনায়, কলকাতা, ১৯৯৭
৫. মুহম্মদ আবদুল জলিল, লোকসাহিত্যের নানাদিক, ঢাকা, ১৯৯৩
৬. ড. মাসুদ রেজা, ফরিদপুরের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা, ঢাকা, ২০০৮

করনীতিতে সংস্কার এনে বাড়ানো

(১৯-এর পাতার পর)

কোম্পানি করদাতারাও সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের সুযোগ দেওয়া হতে পারে। আয়কর মামলায় আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করতে গেলে অগ্রিম কর ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হতে পারে। ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের রিটার্ন দাখিলে উৎসাহ প্রদান করতে করছাড় দেওয়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে সারা বছর রিটার্ন জমা দেওয়া যাবে। তবে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে রিটার্ন জমা দিলে করদাতারা ৫ শতাংশ হারে করছাড় পাবেন।
স্থানীয় বাইসাইকেল উৎপাদনের যন্ত্রাংশ ফ্রি হুইলের আমদানি শুল্ক বেড়ে ২৫ শতাংশ হতে পারে। বিটিআরসি থেকে পাওয়া রেভিনিউ শেয়ার, লাইসেন্স ফি'র ওপর ২০ শতাংশ উৎসে কর প্রত্যাহার করা হতে পারে। এই উৎসে কর নিয়ে বিটিআরসি ও মোবাইল অপারেটরগুলো দীর্ঘদিন ধরে এনবিআরকে তা প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করে আসছে। আমদানি করা বাইসাইকেলের দাম বাড়তে পারে। এই বাইসাইকেলের ওপর ৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক (আরডি) বসানো হতে পারে।
দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের ব্যবহারে বিশেষভাবে নকশা করা ঘড়িতে শুল্ককর অব্যাহতি দেওয়া হতে পারে। পারফিউম, প্রসাধনী, ধূপ, সুগন্ধি আমদানিতে ১৫ শতাংশ শুল্ক বসানো হতে পারে। ২০০০ সিসি পর্যন্ত ইঞ্জিন ক্ষমতা সম্পন্ন পেট্রোল, অকটেন বা ডিজেল-চালিত প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ির শুল্ক-কর হারে বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর আওতায় এসব গাড়ি আমদানিতে সম্পূরক শুল্ক গাড়ির ধরনভেদে হ্রাস করার এবং ১৮০০ সিসি পর্যন্ত ব্র্যান্ড নিউ প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ি আমদানিতে রেগুলেটরি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আগামী তিন বছর এই সুবিধা বহাল রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নতুন এই শুল্ক পুনর্বিন্যাসের ফলে ১৮০০ সিসি পর্যন্ত ব্র্যান্ড নিউ প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ি আমদানিতে মোট করভার বিদ্যমান ৯৩ দশমিক ১৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৭৩ দশমিক ৪৩৭ শতাংশে দাঁড়াবে। এছাড়া ২০০০ সিসি পর্যন্ত ব্র্যান্ড নিউ প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ি আমদানিতে মোট করভার ১৩২ দশমিক ৩৬ শতাংশ থেকে কমে হবে ৯৬ দশমিক ১০ শতাংশ।
আগামী অর্থবছরের বাজেট বিষয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের যে নিয়ম-কানুন রয়েছে, তা যতটা সম্ভব সহজ করা ও ডিজিটালাইজেশনকে প্রমোট করাড় এটিই হচ্ছে বাজেটের মূল ফোকাস। একইসঙ্গে সাধারণ জনগণের ওপর যাতে বাড়তি করের চাপ না আসে সেই চেষ্টাটা করা হবে। জনগণের ওপর নতুন করের চাপ না দিয়ে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসা সহজীকরণ ও ডিজিটাল রাজস্ব ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে। বেশিরভাগ নিত্যপণ্যে কর ছাড় ও শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন প্রণোদনা রাখা হয়েছে। ব্যবসা সহজ করা ও সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার ওপর এবারের বাজেটে বেশি ফোকাস করা হয়েছে। এদিকে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী জানিয়েছেন, আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির মূল্য ও করহার অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে এই তথ্য জানান।
আসন্ন বাজেটে আয়কর ও ভ্যাট আইনে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে পারে। যার মধ্যে রয়েছে- ব্যক্তিশ্রেণির করদাতারা বছরের যেকোনো সময় আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সুযোগ পাবেন। তবে নির্ধারিত সময়ের শুরুতে রিটার্ন জমা দিলে করছাড় মিলবে, আর দেরি করলে গুনতে হবে জরিমানা। এক্ষেত্রে প্রথম প্রান্তিকে ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করলে করদাতা পরিশোধিত করের ৫ শতাংশ অথবা সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত করছাড় পাবেন। দ্বিতীয় প্রান্তিকে রিটার্ন দাখিল করলে কোনো জরিমানা না থাকলেও বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত পাওয়া যাবে না। তৃতীয় প্রান্তিকে রিটার্ন দাখিল করলে পরিশোধযোগ্য করের ২ শতাংশ অথবা ৩ হাজার টাকার মধ্যে যেটি বেশি, সেই পরিমাণ জরিমানা দিতে হবে। চতুর্থ প্রান্তিকে রিটার্ন দাখিল করলে পরিশোধযোগ্য করের ৫ শতাংশ অথবা ৫ হাজার টাকার মধ্যে যেটি বেশি, সেই হারে জরিমানা আরোপ করা হবে। এই অর্থ মূল করের সঙ্গে যুক্ত হবে। আবার বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত সুবিধা কমতে পারে। যেমন-নতুন প্রস্তাবে রেয়াতের হার অনুমোদিত বিনিয়োগের ১৫ শতাংশের পরিবর্তে ১০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ সীমা ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হতে পারে। তবে কর রেয়াতের আওতাভুক্ত খাতগুলো অপরিবর্তিত থাকবে। স্বর্ণ ও ডিজিটাল সম্পদ বিক্রিতে গেইন ট্যাক্স আরোপ হতে পারে। বাজেট প্রস্তাবে স্বর্ণালঙ্কার, স্বর্ণের বার, রৌপ্য, মূল্যবান রত্ন, ধাতব মুদ্রা, ডিজিটাল মুদ্রা, চিত্রকর্ম, অ্যান্টিকস এবং ক্লাব সদস্যপদ হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্জিত আয়কে মূলধনি সম্পদ হিসেবে গণ্য করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর আওতায় করদাতার রিটার্নে প্রদর্শিত স্বর্ণ বিক্রি করে যে মুনাফা অর্জিত হবে, তার ওপর ১৫ শতাংশ মূলধনি কর আরোপ করা হবে। এছাড়া অতিরিক্ত কর ফেরত মিলবে ৬০ দিনের মধ্যে। করদাতাদের সুবিধার্থে অতিরিক্ত কর পরিশোধ হলে তা ৬০ দিনের মধ্যে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থাও চালু করা হতে পারে। ভ্যাটনেট সম্প্রসারণে সাতটি সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে ভ্যাট নিবন্ধন বা বিআইএন বাধ্যতামূলক করা হতে পারে। যার মধ্যে রয়েছেড় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চলতি হিসাব খোলা; ঋণ গ্রহণ; ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন; মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা; বাণিজ্য সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ বা নবায়ন; ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে বিদ্যুৎ-গ্যাস সংযোগ গ্রহণ এবং বিআরটিএতে প্রতিষ্ঠানের নামে যানবাহন নিবন্ধন।
বাজেট সংশ্লিষ্ট একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আগামী বাজেট হবে করদাতাদের আত্মতুষ্টির বাজেট। কারণ সরকার তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মানুষকে স্বস্তি দিতে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে যা করতে চায়, তার সব কিছু বাজেটে রয়েছে। যদিও রাজস্ব আদায় নিয়ে চ্যালেঞ্জে পড়তে পারে এনবিআর। তবুও জনজীবন সহনীয় করা এবং শিল্পের বিকাশে জোর দিচ্ছে সরকার।

ইরানের সঙ্গে ১৫ ঘণ্টার যুদ্ধে যে

(২০-এর পাতার পর)

ইসরাইল-সংশ্লিষ্ট জাহাজে হামলার হুমকি দেয়।
ইরান বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ও অবসরপ্রাপ্ত ইসরাইলি সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা ড্যানি সিট্রিনোভিচ বলেন, ইরান ও ইসরাইল উভয়ই যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের নিজস্ব সমীকরণ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।
সিট্রিনোভিচ বলেন, 'ইসরাইল বলছে আমাদের শহর ও সীমান্ত এলাকায় যেকোনো হামলার কারণে দাহিয়াহ-তে হামলা চালানো হবে। কিন্তু হিজবুল্লাহর কাছে বিষয়টি তেমন নয়। হিজবুল্লাহর বক্তব্য হলো দাহিয়াহর বদলা তেল আবিব, আর তোমাদের উত্তরের গ্রামগুলোর বদলা আমাদের দক্ষিণের গ্রামগুলো।'
সোমবার সন্ধ্যায় এক ভিডিও বার্তায় নেতানিয়াহু বলেন, 'ইরান ও হিজবুল্লাহর এই নতুন সমীকরণ অসহ্য এবং আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।'
তিনি বলেন, 'শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকারের ব্যাপারে আমি অনড়।'
রোববার ও সোমবারের ইসরাইলি বিমান হামলা নেতানিয়াহুকে অন্তত একটি রাজনৈতিক সুবিধা দিয়েছে। এটি তার রাজনৈতিক ভিত্তিকে দেখিয়েছে যে তিনি ট্রাম্পের মুখোমুখি দাঁড়াতে প্রস্তুত, যিনি দাহিয়াহ-তে বোমাবর্ষণের জন্য ইসরাইলকে তিরস্কার করেছিলেন এবং ইরানের বিরুদ্ধে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সাহসিকতা দেখানো নেতানিয়াহুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ কঠিন পুনর্নির্বাচনী লড়াইয়ের মুখে জনমত জরিপে তিনি পিছিয়ে আছেন। মাত্র এক সপ্তাহ আগে ট্রাম্প এক ক্ষুব্ধ টেলিফোন সংলাপে নেতানিয়াহুকে অপমান করেছিলেন, যা পরে ট্রাম্প নিজেই নিশ্চিত করে জানান তিনি নেতানিয়াহুকে 'পাগল' বলেছিলেন।
তবে সোমবার নেতানিয়াহুকে আবারো ট্রাম্পের শান্তি আলোচনার ওপরই ভরসা করতে হচ্ছে, যার মাধ্যমে এমন একটি চুক্তি হবে যা ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করা থেকে নিশ্চিতভাবে বিরত রাখবে।
যদিও ইসরাইলি বিশ্লেষকদের মতে, এটি ক্রমশ অসম্ভব মনে হচ্ছে।
অনেক ইসরায়েলি আশঙ্কায় আছেন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার চূড়ান্ত চুক্তিটি হয়তো ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ঠেকাতে পুরোপুরি নিশ্ছিদ্র হবে না, অথচ এটি ইরানের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করবে এবং এর ফলে অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তার ও ইসরাইলকে হুমকির মুখে ফেলার সক্ষমতা বাড়বে।
কিছু বিশ্লেষক ধারণা করেছিলেন, নেতানিয়াহু হয়তো বিশ্বাস করেছিলেন ইরানের সঙ্গে নতুন করে লড়াই দ্রুত ও সহিংসভাবে ছড়িয়ে পড়লে তা এই শান্তি আলোচনাকে নসাৎ করে দেবে। এর পরিবর্তে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্পের একটি পোস্ট যেখানে তিনি ইসরাইল ও ইরানকে অবিলম্বে গোলাগুলি বন্ধ করার দাবি জানান এবং নেতানিয়াহুর সঙ্গে একটি ফোনালাপ এই লড়াইয়ের দ্রুত অবসান ঘটায়।
সিট্রিনোভিচ বলেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, এটি স্পষ্ট যে কৌশলগতভাবে ট্রাম্পের একটি চুক্তিতে পৌছানোর স্বার্থ রয়েছে।'
এটি সেই বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে তোলে যা গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথভাবে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পর থেকেই অনেক ইসরাইলিকে ভাবিয়ে তুলছিল।
রাজ জিমত বলেন, 'অবশ্যই এর অনেক সুবিধা ছিল, কারণ এটি ইসরাইলকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু এর সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল এই যুদ্ধ কখন এবং কীভাবে শেষ হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হাতে। ফলে যতক্ষণ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে শত্রুতা পুনরারম্ভ করতে না চাইবেন, ততক্ষণ ইসরাইল আসলে কিছুই করতে পারবে না।'

প্রকৃতির বিরূপ প্রভাব ও দায়বদ্ধতা

(৬-এর পাতার পর)

সভ্যতাকে প্রকৃতি সে আজ করতে চাচ্ছে দলিত-মথিত। অনাদরে সেখানে মানুষ শালিত গাইতি চালায় প্রকৃতির বুকে আর সেখানে কত নিরবে চোখের জল ফেলা মায়ের? মা কি আর নীরব থাকতে পারে? (২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪-প্রথম আলো)।
জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলন কপ-২৯ (কনফারেন্স অব দ্য পার্টিজ) সম্মেলনের প্রথম দিনে প্যারিস চুক্তির আলোকে জলবায়ু অর্থায়নের জোর দাবি জানিয়েছে অংশীজনরা। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোতে যেন অর্থ বাড়ানো হয় সেই দাবি জানানো হয়েছে সম্মেলনে। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর শুধু ১ যগফসল ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার সঙ্গে আজকের চরম আবহাওয়ার প্রভাব মোকাবিলা করতে প্রতিদিন প্রায় এক বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। ক্ষতিপূরণ হিসেবে যা পাওয়া যাচ্ছে তা অপ্রতুল।
প্যারিস চুক্তি সম্মেলনে জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস বলেন, জলবায়ু সংকট থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজে বের করতে হবে। এ বিষয়ে এখনই গুরুত্ব দেওয়ার প্রকৃত সময়। অন্যদিকে জাতিসংঘের জলবায়ু প্রধান সায়মন স্টিয়েল উদ্বোধনী প্লেনারিতে তার বক্তব্য বলেন, তিনি স্টিয়েল গ্রেনেডা দ্বীপের ক্যারিয়াকাড থেকে এসেছেন, যা জুলাই ২০২৫ এ হারিকেন বেরিল দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল। তিনি একজন বয়স্ক প্রতিবেশী, ফ্লোরেন্সের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা নিজের একটি ছবি দেখিয়েছিলেন, যার বাড়ি ঝড়ে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। জাতিসংঘের আলোচনায় ফ্লোরেন্সের মতো মানুষের ক্ষতি করে এমন পরিবেশগত বিপর্যয় থেকে দূরে অনুভব করতে পারে তবুও জলবায়ু সংকট বিশ্বের প্রতিটি একক ব্যক্তিকে কোনো কোনোভাবে প্রভাবিত করছে, জ্বালানি শক্তির বিল বাড়িয়ে দিচ্ছে, বৈশ্বিক অস্থিতীশীলতাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং জীবন কেড়ে নিচ্ছে। কপ-২৯-এ প্রধান অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে একটি নতুন বৈশ্বিক আর্থিক লক্ষণ নির্ধারণ, কার্বন বাজারের নিয়মগুলো চূড়ান্ত করা এবং গ্রহ সতর্কতা দূষণ কমানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।
এদিকে এনজিও ওয়েল ইন্টারন্যাশনালের সহ-ব্যবস্থাপক অ্যালি রোজেন এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, জলবায়ু আন্দোলনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ডোনাল ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচন ভয়াবহ সংবাদ। ট্রাম্প তার প্রথম ও দ্বিতীয় মেয়াদে কয়েক ডজন পরিবেশগত বিধি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ট্রাম্পের আসন্ন ভূমিকা মার্কিন জলবায়ু কর্মপরিকল্পনা, জলবায়ু ও অর্থায়নের প্রতিশ্রুতিতে একটি বড় বাধা সৃষ্টি করতে পারে। বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যায়ন কেন্দ্রের (ক্যাম্পাস) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব রোধে জরুরি পদক্ষেপ না নিলে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় ২ কোটি মানুষ তাদের বর্তমান আবাসস্থল থেকে স্থানান্তরিত হবে এবং ২০৮০ সালের মধ্যে দেশটির ১৩ শতাংশ উপকূলীয় এলাকা সমুদ্রের পানির নিচে হারিয়ে যেতে পারে।
প্রতিবছর ২২ এপ্রিল বিশ্বজুড়ে ধরিত্রী দিবস পালিত হয় পৃথিবীর পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে। ২০২৫ সালের এই দিনের তাৎপর্য আরো গভীর, এখন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের মতো দেশগুলো অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, চরম মাত্রায় বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং লবণাক্ততার অভিঘাত মোকাবিলায় এখনি সমন্বিত পদক্ষেপ জরুরি। বিশ্বের সবচেয়ে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর শীর্ষে থাকা বাংলাদেশের জন্য এ সংকট ভবিষ্যতের হুমকি এবং বর্তমানের কঠিন বাস্তবতা।
জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, এটি একটি সমগ্র জাতির যুদ্ধ। সরকারি-বেসরকারি খাত গবেষক, সুশীল সমাজ এবং সাধারণ নাগরিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে টেকসই ভবিষ্যৎ গড়তে। বিশ্ব ধরিত্রী দিবস ২০২৫ সালে বাংলাদেশের জন্য হোক নতুন অঙ্গীকারের সূচনা, যেখানে জলবায়ু ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে, গ্রিন টেকনোলজিতে বিনিয়োগ বাড়বে এবং প্রতিটি নীতি পরিকল্পনা পরিবেশ হতে পারে সর্বাগ্রে। একই সঙ্গে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে স্কুল-কলেজ ও মাদরাসার কারিকুলামে জলবায়ু শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা। মিডিয়া ক্যাম্পের মাধ্যমে গ্রিন লাইফ স্টাইলকে জনপ্রিয় করা এবং যুবসমাজকে জলবায়ু ন্যায্যতার আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা গেলে দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন সম্ভব। জলবায়ু সংকট মোকাবিলা কোন একক মন্ত্রণালয় বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নয়, এটি বিশ্ববাসীর জন্য একটি যুদ্ধ।
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এখন প্রতিদিনের বাস্তবতা। বাংলাদেশে প্লাবন, বন্যা, নদী ভাঙ্গন, বন উজাড়, শিল্প বর্জ্য দূষণ সবকিছুঁই মানবজীবনকে হুমকির মুখে ফেলেছে। সবচেয়ে আলোচিত হয়ে উঠে সিলেটের সাদা পাথর কেলেঙ্কারি। প্রাকৃতিক সম্পদ লুটপাট আর পরিবেশ ধ্বংসের ঘটনায় সরকারের নীরবতা অগ্রহণযোগ্য। এর পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের বৈচিত্র্যময় জনপদ তা যেন একদিন ভিন্ন রূপ ধারণ করল। রোদ জলমলে ব্যস্ত সড়কের ভিড়ের ভেতরে হাতে পোস্টার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রবাসী তরুণ-তরুণীরা। পোস্টারে লেখা 'প্লাস্টিক নয়, প্রকৃতির পাশে দাঁড়াই।' 'জলবায়ু রক্ষা মানে, জীবন রক্ষা' এতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী, টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের ও ধরার উত্তর আমেরিকার সমন্বয়ক সেলিনা উদ্দিন প্রমুখ। তারা বলেন, আমাদের দেশ নদী, পাহাড়, সবুজ ভরা। প্রবাসে থেকেও আমরা দেশকে ভালবাসি এবং পরিবেশ রক্ষায় সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। বক্তারা প্রসঙ্গ তোলেন, সিলেটের পাথর লোট ঠেকাতে ব্যর্থতা কি পরিবেশ উপদেষ্টার নাকি সরকারের? সিলেটের সাদা পাথর নিয়ে যা চলছে, তা শুধু হাস্যকর নয়, সামনে নানা বিপদের বার্তাও আছে। আর তা এখন হাঁস পাথরের রাজনীতির টরেটক্কা খেলা।
আর এ এআই প্রযুক্তি একদিন শুধু দেশে নয়, গোটা পৃথিবীতে বড় ধরনের গেঞ্জামের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। হয়তো এমন সময় আসবে যখন হাজারো মানুষকে নির্দোষ থেকেও দোষী প্রমাণ করা হবে, আর দোষী থেকেও নির্দোষ বানানো হবে। এ সুযোগে আসল বিষয়টি হারিয়ে যাবে। পাথর নিয়ে সেই সান্ধক্ষণেরই এই নমুনা। কারবারিরা যা করার করেছে। তবে পাথর প্রশ্নে আশ্চর্যের বিষয় শত শত ট্রাকে সাদা পাথর চুরি হয়ে গেল। যৌথ বাহিনীর অভিযানে বেশ কিছু পাথর উদ্ধার হল। এ কেমন চুরি? এ কেমন উদ্ধার? চোর কে? কেই বা চোরের সরদার? চুরের সহযোগীদের কাউকে ধরাও গেল না। কী আচানক কারবার। খেলারাম খেলছেই? আদালতেও গড়িয়েছে বিষয়টি? নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চোরদের ধরতে ও সনাক্ত করতে। চোর ধরতেও আদালতের নির্দেশ লাগে? এখন কমিশনের টাকাও কি ফিরিয়ে দেওয়া হবে? নানা অসম্ভবকে সম্ভব করার ম্যাজিক সার্কাস আর কত? পাথর তোলার সময় সেখানকার প্রশাসন বিশেষ করে ডিসি, এসপি, টিওনও, ওসিরা কোথায় ছিলেন? যারা এই ভাগ খেতে অনেক তয় তদবির করে সেখানে পোস্টিং বাগান। সর্বজনীন লোটের আইটেম পাথর নিয়ে এমন কান্ড কীর্তি কোন কিসিমের মেটিকুলাস? দেশে কেউ পাথর লুটলে বা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে, পরিকল্পিতভাবে 'খুন, ছিনতাই, ডাকাতি, রাহাজানি করলে সেটা দমন বা বন্ধ করা রাশিয়ার পুতিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প বা ভারতের মোদির দায়িত্ব নয়। নির্বাচনে দেরি হচ্ছে বলে কি পাথর লুট হচ্ছে? বা উপদেষ্টা সজীব ভূঁইয়ার ওই ৩০০ ফিটে গভীর রাতে গিয়ে হাঁস খাবার রসনা জাগে? গোটা নমুনাটাই এক মহাসার্কাস। ভোলাগঞ্জের পাথর লুট বন পরিবেশ উপদেষ্টা একা ঠেকাতে পারেন নি। কিন্তু তিনি কি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তা চেয়েছিলেন? সেখানে ব্যর্থ হলে তার প্রধান উপদেষ্টার সাহায্য চাওয়ার কথা। এ বিষয়ে কোন তথ্য নেই। প্রশ্ন তো এসেই যাচ্ছে, পাথর লোট ঠেকাতে ব্যর্থতা পরিবেশ উপদেষ্টার না পুরো সরকারের? অন্যদিকে বল্লাঘাট পাথর ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক শামীম পারভেজ বলেন, আমরা সব সময় লুটপাট এর বিরুদ্ধে। পাথর লুটপাটে প্রশাসনের গাফিলতি রয়েছে। তারা কোনভাবেই দায়ভার এড়াতে পারেন না। (প্রথম আলো, ২১ আগস্ট ২০২৫)।
বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, অতি মুনাফা ও বাজার অর্থনীতি পরিবেশ ধ্বংসের মূল কারণ। আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের অভাবে পরিবেশ সুরক্ষা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এজন্য সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ প্রয়োজন। তবে সবার আগে এই বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে বিশেষ কমিশন গঠন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, বাজার অর্থনীতির কারণে জমির অস্বাভাবিক মূল্য বেড়েছে। যে কারণে নদনদী, জলাভূমি ও বনভূমি দখল করে আবাসন নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে। এক্ষেত্রে কালো টাকার প্রভাবও দায়ী বলে উল্লেখ করেন।
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, 'পাহাড় কেটে পাহাড় সৃষ্টি করার জাদু নেই।' যদি জাদু না থাকে তাহলে পাহাড় কাটতে দেওয়া যাবে না। পাহাড় কাটা নিয়ে আমি টম এন্ড জেরি আর দেখতে চাই না। তিনি বলেন, চট্টগ্রামে পাহাড় কাটার বিষয়ে টম এন্ড জেরি খেলা আর চলবে না। পাহাড় কাটার বিষয় নিয়ে বক্তব্যের পাশাপাশি উপদেষ্টা পলিথিন ব্যবহার নিয়েও বলেন,

(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

GOLDEN AGE
HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

গ্রেস মেং এর পোস্টার হাতে নেতৃবৃন্দ

কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেংকে ফুলেল অভিনন্দন

বক্তব্য রাখছেন ক্যাম্পেইন ম্যানেজার হ্যারি

কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেংকে ফুলেল অভিনন্দন

বক্তব্য রাখছেন ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার

কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেংকে ফুলেল অভিনন্দন

কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেংকে ফুলেল অভিনন্দন

গ্রেস মেংকে পুনরায় নির্বাচিত

(শেষ পাতার পর)

সভা-সমাবেশের অংশ হিসেবে শনিবার (৬ জুন) অপরাহ্নে গ্রেস মেং জ্যামাইকার ইলহান একাডেমিতে বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন। মূলধারার রাজনীতিক ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গ্রেস মেং নিজেকে বাংলাদেশী কমিউনিটির বন্ধু ও পরিবারের সদস্য হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি অতীতের মতো আগামী নির্বাচনেও বাংলাদেশী-আমেরিকানদের সমর্থন ও ভোট কামনা করে তার নির্বাচনী এজেন্ডার কথা তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্য সিনিয়র সেন্টার প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য সমস্যার সমাধানের উদ্যোগের কথা জানান। এসময় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ আগামী নির্বাচনে তাকে সমর্থন এবং তার পক্ষে কাজ করার প্রতিশ্রুতির কথা জানান।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সে ১৯৭৫ সালে জন্মগ্রহণকারী গ্রেস মেং ইউএস কংগ্রেসের নিউইয়র্কের কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট-৬ থেকে একাধিকবার কংগ্রেস সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। আগামী ২৩ জুন মঙ্গলবার অনুষ্ঠিতব্য ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারী নির্বাচনে তিনি পুনরায় প্রার্থী। এই নির্বাচনের আগাম ভোট গ্রহণ চলবে ১৩ জুন থেকে ২১ জুন পর্যন্ত।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। এর আগে কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং'র পুনরায় নির্বাচন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন তার ক্যাম্পেইন ম্যানেজার হ্যারী ক্রুসেল। পরবর্তীতে ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে গ্রেস মেং এর সম্পর্ক ও কর্মকান্ডের কথা তুলে ধরেন এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে প্রবীণ ডেমোক্র্যাট দলীয় লীডার মোর্শেদ আলম, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লীডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির উপদেষ্টা সালেহ আহমেদ, ডেমোক্র্যাট দলীয় লীডার ড. দিলীপ নাথ, মূলধারার রাজনীতিক দীলিপ চৌহান, এনআরবি বাংলাদেশ-এর চেয়ারপার্সন শেকিল চৌধুরী, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট-৩২ এর ডেমোক্র্যাট দলীয় আগামী প্রাইমারী নির্বাচনে প্রার্থী মোহাম্মদ মোল্লা সানি সহ আরো অনেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং-কে বাংলাদেশী কমিউনিটির দীর্ঘদিনের বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেন এবং আগামী নির্বাচনেও তার পক্ষে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। বক্তারা বলেন, গ্রেস মেং বাংলাদেশী কমিউনিটির একজন হিসেবেই তাকে আমরা চিনি এবং জানি। কমিউনিটির যেকোন অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতি ও সহযোগিতা তাই প্রমান করে। সবশেষে জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির পক্ষ থেকে কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং-কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির উপদেষ্টা এবিএম সালাহউদ্দিন আহমদ, সাবেক সভাপতি বিলাল চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সেবুল মিয়া, ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার এন্ড কমার্স-এর প্রেসিডেন্ট লিটন আহমেদ, কম্যুনিটি এক্টিভিস্ট মোশায়েদ রাশেদ, ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম রিয়াদ, কার্যকরি সদস্য নওশাদ হায়দার, রিমি ভূইয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জামালপুর জেলা সমিতি অব নর্থ আমেরিকা ইনক্
Jamalpur Zilla Samity of North America INC.
যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রিয় জামালপুরবাসী, আসসালামু আলাইকুম।
জামালপুর জেলা সমিতি অব নর্থ আমেরিকা ইনক্ এর ২০২৬-২০২৮ অর্থবছরের পূর্ণাঙ্গ কমিটির তালিকা আপনাদের সদয় অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।
অভিষেক অনুষ্ঠান ২০২৬
মোঃ আশরাফ হোসেন
সভাপতি
মোঃ তারেক খান
সাধারণ সম্পাদক
বেলাল আহমেদ
সহ-সভাপতি
মোঃ মাইনুল ইসলাম (মুনু)
সহ-সভাপতি
খন্দকার সালমান
সহ-সভাপতি
সিদ্দীক আকবর বিদ্যুৎ
সহ-সভাপতি
মোঃ জাহের আলী
সহ-সভাপতি
মোঃ আজিজুর রহমান
সহ- সাধারণ সম্পাদক
মোঃ নুরুল ইসলাম
সহ- সাধারণ সম্পাদক
সাইফ আলী
সহ- সাধারণ সম্পাদক
শাকিল মাহমুদ
সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ সাইফুল ইসলাম
কোষাধ্যক্ষ
মোঃ হক জনি
আপ্যায়ন সম্পাদক
মোঃ মনিরুজ্জামান মনির
প্রচার সম্পাদক
মাহিদ জিয়ান
ক্রীড়া সম্পাদক
শাকিলা রুনা
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মোঃ ছায়েদুর রহমান
সমাজ কল্যান সম্পাদক
লুৎফর রহমান লিমন
দপ্তর সম্পাদক
মনোয়ারা বেগম
মহিলা সম্পাদক
মোঃ নাজমুল হক
কার্যকরি সদস্য
খন্দকার আবু মুরাদ
কার্যকরি সদস্য
মোঃ নাসির ইকবাল
কার্যকরি সদস্য
কার্যকরি সদস্য
মোঃ আতিকুল্লাহ আতিক
কার্যকরি সদস্য
কার্যকরি সদস্য
কার্যকরি সদস্য
কার্যকরি সদস্য
সৈয়দ আহমেদ (বাবলা)
কার্যকরি সদস্য
মেহেদী হাসান মুন
কার্যকরি সদস্য
কার্যকরি সদস্য
মাহমুদুল হাসান (মানিক)
কার্যকরি সদস্য
শরিফুল রাজী (মনজু)
কার্যকরি সদস্য
মোশারফ হোসেন খান
কার্যকরি সদস্য
জাহিদুল ইসলাম
কার্যকরি সদস্য
মোঃ আমিনুল ইসলাম
কার্যকরি সদস্য
কার্যকরি সদস্য

দোয়া পরিচালনা করছেন মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী

বক্তব্য রাখছেন কাওসার মোমেন

বক্তব্য রাখছেন সভাপতি মইনুল ইসলাম

বক্তব্য রাখছেন শিরিন আক্তার দিবা

আব্দুল বাছিত স্মরণে

(শেষ পাতার পর)

মাহফিলটি গত ৭ জুন সন্ধ্যায় এস্টারিয়ায় জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভায় জালালাবাদবাসীসহ কম্যুনিটির গণমান্য ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন।

মিলাদ ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন সংগঠনের সাবেক সহসভাপতি মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী। সংগঠনের সভাপতি মইনুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আতাউল গনি আসাদের সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন সাবেক সভাপতি ও প্রবীণ মুরুব্বি সৈয়দ শওকত আলী, সাবেক সভাপতি এম এ কাইয়ুম, সাবেক সভাপতি শাহীন কামালি, আব্দুল মালেক খান লায়েক, আপ্তাব আলী, আল আমিন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা ওসমান চৌধুরী, হাজী মনির আহমেদ, হাসনাত তালুকদার। এছাড়াও আরো বক্তব্য মরহুম আব্দুল বাছিতের কন্যা শীরিন আক্তার দিবা, জামাতা কাওসার মোমেন মরহুমের ছোট ভাই জনাব মুক্তা। জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কাযর্করি কমিটির সহ-সভাপতি মো এ খায়ের, সাদিস্যিক সম্পাদক শাহীনুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক সাংবাদিক লায়েছ আহমেদ, মাসুক মিয়া, কোষাধ্যক্ষ ময়নুজ্জামান চৌধুরী প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, আব্দুল বাছিত ছিলেন সিলেটের গর্ব, প্রবাসী সিলেটবাসীর গর্ব। কারণ তিনি জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনসহ অনেক সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সংগঠন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জাড়িত ছিলেন। তিনি একজন সৎ এবং পরোপকারী মানুষ ছিলেন। তার কাছে যে কোন প্রয়োজনে মানুষ আসলে তাকে সহযোগিতা করতেন। তার মধ্যে ছিলা না কোন অহঙ্কার। তারা আরো বলেন, তার মত মানুষ হয় না। তিনি কখনো কারো ক্ষতির কারণ হতেন না। অসম্ভব বিদ্যুতসাহী মানুষ ছিলেন তিনি। জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের জন্য তিনি অনেক কিছু করেছেন। কখনো বিনিময়ে বিছু চাননি। অনুষ্ঠানে সকল বক্তাই তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং আল্লাহ যেন তাকে বেহেস্ত নসিব করেন সেই দোয়া করেন।

শিরিন আক্তার দিবা তার বাবার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে সকলের দোয়া প্রার্থনা করেন।

সভাপতি মইনুল ইসলাম আব্দুল বাছিতের স্মৃতিচারণ করেন এবং অনুষ্ঠান সফল করার জন্য সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

৪৫ হাজার ডলারের চেক

(শেষ পাতার পর)

অরাজনৈতিক ও অলাভজনক সামাজিক সংগঠন হিসেবে নিউইয়র্ক স্টেট থেকে ৪৫ হাজার ডলার অনুদান পেয়েছে। অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-৩৮ এর নির্বাচিত সদস্য জেনিফার রাজকুমারের উদ্যোগ ও সহযোগিতায় প্রথমবারের মতো সোসাইটি এই অনুদান লাভ করে। প্রাপ্ত অনুদানের চেক জেনিফার নিজেই বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করেছেন।

নিউইয়র্ক স্টেট থেকে প্রাপ্ত ৪৫ হাজার ডলার অনুদানের চেক বাংলাদেশ সোসাইটিতে হস্তান্তর উপলক্ষ্যে রোববার (৭ জুন) সন্ধ্যায় কুইন্সের এলমহার্স্টস্থ সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। এদিকে অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার প্রথমবারের মতো সোসাইটি অফিসে আগমন করলে তাকে কর্মকর্তারা ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠনে অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, নিউইয়র্ক তথা আমেরিকার মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশী কমিউনিটি এগিয়ে যাচ্ছে। এই কমিউনিটির অব্যাহত সমর্তন ও সহযোগিতায় আমি অভিভূত এবং কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, এই প্রথমবারের মতো ষ্টেট থেকে বাংলাদেশ সোসাইটি অনুদান পেলো। আশা করছি আগামীতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে এবং এজন্য অ্যাসেম্বলী সদস্য হিসেবে তিনি সক্রিয় থাকবেন। এসময় তিনি তার বক্তব্যে অতীতের মতো আগামী নির্বাচনেও বাংলাদেশ সোসাইটি ও কমিউনিটির সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম বলেন, অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার বাংলাদেশী কমিউনিটির বন্ধু। নিউইয়র্ক ষ্টেট থেকে অনুদান পাওয়া তারই প্রমান করে। আগামী দিনেও সোসাইটির জন্য অনদান প্রাপ্তীতে অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার কাজ করবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের সকল কর্মকর্তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আর অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমারের সার্বিক উদ্যোগ ও সহযোগিতায় সোসাইটি প্রথমবারের মতো ৪৫ হাজার ডলারের অনুদান লাভ করেছে। এজন্য আমরা সোসাইটি ও কমিউনিটির পক্ষ থেকে তাকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সভায় সোসাইটির অন্যান্য কর্মকর্তারা ষ্টেট থেকে অনুদান পাওয়া অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার-কে অভিনন্দন জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং আগামী নির্বাচনে তাকে সমর্থন ও সার্বিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুত দেন।

অনুষ্ঠানে সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য যথাক্রমে আজহারুল হক মিলন, আব্দুর রহীম হাওলাদার ও আতরাউল আলম সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে কার্যকরী কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান (জিলানী), কার্যকরি সদস্য জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মুনসুর আহমদ ও হাছান খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তীতে মহামারী কভিডের সময় সোসাইটির কর্মকান্ডের জন্য এ-এইচ ১৬ ড্রিম ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাওয়ার্ড তৎকালীন সিনিয়র সহ সভাপতি ও ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য আব্দুর রহীম হাওলাদার সোসাইটির কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করেন। এতদিন অ্যাওয়ার্ডটি তার কাছে সংরক্ষিত ছিলো।

মঞ্চে নেতৃবৃন্দ

নর্থ ক্যারোলিনার স্টেট

(শেষ পাতার পর)

সেলিম), কানেকটিকাট (মাসুদুর রহমান) এবং নিউ হ্যামশায়ার স্টেট (আবুল খান)-এর পর সিনেটর/রিপ্রেজেনটেটিভের তালিকায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত হিসেবে স্থান লাভ করলেন হাসিব ফাতমী। হাসিব ফাতমীর জন্ম ১৯৮৮ সালে নর্থ ক্যারোলিনার ডুরহাম সিটিতে এবং ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলিনার চ্যাপেল হিল ক্যাম্পাস থেকে ২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে গ্র্যাজুয়েশনের পর নিউইয়র্কের ফোর্ডহ্যাম ল' স্কুল থেকে আইনে উচ্চতর ডিগ্রি নেন ২০১২ সালে। এরপর থেকেই তিনি নর্থ ক্যারোলিনাতে অ্যাটর্নি হিসেবে কাজ করছেন। হাসিবের পিতা নোয়াখালীর সন্তান মোহাম্মদ বদরুল এহসান ফাতমী ১৯৭৩ সালে এইচএসসি পাসের পর যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং নর্থ ক্যারোলিনার ডিউক ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএস এবং এমএস করেন। ফাতমীর মা সাইদা ফাতমী স্নিগ্ধা বৈবাহিক সূত্রে ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। তিনিও নর্থ ক্যারোলিনা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে বিবিএ করেন। হাসিবের পিতা-মাতার উভয়েই পেশাজীবী এবং র‌্যালি সিটিতেই বসবাস করছেন।

চেক হস্তান্তর করছেন জেনিফার রাজকুমার

জেনিফার রাজকুমারকে ফুলেল অভিনন্দন

লিখিত বক্তব্য পাঠ করছেন আরিফুল ইসলাম

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

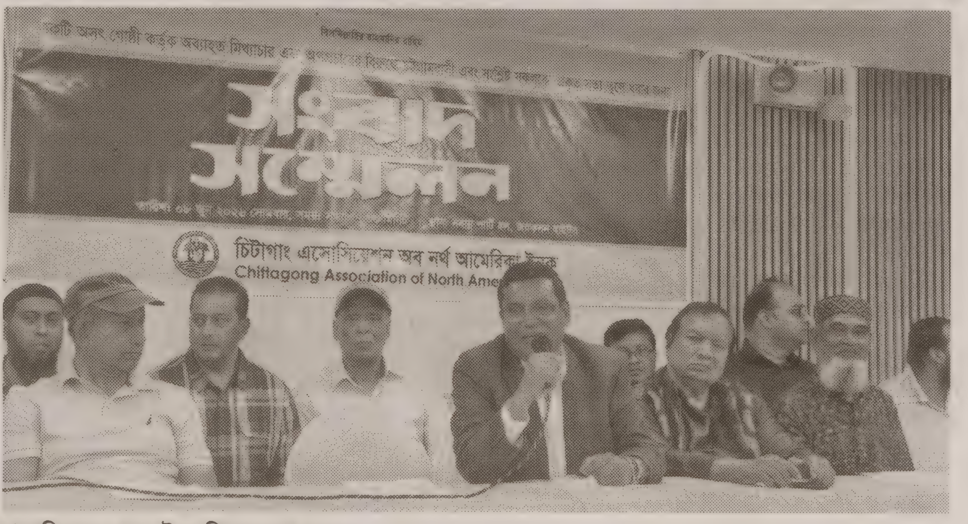

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন আবু তাহের

মামলার কারণে তিন ভাড়াটিয়ার কাছে পাওনা প্রায় এক লাখ ডলার

(শেষ পাতার পর)

ভাড়া পরিশোধ করেনি। ভাড়া আদায় করতে গেলে তারা বলেছেন, তারা নাকি অন্য পক্ষকে ভাড়া দিয়েছেন। নানা চেষ্টা তদবির করার পর ও যখন তারা ভাড়া পরিশোধ করেননি তখন উপায়ান্তর না দেখে ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির পরামর্শের ভিত্তিতে ল্যান্ডলর্ড এবং টেনান্ট কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। আজ অবধি এই তিনজন ভাড়াটিয়ার কাছে চট্টগ্রাম সমিতির পাওনা ভাড়ার পরিমাণ ৯৭৭১১.২০ সেন্ট। গত ৮ জুন সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম রহমান এ কথা বলেন।

সংগঠনের সভাপতি আবু তাহেরের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুর রহিম, সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হানিফ, সাবেক সভাপতি ও বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মনির আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোর্শেদ রিজভী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম, বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের কো-চেয়ারম্যান কামাল হোসেন মিঠু, ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য এনাম চৌধুরী, উপদেষ্টা সাহাবুদ্দিন চৌধুরী লিটন, ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, উপদেষ্টা শাহজাহান, জামাল চৌধুরী, মোহাম্মদ কামাল, মতিউর রহমান চৌধুরী, সহ-সভাপতি টি আনাম, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ সফিক, সহ কোষাধ্যক্ষ নূরুল আমিন, সহ-সাধারণ সম্পাদক কলিমুল্লাহ মাস্টার, সাংগঠনিক সম্পাদক তানিম মহসীন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক এনাম চৌধুরী, সহ-অফিস সেক্রেটারি ইমরুল কায়সার, ক্রীড়া সম্পাদক মোহাম্মদ ইছা, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আক্তার, সহ-সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মহিউদ্দিন, কার্যকরি সদস্য নাছির উদ্দিন প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম বলেন, সত্যিকারের মিডিয়া সমাজের নানা ছবি মানুষের সামনে তুলে ধরে। অন্যায়, অবিচার, মিথ্যাচারকে পরাজিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তেমনি একটি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ক্রমাগত মিথ্যাচার, গোয়েবেলসিও প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে সঠিক তথ্য তুলে ধরতে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আপনাদের নিরপেক্ষ সহযোগিতায় ০আমরা এইসব মিথ্যাচার এবং প্রোপাগান্ডার জবাব দিতে সক্ষম হবো এবং সত্যিকারের পরিস্থিতি, প্রমাণ সহকারে চট্টগ্রামবাসী এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সামনে তুলে ধরতে সমর্থ হবো।

আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে চাই, এই চট্টগ্রাম সমিতির বিনির্মাণে যারা শ্রম, মেধা, অর্থসহ নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন কিন্তু আজ আমাদের মাঝে নেই- সর্বজন শ্রদ্ধেয় দীন এম রানা, সৈয়দ এম রেজা , আব্দুল হাই জিয়া, হেলাল উদ্দিন, তসলিম, কামাল উদ্দিন, অ্যাডভোকেট নিজাম উদ্দিন উকিল, গিয়াস উদ্দিন, আসাদুল্লাহ হিল গালিব, অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, ডাক্তার আনোয়ার মিয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিউল আজম শফিসহ আরো অনেককে।

তিনি বলেন, চিটাগাং অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক্ এই প্রবাসের একটি অত্যন্ত স্বনামধন্য আঞ্চলিক সংগঠন- যার বয়েস হাঁটি হাঁটি পা পা করে প্রায় ৩৭ বছরে পদার্পন করেছে। নানা চড়াই উৎরাইয়ের ভেতর দিয়ে এই সংগঠন এগিয়ে গেছে, এই পথ চলা সবসময় সহজ ছিল না, কোনো কোনো সময় এই পথ ছিল কন্টকাকীর্ণ। তারপর ও চট্টগ্রাম সুহৃদদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই কাঁটা বিছানো পথ অতিক্রম করতে আমরা সফল হয়েছি। কোভিড পূর্ববর্তী সময় থেকেই চট্টগ্রাম সমিতি নানা সংকটের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলো। প্রাণঘাতী কোভিডের আক্রমণে সমিতির সভাপতি আব্দুল হাই জিয়ার আকস্মিক মৃত্যুতে সংকট আরো গভীরতর হয়। সেই সময়ে দায়িত্বে থাকা নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিবাদদমান সকল পক্ষের সমন্বয়ে একটি অর্থবহ নির্বাচন করার লক্ষ্যে একটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করা হয়। এই অন্তবর্তীকালীন কমিটি নানা সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ সতেরো মাস পরে নির্বাচন কমিশন গঠন করেন। যদিও প্রথমদিকে একটি দুষ্টু চক্র একতরফাভাবে নির্বাচন কমিশন গঠন করার চেষ্টা করলে তীব্র বাধার সম্মুখীন হন এবং পরবর্তীতে সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে যোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। নির্বাচন কমিশন সমিতির সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় দক্ষতার সঙ্গে সময়োপযোগী তফসিল ঘোষণা করেন। নির্বাচনের ভোট গ্রহণ এবং অন্যান্য সব কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে, সকল পক্ষের মতের ভিত্তিতে একটি ইনডিপেনডেন্ট সংস্থা 'ইউনাইটেড ইলেকশন সার্ভিস'ক নিয়োগ দেওয়া হয়। তফসিল অনুযায়ী নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয় ২০ অক্টোবর ২০২৪। নির্বাচনে দুইটি প্যানেলের মধ্যে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যদিও সাধারণ সম্পাদক পদের একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। শান্তিপূর্ণ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে ব্রুকলিন, কুইন্স, নিউজার্সি এবং কানেক্টিকাট- চারটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই নির্বাচন ছিল চোখে পড়ার মতন। ভোট গ্রহণ শেষে আনুষ্ঠানিক ফল গণনায় একাধিক পদের ভোটের পার্থক্য চ্যালেঞ্জড ভোটার সংখ্যানুপাতে বিবেচনাযোগ্য হওয়ায় নির্বাচনের দিন নির্বাচন কমিশন পূর্ণাঙ্গ ফলাফল ঘোষণা থেকে বিরত থাকেন। ছয়টি চ্যালেঞ্জড ভোটের ন্যায্যতা নির্ধারণ এবং গণনা শেষে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদে তাহের-আরিফ পরিষদের সদস্যরা নয়টি পদে এবং অন্য প্যানেলের দশজন নির্বাচিত হন। এখানে উল্লেখ্য যে, চ্যালেঞ্জড ভোটসহ সকল ভোটার গণনার কাজ ইউনাইটেড ইলেকশন সার্ভিস সম্পন্ন করেছেন, নির্বাচন কমিশন চুক্তি এবং বিধি অনুযায়ী শুধু ফলাফল ঘোষণা করেন। ইউনাইটেড ইলেকশন সার্ভিসের কাছ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পাঁচজন নির্বাচন কমিশন পূর্ণ ঐক্যমতের ভিত্তিতে তাদের অফিসিয়াল ফলাফল ঘোষণা করেন। ফলাফল ঘোষণা করার পরপরই নির্বাচনে পরাজিত একজন সভাপতি পদপ্রার্থী নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং স্থানীয় কিছু পত্রপত্রিকায় বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করেন। এই অপপ্রয়াসের অংশ হিসেবে ফেসবুক লাইভে এসে ওই ব্যক্তি নির্বাচন কমিশনের প্রধানসহ সম্মানিত চট্টগ্রামবাসীর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে নানা ধরনের আপত্তিকর মন্তব্য করে। যার ভিডিও এখনো অনেকের কাছে সংরক্ষিত আছে- যদিও চট্টগ্রামবাসীর তীব্র প্রতিবাদের মুখে এবং জনরোষের ভয়ে ওই পোস্টটি সরিয়ে নেয়া হয়।

শুধু ওই পোস্টটি নয়, এমনতরো অনেকগুলো পোস্টই সেই ব্যক্তির ফেসবুক একাউন্ট থেকে সরিয়ে নেবার রেকর্ড আছে। চট্টগ্রাম সমিতির বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী (আর্টিকেল-১৫.২৫) ফলাফল ঘোষণার পনেরো দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক শপথ দেবার বিধান আছে। নির্বাচন কমিশন আর্টিকেল ১৫ দশমিক ২৫ অনুযায়ী নির্বাচিত সকল সদস্যের তেসরা নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে শপথ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাহের-আরিফ পরিষদের সকল সদস্য শপথ গ্রহণ করলে ও অন্য প্যানেল থেকে নির্বাচিত সদস্যগণ শপথ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেন। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় নির্বাচনের ফল ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে শপথ গ্রহণের বিধান থাকলে ও পরিস্থিতি বিবেচনায় যৌক্তিক সময় অপেক্ষা করার পরও শপথ না নেওয়ায় সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয় এবং নির্বাহী ক্ষমতাবলে নব-নির্বাচিত সভাপতি তাদের শপথ বাক্য পাঠ করিয়ে সংগঠনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত হবার পর থেকেই ১৯ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি নিরলসভাবে চট্টগ্রাম সমিতিকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে নির্বাচনে জয়লাভ করা সত্ত্বেও, একদল তরুণ, প্রতিশ্রুতিশীল নতুন নেতৃত্ব কতিপয় অহংকারী, স্বার্থপর এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্রীড়নকদের অশুভ ইচ্ছার বলির পাঠা হয়েছেন।

ইফতার মাহফিল এবং ক্রিমিনাল কেস: শপথ গ্রহণের পর থেকেই চট্টগ্রাম ভবনের দায়িত্ব বুঝে পেতে নতুন কমিটি তাদের কার্যক্রম শুরু করে। পরাজিত মহলটি গায়ের জোরে চট্টগ্রাম সমিতি ভবনের দখল নেয়, কিন্তু আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাহের- আরিফ এর নেতৃত্বে নতুন কমিটি পূর্ববর্তী অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির কাছ থেকে ব্যাঙ্ক হিসাব এবং ভবনের কাগজপত্র, ভবনের ডিড, কবরের এলোটমেন্ট পেপার, রেজ্যুলেশন বুক এইসব বুঝে নেবার পর চট্টগ্রাম সমিতির ভবন বুঝে নেন। এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন, অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির আটজন বৈধ সদস্যদের ভেতর একজন বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন, সাতজনের ভেতর মোট পাঁচজনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। কোনো ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিবিশেষের একক সিদ্ধান্তে নয়।

পরবর্তীতে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ রাতের অন্ধকারে ভবনের তালা ভেঙে কতিপয় ব্যক্তি চট্টগ্রাম ভবনে প্রবেশ করলে সংগঠনের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক লোকাল প্রিসিঙ্কট এ অভিযোগ দায়ের করেন। এখানে উল্লেখ্য যে প্রাথমিক রিপোর্টে কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি। গোয়েন্দা তথ্য এবং সিসিটিভি ফুটেজের আলামতের ভিত্তিতে আসামিদের সনাক্ত করে ডিস্ট্রিক্ট এটর্নি নিজ উদ্যোগে ক্রিমিনাল মামলা দায়ের করেন এবং এর ফলশ্রুতিতে কেউ কেউ গ্রেফতারও হন। মামলার রেকর্ড (CR - 013245-25 KN) অনুযায়ী বার্গলারি, থার্ড ডিগ্রী, এটেম্পটেড বার্গলারি- থার্ড ডিগ্রী, ক্রিমিনাল মিসছেফ-ফোর্থ ডিগ্রী এবং ক্রিমিনাল ট্রেসপাস এর বিষয় উল্লেখ করা হয়। যদিও গ্রেফতারকৃতদের কেউ কেউ তাদেরকে মাদক মামলা দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। উপরোক্ত ক্রিমিনাল মামলার ফলশ্রুতিতে কারোর কারোর বিরুদ্ধে অর্ডার অফ প্রটেকশনও জারি করা হয়।

অনাদায়ী ভাড়া আদায়ের মামলা: আপনারা অনেকেই অবগত আছেন চট্টগ্রাম ভবনের একটি অন্যতম আয়ের উৎস হলো এই ভবনের ছয়টি এপার্টমেন্টের ভাড়া। এই ভবনের এই আয়ের উৎস নানা সময়ে নানা মহল তসরুফ করেছেন। বিশেষ করে বিবাদমান দুই দলের পক্ষ এবং বিপক্ষ নিয়ে কতিপয় অসাধু ভাড়াটিয়া সুযোগ গ্রহণ করে আনছেন। এবারো তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মাকসুদ- মাসুদ প্যানেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দু'জন প্রার্থী চট্টগ্রাম ভবনের ভাড়াটিয়া। নির্বাচনের পর থেকে নিয়ে আজ অবধি এই দুইজন এবং তাদের যোগসাজশে অন্য আরো একজন ভাড়াটিয়া কোনো ভাড়া পরিশোধ করেননি। ভাড়া আদায় করতে গেলে তারা বলেছেন, তারা নাকি অন্য পক্ষকে ভাড়া দিয়েছেন। নানা চেষ্টা তদবির করার পর ও যখন তারা ভাড়া পরিশোধ করেননি তখন উপায়ান্তর না দেখে ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির পরামর্শের ভিত্তিতে ল্যান্ডলর্ড এবং টেনান্ট কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম সমিতির ভাড়া আদায়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিকে চুক্তিবদ্ধ করা হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির সময়ে, পরবর্তীতে বর্তমান সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ আবু তাহের এবং মহম্মদ আরিফুল ইসলাম চট্টগ্রাম সমিতির পক্ষে পুরানো চুক্তি নবায়ন করেন। আজ অবধি এই তিনজন ভাড়াটিয়ার কাছে চট্টগ্রাম সমিতির পাওনা ভাড়ার পরিমাণ ৯৭৭১১.২০ সেন্ট। (সাতানব্বই হাজার সত্য এগারো ডলার বিশ সেন্টস)। বর্তমানে এই অনাদায়ী ভাড়ার মামলাটি ট্রায়াল এর জন্য অপেক্ষমাণ রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, অচিরেই যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই তিনজন ভাড়াটেকে আমরা উচ্ছেদ কোর্টে সমর্থ হবো এবং অনাদায়ী অর্থ যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হবো।

ল্যান্ডলর্ড এবং টেনান্ট কোর্টের মামলা # ৩২৪৭৬৮/২৫ নির্বাচন কমিশন, অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি, বর্তমান কার্যকরি কমিটি এবং ইউনাইটেড ইলেকশন সার্ভিসের বিরুদ্ধে সিভিল মামলা: নির্বাচনী প্রচারকালে চট্টগ্রামবাসীর কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে পরাজিত মাকসুদ-মাসুদ প্যানেলের সদস্য এবং তাদের কিছু সহযোগী বর্তমান কার্যকরি কমিটি, ইলেকশন কমিশন, নির্বাচন পরিচালনাকারী সংস্থা ইউনাইটেড ইলেকশন সার্ভিস এর বিরুদ্ধে একটি সিভিল মামলা দায়ের করে। মামলার বিবরণীতে তারা নিজেদের চট্টগ্রাম সমিতির মালিক দাবি করে আদালতের কাছে বিচার চান। আসলে এর পেছনে অন্য কাহিনী লুকায়িত আছে বলে কেউ কেউ ধারণা করছেন। অন্যথায় আজ অবধি তাদের দায়ের করা এই মামলা আলোর মুখ দেখেনি, চট্টগ্রামবাসীদের এবং সংশ্লিষ্ট মহলকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই মামলা দায়ের করা হয়। বর্তমানে এই মামলার শুনানির তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ২০২৭ সালের গ্রীষ্মকালীন সময়ে। এই মামলার অজুহাত দেখিয়ে তারা চট্টগ্রামবাসীর সামনে তাদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে চায়। সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা এই মামলার নম্বর #৫৩৫১৪৬/২০২৪।

চট্টগ্রাম সমিতির বর্তমান কার্যক্রম: নভেম্বর, ২০২৪ এ দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আজ অবধি চট্টগ্রামবাসীর অব্যাহত সহযোগিতায় তাহের-আরিফের নেতৃত্বে বর্তমান কার্যকরী কমিটি ব্যাপক কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করেছেন। দীর্ঘদিনের অচলায়তন ভেঙে যোগ্য এবং সৎ মানুষদের সমন্বয়ে ট্রাস্টি বোর্ড এবং উপদেষ্টা পরিষদ গঠন, বৃহৎ আঙ্গিকে ইফতার মাহফিল, প্রথম বারের মতন কুইন্স এ বড় আঙ্গিকে ইফতার মাহফিল, প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোক সমাগমে বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে পিকনিক, পবিত্র ঈদ এ মিলাদুন্নবী সাঃ উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল এবং চাটগাইয়া মেজবান, দুইটি বৃহৎ পরিসরে পহেলা বৈশাখ উদযাপন, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের এর দ্বিতীয়বারের মতন নির্বাচিত কাউন্সিলওমেন শাহানা হানিফকে সংবর্ধনা প্রদান, বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন ইত্যাদি।

এছাড়া ও যেই উদ্দেশ্য নিয়ে এই জনকল্যাণমুখী সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই অন্যতম প্রধান কাজ: মৃতের দাফন/সৎকার। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আজ অবধি সাতজনকে বিনামূল্যে কবরস্থ করা হয়েছে নিউজার্সির মার্লবোরো মুসলিম সিমেট্রিতে। এছাড়া ও অন্য দুইজনকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। সকলের দোয়াতে এবং সহযোগিতায় আমরা আরো কিছু কবর ক্রয়ের ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং এই বিষয়টিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য একটি শক্তিশালী উপকমিটি গঠন করা হয়েছে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান: চট্টগ্রাম সমিতির বর্তমান নেতৃত্ব দুর্নীতি এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছে এবং এই অবস্থান অব্যাহত থাকব। চট্টগ্রামবাসীর হকের অর্থ, লাশ দাফনের অর্থ যারা মেরে দিয়েছেন, তাদের কোনো ভাবেই রেহাই দেওয়া হবে না, বিচারের মুখোমুখি করা হবে এবং হয়েছে। যেই অর্থে চট্টগ্রামবাসীর কল্যাণ হবার কথা ছিলো, সেই অর্থ ব্যক্তিবিশেষের পকেটস্থ হয়েছে, যে অর্থে চট্টগ্রামবাসীর লাশ দাফন হবার কথা ছিলো, সেই অর্থে ব্যক্তিবিশেষ ভোগ বিলাস করেছে। ২০২১ সালে অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠনের পূর্বে ভুয়া নির্বাচন দিয়ে আত্মসাৎ করা হয়েছে প্রায় ৩৫০০০ হাজার ডলার। নয়শো সদস্য প্রদর্শন করে নির্বাচনের প্রহসন করে 'অনেস্ট ব্যালট'কে ২৫ হাজার ডলার পরিশোধ করেছে বলে দাবি করলে ও সদস্য ফির অর্থ কোথায় জমা হয়েছে তার হদিস এখনো তৎকালীন নেতৃবৃন্দ দিতে পারেননি।

সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন আবু তাহের, আরিফুল ইসলাম ও কামাল হোসেন মিঠু।

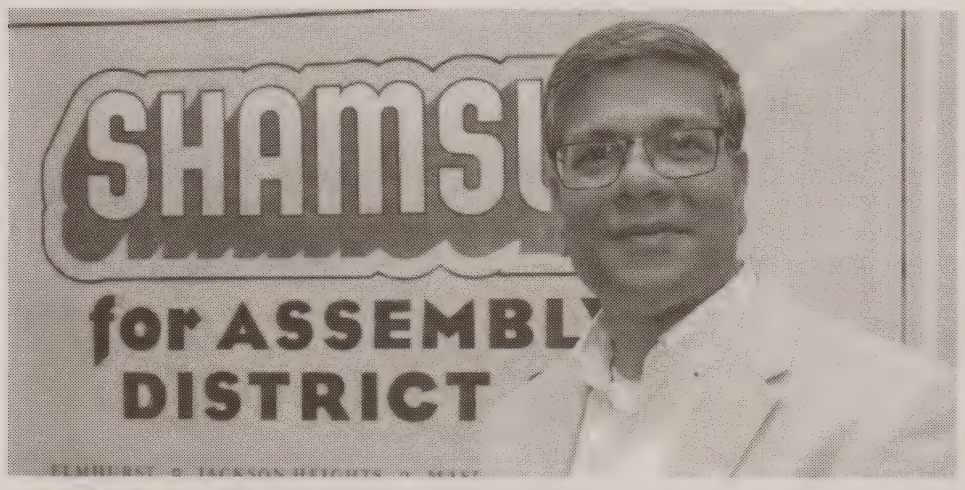

বক্তব্য রাখেছেন শামসুল হক

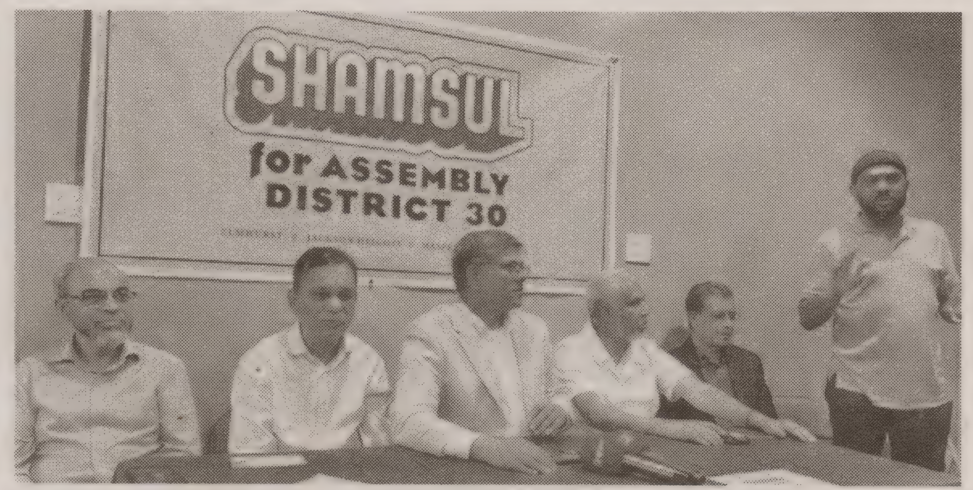

বক্তব্য রাখছেন ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার

শামসুল হকের সমর্থনে নেতৃবৃন্দ

শামসুল হকের সমর্থনে নেতৃবৃন্দ

শামসুল হকের সমর্থনে জ্যামাইকায়

(শেষ পাতার পর)

বাংলাদেশি-আমেরিকান প্রার্থী শামসুল হকের সমর্থনে জ্যামাইকায় ফান্ড রেইজিং হয়েছে। কমিউনিটির পরিচিত মুখ, অ্যাকটিভিস্ট ও মূলধারার রাজনীতিক এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার জ্যামাইকাবাসীর পক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। গত ২ জুন সন্ধ্যায় তার অফিসে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিগণ শামসুল হকের জন্য ফান্ড রেইজের পাশপাশি যোগ্য প্রার্থী হিসেবে তাকে নির্বাচিত করতে দলমত নির্বিশেষে যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখার জন্য কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, আগামী ২৩ জুন মঙ্গলবার এই নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

ব্যতিক্রমী এই ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আয়োজক মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির অন্যতম উপদেষ্টা সালেহ আহমেদ, মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা (মুনা)-এর এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি আরমান চৌধুরী, ইকনা'র সাবেক সভাপতি তারেক খান, নাবিক-এর কামরুল ইসলাম, এনআরবি বাংলাদেশ-এর চেয়ারপার্সন শেকিল চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদেক, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএসি)-এর সাবেক সেক্রেটারি আফতাব মান্নান, সামাজিক সংগঠন ভালো'র কর্ণধার শাহরিয়ার রহমান, বাংলাদেশি-আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন (বাপা)-এর সহ-সভাপতি এরশাদুর সিদ্দিক, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সভাপতি বিলাল চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩০-এর আসন্ন প্রাইমারি নির্বাচনে বাংলাদেশি-আমেরিকান প্রার্থী শামসুল হককে এক যোগ্য প্রার্থী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তিনি এনওয়াইপিডি'র একজন যোগ্য সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা। তিনি কাজে বিশ্বাসী। তিনি নির্বাচিত হলে আলবেনীতে বাংলাদেশি কমিউনিটিসহ অন্যান্য কমিউনিটির জন্য কাজ করতে পারবেন। অনুষ্ঠানে শামসুল হক বলেন, নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩০-এর আগামী নির্বাচন সহজ নির্বাচন নয়। তবে এই নির্বাচনে জয়ের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। জয়ের জন্য দরকার অর্থের পাশাপাশি ভলান্টিয়ার, কমিউনিটির সাপোর্ট আর প্রচার-প্রচারণা। তিনি বলেন, ইতোমধ্যেই আমরা প্রবীন সিনেটর বার্নি সেন্ডার্সসহ অনেকের সমর্থন পেয়েছি। এই সমর্থনগুলো আমাদেরকে উৎসাহিত করছে এবং বিজয় হতে সাহায্য করবে। নতুন প্রজন্মের বিপুল সংখ্যক ছেলেমেয়ে তার নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

নিশাতের মৃত্যুর নয় সপ্তাহ

(শেষ পাতার পর)

মৃত্যুর প্রায় নয় সপ্তাহ পর ৩ জুন বুধবার চালককে গ্রেফতার করেছে নিউ ইয়র্ক পুলিশ। ২৯ মার্চ রাত প্রায় বারোটার দিকে মেয়রা ক্রুজ নামের ৩৯ বছর বয়সী এক ব্রঙ্কস নিবাসী নারী রয়্যাল ওয়েস্ট সার্ভিসেসের একটি গার্বেজ ট্রাক চালিয়ে রুজভেল্ট অ্যাভিনিউয়ের পূর্বমুখী লেন থেকে ৬২ স্ট্রিটে উত্তর দিকে মোড় নিচ্ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে নিশাত জান্নাত ৬২ স্ট্রিটের উত্তর পাশের ক্রসওয়াক দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। ট্রাকটি সরাসরি তাকে ধাক্কা দেয় এবং তিনি ট্রাকের নিচে আটকে যান। ১০৮ প্রিসিংক্টের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে অচেতন অবস্থায় ট্রাকের ডানপাশে আটকে পড়া দেখতে পায়। ঘটনাস্থলেই ইএমএস তাকে মৃত ঘোষণা করে।

মৃত্যুর আগের মুহূর্তগুলো ছিল অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। উডসাইডের ৫৫ স্ট্রিটের বাসিন্দা নিশাত জান্নাত সেদিন রাতে জামাইকার পার্সনস বুলেভার্ড পার্কিং গ্যারেজে রিসেপশনিস্টের কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে তিনি ছোট বোনের জন্মদিনের কেক কিনতে থেমেছিলেন। বাড়ি থেকে মাত্র আধা মাইল দূরে, একটি ভাঙা ক্রসওয়াকে পার হতে গিয়ে তাকে এই মর্মান্তিক পরিণতির শিকার হতে হয়।

দুর্ঘটনার পর থেকে এনওয়াইপিডির হাইওয়ে ডিস্ট্রিক্টের কলিশন ইনভেস্টিগেশন স্কোয়াড তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছিল। দীর্ঘ তদন্তের পর গত ৩ জুন সকালে মেয়রা ক্রুজকে গ্রেফতার করে বেসাইডের ১১১ প্রিসিংক্টে বুক করা হয়। তার বিরুদ্ধে পথচারীকে পথ না ছেড়ে দেওয়া এবং যথাযথ সতর্কতা না নেওয়ায় গুরুতর আঘাতের কারণ হওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। তাকে একটি ডেস্ক অ্যাপিয়ারেন্স টিকিট দেওয়া হয়েছে, আগামী ২৩ জুন তাকে আদালতে হাজির হতে হবে।

নিশাতের মৃত্যু উডসাইডের বাংলাদেশি কমিউনিটিকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। গত ১৫ মে স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটি এবং কমিউনিটি বোর্ড ২-এর সদস্যরা ঘটনাস্থলে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। যেখানে রুজভেল্ট অ্যাভিনিউয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতির দাবি তোলা হয়। ভাঙা ক্রসওয়াক, অপর্যাপ্ত আলো এবং ভারী যানবাহন চলাচলের বিপজ্জনক পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘদিনের অভিযোগ নতুন করে সামনে আসে এই ঘটনার পর। কমিউনিটির পক্ষ থেকে সিটি কর্তৃপক্ষের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে, যাতে আর কোনো নিশাত জান্নাতকে এভাবে প্রাণ হারাতে না হয়।

ঘৃণার রাজনীতির বিরুদ্ধে টেক্সাসের

(শেষ পাতার পর)

উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে বলে জানিয়েছেন কমিউনিটি নেতারা ও ভোটাররা। তারা বলছেন, দীর্ঘদিন ধরে বৈষম্য ও ইসলামবিদ্বেষের মুখোমুখি হলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু রাজনীতিকের মুসলিমবিরোধী অবস্থান তাদের আরো বেশি সংগঠিত ও রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। টেক্সাসের বিসনেস উদ্যোক্তা মোহাম্মদ আয়াচি বলেন, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর থেকেই মুসলিম আমেরিকানদের প্রতি সন্দেহ ও বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। তিনি স্মরণ করেন, ছোটবেলায় স্কুলে এক শিক্ষক তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার কতজন মা আছে। বর্তমানে ব্যবসা পরিচালনার সময়ও নিজের নাম বললে অনেকের কাছ থেকে অস্বস্তিকর প্রতিক্রিয়া পান বলে জানান তিনি। মুসলিম নারী ফাতিমা খান, যিনি হিজাব পরেন, জানান যে একবার পরিবারের সঙ্গে একটি পিজা রেস্টুরেন্টে খাবার খাওয়ার সময় এক ব্যক্তি তাদের কাছে এসে চিৎকার-চেঁচামেচি ও গালাগাল করেন। একইভাবে ৩০ বছর ধরে টেক্সাসে বসবাসকারী আফতাব সিদ্দিকী বলেন, তাকে একাধিকবার সন্ত্রাস বলে সম্বোধন করা হয়েছে এবং দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে।

মুসলিম কমিউনিটির সদস্যরা বলছেন, সাম্প্রতিক নির্বাচনী প্রচারণাগুলোতে মুসলিমদের রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। টেক্সাসের অ্যাটর্নি জেনারেল পদপ্রার্থী মেইস মিডলটন সম্প্রতি নো শারিয়া ইন টেক্সাস শিরোনামে একটি প্রচার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি শারিয়া আইন নিষিদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেন। শারিয়া মূলত মুসলমানদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন পরিচালনার জন্য অনুসৃত নীতিমালার সমষ্টি। স্থানীয় রিপাবলিকান পার্টির এক সভায় অংশ নেওয়া আলী আনোয়ার বলেন, তিনি মিডলটনকে পরিবার, গর্ভপাত ও সামাজিক মূল্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তার দাবি, মিডলটন যেসব নীতির পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, সেগুলোর অনেকগুলোর সঙ্গেই ইসলামী শিক্ষার মিল রয়েছে। এরপরও মুসলিমদের লক্ষ্য করে শারিয়াবিরোধী প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

একইভাবে টেক্সাসের অ্যাটর্নি জেনারেল ও সিনেট প্রার্থী কেন প্যাক্সটন মুসলিম অভিবাসন এবং মুসলিম সংগঠনগুলোকে কেন্দ্র করে একাধিক রাজনৈতিক প্রচারণা চালিয়েছেন। তিনি কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস (কেয়ার)-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী সিনেটর জন কর্নিনকে মুসলিম গণঅভিবাসন সমর্থনের অভিযোগে সমালোচনা করেন।

পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিমদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত মনে করেন। তবে কমিউনিটি নেতাদের মতে, মুসলিম ভোটারদের প্রধান উদ্বেগ এখন কোনো নির্দিষ্ট দল নয়; বরং যারা মুসলিমদের লক্ষ্যবস্তু বানায়, তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অবস্থান নেওয়া। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির হয়ে টেক্সাস হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা জিশান হাফিজ বলেন, অনেক মুসলিম ভোটার এখন এমন প্রার্থীদের সমর্থন করতে অনাগ্রহী, যারা মুসলিমদের ভয় ও ঘৃণার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, মুসলিমরা অন্য আমেরিকানদের মতোই ন্যায়বিচার, সুযোগ এবং আমেরিকান ড্রিম বাস্তবায়নের সুযোগ চান।

স্থানীয় পর্যায়েও মুসলিমবিরোধী বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। ফ্রিসকো শহরের মেয়র পদপ্রার্থী রড ভিলহাওয়ার ইসলামকে একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যা দেওয়ার পর ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন। ফ্রিসকোর বাসিন্দা আনিলা চারানিয়া এই ধরনের প্রচারণাকে হতাশাজনক ও ঘৃণ্য বলে বর্ণনা করেন। তার মতে, নাইন-ইলেভেনের পর দীর্ঘ সময় ধরে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ইতিবাচক বোঝাপড়া তৈরি হলেও কিছু রাজনীতিক রাজনৈতিক সুবিধার জন্য আবারও বিভাজন সৃষ্টি করছেন। ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ-এর তথ্য অনুযায়ী, টেক্সাসে বর্তমানে তিন লাখের বেশি মুসলিম বাস করেন, যা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পঞ্চম বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যা। কমিউনিটি নেতারা বলছেন, এই জনগোষ্ঠী এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি ভোটার হিসেবে সংগঠিত হচ্ছে।

সম্প্রতি মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিভিন্ন নাগরিক অধিকার ও আন্তঃধর্মীয় সংগঠনও এগিয়ে এসেছে। নেক্সট জেনারেশন অ্যাকশন নেটওয়ার্ক, ফেইথ পাওয়ার অ্যালায়েন্স এবং ফার্স্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চ ডালাসের প্রতিনিধিরা ২ জুন গ্র্যান্ড প্রেইরিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন। গত মাসে টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট ঈদুল আজহা উপলক্ষে গ্র্যান্ড প্রেইরির এপিক ওয়াটার্স ওয়াটার পার্কে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান বাতিলের আহ্বান জানান। পরবর্তীতে রাজ্য তহবিল প্রত্যাহারের হুমকির পর শহর কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠানটি বাতিল করে। ঘটনাটি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

মুসলিম নেতারা বলছেন, বর্তমান পরিস্থিতি তাদেরকে আরো বেশি রাজনৈতিকভাবে সচেতন করেছে। তাদের মতে, ভয়ভীতি ও বিভাজনের রাজনীতির জবাব গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের মাধ্যমেই দেওয়া সম্ভব। ফলে আসন্ন নির্বাচনগুলোতে মুসলিম ভোটারদের উপস্থিতি ও সক্রিয়তা আরো বাড়বে বলে তারা আশা করছেন।

আফতাব সিদ্দিকী বলেন, এখন অধিকাংশ মুসলিম ভোটার সেইসব প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোট দিচ্ছেন, যারা আমাদের সম্প্রদায়কে লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছেন। আর আনিলা চারানিয়ার ভাষায়, আমরা কোনো বিশেষ সুবিধা চাই না। আমরা শুধু সেই একই সুযোগ, ন্যায়বিচার ও আমেরিকান স্বপ্ন চাই, যা অন্য সব আমেরিকান নাগরিক চায়।

নিশাত

নিশাত হত্যার প্রতিবাদে সভায় উপস্থিতির একাংশ

ডা. ফরহাদ হামিদকে ক্রেস্ট প্রদান

ডা. ফরহাদ হামিদকে ফুলেল অভিনন্দন

ডা. ফরহাদ হামিদের সঙ্গে

(শেষ পাতার পর)

সকল দ্বিধা বিভক্তি ভুলে দেশের জন্য কাজ করতে হবে। তারেক রহমানের নেতৃত্বে সমৃদ্ধ দেশ গঠনে মনযোগ দিতে হবে। এতদিন বিএনপি স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ব্যস্ত ছিল, এখন দেশ পুনর্গঠনে কাজ শুরু করতে হবে। শুধু দলের কথা চিন্তা করলেই হবে না ভালো এবং মেধাবী লোকদের কাজে লাগাত হবে। অধ্যাপক ফরহাদ গত ৬ জুন নিউ ইয়র্কের হ্যালো বাংলাদেশ রেস্টুরেন্টে নিউ ইয়র্ক মহামগর (উত্তর) বিএনপির আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন।

সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আনোয়ার জাহিদ, মোস্তফা কামাল পাশা মওদুদ, জাফর তালুকদার, এজিএম জাহাঙ্গীর হাসাইন, আব্দুর রহিম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিলাল চৌধুরী, অ্যাডভোকেট রেজওয়ানা রাজ্জাক সেতু, লিয়াকত আলী, মোহাম্মদ আলী রাজা, আনোয়ারুল আলম ভুইয়া, আব্দুল আহাদ হেলাল, মানিকুজ্জামান মানিক, জিয়াউল আহমদ জামিল, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, আশিকুল হক, মাহবুব আহমদ চৌধুরী, অপু সিং, ব্যারিষ্টার জিল্লুর রাইন চৌধুরী, ইস্কন্দর আলী মিন্টু, আব্দুল আলম, আব্দুর রাজ্জাক মুন্না প্রমুখ।

সভায় সভাপতির বক্তব্যে আহবাব চৌধুরী নিউ ইয়র্ক বিমানের ফ্লাইট চালু, এনআইডি কার্ড প্রাপ্তি সহজকরণ এবং কন্স্যুলেটে পলিটিক্যাল নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানান। প্রবাসীরা দেশে গিয়ে যাতে বিনিয়োগ করতে পারে সেই পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানান।

এর আগে অনুষ্ঠানে পৌঁছালে প্রধান অতিথিকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং সংগঠনের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

প্রধান অতিথি অধ্যাপক ডাঃ ফরহাদ হালিম ধৈয্য সহকারে সকলের বক্তব্য শুনেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে সকল সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন।

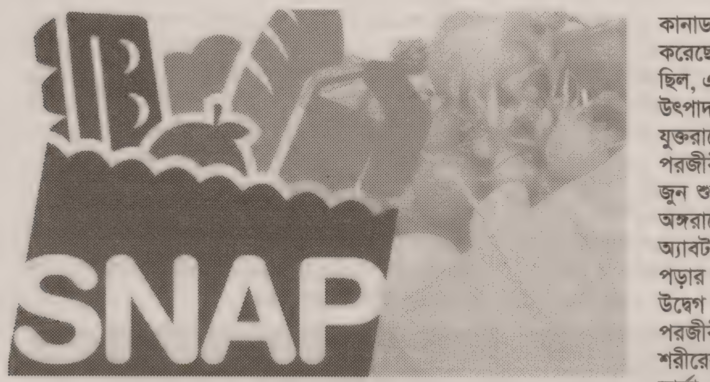

আদালতের রায়ে সুরক্ষিত থাকছে

(শেষ পাতার পর)

ইনজাংশন) জারি করেন। এর ফলে মামলার চূড়ান্ত নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মার্কিন কৃষি বিভাগ (ইউএসডিএ) খাদ্য সহায়তাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির অর্থায়নের সঙ্গে নতুন ফেডারেল নীতিগত শর্তগুলো যুক্ত করতে পারবে না।

আদালতের নথি অনুযায়ী, ট্রাম্প প্রশাসন বিলিয়ন ডলারের ফেডারেল পুষ্টি সহায়তা তহবিল পাওয়ার জন্য অঙ্গরাজ্যগুলোকে বিভিন্ন ফেডারেল নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকার প্রত্যয়ন দিতে বাধ্য করতে চেয়েছিল। এই শর্তগুলো ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার পরিচালিত বিভিন্ন অনুদান ও কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল, যার মধ্যে রয়েছে সাপ্লিমেন্টাল নিউট্রিশন অ্যাসিসট্যান্স প্রোগ্রাম (স্ন্যাপ)। এই কর্মসূচির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩ কোটি ৯০ লাখ মানুষ খাদ্য কেনার জন্য সহায়তা পেয়ে থাকেন।

গত মার্চ মাসে ২০টি ডেমোক্র্যাট-নিয়ন্ত্রিত অঙ্গরাজ্য এবং ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেলরা ম্যাসাচুসেটসের ফেডারেল আদালতে এই মামলা দায়ের করেন। মামলায় অভিযোগ করা হয়, মার্কিন কৃষি বিভাগ (ইউএসডিএ) নতুন অর্থায়ন শর্তারোপের মাধ্যমে কংগ্রেস অনুমোদিত তহবিলের ওপর এমন সব নীতিগত বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দিচ্ছে, যা খাদ্য সহায়তা, কৃষি গবেষণা এবং জনস্বাস্থ্য কর্মসূচির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়। বাদীপক্ষের দাবি, ইউএসডিএর এই পদক্ষেপ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসিডিউর অ্যাক্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের স্পেন্ডিং ক্লজের পরিপন্থী। তারা আদালতের কাছে যুক্তি দেন যে, কংগ্রেসের অনুমোদিত তহবিল পাওয়ার শর্ত একতরফাভাবে পরিবর্তনের ক্ষমতা নির্বাহী শাখার নেই এবং নতুন শর্তগুলো অঙ্গরাজ্যগুলোর জন্য গুরুতর প্রশাসনিক ও আর্থিক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করছে।

মামলায় আরো বলা হয়, ইউএসডিএর নির্দেশনা অনুযায়ী অঙ্গরাজ্যগুলোকে অভিবাসন, "জেন্ডার আইডিওলজি" এবং নারী ও মেয়েদের ক্রীড়ায় অংশগ্রহণসংক্রান্ত ফেডারেল নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকার প্রত্যয়ন দিতে বলা হয়েছিল। বাদীপক্ষের মতে, এসব শর্ত খাদ্য সহায়তা ও কৃষি কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং আইনগত কর্তৃত্ব ছাড়াই আরোপ করা হয়েছে। ফলে স্ন্যাপ, ডব্লিউআইসি এবং স্কুল মিল কর্মসূচিসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ সেবার অর্থায়ন ঝুঁকির মুখে পড়তে পারত।

অঙ্গরাজ্যগুলো অভিযোগ করে যে, কংগ্রেস অনুমোদিত তহবিল পাওয়ার জন্য নতুন করে আরোপিত শর্তগুলো অস্পষ্ট, আইনগতভাবে প্রশ্নবিদ্ধ এবং খাদ্য ও কৃষি কর্মসূচির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কহীন। তাদের মতে, এসব শর্ত কার্যকর হলে স্ন্যাপ, স্কুল মিল কর্মসূচি এবং নারী, শিশু ও নবজাতকদের জন্য পরিচালিত স্পেশাল সাপ্লিমেন্টাল নিউট্রিশন প্রোগ্রাম ফর উইমেন, ইনফ্যান্টস অ্যান্ড চিলড্রেন (ডব্লিউআইসি) কর্মসূচি ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হতো।

ডেমোক্র্যাট অ্যাটর্নি জেনারেলদের নেতৃত্বে দায়ের করা মামলায় বলা হয়, ইউএসডিএ ফেডারেল আইনে অনুমোদিত কর্মসূচি ও সেগুলো পরিচালনাকারী অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে অসাংবিধানিক ও বেআইনি বাধা সৃষ্টি করেছে। বিতর্কিত শর্তগুলোর মধ্যে অভিবাসন নীতি, জেন্ডার আইডিওলজি এবং নারী ও মেয়েদের ক্রীড়ায় অংশগ্রহণসংক্রান্ত ফেডারেল নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল।অন্যদিকে ট্রাম্প প্রশাসনের আইনজীবীরা আদালতে যুক্তি দেন যে, এসব শর্তের উদ্দেশ্য ছিল করদাতাদের অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা, ইউএসডিএর তদারকি জোরদার করা এবং ফেডারেল তহবিল গ্রহণকারী সংস্থাগুলোকে ফেডারেল আইন, বিধি ও নীতিমালা মেনে চলতে বাধ্য করা। প্রশাসনের দাবি, যেহেতু ফেডারেল অর্থায়ন পেতে অঙ্গরাজ্যগুলোকে বৈষম্যবিরোধী আইন মেনে চলতে হয়, তাই অন্যান্য ফেডারেল নীতির ক্ষেত্রেও একই ধরনের শর্ত আরোপ করা যেতে পারে।

বিচারক জৌন আদালতে মৌখিকভাবে রায় ঘোষণা করলেও সিদ্ধান্তের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত লিখিত স্মারক পরে প্রকাশ করবেন বলে জানিয়েছেন। মামলার আওতাভুক্ত অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে ম্যাসাচুসেটস, ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ ইয়র্ক, ইলিনয়, নিউ জার্সি, ওয়াশিংটন, ওরেগন এবং কলোরাডোসহ আরো কয়েকটি ডেমোক্র্যাট-নিয়ন্ত্রিত অঙ্গরাজ্য। আদালতের নথি অনুযায়ী, এসব অঙ্গরাজ্য ইউএসডিএর বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বছরে সম্মিলিতভাবে ৭৪ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ পেয়ে থাকে।

রায়ের প্রতিক্রিয়ায় ম্যাসাচুসেটস অ্যাটর্নি জেনারেল আন্দ্রেয়া জয় ক্যাম্পবেল সামাজিক মাধ্যমে বলেন, ইউএসডিএর অনুদান লাখো পরিবারের জন্য 'জীবনরেখা' হিসেবে কাজ করে এবং আদালতের সিদ্ধান্ত প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে। একইভাবে নিউ ইয়র্ক অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস বলেন, মামলার বিচার চলাকালে ফেডারেল অর্থায়ন সুরক্ষিত রাখতে তার দপ্তর লড়াই চালিয়ে যাবে।এই রায়কে ট্রাম্প প্রশাসনের ফেডারেল তহবিলের সঙ্গে নীতিগত শর্ত যুক্ত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। মামলার চূড়ান্ত রায় না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট খাদ্য সহায়তা ও পুষ্টি কর্মসূচিগুলো আগের নিয়মেই পরিচালিত হবে।

টেক্সাসে গবাদিপশুর শরীরে

(শেষ পাতার পর)

কানাডার খাদ্য পরিদর্শক সংস্থা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছে। এতে বলা হয়েছে, ২১ দিনের মধ্যে কোনো না কোনো সময়ে টেক্সাসে ছিল, এমন গরু ও ঘোড়াকে সীমান্ত দিয়ে কানাডায় ঢোকানো যাবে না। গবাদিপশু উৎপাদনের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে টেক্সাস সবচেয়ে এগিয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ বলেছে, টেক্সাসে দ্বিতীয় একটি বাছুরের শরীরেও এ পরজীবী পাওয়া গেছে। এ পরিস্থিতিতে টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট গত ৫ জুন শুক্রবার এ সংক্রমণকে 'আসন্ন হুমকি' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি অঙ্গরাজ্যে দুর্যোগ পরিস্থিতি ঘোষণা করেছেন।

অ্যাবট সাংবাদিকদের আরও বলেন, গ্রীষ্মকালজুড়ে এ সংক্রমণ আরও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

উদ্বেগ সৃষ্টিকারী এ পরজীবীর নাম নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম। এটি একধরনের পরজীবী মাছি। এ প্রজাতির স্ত্রী মাছি উষ্ণ রক্তের জীবিত প্রাণী ও মানুষের শরীরের ক্ষতস্থান ও মিউকাস মেমব্রেনে ডিম পাড়ে। সেখানে ডিম ফুটে শত শত লার্ভা বের হয়, যেগুলো ধারালো মুখ দিয়ে জীবন্ত মাংসের ভেতরে ঢুকে খুঁড়তে থাকে। সময়মতো চিকিৎসা না করলে আক্রান্ত প্রাণীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা গত ৩ জুন বুধবার বলেছেন, টেক্সাসে গত ৬০ বছরে প্রথমবারের মতো এ পরজীবীর সংক্রমণ ধরা পড়েছে। প্রথমে তিন সপ্তাহ বয়সী একটি গরুর বাছুরের নাভির অংশে এ মাংসখেকো মাছির লার্ভা পাওয়া যায়। মেক্সিকো সীমান্ত থেকে প্রায় ৩০ মাইল দূরে লা প্রিয়র শহরে এ ঘটনা ঘটেছে। এরপর দ্বিতীয় একটি সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। সেখানে এক মাস বয়সী আরেকটি বাছুর আক্রান্ত ছিল। এ বাছুরের অবস্থান জাভালা কাউন্টিতে, যা প্রথম ঘটনাস্থল মাত্র ৫ দশমিক ৬ মাইল দূরে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ বলেছে, একাধিক সন্দেহজনক নমুনা পরীক্ষা করার সময় এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

কৃষি বিভাগ আরও বলেছে, প্রথম ঘটনার পর ওই এলাকায় ২০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের একটি 'নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল' তৈরি করা হয়েছে। সেখানে কড়াকড়ি, পশু চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

এসব ঘটনাকে মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকোতে চলমান একটি প্রাদুর্ভাবের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা সেখানকার পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছিলেন।

গ্রেগ অ্যাবট রাজ্যে দুর্যোগ পরিস্থিতি ঘোষণা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, মাংসখেকো পরজীবী শনাক্ত হওয়ার বিষয়টি টেক্সাসের কৃষি খাতে বড় ধরনের হুমকি তৈরি করেছে। সংক্রমণের বিস্তার ঠেকাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে এতে।

কানাডার খাদ্য পরিদর্শক সংস্থা বলেছে, ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে কানাডায় এ পরজীবীর বড় সমস্যা হয়ে ওঠার আশঙ্কা কম। কারণ, এটি সাধারণত উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলে বেশি ছড়ায়। তবে তারা কৃষকদের সতর্ক থাকতে বলেছে। বিশেষ করে গবাদিপশুর শরীরে কোনো ক্ষত থাকলে এবং সেই ক্ষতে যদি পুঁজ বা দুর্গন্ধ থাকে, তাহলে তার দিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে। টেক্সাসে ভ্রমণ করলে পোষা প্রাণীর শরীরও ভালোভাবে পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছে খাদ্য পরিদর্শক সংস্থা।

আলহামরার এক মায়াবী বিকেল

(শেষ পাতার পর)

ইট-পাথরের তৈরি নয়, বরং কবির স্বপ্নের মতো। উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সালে আলহামরা প্রাসাদ ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

স্পেনের দক্ষিণে এই গ্রানাডা শহরের বুক চিরে উঠে এসেছে এক লালাভ স্বপ্ন-আলহামরা। দূর থেকে তাকালে মনে হয়, সূর্যাস্তের আলোয় কেউ যেন পাহাড়ের গায়ে অগ্নিরঙা কোনো কবিতা লিখে রেখেছে। আমার সঙ্গী মারিয়া। সে এখানকারই স্থানীয় গাইড। তার চোখের দৃষ্টিতে যেন আন্দালুসিয়ার প্রাচীন ইতিহাস মিশে আছে। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই সে আমার হাতটা আলতো করে ধরলো। সাবধানে- সে নিচু স্বরে বললো। এই পাথরের প্রতিটি ভাঁজে অনেক গোপন কথা লুকিয়ে আছে। পা রাখলে সেগুলো জেগে ওঠে। তার রসিকতায় আমি হেসে উঠলাম।

আলহামরার 'নাজারি প্রাসাদ'-এর ভেতর দিয়ে আমরা যখন হাঁটছিলাম, মনে হচ্ছিলো কোনো এক রূপকথার জগতে ঢুকে পড়েছি। চারিদিকে জটিল জ্যামিতিক নকশা আর দেওয়ালে খোদাই করা আরবি ক্যালিগ্রাফি। মাঝখানে 'কোর্ট অব দ্য লায়ন্স'-এর ঝর্ণা থেকে জল পড়ার শব্দ একটা অদ্ভুত ছন্দের সৃষ্টি করছিলো। মারিয়া ঝর্ণার পাশে বসে পড়লো। জলের দিকে তাকিয়ে সে বললো, শোনো এই জল যেন কথা বলে। শত বছর আগে রাজকন্যারা যখন এই পথে হাঁটতেন, তাদের নূপুরের শব্দের সঙ্গে এই জল মিশে এক অপূর্ব সুর তৈরি করতো।

আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম-তুমি কি সেই সুর এখনও শুনতে পাও? মারিয়া একটু হাসলো। ওর হাসিতে স্প্যানিশ রোদে পোড়া মিষ্টি একটা আভা। বললো, আমি শুধু সুর নয়, যারা এখানে এসে হারিয়ে গেছে, তাদের দীর্ঘশ্বাসও শুনতে পাই। তবে তুমি যখন সঙ্গে আছো তখন কেবল ভালোবাসার সুরটাই কানে আসছে।

আলহামরার পথে উঠতে উঠতে আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন সময়ের ভেতর দিয়ে হাঁটছি। বাতাসে হালকা কমলালেবুর গন্ধ, চারপাশে সাইপ্রাস গাছের সারি-একটা নীরব অথচ গভীর সুর বাজছে প্রকৃতির ভেতরে। আমরা যখন জেনারেলফি উদ্যানে এলাম, তখন চারদিকে কেবল ফুলের গন্ধ আর সাইপ্রাস গাছের সারি। এটি ছিল সুলতানদের গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপন কেন্দ্র। মারিয়া একটা গোলাপের ডালের দিকে ইশারা করে বললো, জানা যায়, সুলতানের প্রিয়তমা এই বাগানে এসেই প্রথম আকাশের দিকে চেয়ে নিজের ভালোবাসার কথা স্বীকার করেছিলেন। আজও নাকি এই বাগানে কেউ একা এলে সে তার ভালোবাসার মানুষের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করে। আমি ওর কাছে সরে এলাম। আমাদের মধ্যে তখন কয়েক ইঞ্চির দূরত্ব। বাতাসের ঝাপটায় ওর চুলের ঘ্রাণ ভেসে এলো- একদম বুনো ফুলের মতো। বললাম-আমি কিন্তু একা নই মারিয়া। আমার সঙ্গে তো আলহামরার ইতিহাস আছে, আর...

মারিয়া আমার চোখের দিকে সরাসরি তাকালো। তার নীল মণি দুটোয় যেন হাজার বছরের রহস্য। বললো, 'আর?' আর আমার গাইডের সেই রহস্যময় হাসিটা-আমি ফিসফিস করে বললাম। মারিয়া একটু লজ্জা পেয়ে মাটির দিকে তাকালো। সে আমার হাতটা একটু চেপে ধরলো। সে সময় চারপাশের ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আর দূর থেকে ভেসে আসা গিটারের সুর যেন আমাদের সেই মুহূর্তটাকে চিরস্থায়ী করে দিলো।

আলহামরার দেওয়ালে একটি বাক্য বারবার চোখে পড়ে-"La ilaha illallah" (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই)। ইতিহাস, ধর্ম আর শিল্প-সব এক হয়ে গেছে এই স্থাপত্যে। পাহাড়ের নিচে গ্রানাডা শহর তখনো ঘুমায়নি। আলহাম্ব্রার উঁচু বুরুজ থেকে যখন নিচের দিকে তাকালাম, মনে হলো আমরা পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে আছি। মারিয়া বললো-কাল হয়তো তুমি নিউ ইয়র্কে ফিরে যাবে। কিন্তু আলহামরার এই পাথর আর এই ঝর্ণার সুর আমার মনে অমর হয়ে থাকবে।

আমি আমার হাতে থাকা নোটবুকটা বন্ধ করে বললাম- আমার ডায়েরিতে আলহামরার অনেক স্মৃতি লিখে রেখেছি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি থাকবে তোমার এই হাত ধরে হাঁটার স্মৃতিটুকু। আলহামরা হয়তো একদিন ধ্বংস হবে, কিন্তু আমাদের এই মুহূর্তটা এই পাথরের মতোই অবিনশ্বর হয়ে থাকবে। আমি শেষবারের মতো ফিরে তাকালাম আলহামরার দিকে। ভাবলাম- রাজারা চলে গেছেন, সাম্রাজ্য মুছে গেছে, কিন্তু এই সৌন্দর্য্য রয়ে গেছে অমর হয়ে। আলহামরা শুধু একটি প্রাসাদ নয়- এটি স্মৃতি, এটি ইতিহাস, এটি এক হারিয়ে যাওয়া জগতের নিঃশব্দ কবিতা। আর সেই কবিতার প্রতিটি লাইনে লুকিয়ে আছে মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা-সৌন্দর্য্যকে ধরে রাখার, সময়কে থামিয়ে দেওয়ার। বিদায় বেলায় মারিয়া আমার কপালে একটা হালকা চুমু খেলো। সেই স্পর্শে যেন স্পেনের উত্তাপ আর গ্রানাডার প্রাচীন হৃদস্পন্দন মিশে ছিলো। আমি সামনে হাঁটা শুরু করলাম। পেছনে ফিরে তাকাইনি। কারণ, আমি জানি, এই ঐতিহাসিক প্রাসাদের প্রতিটি কোণে আমার এক টুকরো হৃদয় চিরদিনের জন্য জমা রেখে গেলাম।

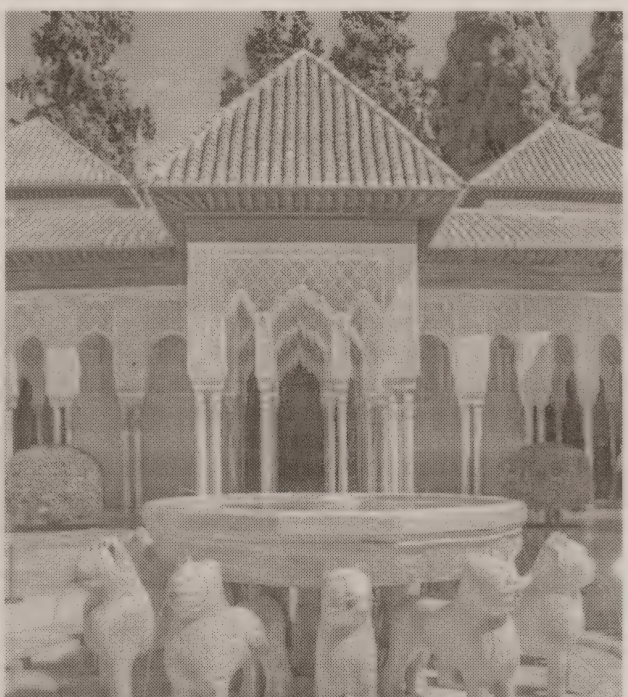

আলহামরা প্রাসাদের ছবি

সভায় উপস্থিতির একাংশ

সভায় উপস্থিতির একাংশ

বাংলাদেশ ল সোসাইটির

(শেষ পাতার পর)

জরুরি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমান সভাপতি আব্দুল ওয়াহিদ ও সাধারণ সম্পাদক কামার উদ্দিনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ব্যারিস্টার আকমাম খানকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমানকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষ জরুরি সভাপতি গত ৫ জুন সন্ধ্যায় নবান্ন পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়।

জরুরি সভায় সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির সহ-সভাপতি ব্যারিস্টার মো. আকমাম খান ও সভা পরিচালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মো. আতিকুর রহমান শাবু। জরুরি সভায় বাংলাদেশ ল সোসাইটি ইউএসএ, ইনক এর বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল ওয়াহিদ ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামাল উদ্দিন কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার, অসাংবিধানিক কর্মকান্ড, অগঠনতান্ত্রিকভাবে স্বাক্ষরিত একটি নোটিশে কার্যনির্বাহী কমিটির ৬ জন বিজ্ঞ আইনজীবী সদস্যকে অব্যাহতি দেওয়া প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

উপস্থিত সভায় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অসাংবিধানিক, অসাংগঠনিক কার্যক্রম এর কারণে বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ ইনকের সীমাহীন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনার উপক্রম হওয়ায় সভায় আলোচনা ক্রমে এবং সর্বসম্মতভাবে সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল ওয়াহিদ ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামাল উদ্দিন এর বিরুদ্ধে বিগত ১, জুন ২০২৬ তারিখের অনাস্থা প্রস্তাব কার্যনির্বাহী কমিটির আলাপ আলোচনা করে সর্বসম্মতিতে গৃহিত হয়। যে কারণে তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ ল সোসাটির সিনিয়র কয়েকজন আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায়, সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল ওয়াহিদ ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামাল উদ্দিন দায়িত্ব পাওয়ার পর হতে বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ ইনক এর সংবিধান ভঙ্গ করে বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন, স্বেচ্ছাচারিতা ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের মতামতকে তোয়াক্কা না করে স্বৈরাচারিভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করায় সোসাইটির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাধারণ সদস্যরা মারাত্মকভাবে সংক্ষুব্ধ হওয়ার কারণে ও সোসাইটির ভাঙন রোধ করতে কার্যনির্বাহী কমিটির ১৭ জন সদস্যদের মধ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছাড়া মোট ১৫ জন সদস্যের থেকে ১১ জন সদস্যের ঐক্যমতের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে।

সোসাইটির কার্যনির্বাহী কমিটির উপস্থিত সদস্যদের কণ্ঠ ভোটে সহ-সভাপতি ব্যারিস্টার মো. আকমাম খানকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক-১ অ্যাডভোকেট মো. আতিকুর রহমান শাবুকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পদকের দায়িত্ব অর্পন করা হয়।

সভায় উপস্থিত সদস্যরা হলেন-১) ব্যারিস্টার মো. আকমাম খান, সহ-সভাপতি ২) অ্যাডভোকেট সোনিয়া সুলতানা, সহ-সভাপতি ৩) অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান সাবু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ৪) নুরুল করিম জুয়েল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ৫) অ্যাডভোকেট মাহবুব আলম, অর্থ সম্পাদক ৬) অ্যাডভোকেট জয়জিত আচার্য্য, প্রচার সম্পাদক ৭) অ্যাডভোকেট মাহবুব আলম, দপ্তর সম্পাদক ৮) অ্যাডভোকেট রুবিনা মান্নান, কার্যনির্বাহী সদস্য ৯) অ্যাডভোকেট মো. সাব্বির আহমদ মাসার, কার্যনির্বাহী সদস্য ১০) অ্যাডভোকেট কাজী এম.জুয়েল, কার্যনির্বাহী সদস্য এবং ১১) অ্যাডভোকেট মো. হাসনাত কবীর ফাহিম, কার্যনির্বাহী সদস্য।

সভায় আব্দুল ওয়াহিদ ও কামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে যে, বিগত ছয় মাসে তারা সংবিধান-বহির্ভূত প্রায় ২০টি উপকমিটি গঠন করে এবং আবার সেই উপ-কমিটিগুলো বাতিল করে। সর্বপরি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন ও উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। তাতে কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো সদস্যের মতামত না নিয়ে বা কোন রেজ্যুলেশন না করে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ল'সোসাটির সংবিধানে ট্রাস্টি বোর্ডের কোন উল্লেখ নেই ও উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের জন্য ৭ জন উপদেষ্টার কথা লিখা আছে। কিন্তু আব্দুল ওয়াহিদ ও কামাল উদ্দিন অসাংবিধানিকভাবে ১১ জনের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। তাই কার্যনির্বাহীর সদস্যরা সোসাইটির স্বার্থ রক্ষা ও মতানৈক্য দূর করে আগামী দিনে সোসাইটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আব্দুল ওয়াহিদ ও কামাল উদ্দিনের বক্তব্য মতে বিগত কমিটি সংগঠনের স্বার্থে ৩৫টি কবর ক্রয় করা হয়েছিলো যা যথাক্রমে বাংলাদেশ ল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অ্যাডভোকেট কাজী সামসুদ্দোহা, অ্যাডভেকেট জুনেল আহমদ জনি ও অ্যাডভেকেট এম. মতিউর রহমানের নামে যৌথভাবে ক্রয় করা হয়েছে। কবর ক্রয় করা নিয়ে কোন বিরোধ নেই। সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে মুসলিম সদস্যদের জন্য ৩৫টি কবর ক্রয় করার পাশাপাশি হিন্দু ধর্মালম্বীদের জন্য সমপরিমাণ অর্থ সোসাইটির ব্যাংক একাউন্টে সঞ্চয় রাখা আছে। বিগত ২০২৪-২০২৫ সালের কার্যনির্বাহী কমিটির হিসাব সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতি অ্যাডভোকেট এম মতিউর রহমান, অ্যাডভোকেট ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সোনিয়া সুলতানা ও কোষাধ্যক্ষ অ্যাডভোকেট মাহবুব আলম এর স্বাক্ষরিত অর্থনৈতিক প্রতিবেদন সকল সাধারণ সদস্যের উপস্থিতিতে পাশ করা হয়েছিলো। সেই বার্ষিক সাধারণ সভায় সংবিধানের ও বেশ কিছু আর্টিকেল সংশোধন করে বিগত ডিসেম্বর মাসের ১৩ তারিখে সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মূলত আব্দুল ওয়াহিদ ও কামাল উদ্দিন সোসাইটিকে নেতৃত্ব দিয়ে পরিচালনা করতে অক্ষম। তাদের সাংগঠনিক অনভিজ্ঞতা, একতরফা ও একগুয়ামীর সিদ্ধান্তের কারণে সংগঠন নানা ভাগে বিভক্ত হওয়ার উপক্রম হয়। যার কারণে এই ঐতিহ্যবাহী ল'সোসাইটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতেই তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখবে ৫০

(শেষ পাতার পর)

একটি বিশাল ফ্রি ওয়াচ পার্টি আয়োজন করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। আগামী ১৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই আয়োজনকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ পাবলিক ভিউয়িং ইভেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, যেখানে প্রায় ৫০ হাজার দর্শক একসঙ্গে সেন্ট্রাল পার্কে ম্যাচ উপভোগ করতে পারবেন। ঘোষণাটি এসেছে নিউ ইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল, নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি, ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো, গ্লোবাল সিটিজেন সিইও হিউ ইভান্স, সেন্ট্রাল পার্ক কনজারভেন্সি প্রেসিডেন্ট বেটসি স্মিথ এবং এনওয়াইএনজে হোস্ট কমিটির সিইও অ্যালেক্স লাসরির যৌথ উদ্যোগে।

এই ওয়াচ পার্টিটি সেন্ট্রাল পার্কের গ্রেট লনে আয়োজন করা হবে এবং এটি গ্লোবাল সিটিজেনের সহযোগিতায় পরিচালিত হবে। আয়োজকদের মতে, টিকিট সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হলেও তা লটারির মাধ্যমে বিতরণ করা হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ জুন সকাল ১০টা থেকে নিবন্ধন করতে পারবেন এবং লটারির আবেদন শেষ হবে ১৬ জুলাই। অনুষ্ঠানের গেট খুলবে দুপুর ১২টায় এবং ফাইনাল ম্যাচ শুরু হবে বিকেল ৩টায় (ইস্টার্ন টাইম)।গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেন, বিশ্বকাপ একটি একবারের জীবনকালের অভিজ্ঞতা এবং এটি সব বয়সের নিউ ইয়র্কবাসীর উপভোগের সুযোগ হওয়া উচিত। তিনি বলেন, যারা সরাসরি স্টেডিয়ামে যেতে পারবেন না, তাদের জন্যই শহরের সবচেয়ে বড় পাবলিক ভিউয়িং আয়োজন করা হচ্ছে। নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি বলেন, বিশ্বকাপের অংশ হতে হাজার হাজার ডলার খরচ করা উচিত নয়। আমাদের প্রশাসনের অধীনে সেটি লাগবে না। তিনি জানান, ৫০ হাজার মানুষের জন্য ফ্রি ওয়াচ পার্টির পাশাপাশি প্রতিটি বরোতে ফ্যান ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষও এই বিশ্বমঞ্চের অংশ হতে পারে।

এনওয়াইএনজে হোস্ট কমিটির সিইও অ্যালেক্স লাসরি বলেন, বিশ্বকাপ ফাইনাল বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দেখা ক্রীড়া ইভেন্টগুলোর একটি। সেন্ট্রাল পার্কে একসঙ্গে ৫০ হাজার মানুষকে বিনামূল্যে এটি দেখার সুযোগ দেওয়া একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত হবে।গ্লোবাল সিটিজেনের সিইও হিউ ইভান্স বলেন, সেন্ট্রাল পার্কের গ্রেট লন গত ১৪ বছর ধরে তাদের কার্যক্রমের কেন্দ্র। এবার তারা বিশ্বকাপ ফাইনালের সবচেয়ে বড় পাবলিক ভিউয়িং আয়োজন করতে পেরে গর্বিত।এই আয়োজনের পাশাপাশি সেন্ট্রাল পার্কে একটি অস্থায়ী ফুটবল মাঠ ফিফা অ্যারেনা চালু করা হয়েছে, যা ১০ জুন থেকে ১৮ জুলাই পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সেখানে ফুটবল ক্লিনিক, যুব টুর্নামেন্ট এবং ওপেন প্লে সেশন আয়োজন করা হবে।

ফিফা ও স্ট্রিট সকার ইউএসএর উদ্যোগে তৈরি এই মাঠটি বিশ্বকাপ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন বয়সের মানুষের জন্য বিনামূল্যে ফুটবল খেলার সুযোগ দেবে। আয়োজকদের মতে, এটি শুধু একটি ক্রীড়া আয়োজন নয়, বরং কমিউনিটি অংশগ্রহণ ও ফুটবলের প্রসার বাড়ানোর একটি উদ্যোগ।এই প্রকল্পে নিউ ইয়র্ক স্টেট ও সিটি প্রশাসন মোট ৯.৫ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ করেছে। পাশাপাশি কিছু টিকিট স্থানীয় দাতব্য সংস্থার জন্য সংরক্ষিত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

বিশ্বকাপ উপলক্ষে নিউ ইয়র্কে আরো বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সাশ্রয়ী পরিবহন ব্যবস্থা, স্টেডিয়াম শাটল বাস সার্ভিসে ভাড়া হ্রাস, এবং লং আইল্যান্ডের স্টনি ব্রুক ইউনিভার্সিটি ও মিড-হাডসন অঞ্চলের কেনসিকো ড্যাম প্লাজায় আলাদা ওয়াচ ইভেন্ট।আয়োজকদের মতে, এসব উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো বিশ্বকাপকে সাধারণ মানুষের কাছে আরো সহজলভ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলা, যাতে নিউ ইয়র্কবাসী এই বৈশ্বিক ক্রীড়া উৎসবের অংশ হতে পারে।

নিউ ইয়র্ক পুলিশের বাংলাদেশি

(শেষ পাতার পর)

পদোন্নতি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনওয়াইপিডি পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ। তার হাত থেকে পদোন্নতির সনদ গ্রহণ করেন বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন (ইঅচঅ)-এর তিনজন গর্বিত সদস্য।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা হলেন-পুলিশ অফিসার তান্নি চন্দা, যিনি সার্জেন্ট পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন; পুলিশ অফিসার সাফায়েত জামিল, যিনি ডিটেকটিভ পদে পদোন্নতি পেয়েছেন; এবং পুলিশ অফিসার আশফাকুর রহমান, যিনি ডিটেকটিভ পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন।

এই অসাধারণ অর্জনে বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয়েছে। সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন একেএম আলম, ভাইস প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট ডিটেকটিভ স্কোয়াড এরশাদুর সিদ্দিক এবং সেক্রেটারি ডিটেকটিভ জামিল সারোয়ার এক যৌথ শুভেচ্ছা বার্তায় বলেন, এই সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত অর্জন নয়, বরং সমগ্র বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির জন্য গর্বের বিষয়। বাপার মিডিয়া লিয়াজোঁ সার্জেন্ট জসিম মিয়া বলেন, আমাদের এ সদস্যদের কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে এ পদোন্নতি এসেছে। তাদের এই সাফল্য আগামী প্রজন্মের বাংলাদেশি-আমেরিকান তরুণদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

অনুষ্ঠানে বাপার সাবেক সার্জেন্ট অফ আর্মস পুলিশ অফিসার মাহবুব জুয়েলসহ বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন পেশাজীবী, শুভানুধ্যায়ী এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত এ কর্মকর্তাদের সাফল্যে পুরো বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিতে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে। কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ মনে করেন, তাদের এই অর্জন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে যোগদানে উৎসাহিত করবে এবং বাংলাদেশি-আমেরিকানদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করবে।

পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তারা

গভর্নর ক্যাথি হোকুল ও মেয়র মমদানি ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনাল উপলক্ষে সেন্ট্রাল পার্কে ফ্রি ওয়াচ পার্টি আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছেন।

ফিফা প্রেসিডেন্ট গভর্নর ক্যাথি হোকুল ও মেয়র মামদানি ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনাল উপলক্ষে সেন্ট্রাল পার্কে ফ্রি ওয়াচ পার্টি আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছেন।

এইচ-১বি ভিসা

এইচ-১বি ভিসায় ১ লাখ ডলারের ফি

(প্রথম পাতার পর)

এ ফি মূলত একটি কর আরোপ এবং কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া প্রেসিডেন্ট বা নির্বাহী শাখা এমন কর আরোপ করতে পারে না। ফলে তিনি ট্রাম্প প্রশাসনের নীতিটিকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল ঘোষণা করেন। এ রায় ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন সীমিত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আরেকটি বড় আইনি ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও গবেষণা খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এইচ-১বি ভিসা কর্মসূচির ওপর এর বড় প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

৪২ পৃষ্ঠার রায়ে বিচারক সোরোকিন বলেন, ১ লাখ ডলারের এই অর্থকে প্রশাসন যেভাবেই বর্ণনা করুক না কেন, এর প্রকৃতি ও বাস্তব প্রয়োগ স্পষ্টভাবে দেখায় যে এটি একটি কর। তিনি লিখেছেন, এখানে এক লাখ ডলারের অর্থপ্রদানের প্রকৃতি ও প্রয়োগ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে এটি একটি কর, অর্থের নাম যাই দেওয়া হোক না কেন। গত বছরের সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি ঘোষণাপত্রে নতুন এ ফি চালু করেন। নীতিমালা অনুযায়ী, নতুন এইচ-১বি ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত এক লাখ ডলার দিতে হতো। সাধারণত এই ব্যয় স্পন্সরকারী প্রতিষ্ঠানই বহন করে থাকে। প্রশাসনের দাবি ছিল, এ ব্যয়বহুল ব্যবস্থা কোম্পানিগুলোকে বিদেশি কর্মী নিয়োগের পরিবর্তে মার্কিন নাগরিকদের চাকরি দিতে উৎসাহিত করবে।

ট্রাম্প প্রশাসন আদালতে যুক্তি দেয়, এইচ-১বি কর্মসূচি দীর্ঘদিন ধরে অপব্যবহারের শিকার হয়েছে। প্রশাসনের মতে, অনেক প্রতিষ্ঠান এ কর্মসূচির মাধ্যমে মার্কিন কর্মীদের পরিবর্তে কম মজুরির বিদেশি শ্রমিক নিয়োগ করেছে। তাদের দাবি, নতুন ফি আরোপের ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো বিদেশি কর্মীর পরিবর্তে দেশীয় শ্রমবাজার থেকে কর্মী নিয়োগে বেশি আগ্রহী হবে। কিন্তু বিচারক সোরোকিন প্রশাসনের সেই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, সংবিধান অনুযায়ী কর আরোপের একচ্ছত্র ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে। প্রশাসন ফিটিকে রেগুলেটরি পেমেন্ট বা নিয়ন্ত্রক ফি হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করলেও আদালত মনে করেছে এটি আসলে করেরই একটি রূপ।

রায়ে বিচারক উল্লেখ করেন, প্রশাসন রেগুলেটরি পেমেন্ট বলতে কী বোঝায় তার কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞা দিতে পারেনি। এমনকি এই শব্দগুচ্ছের সমর্থনে কোনো আইন, বিধি বা পূর্ববর্তী আদালতের সিদ্ধান্তও দেখাতে পারেনি। ফলে প্রশাসনের দাবি ছিল ভিত্তিহীন।বিচারক আরো বলেন, নীতিটি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং এর আগে কোনো আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনা বা জনমত গ্রহণের প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। অথচ প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং আর্থিক খাতসহ বহু শিল্পখাত দীর্ঘদিন ধরে এইচ-১বি কর্মসূচির ওপর নির্ভরশীল। এসব খাতের ব্যাপক বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন তাদের মতামত নেওয়ার সুযোগ দেয়নি।

প্রতি বছর এইচ-১বি কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৮৫ হাজার নতুন ভিসা প্রদান করা হয়। এসব ভিসার মাধ্যমে মার্কিন কোম্পানিগুলো বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন বিদেশি পেশাজীবীদের নিয়োগ করে থাকে। তথ্যপ্রযুক্তি, প্রকৌশল, চিকিৎসা, গবেষণা, আর্থিক সেবা এবং উচ্চশিক্ষা খাতে এই কর্মসূচির ব্যবহার সবচেয়ে বেশি।

এইচ-১বি ভিসাধারীরা সাধারণত তিন বছরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে কাজের অনুমতি পান। পরবর্তীতে এই অনুমতি নবায়ন করা যায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই এটি স্থায়ী বসবাসের সুযোগের পথ তৈরি করে। ফলে দক্ষ বিদেশি কর্মীদের কাছে এই কর্মসূচি দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মজীবন গড়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

নতুন ফি চালুর বিরুদ্ধে গত ডিসেম্বরে ২০টি ডেমোক্র্যাট-নিয়ন্ত্রিত অঙ্গরাজ্য মামলা করে। ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল রব বন্টা এবং ম্যাসাচুসেটসের অ্যাটর্নি জেনারেল আন্দ্রেয়া ক্যাম্পবেলের নেতৃত্বে দায়ের করা মামলায় বলা হয়, এই নীতি যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষ কর্মীর ঘাটতি আরো বাড়িয়ে তুলবে। মামলায় উল্লেখ করা হয়, শিক্ষক, চিকিৎসক, গবেষক এবং অন্যান্য উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে কর্মী সংকট রয়েছে। নতুন ফি কার্যকর হলে বিদেশি দক্ষ কর্মী নিয়োগ আরো কঠিন হয়ে পড়বে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও গবেষণার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

রায়ের পর ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল রব বন্টা এক বিবৃতিতে বলেন, ট্রাম্প প্রশাসনের বেআইনি ও ব্যয়বহুল এক লাখ ডলারের কর আদালত বাতিল করে দিয়েছে। তিনি বলেন, এই কর ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্রের চাহিদা পূরণে সহায়ক উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদের নিরুৎসাহিত করার একটি পদক্ষেপ। নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমসও রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রতিদিন হাজার হাজার এইচ-১বি ভিসাধারী নিউ ইয়র্কবাসীর সেবা করছেন চিকিৎসক, শিক্ষক এবং অন্যান্য দক্ষ পেশাজীবী হিসেবে। আদালত আজ প্রশাসনের সেই বেআইনি প্রচেষ্টার অবসান ঘটিয়েছে, যা এ গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছিল।

তবে এ ইস্যুতে ফেডারেল আদালতগুলোর মধ্যে মতপার্থক্যও দেখা দিয়েছে। গত ডিসেম্বরে ওয়াশিংটনের এক ফেডারেল বিচারক বেরিল হাওয়েল ভিন্ন একটি মামলায় ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অভিবাসন আইন অনুযায়ী কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে বিদেশিদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে বিস্তৃত ক্ষমতা দিয়েছে। তাই প্রশাসনের এ পদক্ষেপ আইনসঙ্গত হতে পারে। কিন্তু বিচারক সোরোকিন তার রায়ে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের একাধিক সিদ্ধান্তের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বিশেষ করে ২০১২ সালে ওবামাকেয়ার বা অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট সংক্রান্ত ঐতিহাসিক মামলার রায় উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, কর বা আর্থিক জরিমানা আরোপের ক্ষমতা কেবল তখনই বৈধ হয় যখন কংগ্রেস স্পষ্টভাবে সেই অনুমোদন দেয়।

জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের আইনজীবীরা আদালতে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্ত বিচারিক পর্যালোচনার আওতায় পড়ে না এবং আদালতের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা নেই। তবে বিচারক সেই অবস্থানও প্রত্যাখ্যান করেন। রায়ের পর হোয়াইট হাউস এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র টেইলর রজার্স বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে এমন বিদেশি নাগরিকদের প্রবেশ সীমিত করার স্পষ্ট আইনি ক্ষমতা রয়েছে, যাদের উপস্থিতি তিনি দেশের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করেন। তিনি জানান, প্রশাসন আপিল করবে এবং তারা বিশ্বাস করে উচ্চ আদালতে এই রায় উল্টে যাবে।অন্যদিকে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের এক মুখপাত্র বিচারকের সিদ্ধান্তকে বিচারিক সক্রিয়তার উদাহরণ বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন সংস্কারের লক্ষ্য হলো মার্কিন নাগরিক, শ্রমিক ও পরিবারের স্বার্থ রক্ষা করা।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এ রায়টি এমন সময় এলো যখন সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ট্রাম্প প্রশাসনের একাধিক অভিবাসনসংক্রান্ত পদক্ষেপ আদালতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। কয়েকদিন আগেই আরেক ফেডারেল বিচারক কর্মসংস্থান অনুমতিপত্র ও অন্যান্য অভিবাসন সুবিধার আবেদন স্থগিত করার প্রশাসনিক নীতি বাতিল করেন। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, এইচ-১বি ফি সংক্রান্ত মামলাটি এখন আপিল আদালতে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পেতে আরো সময় লাগতে পারে। তবে আপাতত ফেডারেল আদালতের এ রায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও গবেষণা খাতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বস্তির বার্তা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ইতিহাসের সবচেয়ে বড়

(প্রথম পাতার পর)

সবচেয়ে বড় ডিন্যাচারালাইজেশন অভিযান হিসেবে বর্ণনা করেছে মার্কিন বিচার বিভাগ। ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, এই উদ্যোগের মাধ্যমে তারা নাগরিকত্ব প্রক্রিয়ায় প্রতারণা, অপরাধ গোপন করা এবং ভুয়া তথ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জনের বিষয়গুলো কঠোরভাবে দমন করতে চায়। মার্কিন বিচার বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, গত কয়েক দশকে নাগরিকত্ব বাতিলের এমন মামলা খুবই সীমিত ছিল। ১৯৯০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বছরে গড়ে মাত্র ১১টি মামলা করা হতো। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রক্রিয়াকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা হয়েছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আইন অনুযায়ী, যারা নাগরিকত্ব পাওয়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করে,যেমন ফৌজদারি অপরাধের ইতিহাস বা ভুয়া পরিচয় তাদের নাগরিকত্ব বাতিলের আইনি সুযোগ রয়েছে। তবে এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল, দীর্ঘমেয়াদি এবং বিরলভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, কারণ সরকারকে আদালতে প্রমাণ করতে হয় যে আবেদনকারী প্রতারণার মাধ্যমে নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন। জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, ২০২৫ সালে তারা নাগরিকত্ব বাতিলের লক্ষ্যভিত্তিক শ্রেণি আরো বিস্তৃত করেছে। এর আগে গত মাসেও একাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় উদ্যোগ ছিল। সর্বশেষ অভিযানে যাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে কয়েকজন গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত বা অভিযুক্ত বলে জানানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শিশু নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত একজন হাইতিয়ান অভিবাসী, ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুকে যৌন নির্যাতনের দায়ে দণ্ডিত সাবেক যুগোস্লাভ নাগরিক, নাবালকের যৌন চিত্র সংক্রান্ত অপরাধে দণ্ডিত মেক্সিকোর একজন অভিবাসী, কলম্বিয়ায় জন্ম নেওয়া এক সাবেক ক্যাথলিক যাজক যিনি শিশু নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত, এবং ফিলিপাইনে জন্ম নেওয়া এক ব্যক্তি যিনি শিশু-সংক্রান্ত যৌন অপরাধে দোষ স্বীকার করেছেন। এছাড়া তালিকায় রয়েছে একজন ভারতীয় অভিবাসী, যিনি ভুয়া এইচ-১বি ভিসা আবেদন জমা দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত; একজন কলম্বিয়ান মাদক চক্রের নেতার কন্যা, যার বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অভিযোগ রয়েছে; জ্যামাইকা জন্ম নেওয়া এক ব্যক্তি যিনি ওয়্যার ফ্রডে দণ্ডিত এবং কিউবান বংশোদ্ভূত এক নারী, যিনি একটি আদিবাসী ক্যাসিনোতে প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত।

মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্ল্যাঞ্চ বলেছেন, নাগরিকত্ব প্রক্রিয়ার অপব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, যারা অপরাধ ঢেকে রেখে বা মিথ্যা তথ্য দিয়ে নাগরিকত্ব নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসন আইনগত সব পথ ব্যবহার করে নাগরিকত্ব বাতিলের এ অভিযান চালিয়ে যাবে। তাদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব একটি অর্জিত অধিকার, যা সততা ও আইন মেনে অর্জন করতে হয়।

প্রশাসনের ভাষ্য অনুযায়ী, কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য দিয়ে নাগরিকত্ব গ্রহণ করে বা গুরুতর অপরাধ গোপন করে থাকে, তাহলে তার নাগরিকত্ব বাতিলের পর তিনি আবার পূর্বের অভিবাসন অবস্থায় ফিরে যাবেন এবং অনেক

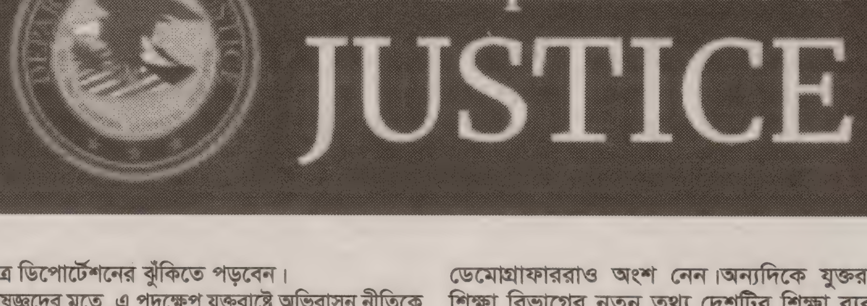

ক্ষেত্রে ডিপোর্টেশনের ঝুঁকিতে পড়বেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এ পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নীতিকে আরো কঠোর করার অংশ এবং এটি আদালতে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের দিকে যেতে পারে। পাশাপাশি মানবাধিকার ও অভিবাসন অধিকার নিয়ে নতুন বিতর্কও তৈরি হতে পারে। এ উদ্যোগকে ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধ দমনের বৃহত্তর নীতির অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে, যা ইতিমধ্যে দেশজুড়ে ব্যাপক রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি করেছে।

৭৫ হাজার অভিবাসী

(প্রথম পাতার পর)

হাইস্কুল থেকে স্নাতক হলেও তাদের উচ্চশিক্ষা ও কর্মজীবনের ভবিষ্যৎ ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। অভিবাসন নীতির পরিবর্তন, আর্থিক সহায়তার সীমাবদ্ধতা এবং বৈধ কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হওয়ার কারণে এসব শিক্ষার্থীর সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছে অভিবাসনবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান মাইগ্রেশন পলিসি ইনস্টিটিউট।

প্রতিষ্ঠানটির সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বর্তমানে

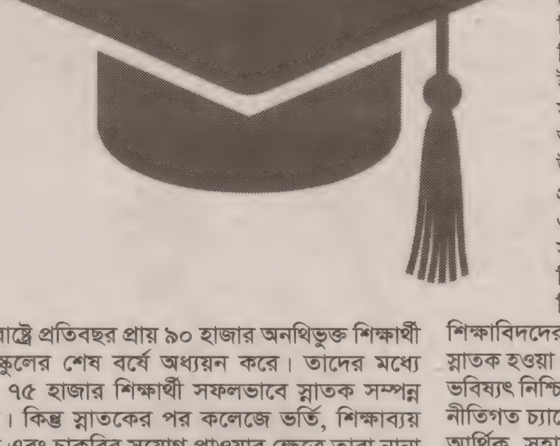

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর প্রায় ৯০ হাজার অনথিভুক্ত শিক্ষার্থী হাইস্কুলের শেষ বর্ষে অধ্যয়ন করে। তাদের মধ্যে প্রায় ৭৫ হাজার শিক্ষার্থী সফলভাবে স্নাতক সম্পন্ন করে। কিন্তু স্নাতকের পর কলেজে ভর্তি, শিক্ষাব্যয় বহন এবং চাকরির সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা নানা ধরনের অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয়।

গবেষণায় বলা হয়েছে, এই শিক্ষার্থীদের উল্লেখযোগ্য অংশ এমন পরিবারে বেড়ে উঠেছে যারা বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছে। তবুও তাদের আইনি অবস্থান অনির্দিষ্ট থাকায় উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের পথে বড় বাধা তৈরি হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফেডারেল এবং অঙ্গরাজ্য পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন অভিবাসন নীতি এই অনিশ্চয়তাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, হাইস্কুলের শেষ বর্ষে থাকা অনথিভুক্ত শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেক চারটি অঙ্গরাজ্যে বাস করে। এগুলো হলো ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোরিডা, নিউইয়র্ক এবং টেক্সাস। জন্মস্থানের দিক থেকে দেখা যায়, তাদের মধ্যে ২১ শতাংশের জন্ম মেক্সিকোতে, ১৫ শতাংশের জন্ম হন্ডুরাসে এবং ১৪ শতাংশের জন্ম গুয়াতেমালায়।

এই শিক্ষার্থীদের জন্য অন্যতম বড় প্রতিবন্ধকতা হলো ডাকা বা ডিফার্ড অ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড অ্যারাইভালস কর্মসূচির সীমিত সুযোগ। এই কর্মসূচি দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে ওঠা কিছু তরুণ অভিবাসীকে অস্থায়ী সুরক্ষা ও কাজের অনুমতি দিয়ে আসছিল। তবে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে নতুন আবেদন কার্যত বন্ধ থাকায় বর্তমানে হাইস্কুলে অধ্যয়নরত অধিকাংশ শিক্ষার্থী এই সুবিধার বাইরে রয়েছে।

গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী অধিকাংশ শিক্ষার্থী ভবিষ্যতেও এই কর্মসূচির জন্য যোগ্য হবে না। ফলে তাদের জন্য বৈধভাবে কাজ করা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা আরও কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

এদিকে কিছু অঙ্গরাজ্য অনথিভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য দীর্ঘদিন ধরে চালু থাকা শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি বাতিল বা সীমিত করেছে। বিশেষ করে টেক্সাসে ২৪ বছর ধরে কার্যকর একটি নীতি বাতিল হওয়ায় অনথিভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য পাবলিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কম টিউশন ফি সুবিধা হারানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর ফলে উচ্চশিক্ষার ব্যয় অনেক শিক্ষার্থীর নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। মাইগ্রেশন পলিসি ইনস্টিটিউটের সিনিয়র পলিসি অ্যানালিস্ট জিন ব্যাটালোভা বলেন, অনথিভুক্ত অভিবাসী শিক্ষার্থীরা এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি, যেখানে হাইস্কুল শেষ করার পর তাদের সামনে কী সুযোগ অপেক্ষা করছে তা নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তা রয়েছে। তার মতে, এই অনিশ্চয়তা শুধু শিক্ষার্থীদের নয়, তাদের পরিবার এবং স্থানীয় অর্থনীতির ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে।

গবেষণাটি মার্কিন আদমশুমারি ব্যুরোর তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি এবং টেম্পল ইউনিভার্সিটির ডেমোগ্রাফাররাও অংশ নেন।অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগের নতুন তথ্য দেশটির শিক্ষা ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরেছে। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে দেশজুড়ে পাবলিক স্কুলে শিক্ষার্থী সংখ্যা সামান্য কমে ৪ কোটি ৯৩ লাখে দাঁড়িয়েছে। এটি আগের বছরের তুলনায় শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ কম। শুধু শিক্ষার্থী সংখ্যাই নয়, পাবলিক স্কুলের সংখ্যাও কমেছে। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে যেখানে ৯৯ হাজার ২৯৭টি পাবলিক স্কুল চালু ছিল, সেখানে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে সেই সংখ্যা কমে ৯৯ হাজার ৭৩টিতে নেমে এসেছে।

শিক্ষাবিদদের মতে, কম জন্মহার, জনসংখ্যার স্থানান্তর এবং বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তার এই পরিবর্তনের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। একই সময়ে চার্টার স্কুলের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, চার্টার স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তি ২ দশমিক ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে মোট পাবলিক স্কুল শিক্ষার্থীর প্রায় ৮ শতাংশ চার্টার স্কুলে পড়াশোনা করছে।

জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা কমলেও কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে উল্টো প্রবণতা দেখা গেছে। ওয়াশিংটন ডিসিতে শিক্ষার্থী ভর্তি ২ শতাংশ এবং আরকানসাসে ১ দশমিক ২ শতাংশ বেড়েছে। অন্যদিকে লুইজিয়ানায় এক বছরে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৫ দশমিক ৯ শতাংশ কমেছে, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ হ্রাস। বড় শহরগুলোর মধ্যেও ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে। ফিলাডেলফিয়া সিটি স্কুল ডিস্ট্রিক্টে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলস এবং লস অ্যাঞ্জেলেস ইউনিফায়েড স্কুল ডিস্ট্রিক্টে শিক্ষার্থী সংখ্যা কমেছে। শিক্ষা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাতেও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। ভারমন্টে প্রতি শিক্ষকের বিপরীতে গড়ে ১০ দশমিক ৩ জন শিক্ষার্থী রয়েছে, যা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন। অন্যদিকে ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রতি শিক্ষকের বিপরীতে ২১ দশমিক ৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে, যা সর্বোচ্চ।

শিক্ষাবিদদের মতে মতে, প্রতিবছর হাইস্কুল থেকে স্নাতক হওয়া ৭৫ হাজার অনথিভুক্ত অভিবাসী শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। কলেজে প্রবেশাধিকার, আর্থিক সহায়তা এবং বৈধ কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ না হলে এই তরুণদের একটি বড় অংশ তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারবে না। একই সঙ্গে পাবলিক স্কুলে শিক্ষার্থী সংখ্যা হ্রাস এবং চার্টার স্কুলের বিস্তারও যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

মর্টগেজ সুদের হারের উর্ধ্বগতি

আবারো মর্টগেজ সুদের হারের উর্ধ্বগতি

(প্রথম পাতার পর)

সম্ভাব্য বাড়ি ক্রেতাদের জন্য নতুন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মর্টগেজ সুদের হারের উর্ধ্বগতি। ৯ জুন ২০২৬ তারিখে প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ৩০ বছরের ফিক্সড রেট মর্টগেজের জাতীয় গড় সুদের হার বেড়ে ৬.৫৭ শতাংশে পৌঁছেছে। মাত্র এক সপ্তাহ আগে এই হার ছিল ৬.৫৪ শতাংশ। একই সময়ে ১৫ বছরের ফিক্সড রেট মর্টগেজের গড় সুদের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৯৪ শতাংশে। অর্থনীতিবিদদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজারের অপ্রত্যাশিত শক্তিশালী অবস্থান এবং মূল্যস্ফীতির চাপ অব্যাহত থাকায় মর্টগেজ সুদের হার কমার সম্ভাবনা আপাতত ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। ফলে বাড়ি কেনার পরিকল্পনা করা লাখো আমেরিকানকে এখন আরও বেশি মাসিক কিস্তি পরিশোধের বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

মর্টগেজ সুদের হার বৃদ্ধির পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী কর্মসংস্থান পরিস্থিতি। গত ৫ জুন প্রকাশিত মার্কিন শ্রম বিভাগের প্রতিবেদনে দেখা যায়, মে মাসে দেশটির অর্থনীতিতে ১ লাখ ৭২ হাজার নতুন চাকরি সৃষ্টি হয়েছে। এটি বিশ্লেষকদের পূর্বাভাসের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। একই সঙ্গে বেকারত্বের হার ৪.৩ শতাংশে স্থিতিশীল রয়েছে। সাধারণত শ্রমবাজার শক্তিশালী থাকলে মানুষের আয় বৃদ্ধি পায় এবং ভোক্তা ব্যয়ও বাড়ে। এর ফলে মূল্যস্ফীতির চাপ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার কমাতে অনাগ্রহী থাকে। চাকরির প্রতিবেদন প্রকাশের পরপরই ১০ বছরের ট্রেজারি বন্ডের ফলন ৪.৫ শতাংশের উপরে উঠে যায়। যেহেতু দীর্ঘমেয়াদি মর্টগেজ সুদের হার সাধারণত ১০ বছরের ট্রেজারি ফলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, তাই মর্টগেজ রেটও দ্রুত উর্ধ্বমুখী হয়েছে।

বাজার বিশ্লেষকরা মনে করছেন, যতদিন পর্যন্ত শ্রমবাজার শক্তিশালী থাকবে এবং মূল্যস্ফীতি ফেডের লক্ষ্যমাত্রা ২ শতাংশে না নামবে, ততদিন পর্যন্ত ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার কমানোর তেমন কোনো প্রয়োজন অনুভব করবে না। বরং বর্তমানে অনেক বিনিয়োগকারী ধারণা করছেন, ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ ফেড এক বা একাধিকবার সুদের হার বাড়াতেও পারে। ফলে যারা সুদের হার কমার আশায় বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দিচ্ছেন, তাদের জন্য ভবিষ্যৎ আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে পারে।মঅর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের ভাষায়, আজকের উচ্চ সুদের হার হয়তো আগামী কয়েক মাস পরে আরও বেশি উচ্চ মনে হবে না।

বর্তমান মর্টগেজ সুদের হার কত?

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ঋণের গড় সুদের হার নিম্নরূপঃ ৩০ বছরের ফিক্সড রেট মর্টগেজঃ ৬.৫৭ শতাংশ, ১৫ বছরের ফিক্সড রেট মর্টগেজঃ ৫.৯৪ শতাংশ, ৫/১ অ্যাডজাস্টেবল রেট মর্টগেজঃ ৫.৮১ শতাংশ, ৩০ বছরের জাম্বো মর্টগেজঃ ৬.৭৪ শতাংশ। অন্যদিকে রিফাইন্যান্স ঋণের ক্ষেত্রেও সুদের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩০ বছরের রিফাইন্যান্স মর্টগেজঃ ৬.৭২ শতাংশ, ১৫ বছরের রিফাইন্যান্স মর্টগেজঃ ৬.১৫ শতাংশ, ৩০ বছরের জাম্বো রিফাইন্যান্সঃ ৬.৮৩ শতাংশভ এই হারগুলো এপিআর নয়, শুধুমাত্র সুদের হারকে নির্দেশ করে।

২০২৫ সালের তুলনায় পরিস্থিতি কি ভালো?

বর্তমান সুদের হার অনেক ক্রেতার কাছে বেশি মনে হলেও ২০২৫ সালের শুরুর অবস্থার তুলনায় কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তখন ৩০ বছরের ফিক্সড মর্টগেজের গড় সুদের হার ৭ শতাংশেরও বেশি ছিল। তবে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে পরিস্থিতি অনেক বেশি আশাব্যঞ্জক ছিল। সে সময় মর্টগেজ হার ৬ শতাংশের নিচে নেমে গিয়েছিল, যা ছিল তিন বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন।

কিন্তু সেই স্বস্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরবর্তী মাসগুলোতে হার দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ৬.৭০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। বিশ্লেষকদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা, বিশেষ করে ইরানকে ঘিরে উত্তেজনা, বৈশ্বিক আর্থিক বাজারে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে, যা সুদের হারের ওপরও প্রভাব ফেলেছে।

ইতিহাসের আলোকে বর্তমান সুদের হার

বর্তমান হারকে অনেকেই উচ্চ মনে করলেও ঐতিহাসিকভাবে এটি সর্বোচ্চ নয়। ২০২১ সালে ৩০ বছরের ফিক্সড মর্টগেজের সুদের হার ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছিল। তখন হার ছিল ৩ শতাংশেরও নিচে। কোভিড-পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিত করতে ফেডের অত্যন্ত শিথিল মুদ্রানীতির কারণে সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। অন্যদিকে ২০২৩ সালের শেষ দিকে সুদের হার ৭.৭৯ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছেছিল, যা সাম্প্রতিক সময়ের সর্বোচ্চ পর্যায়। আরও পেছনে গেলে দেখা যায়, ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে ৩০ বছরের মর্টগেজ সুদের হার ১৬ শতাংশেরও বেশি ছিল। সে তুলনায় বর্তমান হার অনেক কম হলেও, গত কয়েক বছরের নিম্ন সুদের যুগের সঙ্গে তুলনা করলে এটি যথেষ্ট ব্যয়বহুল।

কেন বাড়ছে মর্টগেজ সুদের হার?

মর্টগেজ সুদের হার নির্ধারণে একাধিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক উপাদান কাজ করে। প্রথমত, ১০ বছরের ট্রেজারি বন্ডের ফলন। এটি মর্টগেজ বাজারের অন্যতম প্রধান সূচক। ট্রেজারি ফলন বাড়লে মর্টগেজ রেটও সাধারণত বাড়ে। দ্বিতীয়ত, মর্টগেজ ব্যাকড সিকিউরিটিজ বা এমবিএস বাজার। ব্যাংক ও ঋণদাতারা যে মর্টগেজ ঋণ দেয়, সেগুলো বিনিয়োগকারীদের কাছে সিকিউরিটিজ আকারে বিক্রি করা হয়। এসব বিনিয়োগের প্রত্যাশিত মুনাফা বাড়লে ঋণের সুদের হারও বেড়ে যায়।

তৃতীয়ত, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব। অর্থনীতি, সরকারি ব্যয়, বাজেট ঘাটতি এবং বৈশ্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বাজারের ধারণা সুদের হারকে প্রভাবিত করে। চতুর্থত, ব্যক্তিগত আর্থিক অবস্থা। একজন ঋণগ্রহীতার ক্রেডিট স্কোর, ঋণ পরিশোধের ইতিহাস, আয় এবং ডাউন পেমেন্টের পরিমাণও তার ব্যক্তিগত মর্টগেজ রেট নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২০২৬ সালের বাকি সময়ে কী হতে পারে?

বছরের শুরুতে অনেক বিশ্লেষক আশা করেছিলেন যে ২০২৬ সালে মর্টগেজ সুদের হার ৫.৭০ শতাংশ পর্যন্ত নেমে আসতে পারে। কিন্তু সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক তথ্য সেই প্রত্যাশাকে অনেকটাই পরিবর্তন করেছে।বর্তমানে বেশিরভাগ পূর্বাভাস বলছে, বছরের বাকি সময়ে মর্টগেজ সুদের হার ৬ শতাংশের উপরে থাকার সম্ভাবনাই বেশি।ফেডারেল রিজার্ভ ২০২৫ সালের দ্বিতীয়ার্ধে টানা তিনবার সুদের হার কমালেও ২০২৬ সালে এখন পর্যন্ত তিনটি বৈঠকে হার অপরিবর্তিত রেখেছে। ফেডের কর্মকর্তারা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে তারা মূল্যস্ফীতি এবং কর্মসংস্থানের তথ্য নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন বাজার বর্তমানে এক জটিল মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির দাম এখনও অনেক এলাকায় উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে, তার ওপর মর্টগেজ সুদের হারও ৬.৫ শতাংশের উপরে অবস্থান করছে। ফলে নতুন বাড়ি ক্রেতাদের জন্য স্বপ্নের বাড়ি কেনা আগের তুলনায় অনেক বেশি ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে।তবুও অর্থনীতির শক্তিশালী অবস্থা এবং ফেডের কঠোর অবস্থানের কারণে নিকট ভবিষ্যতে সুদের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই যারা বাড়ি কেনার পরিকল্পনা করছেন, তাদের জন্য এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিজের আর্থিক সক্ষমতা বাস্তবসম্মতভাবে মূল্যায়ন করা, বিভিন্ন ঋণদাতার অফার তুলনা করা এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক লক্ষ্য বিবেচনায় রেখে সঠিক মর্টগেজ নির্বাচন করা। এতে বর্তমান উচ্চ সুদের পরিবেশেও একটি টেকসই ও নিরাপদ আবাসন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে।

আশ্রয় ও অভিবাসন

(প্রথম পাতার পর)

বসবাসরত অনেক স্থায়ী বাসিন্দার নাগরিকত্ব আবেদনও কার্যত থমকে দেওয়া, পাশাপাশি 'রি-রিভিউ পলিসি' নামে একটি নীতির মাধ্যমে ২০২১ সালের পর কিছু অভিবাসী যারা ইতিমধ্যে অনুমোদন পেয়েছিলেন, তাদের কেস আবার নতুন করে যাচাই করার উদ্যোগ নেওয়াকে অবৈধ ঘোষণা করে বড় ধরনের রায় দিয়েছে ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ফর দ্য ডিস্ট্রিক্ট অব রোড আইল্যান্ডের বিচারক জন জে ম্যাককনেল জুনিয়র। গত ৫ জুন তিনি এ রায় দেন। তিনি ট্রাম্প প্রশাসনের নেওয়া নীতিগুলোকে অভিবাসন আইনের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ এবং বৈষম্যমূলক প্রভাব তৈরি করা বলে উল্লেখ করেন।

এ মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল বিভিন্ন অভিবাসন সহায়তা সংস্থা, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং মানবাধিকার সংগঠনের একটি জোটের পক্ষ থেকে। মামলার প্রধান অভিযোগ ছিল ইউএস সিটিজেন অ্যান্ড ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট (ইউএসসিআইএস) এমন কিছু নীতি প্রয়োগ করেছে, যার ফলে বৈধভাবে আবেদন করা হাজারো অভিবাসীর কেস বছরের পর বছর ধরে স্থবির হয়ে গেছে। মামলায় উল্লেখ করা হয়, আবেদনকারীরা সব ধরনের আইনি প্রক্রিয়াফরম জমা, ফি প্রদান, বায়োমেট্রিক তথ্য এবং সাক্ষাৎকারসম্পন্ন করলেও তাদের সিদ্ধান্ত আটকে রাখা হয়েছে।

বিচারক ম্যাককনেল তার ১৩৫ পৃষ্ঠার বিস্তারিত রায়ে বলেন, ট্রাম্প প্রশাসনের নীতির কারণে শুধু আশ্রয় আবেদনই স্থগিত হয়নি, বরং ৩৯টি দেশের নাগরিকদের জন্য সব ধরনের অভিবাসন সুবিধা প্রক্রিয়াকরণও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এসব দেশের বেশিরভাগই আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের। এর ফলে গ্রিনকার্ড, ওয়ার্ক পারমিট এবং নাগরিকত্ব প্রক্রিয়াও কার্যত অচল হয়ে পড়ে। রায়ে আরো উল্লেখ করা হয়, এ নীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরে বৈধভাবে বসবাসকারী অনেক স্থায়ী বাসিন্দাও নাগরিকত্বের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন পাননি। আদালত বলেছে, এটি প্রশাসনিক বিলম্ব নয় বরং নীতিগতভাবে কার্যকর এক ধরনের স্থগিতাদেশ, যা অভিবাসন আইনকে দুর্বল করে দিয়েছে।

মামলার নথিতে বলা হয়, ২০২১ সালের পর থেকে জমা দেওয়া বহু আবেদন অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে রাখা হয়, যার ফলে লাখো মানুষ কাজের অনুমতি হারান এবং অর্থনৈতিক ও মানসিক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েন। আদালত এ অবস্থাকে আইনের শাসনের পরিপন্থী বলে মন্তব্য করে। বিচারক ম্যাককনেল তার পর্যবেক্ষণে আরো বলেন, প্রশাসন যে জাতীয় নিরাপত্তা যুক্তি দিয়েছিল, তা এ ধরনের সর্বজনীন স্থগিতাদেশকে ন্যায্যতা দিতে পারে না। তিনি উল্লেখ করেন, নীতিগুলো মূলত জন্মস্থান ও দেশভিত্তিক বৈষম্য তৈরি করেছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইনের মৌলিক নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

মামলাটি করেছিল ডরকাস ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব রোড আইল্যান্ড, আমেরিকান গেটওয়েজ, সার্ভিস এমপ্লয়িজ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন এবং ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্সের মতো সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে। তারা অভিযোগ করে, প্রশাসনের সিদ্ধান্তের কারণে তাদের সহায়তাপ্রাপ্ত হাজারো আবেদনকারী বছরের পর বছর ধরে অচলাবস্থায় রয়েছে।

আদালত বিশেষভাবে রি-রিভিউ পলিসি বাতিল করে দেয়, যার মাধ্যমে ২০২১ সালের পর যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা এবং ইতোমধ্যে অনুমোদিত কিছু অভিবাসীর কেস পুনরায় যাচাই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বিচারক বলেন, এ ধরনের পুনর্মূল্যায়ন নীতি আইনি ভিত্তিহীন এবং এর মাধ্যমে বৈধ অভিবাসীদের ওপর অপ্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। রায়ে বিচারক ম্যাককনেল লেখেন, দ্য রুল অব ল' হ্যাজ টু অ্যাপ্লাই টু এভরিওয়ান ইক্যুয়ালি যা আইনের শাসন সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হতে হবে। তিনি আরো বলেন, এ মামলাটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে যারা আইন মেনে অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন, তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

রায়ের পর মামলার পক্ষের আইনজীবীরা এটিকে অভিবাসীদের অধিকার রক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় হিসেবে আখ্যা দেন। ডেমোক্রেসি ফরওয়ার্ড নামের একটি আইন সহায়তা সংস্থা জানায়, এই রায় প্রমাণ করে যে সরকার ইচ্ছামতো বৈধ অভিবাসন পথ বন্ধ করতে পারে না। অন্যদিকে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের আইনজীবী এ রায় রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত বলে দাবি করেন এবং এর বিরুদ্ধে আপিলের ইঙ্গিত দেন। তবে আপিল প্রক্রিয়া শুরু হবে কি না, সে বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি।

এ রায়ের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন প্রশাসনকে এখন এক মিলিয়নেরও বেশি স্থগিত আবেদন পুনরায় প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে, যা বর্তমান ব্যবস্থার ওপর বড় ধরনের প্রশাসনিক চাপ তৈরি করবে এবং ভবিষ্যতে অভিবাসন নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের পথ খুলে দিতে পারে।

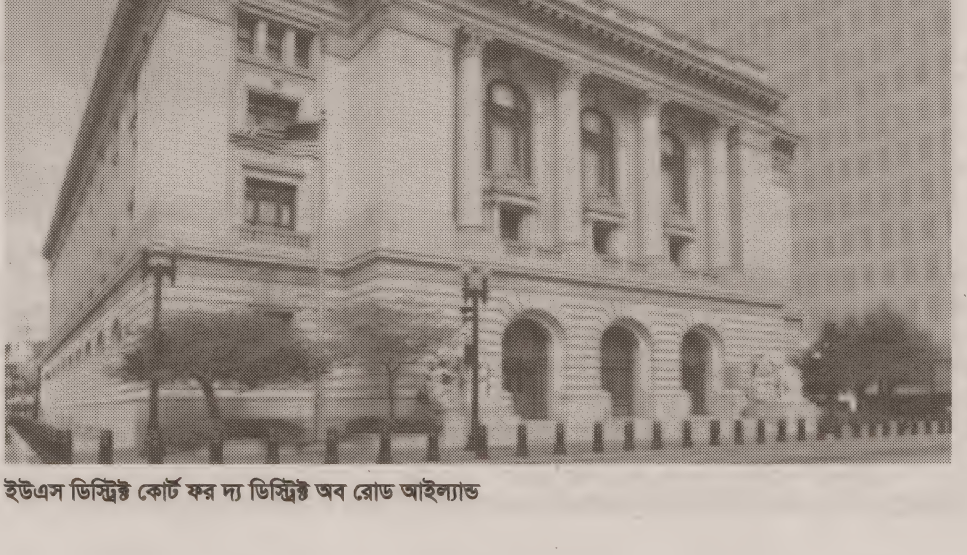

ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ফর দ্য ডিস্ট্রিক্ট অব রোড আইল্যান্ড

মন্ত্রীর এমন বক্তব্যের

(প্রথম পাতার পর)

প্রকাশিত "ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সরকারের ১০০ দিনঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতিবিরোধী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ" শীর্ষক প্রতিবেদনের কোনো কোনো বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রদত্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য, জাতীয় সংসদে আলোচনা ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়ার সংবাদে সংস্থাটি অনুপ্রাণিত বোধ করছে। এরূপ প্রতিক্রিয়া টিআইবির প্রয়াসকে বিভিন্নভাবে ফলপ্রসূ করতে সহায়ক বলে মনে করে সংস্থাটি। মাননীয় মন্ত্রী যথার্থই বলেছেন যে, টিআইবি তদন্ত করে না। টিআইবি কোনো তদন্ত সংস্থা নয়, মূলত গবেষণা-নির্ভর দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনবিষয়ক অধিপরামর্শ ও জনসচেতনতা এবং জনসম্পৃক্ততা-ভিত্তিক পরিবর্তন প্রত্যাশী একটি সংগঠন।

সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিতে এবং স্বীকৃত গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের পরিসংখ্যান বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে টিআইবি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং সংগৃহীত তথ্যের যথার্থতা বহুমাত্রিক প্রক্রিয়ায় যাচাই সাপেক্ষে, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। এক্ষেত্রে মূলত যে বিষয়গুলো মাননীয় মন্ত্রী, জাতীয় সংসদ ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আলোচিত হয়েছে, অর্থাৎ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিষয়ে টিআইবির তথ্যসূত্র বাংলাদেশ পুলিশ ও তিনটি সুপরিচিত মানবাধিকার সংগঠন। যা প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, টিআইবির প্রতিবেদন শুধু পত্রিকার কাটিং-এর ওপর নির্ভর করে প্রণীত হয়, মন্ত্রীর এমন বক্তব্যের কোনো ভিত্তি নেই।

সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে স্বীকৃত অন্য যে কোনো চর্চার মতো টিআইবি গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অবশ্যই সংগ্রহ করে থাকে, তবে তা বিবেচনায় নেওয়ার আগে, একদিকে যেমন যথাযথ প্রক্রিয়ায় গুণগত মান যাচাই নিশ্চিত করা হয়, অন্যদিকে তেমনি একই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল সূত্রে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের আলোকেই বিশ্লেষণ করা হয়। সুতরাং টিআইবির প্রতিবেদনকে ঢালাওভাবে পত্রিকার কাটিং-নির্ভর এমন অবস্থান শুধু অযৌক্তিক নয়, বরং মূল বিষয়কে পাশ কাটানোর ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়া কিছুই নয়।

তা ছাড়া, শত প্রতিকূলতা ও বিতর্ক স্বত্তেও অন্য যে কোনো দেশের মতোই আমাদের জনপ্রতিনিধি, সরকার ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ কী গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে স্ব স্ব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না? তারা নিজেদের অবস্থান, মতামত বা সার্বিক কার্যক্রমের প্রচার ও প্রসারে গণমাধ্যমের ওপর কী নির্ভর করেন না? অতএব টিআইবির প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান বা এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের নামে গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যকে এমন ঢালাওভাবে অবমূল্যায়ন করার যুক্তি নেই।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

অধিকন্তু, পুলিশ কর্তৃপক্ষ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তাদের আগ্রহের বিষয় সম্পর্কে টিআইবির মূল পর্যবেক্ষণ অর্থাৎ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে উদ্বেগজনক, তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেননি। তবে পূর্বের কোনো মেয়াদের সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণের যে প্রত্যাশা ব্যক্ত করছেন, তা টিআইবির উল্লিখিত গবেষণা প্রতিবেদনের পরিধিভুক্ত না হওয়ায় সংস্থাটির পক্ষে এ ধরনের কোনো মন্তব্য করা যৌক্তিক নয়।

সীমান্তে পুশইন পুশ

(প্রথম পাতার পর)

পশ্চিম বাংলাসহ বাংলাদেশের সীমান্তসংলগ্ন কয়েকটি রাজ্যে সাম্প্রতিক নির্বাচনের পর রাজ্যগুলোতে অবৈধভাবে বসবাসকারী নাগরিকদের বাংলাদেশি হিসেবে চিহ্নিত করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী-পুরুষ ও শিশুদের গ্রেফতার করে বাংলাদেশে পুশ ইন করার জন্য যশোর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, রংপুর সীমান্ত এলাকায় সমবেত করা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে রাতের আঁধারে বেশ কতেক কয়েকবার পুশ ইন করার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্তত এক ডজন প্রচেষ্টা পুশ ব্যাক করে সামাল দিয়েছে বিজেবি।

দক্ষিণ এশিয়ার দুই সার্ক প্রতিবেশী বাংলাদেশ ভারতের মাঝে আছে বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকা। অধিকাংশ সীমান্ত এলাকায় আছে কাঁটাতারের বেড়া। একপাশে প্রহরায় আছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) অন্যদিকে বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশ (বিজেবি)। আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে দুদেশের মধ্যে অবৈধ চোরাকারবারি এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণে স্বাবাবিক কার্যক্রম চলবে সেটি কাঙ্ক্ষিত। দুই বন্ধুসুলভ প্রতিবেশী পারস্পরিক সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখলে সীমান্ত হত্যা বা পুশ ইন, পুশ ব্যাকের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটার কথা না। অথচ সীমান্তে বাংলাদেশিদের হত্যা বা অপহরণ দীর্ঘ দিন ধরেই চলেছে। অনেক সময় বাংলাদেশে খুন রাহাজানি করে দুষ্কৃতকারীরা ভারতে পালিয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে দণ্ডিত দুষ্কৃতকারীদেরও ভারতে পালিয়ে থাকার অভিযোগ আছে. কূটনৈতিক পর্যায়ে দণ্ডিত দুষ্কৃতকারীদের ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুরোধে সারা দেয়নি ভারত।

সবাই জানে ভূরাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশে ২০২৪ সালে সরকার পরিবর্তন হওয়ার সময় থেকে বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্কে শীতলতা সৃষ্টি হয়েছে। দুদেশের সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক, যা ১৯৭১ মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় থেকে প্রতিষ্ঠিত সেটি কেন পারস্পরিক অবিশ্বাস আর মতভিন্নতার কারণে তিক্ত সেটি সবাই জানে। ভেবে দেখুন দুটি বিশ্বযুদ্ধে দুপক্ষে থাকা জার্মানির সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর সীমান্তে কিন্তু কাঁটা তারের বেড়ার প্রয়োজন পরেনি। কেন দুই সার্ক প্রতিবেশী দেশের সরকারের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত সে জবাবদিহিতা দুদেশের রাজনীতিবিদদের জবাবদিহিতার বিষয়। ন্যায্যতার ভিত্তিতে অভিন্ন নদীগুলোর পানিবণ্টন, ন্যায্যতার ভিত্তিতে অবাধ বাণিজ্য বিষয়াদি নিষ্পত্তি, এক দেশ, অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রভাব বিস্তার না করার নীতিতে বিশ্বস্ত থাকলে সম্পর্ক তিক্ত থাকার কোনো কারণ নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরেও দুদেশের মধ্যে অনেক বিষয় নিষ্পত্তি না হওয়া উভয় দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতা।

যদি বাংলাদেশের কোন বৈধ নাগরিক ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ করে বসবাস করতে থাকে তাদের বৈধভাবেই ফিরিয়ে দেওয়ায় কোনো বাধা নেই. কেন পুশ ইনের অমানবিক পন্থা অবলম্বন করতে হবে। পারস্পরিক স্বার্থে অবিলম্বে বিষয়টি কূটনৈতিক পর্যায়ে নিষ্পত্তি হওয়া জরুরি।

FIRST HOME AND EQUITY

FIRST HOME & EQUITY

"ARE YOU LOOKING FOR YOUR DREAM HOUSE?"

THEN PLEASE CONTACT US

WE ARE SPECIALIZED ON FOLLOWINGS

AUCTION • BANK REO • FORECLOSURE • SHORT SALE PROPERTIES

OUR PRIORITY AREAS ARE: -QUEENS, BROOKLYN, BRONX, NASSAU, SUFFOK, ALBANY, BUFFALO

We Coordinate Hard Loan & Mortgage for Our Buyer

HOUSES for Sale below market price

HOUSES FOR SALE Below Market Price, Call/Text 718 749 4045

We help our client ONLY for Quick Smart Loan/Hardloan & Coordinate the Mortgage

1	829 Marcy Ave. Brooklyn, NY	Bed Stuy 4 Fam Brounstone building 4000 SF livable building	Vacant. $1.9 M	**Market value $3.2M**
2	113-39 210th St Queens Village,NY	2 Fam house good condition 1st fl. 2nd Fl, Big Atic, Sept entrance for basement apt	Vacant 710k	**Mint condition**
3	173-23 106th Ave Jamaica, New	2 family Bangladeshi Neighborhood, Semi Attached Brick	Vacant $660k	**Needs full guts reno**
4	113 22 204th St Saint Albans, Queens, NY	Almost 1400 sf brick attached house with a driveway parking in back, 2 family zoning	Vacant $495K	**ARV $775 as 1 f $1.1m As 2 fam**
5	664 New Jersey Ave Brooklyn, NY	3 Family Brick house 3 over 3 over 3 over and big basement , 2 car parking, R6 zoning currently 2700 SF building	Vacant at closing $750k	**Market value $11M**
6	5 Notus Ave. Staten Island, NY	Young Building with all semi attached, Need updates, house has full high basement, driveway, and beautiful deck	Vacant $550k	**Market value $750k**
7	135 08 118th St South Ozone Park,NY	20x40, 1400 SF brick building with a driveway on front R3 A zoning	Vacant $495K	**Market value $800k**
8	48 Flower St Hicksville, NY	4 bedrooms, 2 bath house with 40x100 lot	Vacant $625k cost	**Market value $800k**
9	710A Lexington Ave. Brooklyn, NY	Legal 2 Family 3 Stories building 40% construction already updated,	$1.2M	**Market Value $2.2M**
10	215 13 106th Ave Queens, Village, NY	Single Family Duplex House with a nice basement and driveway	As it is with Tenents $460K	**Vacant at closing $498K**
11	120 11 218th St Cambria Heights, NY	50x100 Lot with a beautiful brick house with a 6 Bedrooms, garage, nice back yeard	Vacant $625K cash or hardloan $640k Mtg	**Market value $800k**
12	115-51 146th Street Jamaica, NY	One Family Extended Semi Attached house with a driveway full finish basement , tenants already is in under eviction process,	$435k As IS Cash or H Loan	**$475k vacant at closing ARV $675K or more**
14	144 15 Lakewood Ave Jamaica, NY	HUUUUGE extra large 14 bedrooms house in a 50X110 sf lot, house has driveway and garage front back side street call lux st 12 bedrooms total, 10 car parking plus 2 stories garage Next to Al Koba mosque and Mandir	Good Location One of a kind	**$1.2m**
15	133-16 Centreville St Ozone Park, NY	Brick house with a 2 family zoning, right opposite of Hyatt Hotel & Casino total 5 bedrooms & 3 bedrooms	Vacant Ready Fully renovated	**$798k Mortg**
16	20 Sagamore Way S Jerrico, NY	Fully renovated beautiful house with all	Vacant renovated	**Kindly visit to see the updates**

CONTACT US ⟶ 718-749-4045

PLEASE

E-mail : firsthomeequityinc@gmail.com
ADDRES : 168-29 HILLSIDE AVE SUITE #1B, JAMAICA, NY 11432
VISIT OUR FACEBOOK : PAGE FIRST HOME & EQUITY

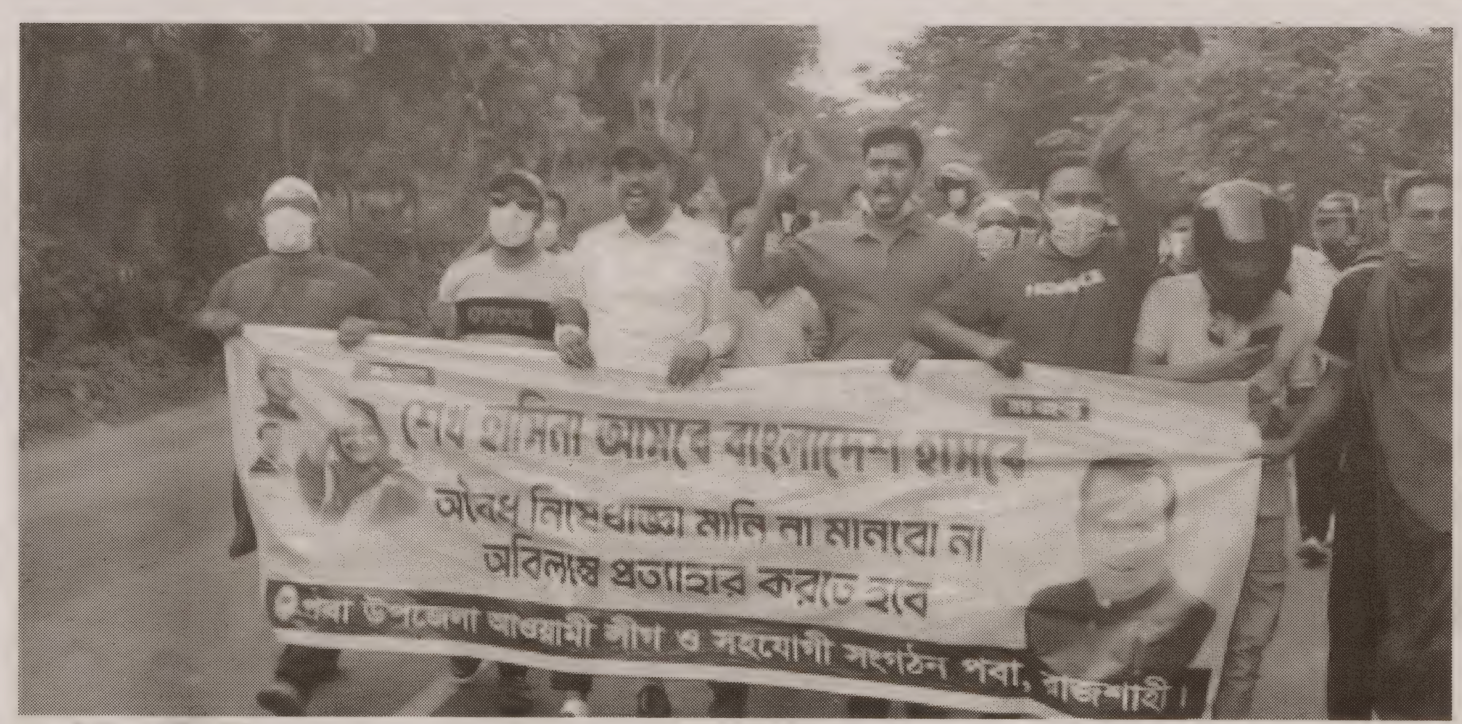

আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল

সংগঠিত হওয়ার প্রাণান্ত চেষ্টায় নিষিদ্ধ আ.লীগ

(প্রথম পাতার পর)

কাউকে আটকে সক্ষম হন। কোথাও আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্যরা টের পাওয়ার আগেই মিলিয়ে যাচ্ছেন তারা।

গত ২০২৪ এর ৫ আগষ্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব। এগিয়ে আসছেন না শেখ হাসিনার পরের যেসব বড় বড় পদপদবীতে থাকা নেতা, তাদের কেউই। কখনও কেউ কেউ ভার্চুয়াল বক্তব্য দেন ঠিকই, সেখানে স্পষ্ট বার্তা শুণ্য। কিছু নির্দেশনা দিয়েই ক্ষ্যান্ত। কিন্তু এগুলো ভালো চোখে দেখছেন না তৃণমূলে। কারণ বিপদে কর্মীদের ফেলে রেখে ফ্যামিলি, ভাইব্রাদার নিয়ে চলে গেছেন নিরাপদ স্থানে। সে ক্ষোভ এখনও বিরাজ করছে।

তবে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব শেখ হাসিনাই সম্ভবত শেষ ভরসা! শোনা যাচ্ছে সংগঠিত হওয়ার নির্দেশনা তারই। এ ব্যাপারে ভারতের এক পত্রিকায় দীর্ঘ এক ইন্টারভিউও তিনি দিয়েছেন। সেখানে তিনি স্পষ্ট করে যা বলেছেন, তার সারমর্ম রাজনীতি ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা এক্ষুনি তার নেই। এমনকি বাংলাদেশের মানুষ শেখ হাসিনা সরকারের প্রয়োজনীয়তাও ভীষণভাবে অনুধাবন করছেন!

বাংলাদেশেও এর একটি প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে গভীর রাত হলেই আত্মগোপনে থাকা বিভিন্ন অ্যাপ নির্ভর চ্যাটিং গ্রুপ, যেমন ওয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, টেলিগ্রাম, জুম, সিগনাল, ইমো প্রভৃতি অ্যাপ ব্যাবহার করে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে শুরু করে থানা, উপজেলা, তথা তৃণমূলের আত্মগোপনে থাকা নেতৃবৃন্দ, কর্মীরা শুরু করেন নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ। রাত যত গভীর, আলোচনাও তত বেশি। চলে ভোররাত অব্দি। এখানে নিজেদের সুবিধা অসুবিধা থেকে শুরু করে দলীয় কার্যক্রম, সংগঠিত হওয়া সব কিছুই আলোচিত হতে থাকে ব্যাপকভাবে। এভাবেই সংগঠিত হচ্ছে দলটি।

রাজনীতির মাঠে যখন ক্ষমতায় টিকে থাকা ও ক্ষমতায় যাওয়ার ও সরকারের ভুলত্রুটি ও বিভিন্নভাবে বিশেদগারের চেষ্টা করছে সরকার ও বিরোধী পক্ষ, তখন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কর্মকান্ড নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যাথা নেই। এ সুযোগটা তারা কাজে লাগাচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে। সদ্য বাংলাদেশের একটি সংবাদ মাধ্যমে রিপোর্ট হয়েছে, তাতে সেখানে বলা হয়েছে, স্বয়ং শেখ হাসিনা তৃণমূলে সংগঠন সক্রিয় করণের কাজ করে যাচ্ছেন। এমনকি বিপদের সময় যে নেতা যতটা কার্যকরি ও সক্রিয় হবেন তিনিই হবেন ওই এলাকার নেতা। এভাবে প্রতিটা স্থানে প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি কৌশলে।

২৪ জুলাই আন্দোলনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন আ.লীগ

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দলটির শীর্ষ থেকে তৃণমূল পর্যন্ত নেতৃত্ব পুরোপুরি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। পরবর্তীতে দলটির রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হলেও, রাজনৈতিক মহলের চোখ ফাঁকি দিয়ে দীর্ঘ দের বছরের বেশি সময় পর ভেতরে ভেতরে আবারও সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে দলটি। মাঠপর্যায়ে প্রকাশ্য বড় কোনো কর্মসূচি না থাকলেও, গভীর রাতের ভার্চুয়াল যোগাযোগ এবং আকস্মিক 'ঝটিকা মিছিলের' মাধ্যমে দলটিকে পুনরুজ্জীবিত করার একটি সুক্ষ্ম মানসিকতা তৈরি করা হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে আওয়ামী লীগকে নিষ্ক্রিয় মনে হলেও তাদের এই নতুন কৌশলটি গভীর উদ্বেগের এবং সুদূরপ্রসারী।

'হিট অ্যান্ড রান' বা ঝটিকা মিছিলের নতুন কৌশল

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে হঠাৎ করেই নিষিদ্ধ এই দলটির ব্যানারে কিছু ঝটিকা মিছিল দেখা যাচ্ছে। এই মিছিলগুলোর ধরন বিশ্লেষণ করলে একটি বিশেষ প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যায়ঃ

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, যে এলাকায় মিছিল হচ্ছে, তার সিংহভাগ কর্মীই ওই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা নন। বিভিন্ন এলাকা থেকে গোপন বার্তার মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটি পয়েন্টে কর্মীদের জড়ো করা হয়। ৫ থেকে ৭ মিনিটের মধ্যে ঝটিকা মিছিল শেষ করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আসার আগেই কর্মীরা দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। এর মূল উদ্দেশ্য জনমনে নিজেদের উপস্থিতি জানান দেওয়া, ভিডিও ধারণ, ছবি সংগৃহ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া তথা অণ্যান্য কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করণ।

গভীর রাতের 'ভার্চুয়াল কন্ট্রোল রুম'

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের পুনর্গঠন প্রক্রিয়া এখন আর কোনো স্থায়ী কার্যালয় বা সশরীরে বৈঠকের ওপর নির্ভরশীল নয়। প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে তৃণমূলের আত্মগোপনে থাকা নেতাকর্মীদের চাঙ্গা রাখা হচ্ছে। ম্যাসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম, সিগন্যাল, ইনস্টাগ্রাম এবং জুম প্রভৃতি অ্যাপে এসব মিটিংগুলো চলে বলে জানা গেছে।

এসব আলোচনার নির্দিষ্ট কোনো বিষয়বস্তু নেই। নিজেদের মধ্যে ঐক্য বাড়ানো। এক জনের সুবিধা অসুবিধায় অন্যকে সহায়তা দান। ইউনিয়ন, থানা এবং উপজেলা পর্যায়ের আত্মগোপনে থাকা নেতাদের খোঁজখবর নেওয়া, কার কী আইনি বা আর্থিক সুবিধা প্রয়োজন তা নির্ধারণ এবং ভবিষ্যৎ দলীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া। জানা গেছে, এসব দলের শীর্ষ পদ থেকেই এভাবে ঐক্য বাড়ানোর, সক্রিয় হওয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল

রাজনৈতিক শূন্যতা ও কৌশলগত অবস্থান

বর্তমানে দেশের মূল ধারার রাজনীতিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, বিএনপি এবং অন্যান্য দলগুলো যখন রাষ্ট্র সংস্কার, স্থানীয় সরকার নির্বাচন, কিংবা পারস্পরিক রাজনৈতিক বাদানুবাদে ব্যস্ত, ঠিক তখন নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এই ভার্চুয়াল কার্যক্রমের দিকে কারোরই তেমন গভীর মনোযোগ নেই। এই রাজনৈতিক মনোযোগহীনতার সুযোগটিই পুরোদমে কাজে লাগাচ্ছে দলটি।

সবশেষ

একটি ঐতিহাসিক এবং দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক দলকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে পুরোপুরি বিলুপ্ত বা নিষ্ক্রিয়করণ করা কঠিন। আওয়ামী লীগ এখন টিকে থাকার জন্য তাদের ঐতিহ্যবাহী 'গণ-আন্দোলনের' পথ পরিহার করে 'আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাডারভিত্তিক' দলের মতো আচরণ করছে। এটাই তাদের সময়ের কৌশল। তবে, এই ধরনের ঝটিকা মিছিল বা রাতের আধারে চ্যাটিং গ্রুপের মাধ্যমে হয়তো কর্মীদের মনবল ধরে রাখা সম্ভব, কিন্তু জনগণের ম্যান্ডেট বা নৈতিক সমর্থন ফিরে পাওয়া অসম্ভব। তবে এমন প্রক্রিয়া ক্রমশ বৃদ্ধি পেলে, এবং রাজনৈতিক দলের থেকে বিভিন্ন উপায়ে যদি ফায়দা বের করে সেটা কাজে লাগায় দলটি। যা ভবিষ্যতে আইন-শৃঙ্খলার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে বৈ কি!

বিএনপির ব্যর্থতা সব উলট পালট করে দিতে পারে

(প্রথম পাতার পর)

করেন। ওই সময়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ভিডিও বার্তাকে দলমত নির্বিশেষে দলটির প্রতি বড়ো ধরনের আস্থা তৈরি হয়। এর পাশাপাশি তারেক রহমানের অহিংস নীতি দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়।

ঘটনা-২

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিএনপি তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে দেশের মানুষের, বিশেষত নারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা হিসেবে 'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই অঙ্গীকারকে বাস্তবে রূপ দিতে গত মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করে জনগণের কাছে প্রসংশিত হন।

ঘটনা-তিন

দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১ কোটি ৭ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য ধাপে ধাপে ইউনিফর্ম ও জুতা সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারের ১৮০ দিনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে একটি পাইলট (পরীক্ষামূলক) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত পোশাক ও জুতা বিতরণের কার্যকারিতা যাচাই করা হবে। সারাদেশে সরকারের এমন ঘোষণা বিএনপির প্রতি অনেক আস্থা তৈরি করেছে।

ঘটনা চার...বৈদেশিক ক্ষেত্রে...

বাংলাদেশের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি সাইপ্রাসের কূটনীতিক আন্দ্রেয়াস এস কাকোরিসকে হারিয়ে এই মর্যাদাপূর্ণ পদে জয়লাভ প্রক্ষান্তরে বাংলাদেশের পাশাপাশি বিএনপি সরকারের আন্তর্জাতিক ইমেজকে দেশে বিদেশের দরবারে অনেক উঁচু স্থান দিয়েছে।

এদিকে ২০২০ সালে ডিসেম্বরে তুরস্কের তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেভলুত সাভাসগলু ঢাকা সফর করেছিলেন। এর ছয় বছরের মাথায় তুরস্কের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান বাংলাদেশে এলেন। তিন দিনের সফর শেষে ফিরে গেছেন তিনি। এটিও ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অন্য মাত্রা দিচ্ছে। আবার দেখা গেলো পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান তিন দিনের এক সরকারি সফরে রাশিয়া গেছেন। বলা হচ্ছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান ও রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের মধ্যে মস্কোতে অনুষ্ঠেয় বৈঠকে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা পর্যালোচনা করা হবে। এর পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়েও মতবিনিময় হবে।

এবার অন্যরকম খবরে সয়লাব বাংলাদেশ

উপরের এসব ইতিবাচক খবর ম্লান হয়ে যাচ্ছে দেশের ভেতরে বিভিন্ন ঘটনা..। এসব ক্ষেত্রে প্রথমেই নজরে আনতে হয় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর প্রতিবেদন। এতে বলা হচ্ছে সরকারের প্রথম ১০০ দিনে সারা দেশে ৬০৫টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি হয়নি এবং একই সময়ে ১৯৫টি অপহরণ ও প্রায় ৩ হাজার ৫০০টি নারী ও শিশু নির্যাতন বা সহিংসতার ঘটনাও রেকর্ড করা হয়েছে।

বেড়েছে মব

এদিকে দেশে সন্দেহ, গুজব ও আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা (মব ভায়োলেন্স বা মব জাস্টিস) বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি বছরের মে মাসে দেশজুড়ে উদ্বেগজনক হারে মব সহিংসতা বা গণপিটুনির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের (এমএসএফ) তথ্যমতে, মে মাসে মব হামলায় অন্তত ৩২ জন নিহত হয়েছেন, যা গত ছয় মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। এছাড়া হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) প্রতিবেদনে ৬৬টি মব সহিংসতায় ৩১ জনের মৃত্যুএবং ৬৮ জন আহতের কথা বলা হয়েছে।

ছিনতাইয়ে জনজীবন অতিষ্ঠ্য

এদিকে বিভিন্ন গণমাধ্যমে এখন ছিনতাই-চাঁদাবাজ নিয়ে প্রতিনিয়ত খবর প্রকাশিত। ছিনতাইয়ে বাধা দিলেই গুলি-কোপ দেওয়া হচ্ছে বলে আশঙ্কাজনক খবরের পত্রিকার পাতা ভারি হচ্ছে। অথচ দাবি করা হয় যে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিশেষ অভিযান চলছে। বলা হচ্ছে সর্বশেষ বিশেষ অভিযানে ১ মে থেকে ৭ জুন পর্যন্ত এক হাজার ১০৬ জন সন্ত্রাসী, দস্যু, ছিনতাইকারী ও ডাকাত গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপি। এর মধ্যে কিছু তালিকাভুক্ত ছিনতাইকারীও আছে। গণমাধ্যমের খবরেই বলা হচ্ছে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রতিক ছিনতাইয়ের ঘটনা জনমনে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিশেষ অভিযানে অপরাধীরা গ্রেপ্তার হওয়ার পরও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসছে না। বলা হচ্ছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) সূত্র জানিয়েছে, ডিএমপির হালনাগাদ তালিকায় রাজধানীতে এক হাজার ৩৮৭ ছিনতাইকারীর নাম এসেছে।

বাস্তবে কি

গণমাধ্যমে যখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিশেষ অভিযান চলছে বলে প্রচার করা হচ্ছে আবার ১০০ দিনে ৬০৫ খুনঃ পরিসংখ্যান উপস্থাপনের ধরন নিয়ে যখন পুলিশের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, ঠিক তখন বাস্তবে অন্য দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। দেখা গেলো রাজধানীর মোহাম্মদপুরে সম্প্রতি চাপাতির মুখে দুই বোনের লাগেজ ছিনিয়ে নেয় দুর্বৃত্তরা। দেখা গেলো রাজধানীর শ্যামলী এলাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদমান সাকিব নামে এক শিক্ষার্থী ছিনতাইয়ের শিকার হন। ছিনতাইকারীরা তাঁকে শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড থেকে পাশের গলিতে নিয়ে মোবাইল ফোন, মানিব্যাগ ও টাকা ছিনিয়ে নেয়। এরপর গলিতে আটকে রেখে তাঁর পরিবারের কাছে ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। আবার দেখা গেলো রাজধানীর রমনার মৌচাক এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে।

এখনো পুলিশ অসহায়?

এদিকে গণমাধ্যমের খবরে দেখা যাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যক্রমে অনেকটা গতি ফিরলেও অভিযানে গিয়ে একের পর এক হামলার শিকার হওয়ায় ঘটছে ছন্দপতন। এমনকি অবৈধ অস্ত্র, মাদক ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে ১ মে থেকে শুরু হওয়া বিশেষ অভিযানের মধ্যেও থেমে নেই আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা। চলতি মাসে এ পর্যন্ত ঢাকাসহ ৯ জেলায় অন্তত ১৩টি স্থানে হামলা হয়েছে। এতে আহত হন পুলিশ ও র‌্যাবের অন্তত ৩২ সদস্য। এ ছাড়া চলতি বছরের প্রথম চার মাসে আরও ২১৩টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। পৃথক ঘটনায় সিলেট ও চট্টগ্রামে মারাও গেছেন পুলিশ ও র‌্যাবের দুই সদস্য।

প্রশ্ন এসবের নেপথ্যে কারা?

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৮ মাসে সারাদেশে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে ৮৩৪টি। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টে পট পরিবর্তনের পর দেশের বিভিন্ন জায়গায় 'মব' ও হামলার শিকার হতে থাকলে পুলিশের মনোবল ভেঙে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এখনো কেনো তা অব্যাহত আছে। সিলেটে এক মাদক কারবারির ছুরিকাঘাতে ইমন আচার্য্য নামের র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‌্যাব-৯) একজন সদস্য নিহত হন। চট্টগ্রাম নগরের বাকলিয়ায় চার বছরের শিশুকে ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশকে ছয় ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। কয়েকটি জায়গায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছাড়া অভিযান চালাতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছে পুলিশ। কারো কারো মতে, পুলিশ সদস্য মামলা, সংযুক্তি, প্রত্যাহার ও চাকরি হারানোর মতো পরিস্থিতির শিকার হতে পারেন মনে করে তারা আতঙ্কে রয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে এখন-কো বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শিক্ষার্থদের সে-ই তেজ বা ইমেজও নেই। তাহলে কারা এখন পুলিশকে তাদের দায়িত্ব পালনে বাধা দিচ্ছে? এখন কেনো অপরাধীরা আগের মতো সুযোগ নিচ্ছেন। তারা এখনে কেনো কিভাবে নানান অজুহাতে পুলিশকে দোষারোপ করে একটি রাজনৈতিক দলের লেবাস লাগিয়ে দিয়ে তাদেরকে অসহায় অবস্থানে নিয়ে যাচ্ছে? অনেকে এর পেছনে ক্ষমতাসীন দলের এক শ্রেণীর হাইব্রিপ নেতাকর্মীদের দোষারোপ করছে। কেননা গণমাধ্যমের খবের দেখা গেছে এক চাদাবাজকে ধরতে গেলেই কিভাবে ক্ষমতাসীন দলের দাপট দেখানো হয়। কাউকে আটক করলেই থানা ঘেরাও করে ফেলে। কারো কারো মতে, রাজনৈতিক দলের এমন আচরণে বর্তমানেও সঠিকভাবে আইন প্রয়োগ করা নিয়ে তাদের মধ্যে দোদুল্যমানতা দেখা দিচ্ছে। অপরাধী এখন মনে করতে শুরু করেছে যে, দলীয় পরিচয় ব্যবহার করা হলে অপকর্মে জড়ালে শক্ত ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হবে না।

বাড়ছে ঝটিকা মিছিল.. ভিন্ন দিকে মোড় নিতে পারে...

রাজধানীর পল্লবীতে আট বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় আসামি সোহেল রানা ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্না আক্তারের মত্যুদন্ড দিয়েছেন আদালত। পল্লবীতে আট বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় আসামি শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনায় আইনমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এর পাশাপাশি দেশবাসীও সন্তুষ্ঠ হয়েছেন। কিন্তু প্রতিদিন যেভাবে দেশের ভেতরে নেতিবাচক খবরে জনগণ আতঙ্কিত হয়ে উঠছেন কারো কারো মতে, পরিস্থিতি অন্যদিকে টার্ন নিতে বেশি সময় লাগবে না। এর কিছু কিছ নমুনা দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। গাজীপুর সদরের ভাওয়ালগড় ইউনিয়নের রুদ্রপুর এলাকায় ঘটে গেছে এমন একটি ঘটনা। সেখানে ব্যবসায়ীর কাছে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগে যুবদলের এক নেতাকে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয়রা। এর আগে তাঁকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। গাজীপুর সদরের ভাওয়ালগড় ইউনিয়নের রুদ্রপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত সাব্বির আহমেদ শামীম ইউনিয়ন যুবদলের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাংগঠনিক সম্পাদক। কারো কারো মতে, সরকার আইন শৃংখলা রক্ষার পাশাপাশি দলীয় নেতাকর্মীদের মাথাচারাভাব কিংবা তাদের বেপারোয়া ভাব রুখে দিতে পারলে পরিস্থিতি অন্যদিকে রূপ নিতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে গাজীপুর সদরের ভাওয়ালগড় ইউনিয়নের রুদ্রপুরে মতো ঘটনা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে রাজনীতির মোড় ঘুড়িয়ে দিতে পারে। কেননা ইতোমধ্যে দেশজুড়ে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিলসহ বিভিন্ন কর্মকান্ড বেড়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে রাজনীতিতে সক্রিয় বিএনপির একসময়ের ঘনিষ্ঠ মিত্র রাজনৈতিক দলগুলিও বসে নেই। তা-ই কারো কারো মতে দেশের ভেতরে বাইরে ইতিবাচক সব ঘটনা ম্লান করে দেবে। আইন শৃংখলা রক্ষার পাশাপাশি চাদাবাজি দিতে না পারলে সব কিছু উলটপালট করে দিতে পারে।

জিকে ব্যারাজ

ফারাক্কা ব্যারাজের কারণে জি কে প্রকল্পের সফলতা ভেস্তে

(প্রথম পাতার পর)
সেচ প্রকল্প এলাকা সরজমিনে পরিদর্শনে গিয়ে। আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির উদ্যোগে এই সরজমিনে পরিদর্শনে গিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় নদী ও পরিবেশবিদদের সাথে কথা বলা হয়। সরজমিনে পরিদর্শণে গণমাধ্যমের কর্মীদের সাথে ছিলেন আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটি (আই এফ সি) নিউইয়র্কের চেয়ারম্যান সৈয়দ টিপু সুলতান এবং বাংলাদেশের সভাপতি মোস্তফা কামাল মজুমদার।
বাংলাদেশের প্রথম এবং অন্যতম বৃহৎ ভূপৃষ্ঠের সেচ ব্যবস্থা হচ্ছে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প। যা পদ্মা (গঙ্গা) নদী থেকে পাম্পের সাহায্যে পানি তুলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষিজমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে ৪টি প্রধান জেলা হলো কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা এবং ঝিনাইদহ। খরা মৌসুমে সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এই অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা। কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় অবস্থিত প্রধান পাম্প হাউসের মাধ্যমে গঙ্গা নদী থেকে পানি তুলে খালের (ক্যানেল) মাধ্যমে মাঠপর্যায় সরবরাহ করা হয়।

বাস্তব অবস্থা করুণ

সরজমিনে পরিদর্শণে গিয়ে জানা গেলো শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ও পরিচালনাগত উভয় দিক থেকেই বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে চলছে। আগের অনুমানের চেয়ে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পানির চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে প্রকল্পভুক্ত এলাকাকে সেচের আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে এক ধরনের অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। এই প্রকল্পের কমান্ড এলাকা ১,৯৭,৫০০ হেক্টর ও সেচযোগ্য এলাকা প্রায় ৯৫,৫০০ হেক্টর। তবে, আগের পাম্প দিয়ে এখন মাত্র ৫৫,000 হেক্টরে সেচ দেওয়া যায়।
কিন্তু নদীতে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা থেকে পাম্পের সাহায্যে প্রয়োজনীয় পানি উত্তোলন প্রায়শ সম্ভব হয় না। কেননা পাম্পগুলি পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে যে স্থানে বসানো হয়েছিল সেখানে এখন আর ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পানির স্তর থাকছে না। শুষ্ক মৌসুমে পানির উর্ধ্বসীমা লক্ষণীয়ভাবে নিচে নেমে যায়। অন্যদিকে প্রতি বছর গঙ্গা থেকে পাম্প হাউজের সংযোগ খালে ১০ লক্ষ ঘনমিটার জমে থাকা পলিমাটি ড্রেজিং করে অপসারণ করতে হয়। একারণে একসময়ে পানি সরবরাহের পরিমাণ বাড়াতে ব্যাপক সংস্কার কাজ নেওয়া হয় ১৯৮৪ সালে এবং ১৯৯৩ সালে তা সমাপ্ত হয়। কেননা গঙ্গায় পানির প্রবাহ কম থাকলে পাম্পগুলি নির্ধারিত ক্ষমতার (১৮০ কিউমেক) মাত্র ৬৮%, অর্থাৎ ১২২ কিউমেক পানি উত্তোলন করতে পারে। কিন্তু প্রায়াই শুষ্ক মৌসুমের মাসগুলিতে সেচ কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং গত কয়েক বছর ধরে প্রকল্প এলাকার কৃষকেরা পানির পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করতে জন্য নলকূপ স্থাপন করতে হয়েছে।

ব্যয় বেড়ে গেলো

এখন জানা গেছে জি কে সেচ প্রকল্পটি পদ্মা নদীর নিম্ন জলস্তরেরও পানি উত্তোলনের সুবিধার্থে এর পাম্পিং ব্যবস্থার একটি বড় ধরনের সংস্কারে হাত দিয়েছে। জিকে প্রকল্প পাম্প হাউসের নির্বাহী প্রকৌশলী মিজানুর রহমান জানান, এই পুনর্গঠনের অধীনে, প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো এর পানি গ্রহণ চ্যানেলে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন পানির স্তর ৩.৯ মিটার থেকে কমিয়ে ২.৫ মিটার করা, যাতে শুষ্ক মৌসুমে নদীর পানিস্তর উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেলেও পাম্পগুলো চালু রাখা যায়। প্রকল্প কর্মকর্তাদের মতে, পদ্মা নদীর পানিস্তর ৪.৫ মিটারের নিচে নেমে গেলেই পাম্পিং স্টেশনটির কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে। জানা গেছে ২০২৪ সালে এর পরিণতি বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে, যখন হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে পদ্মা নদীর পানিস্তর চার মিটারের নিচে নেমে যাওয়ায় পাম্পিং স্টেশনটি জল তুলতে না পারায় প্রকল্পের অধীনে সেচ কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। তবে এখন প্রকল্পের কার্যক্রমতার পাশাপাশি পাম্পের সক্ষমতা বাড়াতে আনুমানিক ১,২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নেয়া প্রকল্পটি ২০২৯ সালে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।
এতে করে নদীর নিম্নস্তর থেকে পানি উত্তোলনের সুযোগ করে দিয়ে মৌসুমি পানি সংকট মোকাবেলায় প্রকল্পটির সক্ষমতা বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে গঙ্গার ন্যায্য হিস্যার না পেলে শুধুমাত্র প্রকৌশলগত সমাধানই যথেষ্ট নাও হতে পারে।
এদিকে আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির চেয়ারম্যান সৈয়দ টিপু সুলতান আমেরিকা থেকে প্রকাশিত দেশ পত্রিকার প্রতিনিধিকে বলেন, গঙ্গার পানি ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিতে চুক্তি নবায়নে বাংলাদেশে সরকার সব ধরনের কূটনৈতিক তৎপরতা নিতে হবে। কেননা বাংলাদেশের মানুষ মনে করেন গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা পাওয়া তাদের অধিকার।

বাড়তি মূল্য দিয়েও প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই

সালেক সুফীঃ মুদ্রাস্ফীতি আর দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতি নিয়ে যখন বাংলাদেশের মানুষের জনজীবন বিপর্যস্ত ঠিক তখন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন গঠিত বিদ্যুৎ মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা এলো, 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' হয়ে। জ্বালানি সংকটের অভিঘাতে বিপুল দেনার দায় নিয়ে মহা সংকটে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড। সরকারি সংস্থাকে বিপুল সবসিডি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হচ্ছে, নতুন সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসেছে ১০০ দিন পার হলো। জুন মাসেই ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট পাস করতে হবে। এমতাবস্থায় জ্বালানি বিদ্যুৎ খাতকে বিপুল সাবসিডির দায় কিছুটা কমানোর জন্য বিদ্যুৎ মূল্য বাড়ানো ছাড়া বিকল্প খুব একটা ছিল না। তবে বিদ্যুৎ মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাবের ওপর গণশুনানি অনুষ্ঠানের পর দ্রুততম সময়ে গড়ে ১৬-২০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা দিয়ে নয়া নজির স্থাপন করলো। বিদ্যুৎ জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি সব সময় চক্রাকারে সব কিছুর মূল্যবৃদ্ধি করে মুদ্রাস্ফীতি বিস্তৃততর করে। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হবে না। সীমিত আয়ের মানুষ যাদের নুন আনতে পানতা ফুরোয় তাদের দৈনিক জীবন পড়বে সীমাহীন অস্বস্তিতে। প্রকৃত পক্ষে শিল্প, বাণিজ্যসহ সব ধরনের গ্রাহক পড়বে মহাবিপদে। অথচ জ্বালানি বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাবস্থার বর্তমান সংকটের জন্য কোনো দায় নেই ভোক্তাদের। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাড়তি মূল্য দিয়েও মানসম্মত ও প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই কোনো গ্রাহকের।
অপরদিকে মূল্য বৃদ্ধির পরেও অন্তত একচল্লিশ হাজার কোটি টাকার সাবসিডি দিতে হবে সরকারকে। সবাই জানে মধ্যপ্রাচ্যে (ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র -ইসরায়েল যুদ্ধ), রাশিয়া -ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্ব জ্বালানি বাজারে জ্বালানি মূল্য আকাশ ছুঁয়েছে। আমলা দূষিত জ্বালানি ব্যবস্থাপনার বলি হয়ে বাংলাদেশ নিজেদের জ্বালানি সম্পদ আহরণ উপেক্ষা করে ক্রমাগত আমদানিকৃত জ্বালানি (কয়লা, তরল জ্বালানি, এলএনজি, এলপিজি) নির্ভর হয়ে অসহায় অবস্থায় পড়েছে। বাংলাদেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি উচ্চমূল্যের জ্বালানি আমদানি করতে হিমশিম খাচ্ছে। উপরন্তু মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বহুমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিপুল ঘাটতি নিয়ে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে। এরই মাঝে গ্রীষ্ম কালে বিদ্যুৎ চাহিদা বেড়ে ১৭ হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যাওয়ায় দেশ ব্যাপী লোড শেডিং মহামারি রূপ নিচ্ছে। ২৯ হাজার মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা থাকলেও জ্বালানির অভাবে ১৭ হাজার মেগাওয়াট নিয়মিত উৎপাদন করা যাচ্ছে না। জ্বালানি বিদ্যুৎ সংকটে অনেক শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। বেকার সমস্যা প্রকট হচ্ছে। রফতানি বাণিজ্যে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে।
অনেকের মতে পরিকল্পিত উপায়ে দেশের নিজস্ব জ্বালানি সম্পদ (গ্যাস, কয়লা) অনুসন্ধান করে ব্যবহার করা হলে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি (সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ) ব্যবহার বৃদ্ধি করা হলে বর্তমান পরিস্থিতি এড়ানো যেত। রূপপুর বিদ্যুৎ প্রকল্পকে প্রাধিকার দিয়ে যথাসময়ে শেষ করা হলেও কিছুটা স্বস্তি মিলতো।
নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে নবায়ণযোগ্য জ্বালানির অবদান বাড়ানোর পাশাপাশি সাগরে গ্যাস অনুসন্ধানের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এগুলোর সুফল পেতে নিদেন পক্ষে তিন থেকে পাঁচ বছর সময় লাগবে। তবে অনন্যোপায় হয়ে জ্বালানি বিদ্যুৎ মূল্যবৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ায় জনজীবনে অস্বস্তি এড়ানোর দায় দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। সব পর্যায়ে জ্বালানি বিদ্যুতের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি অবৈধ ব্যবহার চুরি বন্ধ করতে হবে, জ্বালানি আমদানিতে শুল্ক কর সমন্বয় করে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ কমাতে হবে, জনগণকে সচেতন হয়ে বিদ্যুৎ জ্বালানি ব্যাবহারে কৃচ্ছ্রতা নিশ্চিত করতে হবে।

কে জিতবে বিশ্বকাপ-

(প্রথম পাতার পর)
তিন চ্যাটবট কোপাইলট, চ্যাটজিপিটি ও জেমিনির কাছে জানতে চেয়েছিল, ২০২৬ বিশ্বকাপ কারা জিতবে। ডেটা বিশ্লেষণ করে তিন এআই যা জানাল, তাতে দুটি দেশের নাম কমন। শুরুতেই জানিয়ে রাখা ভালো, এই দুটি দেশের তালিকায় বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা বা পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল নেই। তাহলে কাদেরকে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে দেখছে এআই, জেনে নেওয়া যাক ধাপে ধাপে।

কোপাইলট

মাইক্রোসফটের এআই টুল কোপাইলটকে কে ২০২৬

বিশ্বকাপ জিতবে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে প্রথমে নির্দিষ্ট একটা দলের নাম পাওয়া যায়নি। কোপাইলট জানায়, এবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পারে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও স্পেন। এরপর সুস্পষ্টভাবে একটি দেশের নাম উল্লেখ করতে বলা হয়, যারা ১৯ জুলাই নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ট্রফি হাতে তুলবে। পাঁচ দলের মধ্যে কোপাইলট শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সকে বেছে নেয়। কেন ফ্রান্স বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবে, তার পেছনে কয়েকটি কারণও উল্লেখ করে। প্রথমত, এই দলটির স্কোয়াড গভীরতা অনেক বেশি। কোপাইলটের ভাষায়, 'বিশ্ব ফুটবলে অন্যতম সেরা প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের পাইপলাইন রয়েছে তাদের।' ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জয়ের পেছনে আরেকটি কারণ কিলিয়ান এমবাপ্পে। ২৭ বছর বয়সী এই রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড এখন ক্যারিয়ারের সেরা সময়ে আছেন। ২০১৮ সালে চ্যাম্পিয়ন আর ২০২২ সালে রানার্সআপ হওয়া ফ্রান্স বিশ্বকাপের দলগুলোর মধ্যে এই মুহূর্তে সবচেয়ে ধারাবাহিক বলে মূল্যায়ন কোপাইলটের, 'অন্য কোনো দল এই স্তরের ধারাবাহিক পারফরম্যান্স ধরে রাখতে পারেনি।'

চ্যাটজিপিটি

ওপেনএআইয়ের চ্যাটজিপিটিও বলেছে ফ্রান্সই বিশ্বকাপ জিতবে। তবে সেটি ফরাসিদের পক্ষে শতভাগ বাজি ধরেনি। ফ্রান্সকে 'সামান্য ফেবারিট' উল্লেখ করে চ্যাটজিপিটি স্পেনও 'বড় প্রতিদ্বন্দ্বী' বলে জানিয়েছে। কোপাইলটের মতো চ্যাটজিপিটিও ফ্রান্সকে এগিয়ে রাখার পেছনে দলটির ধারাবাহিকতা ও এমবাপ্পের মতো খেলোয়াড়ের কথা বলেছে। আর স্পেনকে শিরোপার অন্যতম দাবিদার বলেছে লামিনে ইয়ামালের মতো তরুণ তারকাদের কারণে।

জেমিনি

জেমিনিই শুধু সরাসরি ফ্রান্সকে সম্ভাব্য বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বলেনি। গুগলের এআই টুলটি প্রথমে কোপাইলটের মতোই আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও স্পেনকে সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন হিসেবে উল্লেখ করে। যখন একটি দল বাছাই করতে বলা হয়, জেমিনি স্পেনের নাম উল্লেখ করে।
অবশ্য দুই সপ্তাহ আগে ফুটবল পরিসংখ্যানবিষয়ক সাইট অপ্টার সুপার কম্পিউটারও স্পেনকে এবারের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। শতকরা হিসেবে সেই সম্ভাবনা ১৬.০৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১২.৭৮ শতাংশ সম্ভাবনা ফ্রান্সের। মজার বিষয় হচ্ছে, মে মাসের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বড় ব্যাংক যখন কোপাইলটের কাছে টুর্নামেন্টের সম্ভাব্য বিজয়ী সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল, তখন ফ্রান্স ও স্পেনকে সমানে সমান বলা হয়েছিল। ব্যাংক অব আমেরিকা তাদের 'দ্য বিউটিফুল গেমঃ বিওএফএ'স ওয়ার্ল্ড কাপ ২০২৬ গাইড' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, এআই টুলটি ফরাসি ও স্প্যানিশদের 'বিশ্বকাপ জেতার সমান সম্ভাবনা'র কথা বলেছে।
উল্লেখ্য, আগামী ১২ জুন থেকে বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে। প্রথম খেলা মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা বিকেল ৩টায় এবং দ্বিতীয় খেলা দক্ষিণ কোরিয়া বনাম চেক প্রজাতন্ত্র রাত ১০টায়।

কর ব্যবস্থাপনার সংস্কার

(প্রথম পাতার পর)
মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য আত্মঘাতী হবে। বাস্তব পরিস্থিতিতে সরকারকে জ্বালানি বিদ্যুৎ খাত, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষাখাতে বড় বরাদ্দ দিতে হবে, সোশ্যাল সেফটি নেটেও বড় বরাদ্দ প্রয়োজন। সবাই জানে কর কাঠামোর দুর্বলতার কারণে অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে রাজস্ব আয়ে প্রতি বছর ঘাটতি থাকে। রফতানিমুখী শিল্পগুলো জ্বালানি বিদ্যুৎ সংকটে প্রতিযোগিতায় ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে। ভূরাজনীতির কারণে রেমিট্যান্স আয় কমে আসতে পারে। এমতাবস্থায় সরকারকে বাজেট প্রণয়নে কৌসুলি এবং বাজেট বাস্তবায়নে প্রো-অ্যাকটিভ হতে হবে।
আওয়ামী লীগ সরকারের সূচিত মেগাপ্রকল্পগুলো শেষ করে এগুলো পরিচালনার পেশাদারি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিল্প খাতের সমস্যাগুলো সমাধান করে শিক্ষিত বেকারদের চাকরির সংস্থান করা প্রাধিকার হওয়া উচিত। অন্তত দুই বছর কোনো মেগা প্রকল্প গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।
দেখছি সরকারের মন্ত্রীরা সমস্যায় পড়লেই সমস্যা সমাধানের বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ না করেই পূর্ববর্তী সরকারগুলোকে দোষারোপ করছে। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা জ্বালানি বিদ্যুৎ সংকট। নিজেদের জ্বালানি আহরণ এবং উন্নয়নের কার্যক্রম গুলো গতিময় করতে সংস্থাগুলোর সংস্কার করা জরুরি। পেট্রোবাংলা এবং কোম্পনিগুলোতে সঠিক পেশাদারদের দায়িত্ব দিয়ে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। সাগরে এবং স্থলভাগে তেল গ্যাস অনুসন্ধান গতানুগতিক ধারায় চলতে থাকলে ২০২৭-২০২৮ মহাসংকটে পড়বে জ্বালানি বিদ্যুৎ খাত। সরকারের সৌর বিদ্যুৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হলে স্রেডাকে ঢেলে সাজাতে হবে। বেসরকারি খাতকে যথাযথ প্রণোদনা দিতে সম্পৃক্ত করতে হবে। বিদ্যমান অবস্থায় দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে বলে মনে হয় না। সরকার বাধ্য হয়েই গ্যাস বিদ্যুৎ, জ্বালানি মূল্য বাড়িয়েছে, হয়তো আরো বাড়াতে হবে। ফলশ্রুতিতে মুদ্রাস্ফীতি আর দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাবে। এমতাবস্থায় সরকারি ব্যয়ে সর্বোচ্চ কৃচ্ছ্রতা আনতে হবে। আশা করছি, ভাবাবেগ বা ভুল পরামর্শে প্রভাবিত হয়ে বিশাল বাজেট প্রণয়ন করে বিপদ ডেকে আনবে না সরকার। সুষম বাস্তবভিত্তিক বিনিয়োগ বান্ধব বাজেট প্রণয়ন করাই হবে বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত। কর ব্যবস্থার যথাযথ সংস্কার করে কর আহরণ প্রয়োজনীয় মাত্রায় বাড়াতে হবে।

বাজেট অধিবেশন শুরু

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন (২০২৬ সালের বাজেট অধিবেশন) শুরু হয়েছে। গত ৭ জুন বেলা ৩টার দিকে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে প্রথম বাজেট অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু হয়। অধিবেশনের প্রথম দিনে সংসদে একটি শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়। এতে তোফায়েল আহমেদসহ ১৬ জন সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক দিলারা হাফিজ (স্পিকারের স্ত্রী), পাশবিক নির্যাতনের পর হত্যাকাণ্ডের শিকার আট বছর বয়সী শিশু রামিসা আক্তার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।
আগামী বৃহস্পতিবার অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট পেশ করবেন। ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের পর বিএনপি সরকার গঠন করার পর এটিই হবে প্রথম বাজেট। এর আগে গত ৭ মে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন সংসদ অধিবেশন আহ্বান করেন। ত্রয়োদশ সংসদের প্রথম অধিবেশন শেষ হয় গত ৩০ এপ্রিল। ওই অধিবেশনে ২৫ কার্যদিবসে মোট ৯৪টি বিল পাস হয়।

আমি ফেসবুকটা ডিলিট করে দিতে চাই!

(প্রথম পাতার পর)

দশটা চেনা ঈদের আলাপ নয়, নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত পাঠকপ্রিয় দেশ পত্রিকার কাছে তিনি ধরা দিলেন একদম ভিন্নরূপে, অকপট ও স্পষ্টভাষী হিসেবে। সমসাময়িক ক্যারিয়ার, ব্যক্তিজীবন এবং ঈদ উদযাপনের খবরের পাশাপাশি কথা বললেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের রূঢ় বাস্তবতা নিয়ে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আলমগীর কবির।

প্রশ্ন: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রায়ই আপনার পোশাক, লুক কিংবা ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে নানা মন্তব্য ও সমালোচনা হয়। বিষয়গুলোকে আপনি কীভাবে দেখেন বা সামলান?

নাজিফা তুষি: সত্যি কথা বলতে, আমি ফেসবুকটা ডিলিট করে দিতে চাই! কারণ এই প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে গিয়ে অনেক কিছুই এখন আর আমার ভালো লাগে না। প্রতিনিয়ত এতো জাজমেন্ট বা বিচার-বিশ্লেষণ নেওয়াটা কঠিন।

প্রশ্ন: একজন অভিনেত্রী হিসেবে সমাজের যে একটা চেনা দৃষ্টিভঙ্গি আছে, সেটিকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

নাজিফা তুষি: আমি অভিনয় করি, মানুষ আমাকে অভিনেত্রী বা নায়িকা বলে এটা আনন্দের। কিন্তু আমাদের সমাজে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, নায়িকাদের সবসময় একটা নির্দিষ্ট ছাঁচে নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে। সব সময় তৈরি হয়ে থাকতে হবে, একদম পুতুলের মতো পরিপাটি থাকতে হবে এই বিষয়গুলো আমার মোটেও ভালো লাগে না। সত্যি বলতে, এগুলোকে অনেক সময় এক ধরনের বোঝা মনে হয়।

প্রশ্ন: তার মানে কি আপনি সাজগোজ বা নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার বিরোধী?

নাজিফা তুষি: একদমই তা নয়। নিজের ইচ্ছায় সাজতে বা নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আপত্তিটা হলো সমাজের তৈরি করে দেওয়া নিয়মে। আমার যখন সাজতে ইচ্ছা করবে, আমি সাজব। সেটা একান্তই আমার নিজের ইচ্ছা হওয়া উচিত। কিন্তু অনেক সময় মনে হয়, মানুষ একজন নারীকে সবসময় নির্দিষ্ট একটা ফ্রেমের মধ্যেই দেখতে চায়। এই চাপটাই আমি পছন্দ করি না।

প্রশ্ন: সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য কি আপনার চোখে পড়ে?

নাজিফা তুষি: অবশ্যই পড়ে। নারীদের চেহারা, পোশাক ও উপস্থিতি নিয়ে সমাজে যে পরিমাণ বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়, পুরুষদের ক্ষেত্রে তা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। একটা ছেলেকে তো এতশত নিয়মের চাপ আর জবাবদিহিতার মধ্য দিয়ে যেতে হয় না!

প্রশ্ন: এই সামাজিক চাপ বা ট্রোলিং আপনার ব্যক্তিগত জীবন ও ঈদ উদযাপনের আনন্দে কোনো প্রভাব ফেলে কি?

নাজিফা তুষি: কিছুটা তো ফেলেই, কারণ দিনশেষে আমরাও মানুষ। তবে আমি চেষ্টা করি এই উৎসবের দিনগুলোতে নেতিবাচকতা থেকে দূরে থাকতে। নিজের মতো করে, নিজের কাছের মানুষদের সাথে আনন্দ ভাগ করে ঈদ উদযাপন করতেই আমি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।

প্রশ্ন: এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় কী বলে আপনি মনে করেন এবং অন্য নারীদের উদ্দেশ্যে আপনার বার্তা কী?

নাজিফা তুষি

নাজিফা তুষি: আমার মনে হয়, এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের মেয়েদের আরো বেশি কথা বলা উচিত। সমাজে চাপিয়ে দেওয়া ফ্রেমের বাইরে গিয়ে নিজের মতো থাকার আত্মবিশ্বাসটা অর্জন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অন্য কে কী ভাবল তা নিয়ে না ভেবে, নিজের কমফোর্ট বা স্বস্তিটাকেই সবার আগে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

খুলনা শিপইয়ার্ড প্রকল্পে গাফলতি ॥ তদন্তের নির্দেশ

(প্রথম পাতার পর)

নির্বাহী কমিটি (একনেক) কর্তৃক অনুমোদিত খুলনা শিপইয়ার্ড প্রকল্পের মেয়াদ একযুগে দফায় দফায় বৃদ্ধি করেও কাংখিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি তা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। গত ৯ জুন মঙ্গলবার সচিবালয়ে মন্ত্রি পরিষদ বিভাগের জনপ্রশাসন কক্ষে একনেকের সভায় প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনা আসে।

খুলনা শিপইয়ার্ড রোড প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্পটি ২০১৩ সালের জুলাইয়ে একনেকে অনুমোদন পায়। তবে প্রকল্পের কাজটি শুরু হয় ২০২২ সালের ২২ জানুয়ারি। এই সাড়ে তিন বছরের অধিক সময়ে কাজ বাস্তবায়ন হয়েছে ৭০ শতাংশ। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বিল উত্তোলন করে লাপত্তা। সড়ক সংস্কার কাজ দীর্ঘদিন ধরে ফেলে রাখায় ৭ আগস্ট চুক্তিও বাতিল হয়েছে। মঙ্গলবার একনেক বৈঠকে খুলনা শিপইয়ার্ড প্রকল্পটি কেনো প্রকল্পের দীর্ঘ বিলম্বে তা আলোচনা হয় এবং প্রধানমন্ত্রী নিদের্শনা দেন।

খুলনা শিপইয়ার্ড প্রকল্পের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সালেহ শিবলী বলেন, ১২ বছরেও প্রকল্পটি দফায় দফায় বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু কাংখিত লক্ষ্য অর্জন হয়নি কেনো তা তদন্ত করে কারা কারা এর সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রধানমন্ত্রী প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন।

খুলনা শিপইয়ার্ড রোড প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্পটি ২০১৩ সালে অনুমোদন পাওয়ার পর আতাউর রহমান লিমিটেড ও মাহাবুব ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেডকে যৌথভাবে কার্যাদেশ দেয় খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ)(৯৮ কোটি ৯০ লাখ টাকা ব্যয়ে দুই বছর মেয়াদি প্রকল্পটি ২০১৫ সালের জুনে শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে কাজই শুরু করতে পারেনি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা।

প্রথম দফায় এক বছর ও দ্বিতীয় দফায় দুই বছর সময় বাড়িয়ে ২০১৮ সালের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। সেই লক্ষ্যও পূরণ না হওয়ায় পরে নতুন করে তৃ তীয় দফায় এক বছর, চতুর্থবার প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে তিন বছর, পঞ্চম দফায় দুই বছর, ষষ্ঠ ধাপে ছয় মাস ও সপ্তম দফায় ছয় মাস মেয়াদ বাড়ানো হয়। এ মেয়াদ শেষ হয় ২০২৫ সালের জুনে। তবে সপ্তম মেয়াদে কাজের ভৌত অগ্রগতি হয় ৭০ শতাংশ। বাকি কাজ শেষ করতে অষ্টম ধাপে ডিসেম্বর পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ দুই বছরের প্রকল্পের মেয়াদ গিয়ে ঠেকেছে এক যুগে। মেয়াদের পাশাপাশি প্রকল্পটির ব্যয়ও বেড়েছে দফায় দফায়। প্রকল্পটি প্রথমবার ২৮ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছিলো। দ্বিতীয়বারে বাড়ানো হয়েছে ১৩২ কোটি। এতে ৯৮ কোটি ৯০ লাখ টাকার প্রকল্পের ব্যয় এসে দাঁড়ায় ২৫৯ কোটি টাকায়। পরে ব্যয় কিছুটা কমিয়ে ২৫৪ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়।

একনেকের বৈঠকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সালাহ উদ্দিন আহমদ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, বাণিজ্য মন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, পানি সম্পদ মন্ত্রী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন, কৃষি মন্ত্রী আমিন উর রশিদ ইয়াসিন, আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান, শিক্ষামন্ত্রী আনম এহছানুল হক মিলন, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী শেখ রবিউল আলমসহ, প্রতিমন্ত্রী, উপদেষ্টা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন।

মহাদুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে প্রয়োজন

(প্রথম পাতার পর)

বৈষয়িক জ্বালানি সংকট, বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সংকট একই সঙ্গে দেশে বিদ্যমান হাম, ডেঙ্গু সংক্রমণ সবকিছু সমন্বিত হয়ে মহাদুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে বাংলাদেশে। এ তো ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতি, ভীতিকর মুদ্রাস্ফীতির কারণে দ্রব্যমূলের উর্ধগতি নিয়ে অস্বস্থিতে জনগণ। এরই মাঝে রাজনৈতিক বিভাজন, অশুভ সিন্ডিকেটগুলোর দৌরাত্মে হিমশিম খাচ্ছে নতুন সরকার। পাশের বাড়ির তথা প্রভাবশালী প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে বিরাজমান শীতল সম্পর্ক সর্বোচ্চ পর্যায়ে কূটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে নিরসন জরুরি। একই সঙ্গে বৈদেশিক নীতিতে ভারসাম্য, প্রতিরক্ষা নীতি সংস্কার করে সুরক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি। এগুলো যদি সব ঠিকঠাক মত করতে হয়, তাহলে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন রাজনৈতিক বিভাজন দূর করে ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য। দেশ যখন মহাসংকটের মুখে তখন স্থূল বিষয় নিয়ে বাহাস আর বিতর্ক করে কাল ক্ষেপণ করলে সংকট ঘনীভূত হবে। অথচ দেখা যায়, প্রতিটি সংকট মুহূর্তে সরকারের মন্ত্রীরা পতিত আওয়ামী সরকারের ঘাড়ে দায় চাপানোর চেষ্টা করেই যাচ্ছে। জ্বালানি সংকটের বর্তমান অবস্থার জন্য নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী সব সরকারের ভুলনীতি কৌশল নিঃসন্দেহে দায়ী। সরকার এখন উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে দেওয়ার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে সবাইকে নিয়ে সমন্বিত কার্যক্রম হাতে নেওয়া উচিত।

বাস্তবতার নিরিখে চারিদিক থেকে পরিবেষ্টিত ভারতের সঙ্গে পায়ে পাড়া দিয়ে শীতল সম্পর্ক সৃষ্টি কিছুতেই সুবিবেচনা প্রসূত হবে না। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভারতের সঙ্গে সংঘাত পূর্ণ স্থাপন করে বাংলাদেশ স্বস্তিতে থাকতে পারবে না। বলছি না ভারতের সঙ্গে নতজানু থাকতে। কিন্তু বিচক্ষণতার সহজে কূটনৈতিক কৌশলে জনগণকে সাথে নিয়ে এগুতে হবে নিঃসন্দেহে। ভারত অবশ্যই আন্তর্জাতিক নীতির প্রতি ভ্রূকুটি করেই পুশ ব্যাক প্রবণতায় মেতেছে। বাংলাদেশ সরকারকে এখন পর্যন্ত নিস্পৃহ মনে হচ্ছে। অবিলম্বে বিষয়টি নিয়ে শীর্ষ পর্যায়ে কূটনৈতিক যোগাযোগ অত্যাবশ্যক। পদ্মা নদীর পানি বন্টন চুক্তি নবায়ন, তিস্তাসহ সকল অভিন্ন নদীর পানিবণ্টন চুক্তি নিয়েও জরুরি ভিত্তিতে আলোচনা প্রয়োজন। এই সকল আলোচনায় অবশ্যই ট্রানজিট প্রসঙ্গ আসবে। ভারতকে এড়িয়ে পাকিস্তান বা কোন দেশের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন সুফল বয়ে আনবে না।

জানিনা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তির জন্য বাংলাদেশ চীন, রাশিয়া বা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধে জড়ানো কোনো দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করতে পারবে কি না। ইতিমধ্যেই চুক্তির ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ অত্যাধিক মূল্যে জ্বালানি আমদানি করে অর্থনীতিকে চাপে ফেলেছে। সুযোগ সন্ধানী আমলাদের পরামর্শে বিদ্যুৎ জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি করে জনগণকে বিপদে ফেলেছে। শত বাধা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সরকার কিন্তু বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, জাপান, কোরিয়াসহ সকল দেশকে এবং উন্নয়ন সহযোগীদের দেশের উন্নয়নে সম্পৃক্ত রেখেছিল। ব্যর্থতা ছিল অপশাসন আর দুর্নীতি। নতুন সরকার কিন্তু একই ভাবে সুযোগসন্ধানী আমলা চক্রের খপ্পড়ে পড়ে গেছে কি না সেটা খুঁজে দেখা প্রয়োজন।

শেষ কথা

দেশে যখন নানা কারণে মহা দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে তখন রাজনৈতিক বিভাজন বজায় রেখে এবং ভারসাম্যপূর্ণ বৈদেশিক নীতি কৌশল অবলম্বনের পথ ভ্রষ্ট হলে সরকার নিজের বিপদ ডেকে আনছে।

সরকার জ্বালানি দামবৃদ্ধি করে ইতিমধ্যে মানুষের রোষানলে পড়তে শুরু করেছে। দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত উর্দ্ধগতি নাভিশ্বাস বাড়িয়েই তুলছে। ভাঙা যায়নি সিন্ডিকেট। কৃষক পাচ্ছেনা ন্যায্যমূল্য। মানুষের ক্রয় ক্ষমতাও দিন দিন হ্রাস পচ্ছে। সর্বশেষ কুরবানির জন্য তৈরি করা পশুর মধ্যে প্রায় ২৫ লাখ পশু অবিক্রিত রয়ে গেছে। সেগুলো নিয়ে খামাড়িরা অস্বস্থিতে বাড়ি ফিরেছেন। বহু মানুষ প্রত্যাশিতভাবে কুরবানী দিতে পারেননি।

গার্মেন্টস সেক্টরে সমস্যা বেড়েই চলছে। বায়াররা আগ্রহ হারাচ্ছেন। বড় বড় শিল্প মালিকরা চাকরিচ্যুত করছেন শত হাজার কর্মী। বেকার হচ্ছে শ্রমিক। বাজারের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য আকাশছোঁয়া। সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষ ভালো নেই। সরকার বিভিন্ন কার্ড প্রদান করলেও সেটা সবে শুরু। পর্যায়ক্রমে এ সুফল পাবে। যারা পেয়েছেন তারা কিছুটা স্বস্থিতে। বাকি কোটি কোটি নিন্মমধ্যবিত্ত, হত দরিদ্র, মধ্যবিত্তদের ত্রাহি অবস্থা। ফলে এসব বিবেচনা করে সব ক্ষেত্রেই সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়ে এগুলো প্রয়োজন। এর বাইরেও প্রয়োজন বাংলাদেশ প্রথম নীতি বজায় রেখে সব স্টেকহোল্ডাদের সম্পৃক্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ। নতুবা সাধারণ মানুষের মধ্যে হতাশা তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করলে নতুন সরকারের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

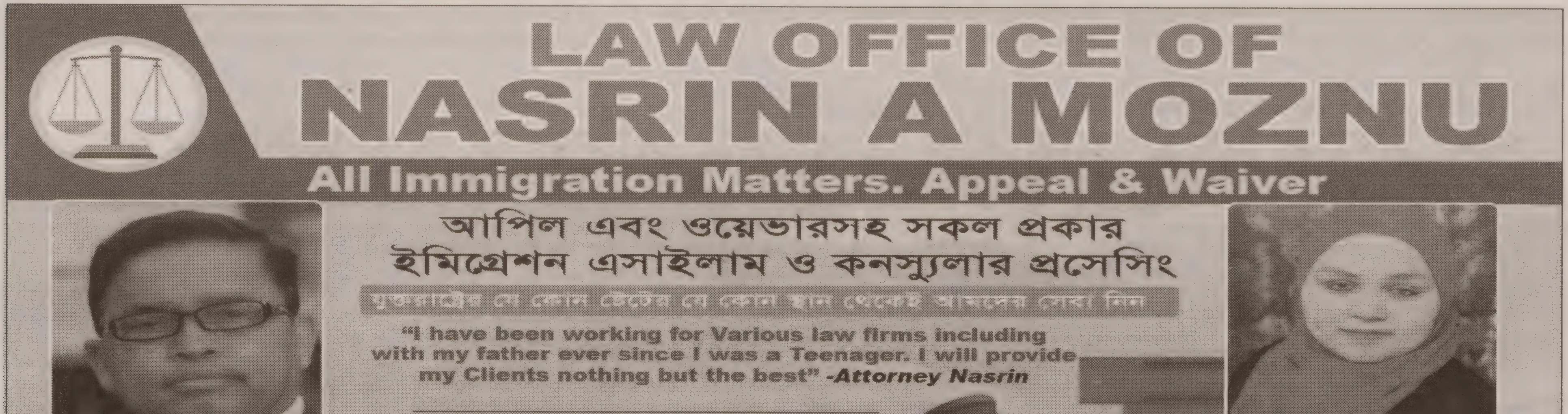

হজ পালনের দৃশ্য

২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে হজযাত্রী নিবন্ধন কার্যক্রম

বিশেষ প্রতিনিধিঃ ২০২৭ সালের (হিজরি ১৪৪৮ সন) হজের রোডম্যাপ প্রকাশ করেছে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়। চলতি বছরের ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে হজযাত্রী নিবন্ধন কার্যক্রম এবং ৮ নভেম্বর স্বাক্ষরিত হবে দ্বিপাক্ষিক হজচুক্তি। গত ৭ জুন মন্ত্রণালয়ের হজ-১ শাখা থেকে এ রোডম্যাপ প্রকাশ করা হয়েছে।

এর আগে গত ২৯ মে সৌদি হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয় সৌদি আরবের জেদ্দায় এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২০২৭ সালের হজ কার্যক্রমের সময়সূচি ঘোষণা করে এবং বিভিন্ন দেশের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রীদের কাছে তা হস্তান্তর করে।

ধর্মমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন (কায়কোবাদ) আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় সৌদি হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয়ের সহকারী মন্ত্রী ড. আল হাসান বিন ইয়াহইয়া আল মানাখরাহ তার নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হজের রোডম্যাপ হস্তান্তর করেন।

রোডম্যাপ অনুসারে, চলতি বছরের ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে হজযাত্রী নিবন্ধন কার্যক্রম এবং ৮ নভেম্বর স্বাক্ষরিত হবে দ্বিপাক্ষিক হজচুক্তি। ২০২৭ সালের ২৮ জানুয়ারি থেকে হজ ভিসা ইস্যু শুরু হবে এবং ৮ এপ্রিল শুরু হবে হজ ফ্লাইট। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ১৫ মে (৯ জিলহজ্ব) অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছরের হজ।

এছাড়া, সৌদি প্রান্তের খরচের অর্থ নুসুক মাসার প্ল্যাটফর্মের ই-ওয়ালেটে সরাসরি স্থানান্তর কার্যক্রম চলবে এ বছরের ১৫ জুলাই থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। নুসুক মাসারের মাধ্যমে সামগ্রিক সেবা প্যাকেজ (তাঁবু, সার্ভিস প্যাকেজ, মক্কা ও মদিনায় হোটেল, ক্যাটারিং ও পরিবহন সেবা) গ্রহণের নিমিত্ত চুক্তি স্বাক্ষর শুরু হবে চলতি বছরের ২৯ জুলাই এবং তা শেষ হবে ২৩ জানুয়ারি।

হজযাত্রীদের ডাটা নুসুক মাসার সিস্টেমে আপলোড করতে হবে ১৪ আগস্ট হতে ২৮ জানুয়ারির মধ্যে। হজযাত্রী পরিবহনকারী এয়ারলাইন্সের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর ও নুসুক মাসারে ডকুমেন্টেশন সম্পন্ন করতে হবে চলতি বছরের ২৯ জুলাই হতে ৮ নভেম্বরের মধ্যে।

পদ্মা ব্যারেজ প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতকে সুবিধা দেয়া হবে

বিশেষ প্রতিনিধিঃ পদ্মা ব্যারেজও কোনো সুফল আনবে না। বরং গঙ্গা ব্যারেজের পরিবর্তে পদ্মা ব্যারেজ প্রকল্প হাতে নেয়ার মাধ্যমে ভারতকে সুবিধা দেয়া হবে। পদ্মা ব্যারেজ দেশের জন্য আরেকটি বিষফোঁড়া হতে যাচ্ছে শিরোনামে বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভায় আলোচকরা এসব তথ্য তুলে ধরেন। জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মিলনায়তনে বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডীর সদস্য তুষার কান্তি দাসের সভাপতিত্বে আলোচনা করেন সিপিবির প্রেসিডিয়াম সদস্য মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সদস্য আনু মুহাম্মদ, বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সভাপতি এসএম কামাল উদ্দিন, বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের আহ্বায়ক শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, বাসদের সহ-সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, যশোর শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আমিরুল আলম খান, শিক্ষাবিদ আফজালুল বাসার, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির উপদেষ্টা খোরশেদ আলম, জাতীয় গণফ্রন্টের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়ক রজত হুদা, নয়াগণতান্ত্রিক গণমোর্চার আহবায়ক জাফর হোসেন, বাংলাদেশ জাসদের সহ-সম্পাদক ডা. মুশতাক হোসেন, তিস্তা রক্ষা কমিটির সভাপতি ফরিদুল ইসলাম ফরিদ, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগঠক রঘু অভিজিৎ রায়, কৃষিবিদ হারুন অর রশীদ, কৃষিবিদ রফিকুল ইসলাম এবং যুক্তরাষ্ট্রের কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার ভূতত্ত্ব ও সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও পানি বিশেষজ্ঞ ড. মো. খালেকুজ্জামান এর ভিডিওকৃত বক্তব্য প্রচার করা হয়।জাতিসংঘের উন্নয়ন গবেষণা বিভাগের ফেলো ড. নজরুল ইসলামের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ও সভা সঞ্চালনা করেন বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নজরুল ইসলাম।

আনু মুহাম্মদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, ১৯৫৪ সালে ক্রুগ মিশন যে দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রণয়ন করা হয়েছিল যার মাধ্যমে বাঁধ, ব্যারেজ, স্লুইসগেট নির্মাণ করা হয়েছিল। আশির দশকের ফ্যাপ, তারপর ১০০ বছরের ডেল্টা প্লান ইত্যাদি একটা আরেকটার সাথে সম্পর্কিত। পাকিস্তান থেকে আলাদা হলেও আসলে আমরা পাকিস্তানের এক্সটেনশন হিসেবেই আছি। জনগণের কাছে নীতি নির্ধারণের কোন ভূমিকা থাকে না। তথ্য প্রকাশ করা হয় না, ইংরেজি ভাষায় করা হয় সম্ভাব্যতা যাচাই। সাধারণ জনগণ যা বোঝেন না। রাষ্ট্র ও আমলাতন্ত্র অনেক গোপনীয়তা রক্ষা করে। প্রকল্প নেয়া হয় পুরোপুরি অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। আবার নতুন কোন প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী প্রকল্পসমূহের ভাল-মন্দ বিশ্লেষণ করার কোন নজির সরকারের নেই। ইউএনডিপির একটা মূল্যায়ন করেছিল যাকে নেতিবাচক হিসেবে উত্থাপন করা হয়। আনু মুহাম্মদ তিস্তা ও পদ্মা ব্যারেজ, ইউএসএর সাথে সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তি যাবতীয় তথ্য বাংলাভাষায় প্রকাশ করা হোক। জনগণকে অবহিতকরণ ছাড়া কোন চুক্তি বা প্রকল্প নেয়া যাবে না।

সভায় মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, পদ্মা ব্যারেজ প্রকল্পের মাধ্যমে যা কিছু করার চেষ্টা করছে সরকার তা সম্পূর্ণ দেশের স্বার্থ বিরোধী। আন্তঃদেশীয় নদীর ক্ষেত্রে অববাহিকাভিত্তিক আন্তঃদেশীয় প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। প্রকৃতির উপর ইঞ্জিনিয়ারিং করে বাঁধ, ব্যারেজ নির্মাণ না করে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতির সাথে সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করতে হবে। কমরেড সেলিম অবিলম্বে পদ্মা ব্যারেজ প্রকল্প স্থগিত করে সার্বিক পর্যালোচনার মাধ্যমে সমন্বিত প্রকল্প চালু করার আহবান জানান।

কৃষিবিদ হারুন অর রশীদ বলেন, সরকারের দাবিকৃত সুবিধা জনগণ পাবে না। পদ্মার দুইপাড়ের কৃষি জমির শতকের ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ সেচাধীন। ১৫ লক্ষাধিক স্যালো টিউবওয়েলের মাধ্যমে ভূর্গস্থ পানি সেচের কাজে লাগানো হয়।কৃষকদের নিজেদের উদ্যোগে এই সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে সরকারের কোন ভূমিকা নেই। জনগণের সম্পৃক্ততাহীন এই প্রকল্প কোন কাজে আসবে না।

প্রস্তাবিত জুয়া ও বেটিং আইনের কয়েকটি ধারা পুনর্বিবেচনা চায় এইচআরএফবি

বিশেষ প্রতিনিধিঃ দেশে অনলাইন ও অফলাইন জুয়া ও বেটিং সংশ্লিষ্ট অপরাধ প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকারের বিশেষ আইন প্রণয়নের উদ্যোগকে হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) নীতিগতভাবে স্বাগত জানাচ্ছে। সেইসাথে প্রস্তাবিত আইনের কয়েকটি ধারা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। এইচআরএফবি মনে করে, অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রণীত কোনো আইন এমন হওয়া উচিত নয়, যা ভবিষ্যতে নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার, ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার, ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা এবং বিচারিক সুরক্ষাকে সংকীর্ণ করার ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।

বেটিং এবং জুয়া প্রতিরোধ আইন(অনলাইন ও অফলাইন), ২০২৬ এর খসড়া পর্যালোচনায় এইচআরএফবি লক্ষ্য করছে যে, প্রস্তাবিত ৩৯(১) ও ৩৯(২) ধারায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কেবলমাত্র 'বিশ্বাস' বা "সন্দেহের" ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তির ডিজিটাল ডিভাইসে প্রবেশ, তল্লাশি, তথ্য সংগ্রহ, জব্দ এবং গ্রেফতারের ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এসব ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিচারিক অনুমোদন, স্বাধীন তদারকি এবং কার্যকর জবাবদিহিতার পর্যাপ্ত সুরক্ষা অনুপস্থিত থাকায়, নজরদারীভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনের আশংকা তৈরি করে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৯ ও ৪৩ অনুচ্ছেদ নাগরিকের সমতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, গ্রেফতার -সংক্রান্ত অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সুরক্ষা নিশ্চিত করে। ফলে কোনো ব্যক্তির ডিজিটাল ডিভাইস বা ব্যক্তিগত তথ্যে প্রবেশের ক্ষমতা অবশ্যই সাংবিধানিক অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। এইচআরএফবি আরও লক্ষ্য করছে যে, খসড়া আইনের ৩৪ ধারায় অভিযোগ দায়ের, তদন্ত ও বিচার-সংক্রান্ত বিধানে এবং ৩৯ ধারায় প্রবেশ, তল্লাশি, জব্দ ও গ্রেফতার-সংক্রান্ত ধারাগুলোতে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই) ও সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে পরিচিত ডিজিএফআইকে অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বিশেষত "ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন" ধরনের বিধানের মাধ্যমে বিশেষ ক্ষমতা প্রদানের উদ্যোগ গভীর পর্যালোচনার দাবি রাখে। অতীতে এ সকল সংস্থার কার্যক্রম নিয়ে গুম, নির্যাতন ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ, জনপরিসরে বিস্তৃত বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে যথ যথ বিচারিক তদারকি ও জবাবদিহিতা ছাড়া অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান জনমনে আস্থার সংকট তৈরি করতে পারে।

খসড়া আইনটিতে উদ্বেগের আরেকটি বিষয় হলো, খসড়া আইনের ৩৬ ধারায় মোবাইল কোর্টকে যে ধরনের ক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাব দেখা যাচ্ছে, তা যথাযথ পর্যালোচনার দাবি রাখে। মোবাইল কোর্ট দ্রুত প্রতিকার প্রদানের একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা হলেও এটি পূর্ণাঙ্গ বিচারিক প্রক্রিয়ার বিকল্প নয়। ফলে এমন কোনো বিধান রাখা সমীচীন হবে না, যা বিচারিক সুরক্ষা দুর্বল করে বা অভিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায্য শুনানির অধিকারকে সীমিত করে। অতীতে মোবাইল কোর্টের ক্ষমতা প্রয়োগ ও সীমা নিয়ে আদালত, আইনজ্ঞ ও নাগরিক সমাজে আলোচনা ও বিচারিক পর্যবেক্ষণ রয়েছে। তাই নতুন কোনো আইনে মোবাইল কোর্টকে এমন ক্ষমতা দেওয়া সমীচীন হবে না, যা বিচারিক পর্যালোচনা ছাড়াই নাগরিকের স্বাধীনতা সীমিত করার সুযোগ তৈরি করতে পারে।

এইচআরএফবি মনে করে, জুয়া ও বেটিং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনটি অবশ্যই প্রয়োজন; কিন্তু আইনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এমন কোনোধারা প্রণয়ন করা উচিত নয়, যা ব্যাপক নজরদারি, ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের ঝুঁকি সৃষ্টি করে। অপরাধ দমন ও মানবাধিকার সুরক্ষা পরস্পরবিরোধী নয়; বরং আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং বিচারিক তদারকির মাধ্যমেই উভয় লক্ষ্য একসঙ্গে অর্জন করা সম্ভব।

এইচআরএফবি সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে, খসড়া আইনটি জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের আগে উদ্বেগজনক ধারাসমূহ পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে সংশোধন বা প্রয়োজনে বাতিল করা হোক। তার পাশাপাশি, আইনবিদ, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, গণমাধ্যম প্রতিনিধি ও নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণে উন্মুক্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে আইনটিকে সংবিধান, উচ্চ আদালতের নির্দেশনা এবং মানবাধিকার মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার দাবি জানাচ্ছে এইচআরএফবি। বিবৃতি স্বাক্ষরকারীরা হলেন হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ এর সদস্যবৃন্দ ড. হামিদা হোসেন, এক্সপার্ট, এইচআরএফবি। অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, এক্সপার্ট, এইচআরএফবি, রাজা দেবাশীষ রায়, এক্সপার্ট, এইচআরএফবি, অ্যাডভোকেট জেড আই খান পান্না, চেয়ারপারসন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), তাহমিনা রহমান, নির্বাহী পরিচালক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এবং আহবায়ক, এইচআরএফবি শাহীন আনাম, স্টিয়ারিং কমিটি সদস্য-এইচআরএফবি, এবং নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, জাকির হোসেন, স্টিয়ারিং কমিটি সদস্য-এইচআরএফবি এবং প্রধান নির্বাগরিক উদ্যোগ, সারা হোসেন, স্টিয়ারিং কমিটি সদস্য-এইচআরএফবি এবং অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), রঞ্জন কর্মকার, স্টিয়ারিং কমিটি সদস্য-এইচআরএফবি এবং নির্বাহী পরিচালক, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট (স্টেপস), সালেহ আহমেদ, স্টিয়ারিং কমিটি সদস্য-এইচআরএফবি এবং নির্বাহী পরিচালক, বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, সঞ্জীব দ্রং, স্টিয়ারিং কমিটি সদস্য-এইচআরএফবি এবং সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), সদস্য, এইচআরএফবি, ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সভানেত্রী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ (বিএমপি), সদস্য, এইচআরএফবি, শামসুল হুদা, নির্বাহী পরিচালক, অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্মস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি), সদস্য, এইচআরএফবি, খুশী কবির, সমন্বয়ক, নিজরা করি, সদস্য, এইচআরএফবি, সরদার জাহাঙ্গীর হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, এসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশন (এএসএফ), সদস্য, এইচআরএফবি প্রমুখ।

পুশ-ইনের নামে ভারতীয় আগ্রাসন প্রতিহতে ১২ দলীয় জোট

(প্রথম পাতার পর)

কার্যালয়ে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জোটের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ দেশের জনগণের জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান সংকট, জ্বালানি খাতের অস্থিতিশীলতা, সীমান্ত পরিস্থিতি এবং জাতীয় নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সভায় নেতৃবৃন্দ গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে, তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় অসহনীয় পর্যায়ে পৌছেছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, শিল্প উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং কৃষি খাতে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে এই মূল্যবৃদ্ধি দেশের অর্থনীতিকে আরও সংকটময় অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ১২ দলীয় জোট অবিলম্বে জ্বালানি খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং জনগণের ওপর নতুন কোনো মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে না দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়।

আলোচনায় ভারতীয় সীমান্তে সাম্প্রতিক পুশ-ইন কার্যক্রমের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উঠে আসে। নেতৃবৃন্দ বলেন, আন্তর্জাতিক আইন, কূটনৈতিক শিষ্টাচার এবং প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের পরিপন্থী যেকোনো একতরফা পদক্ষেপ উদ্বেগজনক। তারা সীমান্তে দায়িত্ব পালনরত বিজিবি ও আনসার সদস্যদের পাশাপাশি সাহসিকতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা স্থানীয় জনগণের ভূমিকাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রশংসা জানান।

নেতৃবৃন্দ দৃঢ়ভাবে বলেন, পুশ-ইনের নামে বাংলাদেশের সীমান্ত, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তার বিরুদ্ধে পরিচালিত যেকোনো আগ্রাসী অপচেষ্টা দেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোনো আপসের সুযোগ নেই।

তারা আরও বলেন, সীমান্তে উদ্ভূত যেকোনো সমস্যার স্থায়ী সমাধান সামরিক উত্তেজনার মাধ্যমে নয়; বরং কার্যকর কূটনৈতিক উদ্যোগ, দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এবং আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিতেই হতে হবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্মান, সমতা ও মানবাধিকারের নীতির আলোকে সীমান্ত সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সভায় বক্তারা দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র এবং জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষায় জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করার আহ্বান জানান। তারা মনে করেন, জনগণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, জবাবদিহিমূলক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই দেশের চলমান সংকটসমূহের টেকসই সমাধান সম্ভব।

১২ দলীয় জোট দেশের স্বার্থ, জনগণের অধিকার এবং জাতীয় মর্যাদা সমুন্নত রাখতে ভবিষ্যতেও দায়িত্বশীল রাজনৈতিক ভূমিকা অব্যাহত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন ১২ দলীয় জোটের প্রধান, সাবেক মন্ত্রী ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জনাব মোস্তফা জামাল হায়দার। উপস্থিত ছিলেন ১২ দলীয় জোটের মুখপাত্র ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব জনাব ড. মহি উদ্দিন একরাম; বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মো. শামসুদ্দিন পারভেজ; ন্যাশনাল লেবার পার্টির চেয়ারম্যান লায়ন ফারুক রহমান; বাংলাদেশ এলডিপির চেয়ারম্যান এম. এ. বাশার; পিএনপির চেয়ারম্যান ফিরোজ মোহাম্মদ লিটন; নয়া গণতান্ত্রিক পার্টির চেয়ারম্যান মাস্টার এম. এ. মান্নান; ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব মাওলানা আবদুল করিম; ইসলামী ঐক্যজোটের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা শওকত আমীন; নয়া গণতান্ত্রিক পার্টির মহাসচিব ডা. কাজী ইমরুল কায়েস প্রমুখ।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ দেশের বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের মতামত তুলে ধরেন এবং জাতীয় স্বার্থ, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ দেশের জনগণের অধিকার, জাতীয় মর্যাদা এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে ১২ দলীয় জোটের আন্দোলন-সংগ্রাম আরও জোরদার করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

যুবদলের নব নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক

যুবদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে কে কোথায়

বিশেষ প্রতিনিধিঃ আবদুল মোনায়েম মুন্নাকে সভাপতি এবং মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়নকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৫১ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি অনুমোদন করা হয়েছে। গত ৪ জুন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এর আগে আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হলেও বৃহস্পতিবার পূর্ণাঙ্গ ১৫১ সদস্যের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির তালিকা প্রকাশ করা হয়। ঘোষিত কমিটিতে রেজাউল কবীর পলকে জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি এবং বিল্লাল হোসেন তারেককে এক নম্বর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাবেক কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এবং যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ আহমেদকে সহ- সভাপতি করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে ১৫১ জনের মধ্যে দায়িত্ব পেলেন আবু সাঈদ আহমেদ।

এছাড়া মো. কামরুজ্জামান জুয়েলকে সাংগঠনিক সম্পাদক এবং আল মেহেদী তালুকদারকে প্রচার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে ২৯ জন সহ-সভাপতি, ২৮ জন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং ২৩ জন সহ-সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন।

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দায়িত্বে সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম সোহেল এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূইয়াকে মনোনীত করা হয়েছে। কমিটির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে রোকনুজ্জামান রোকনকে কোষাধ্যক্ষ, আশরাফ জালাল খান মননকে সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক, আমিনুর রহমান আমিনকে তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক এবং খায়রুজ্জামান লিঙ্কনকে সহ-সভাপতির মর্যাদায় আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক করা হয়েছে। এ আর মামুন খান ও মুজাহিদুল ইসলাম মুরাদকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের মর্যাদায় আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে পাঁচজন আইনবিষয়ক সম্পাদক এবং দুজন স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদকও রয়েছেন।

এক নজরে যুবদলের ১৫১ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে কে কোথায়–

সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না, ২. জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি রেজাউল কবীর পল। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন–৩. সহ-সভাপতি জিয়াউর রহমান জিয়া ৪. সহ-সভাপতি কামাল আনোয়ার আহাম্মদ ৫. সহ-সভাপতি মাহফুজুর রহমান মাহফুজ ৬. সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম দুলাল ৭. সহ-সভাপতি শাহ আলম চৌধুরী ৮. সহ-সভাপতি সাইদুর রহমান ৯. সহ-সভাপতি সাব্বির আহমেদ দিপু ১০. সহ-সভাপতি আবদুল জব্বার খান ১১. সহ-সভাপতি খন্দকার এনামুল হক এনাম ১২. সহ-সভাপতি শরীফ উদ্দীন জুয়েল ১৩. সহ-সভাপতি ইয়াসিন ফেরদৌস মুরাদ ১৪. সহ-সভাপতি রফিক আহমেদ ডলার ১৫. সহ-সভাপতি সাইদ ইকবাল মাহমুদ টিটু ১৬. সহ-সভাপতি মোহাম্মদ ফিরোজ আবদুল্লাহ ১৭. সহ-সভাপতি মাহমুদুস সালেহীন ১৮. সহ-সভাপতি আতিকুর রহমান আতিক ১৯. সহ-সভাপতি জাকির হোসেন উজ্জল ২০. সহ-সভাপতি এইচ এম তসলিম উদ্দিন ২১. সহ-সভাপতি নাজমুল আলম নাজু ২২. সহ-সভাপতি আনোয়ারুল হক ২৩. সহ-সভাপতি আবু সাঈদ আহমেদ (যুক্তরাষ্ট্র) ২৪. সহ-সভাপতি রহিম উদ্দিন (যুক্তরাজ্য) ২৫. সহ-সভাপতি ফেরদৌস আহমেদ মুন্না ২৬. সহ-সভাপতি তরিকুল ইসলাম টিটু ২৭. সহ-সভাপতি ডা. লোহানী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ২৮. সহ-সভাপতি মঞ্জুরুল আজিম সুমন ২৯. সহ-সভাপতি আজিজুর রহমান আকন্দ ৩০. সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম সোহেল (দপ্তরের দায়িত্বে) ৩১. সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন ৩২. ১ম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিল্লাল হোসেন তারেক ৩৩. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ৩৪. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম সোহাগ ৩৫. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবু আতিক আল হাসান মিন্টু ৩৬. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ নাসির উদ্দিন রুমন ৩৭. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কফিল উদ্দিন ভূইয়া ৩৮. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন রুবেল ৩৯. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজহারুল ইসলাম মিলন ৪০. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এজমল হোসেন পাইলট ৪১. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইখতিয়ার রহমান কবির ৪২. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম নয়ন ৪৩. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুল মিরাজ ৪৪. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিঞা মোহাম্মদ রাসেল ৪৫. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুল করিম সরকার ৪৬. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শফিক ৪৭. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ৪৮. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবুল মনসুর খান দীপক ৪৯. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আল আশরাফ মামুন ৫০. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব খান ৫১. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জোহা সুমন ৫২. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তারেক উজ জামান তারেক ৫৩. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শোয়াইব খন্দকার ৫৪. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশরাফুর রহমান বাবু ৫৫. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ ৫৬. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবদুল ওয়াহাব ৫৭. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ হিরো (সৌদি আরব) ৫৮. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম তমাল আহমেদ ৫৯. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম ৬০. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূইয়া (দপ্তরের দায়িত্বে) ৬১. সহ-সাধারণ সম্পাদক হাসান আল মামুন লিমন ৬২. সহ-সাধারণ সম্পাদক মাসুদ খান পারভেজ ৬৩. সহ-সাধারণ সম্পাদক এন এম আব্দুল্লাহ উজ্জল ৬৪. সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মকসুদ আহমদ। ৬৫. সহ-সাধারণ সম্পাদক গিয়াসউদ্দিন মামুন ৬৬. সহ-সাধারণ সম্পাদক মামুন হোসেন ভূইয়া ৬৭. সহ-সাধারণ সম্পাদক রাহাদুল আলম খান ৬৮. সহ-সাধারণ সম্পাদক রুহুল ইসলাম মনি ৬৯. সহ-সাধারণ সম্পাদক জাহিদ হাসান ৭০. সহ-সাধারণ সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক পাভেল ৭১. সহ-সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মাইনউদ্দিন খোকন ৭২. সহ-সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন চয়ন ৭৩. সহ-সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান পলাশ ৭৪. সহ-সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হক আরিফ ৭৫. সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রকৌঃ কামরুল হাসান খান সাইফুল ৭৬. সহ-সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান ৭৭. সহ-সাধারণ সম্পাদক আলমগীর কবির সেলিম ৭৮. সহ-সাধারণ সম্পাদক মজিবর রহমান ভূইয়া সবুজ ৭৯. সহ-সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. মেহেদী হাসান জুয়েল ৮০. সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. মাসুদুল হক ৮১. সহ-সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দিন মুন্না ৮২. সহ-সাধারণ সম্পাদক সামসুল আলম রানা ৮৩. সহ-সাধারণ সম্পাদক আবুল বাসার সিদ্দিকী ৮৪. সাংগঠনিক সম্পাদক মো. কামরুজ্জামান জুয়েল ৮৫. সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক এম এ গাফফার ৮৬. সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফ ফারুকী হীরা ৮৭. সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান সুমন ৮৮. সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব ৮৯. সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল আলম ৯০. সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন সরকার শাওন ৯১. সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদুর রহমান শামীম ৯২. সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি ৯৩. সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুর রহমান সোহেল ৯৪. সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাইনুল ইসলাম ৯৫. সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক খন্দকার রিয়াজ ৯৬. সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো. রাশেদুল ইসলাম রিপন ৯৭. প্রচার সম্পাদক আল মেহেদী তালুকদার ৯৮. সহপ্রচার সম্পাদক তারেকুর রহমান ৯৯. সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আশরাফ জালাল খান মনন ১০০. সহ-সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক সাইদুর রহমান সোহেল ১০১. তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক আমিনুর রহমান আমিন ১০২. কোষাধ্যক্ষ রোকনুজ্জামান রোকন ১০৩. আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাড. মুর্তজা কামাল মোস্তাক ১০৪. আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাড. ইউনুস আলী রবি ১০৫. আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাড. নূরে আলম সিদ্দিকী সোহাগ। ১০৬.আইনবিষয়ক সম্পাদক অ্যাড. তানভীর হাসান সোহেল ১০৭. আইনবিষয়ক সম্পাদক অ্যাড. গাজী মোঃ মাসকুরুল আলম সৌরভ ১০৮. কৃষিবিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ সানোয়ার আলম ১০৯. সমাজকল্যাণবিষয়ক সম্পাদক আশরাফুল আলম ফকির লিঙ্কন ১১০. শ্রমবিষয়ক সম্পাদক পার্থ দেব মন্ডল ১১১. শিল্পবিষয়ক সম্পাদক কারীমুল হাই নাঈম ১১২. যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক সাজিদ হাসান বাবু ১১৩. ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন জনি ১১৪. সহক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক মো. মেজবাহউদ্দিন মেজু ১১৫. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়বিষয়ক সম্পাদক মাজেদুল ইসলাম রুমন ১১৬. গণশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক মহিন উদ্দিন রাজু ১১৭. সহগণশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক সাইদুর রহমান রয়েল ১১৮. বন ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক মাহমুদুল হাসান বাপ্পী ১১৯. সহবন ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক খোরশেদ আলম ১২০. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পবিষয়ক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান ১২১. ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক কামরুজ্জামান নান্নু ১২২. ত্রাণ ও পুর্নবাসনবিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ মাহমুদ ১২৩. সহ ত্রাণ ও পুর্নবাসনবিষয়ক সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস মজুমদার ১২৪. সহগ্রাম সরকারবিষয়ক সম্পাদক খন্দকার মাহবুবুর রহমান মাহী ১২৫. সহজলবায়ু বিষয়ক সম্পাদক মো. বেলাল হোসেন ১২৬. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক কে এস এম মুসাব্বির শাফী ১২৭. তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইমরান আহমেদ প্রিন্স ১২৮. মৎস্য ও পশুপালনবিষয়ক সম্পাদক শাহজাহান রনি ১২৯. স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. গালিব হাসান ১৩০. স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. বেলাল হোসেন নাজিম ১৩১. সহ-স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. মাহমুদুল হাসান খান সুমন ১৩২. সহস্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. আল মামুন হাসান খান এমিল ১৩৩. সহ-কর্মসংস্থানবিষয়ক সম্পাদক মো. জাহিদ হাসান ১৩৪. আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক খায়রুজ্জামান লিঙ্কন (সহ-সভাপতি পদমর্যাদা) ১৩৫. আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এ আর মামুন খান (যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদমর্যাদা) ১৩৬. আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম মুরাদ (যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদমর্যাদা) ১৩৭. মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক এ্যাড. মাহবুবুল আলম আকতার ১৩৮. প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক আরাফাত বিল্লাহ খান ১৩৯. পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক হেদায়েত হোসেন ভূইয়া ১৪০. সহ পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক রাশেদ আল আমিন শুভ ১৪১. সদস্য (সহ-সাধারণ সম্পাদক পদমর্যাদা) আমিনুল ইসলাম খান ১৪২. সদস্য (সহ-সাধারণ সম্পাদক পদমর্যাদা) মাহবুব শিকদার ১৪৩. সদস্য (সহ-সাধারণ সম্পাদক পদমর্যাদা) মহসীন বিশ্বাস ১৪৪. সদস্য (সহ-সাধারণ সম্পাদক পদমর্যাদা) জহিরুল ইসলাম বিপ্লব ১৪৫. সদস্য (সহ-সাধারণ সম্পাদক পদমর্যাদা) রাজিব আহসান চৌধুরী পাপ্পু ১৪৬. সদস্য আব্দুল্লাহ আল কাফি শাহেদ ১৪৭. সদস্য নাজিম উদ্দিন মিঠু ১৪৮. সদস্য মাহমুদুল করিম সজল ১৪৯. সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ শাহীন ১৫০. সদস্য এমরান হোসেন শাহীন ১৫১. সদস্য ফখরুল বিন খালেক।

২১ বছর পর বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়াকে হারাল

বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার খেলার দৃশ্য

ঢাকা অফিসঃ একটা জয়ে মনে রাখার মতো মুহূর্ত থাকে অনেক, সঙ্গে জয়ের আনন্দে বুঁদ হওয়ার স্মৃতিও আটকে থাকে মাথায়। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ওয়ান ডেতে ৮৬ রানের জয়টা 'স্পেশাল' হয়ে থাকার কথা কেবল একটা কারণেই- কার্ডিফের সেই ঐতিহাসিক জয়ের ২১ বছর পর তাদের বিপক্ষে জয় এল আবার। কিন্তু শুধু কি এটুকুই? উত্তরটা আপাতত 'না' নাহিদ রানার জন্য। বাংলাদেশের একজন পেসার, যাঁর সহজাত গতি আর ভয়ংকর সব বাউন্সারে প্রায় প্রতি বলেই অস্বস্তি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের; তাঁরা বল বুঝে ওঠার আগেই তা চলে যাচ্ছে উইকেটরক্ষকের হাতে। এমন দৃশ্য তো দেখা যায়নি আগে।

শুধু এটুকু হলেও হতো, জশ ইংলিসকে আউট করে রীতিমতো তেড়ে গেছেন নাহিদ, কিছু একটা বলেছেনও। কী বলেছেন আঁচ করা গেলেও সম্ভবত প্রকাশ্যে বলার মতো নয়। নাহিদ যাই বলুন, অস্ট্রেলিয়ান অহমে যে তা আঘাত করেছে প্রবলভাবে, তা স্পষ্ট হয়েছে ইংলিসের মুখাবয়ব আর প্রতিক্রিয়ায়। মিরপুরে ২৮৫ রান তাড়া করতে নামা অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ধাক্কাটা দিয়েছিলেন অবশ্য তাসকিন আহমেদ। তাঁর করা ইনিংসের প্রথম বলে রীতিমতো বোকাই বনে গিয়েছিলেন ম্যাথু শর্ট। অফ স্টাম্পের বাইরে পড়ে ভেতরে ঢোকা বলে তিনি যতক্ষণে ব্যাট নামিয়েছেন, ততক্ষণে তাঁর স্টাম্প ভেঙে গেছে। অবিশ্বাসে মাথাটা ঘুরিয়ে সোজা ড্রেসিংরুমের পথ ধরা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না অজি ওপেনারের সামনে। পরের ওভারে মোস্তাফিজুর রহমানের বলে এলবিডব্লু হন মার্নাস লাবুশেন- অস্ট্রেলিয়ার তখন ২ উইকেট নেই, রানও কেবল ২। পরের সময়টায় তারা যতবারই ম্যাচে ফিরতে চেয়েছে, থামিয়ে দিয়েছে নাহিদ রানার গতি। ১০ ওভারে ৪১ রান দিয়ে তিনি যে চার উইকেট পেয়েছেন, সবগুলোই ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে করা বলে।

কুপার কনোলি আর ইংলিসের তৃতীয় উইকেট জুটিতেই প্রথমবার ফেরার চেষ্টা করেছিল অস্ট্রেলিয়া। নাহিদের বলে উইকেটকিপার লিটনের হাতে ২৫ বলে ১৯ রান করে ইংলিস আউট হয়ে যাওয়ার পরই ওই তর্কের ঘটনা।

পরে চতুর্থ উইকেটেও ৫৩ বলে ৪০ রান যোগ করে ফেলেছিলেন অ্যালেক্স ক্যারি ও কনোলি। এবারও তা ভাঙেন নাহিদই- ৬২ বলে ৪৭ রান করে ক্যারিও ক্যাচ দেন লিটনের হাতে। সেখান থেকে ম্যাচে ফেরার কঠিন কাজটা আর সম্ভব করতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। ক্যামেরন গ্রিনের ৬৬ বলে ৫২ রানের ইনিংস কেবল অপেক্ষাই বাড়াতে পেরেছে। আধঘণ্টা আর বৃষ্টির কারণেও। শেষ পর্যন্ত জয়টা ডিএলএসে এলেও তা ছিল একরকম অবধারিতই। অস্ট্রেলিয়ার জন্য কাজটা কঠিন করে দিয়েছিলেন মোসাদ্দেক হোসেনও। প্রায় নিভে যাওয়া ক্যারিয়ারে তিনি নতুন প্রাণ পেয়েছেন এই সিরিজের দলে সুযোগ পেয়ে। প্রথম ম্যাচেই আলো ঝলমলে ইনিংসে আপাতত জাতীয় দলে থিতু হওয়ার আভাসও দিয়ে রেখেছেন।

টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে সাইফ হাসান আউট হয়ে যাওয়ার পর ৯১ বলে ৯৬ রানের জুটিতে বড় রানের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন তানজিদ হাসান ও নাজমুল হোসেন। কিন্তু ৪৪ বলে ৫৪ রান করে তানজিদ আউট হতেই হুট করে বিপদ বাড়ে বাংলাদেশের। ৩৪ রানের ভেতর হারিয়ে ফেলে ৩ উইকেট। ৮৬ বলে ৬৭ রান করা নাজমুলও ছিলেন তাঁদের একজন। এমন সময় উইকেটে এসে মোসাদ্দেক সঙ্গী হিসেবে পান তাওহিদ হৃদয়কে। ব্যাটিংয়ে নামার পর থেকেই যিনি ঠিক স্বস্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। হৃদয়ের ৫১ বলের ইনিংসে মাত্র ১ বাউন্ডারি দেখলেও তা বোঝা যাবে কিছুটা।

মোসাদ্দেক ফিফটি পেরোনোর আগেই অবশ্য তিনি আউট হয়ে যান। ফিফটি পাওয়ার পরের বলেই আউট হন মেহেদী হাসান মিরাজও। টেলএন্ডারদের নিয়ে তখন মোসাদ্দেককে পুরো ৫০ ওভার খেলতে হতো, দলের রানও বাড়াতে হতো সমান তালে। দুটো কাজই তিনি করেছেন বেশ ভালোভাবে। ফিফটি পাওয়ার পরের ওভারেই যেমন অ্যাডাম জাম্পাকে টানা তিন বলে বাউন্ডারি মেরেছেন, আবার শেষ পর্যন্ত থেকেছেন অপরাজিতও- তাতে অবশ্য কিছুটা অবদান আছে অস্ট্রেলিয়ান ফিল্ডারদেরও, শুধু মোসাদ্দেকেরই ৪টা ক্যাচ ছেড়েছেন তাঁরা।

মোসাদ্দেক সেসব সুযোগ কাজে লাগানোর কৃতিত্বটা অবশ্য পাবেন পুরোপুরি। তাঁর ৭০ বলে ৭ চার ও ৩ ছক্কার ইনিংসই বাংলাদেশকে এনে দিয়েছে ৮ উইকেটে ২৮৪ রানের সংগ্রহ। হয়তো জয়ের ভিতও পাওয়া গেছে ওই রানেই- যে জয়টা পেতে বাংলাদেশের লেগে গেছে ২১ বছর। যতই অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সারির দল হোক, জয়টা তাই স্পেশালই থাকবে তাদের জন্য।

প্রকৃতির বিরূপ প্রভাব

(২২-এর পাতার পর)

পলিথিনের বিকল্প অনেক আছে। এক সময় আমাদের দাদা-বাবারা চটের ব্যাগ নিয়ে বাজারে যেতেন। এখন আর সে কথাটা আমাদের মনে নেই। তবে পলিথিন বন্ধ করার পদক্ষেপ নেয়ার আহব্বান জানিয়ে বলেন, সবাইকে যার যার জায়গা থেকে দায়িত্ব নিতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে সব প্লাস্টিক বন্ধ করতে হবে।

এক সভায় শব্দদূষণ প্রসঙ্গে রিজওয়ানা হাসান বলেন, আমরা সহসাই একটি প্রচারণা শুরু করে দেব হর্নের বিরুদ্ধে। যারা গাড়িতে উঠবেন বা উবারে, চালককে বলবেন হর্ন বাজাবেন না। আপনারা বলবেন, আপনি উপদেষ্টা হয়েছেন শব্দ দূষণ বন্ধ করেন। আপনি হর্ন বাজাবেন আর আমি বন্ধ করব। আপনি এসে আমাকে বরং বলেন যে, আপনি হর্ন বন্ধ করছেন, কিন্তু শব্দ দূষণ বন্ধ হচ্ছে না। নেপালের উদাহরণ দিয়ে সৈয়দ আলী জোয়ান হাসান বলেন, হর্নের বিরুদ্ধে আমরা শিশুদের এ প্রচারণায় ব্যবহার করব। নেপালে হর্ন বাজানোর বিরুদ্ধে ধাপে ধাপে শাস্তির বিধান করা হয়েছে। শেষ ধাপে লাইসেন্স বাতিল করা হবে। আমরাও আইন করে দেব। বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে বলেন, পরিবেশ সুরক্ষায় ইতিমধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতিটি জেলায় একটি নদীকে দখল ও দূষণমুক্ত করার এবং রাজধানীর চারপাশ দিয়ে প্রবাহিত বুড়িগঙ্গা, তুরাগ ও বালু নদীকে দখলমুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে। ভারতের সঙ্গে আন্তঃনদী সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিশেষ করে তিস্তার পানি সমস্যার সমাধানের কাজ চলছে। এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে পরিবর্তনের প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন অন্তর্বর্তী সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ। তিনি বলেন, চরম দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাজেটে আলাদা বরাদ্দ জরুরি। তিনি আরো বলেন, জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ে আমাদের বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির জায়গা বেড়েছে। কিন্তু খুব বেশি গুছিয়ে কাজে এগোতে পারিনি। জলবায়ু নিয়ে আমরা বহুদিন হলো কাজ করছি। কিন্তু কাজগুলো খুব বিচ্ছিন্নভাবে হচ্ছে। আমরা ন্যায্যতার কথা বললেও বরাদ্দের ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন থাকে না। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নারীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও নীতিমালা তৈরির সময় তাদের গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তবে নারীদের আয় কমে, গৃহস্থালির চাপ বাড়ে, কিন্তু এর নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই। এমজেএফের নির্বাহী পরিচালক শাহিন এনাম বলেন, জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় নীতিনির্ধারণের তৃণমূলের নারীদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। সুইডেন দূতাবাসের মারিয়া স্টিডসম্যান তার বক্তব্যে বলেন, টেকসই ভবিষ্যতের জন্য নারীদের অভিযোজনের কেন্দ্রে রাখতে হবে। পরিবেশ, বন, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাণী সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বাংলাদেশকে নদী পুনরুদ্ধারের সফল উদাহরণ হিসেবে গড়ে তুলতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা চেয়েছেন এবং একটি মাত্র নদীর পরিবর্তে নদীর সংযোগ পুনরুদ্ধার করা জরুরি। তিনি বলেন, দূষিত নদীগুলোও সুপেয় পানির উৎসে পরিণত হতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এক্ষেত্রে কার্যকর সমাধান দেখিয়েছে।

অন্যদিকে বুড়িগঙ্গার জন্য ট্যানারির ক্রোমিয়াম দূষণ বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, নীতি ও পরিকল্পনার পরিবর্তে দ্রুত বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিতে হবে। জাতীয় নদীরক্ষা কমিশন, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট ও ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিংয়ের মতে, প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে এডিবির সহায়তায় একটি সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা জরুরি। এছাড়া নদীতে প্লাস্টিক দূষণ রোধের কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ দেন তিনি। তবে প্রচলিত ড্রেজার দিয়ে নদী তলদেশ থেকে প্লাস্টিক বর্জ্য সরানো সম্ভব নয়। এজন্য বিশেষ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। তবে যথাযথ সম্পদ ও উদ্যোগ নিয়ে ৫-১০ বছরের মধ্যে সুরমা ও কুশিয়ারার মতো নদীগুলোর পুনরুদ্ধার সম্ভব। নদীনির্ভর জনগোষ্ঠীকে পুনরুদ্ধার কর্মপরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

তাছাড়া পরিবেশ ও সমাজের টেকসই উন্নয়নে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। সংস্কৃতি ও পরিবেশ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সুস্থ ও সংস্কৃতিচর্চা পরিবেশ সংরক্ষণেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে এবং সংস্কৃতি মানুষের মনোনয়ন গঠনের অন্যতম মাধ্যম। একজন সুস্থ ও সংস্কৃতিবান মানুষ কখনো ইলেকট্রিক শক দিয়ে বন্য হাতিকে মারা বা অকারণে মেচো বিড়ালসহ অন্যান্য বন্য প্রাণী হত্যা করতে পারে না। সিলেট অঞ্চলের পরিবেশ বিপর্যয় অসামাজিক অভিঘাত শীর্ষক ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) এক আলোচনা সভায় বিভাগীয় কমিশনার খান রেজা-উন-নবী বলেন, পরিবেশ সবার বিষয় আর একটাই পৃথিবী। সবচেয়ে শক্তিশালী দেশও আজকে একটি দাবানল নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। পরিবেশ সমুন্নত না রাখলে আমরা সবাই বিপর্যয়ের মুখে পড়বো। ধরার আহ্বায়ক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, সিলেট অঞ্চলের পরিবেশ রক্ষায় একদিকে প্রয়োজন সর্বস্তরের মানুষের সচেতনতা আর অপরদিকে যারা পরিবেশ ধ্বংস করে তাদেরকে চিহ্নিত করে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করা। উপদেষ্টা ডাক্তার জিয়াউদ্দিন আহমেদ বলেন, পরিবেশ দূষণ রোধে সবচেয়ে বেশি কাজ করতে পারে প্রশাসন। শহরের ফুটপাত ও যানজট দূর করার জন্য প্রশাসন নগর পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে পারেন। পরিবেশ কর্মীদের সহায়তায় প্রশাসন এগিয়ে আসলেই এগুলো উন্নত করা সম্ভব।

ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব শরীফ জামাল তার মূল বক্তব্যে হাওর, টিলা, পাহাড় ও বনাঞ্চলবেষ্টিত সিলেটের ভূপ্রকৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে চলমান ব্যাপক পরিবেশ বিপর্যয়ের চিত্র এবং সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর প্রভাবের বাস্তবতা তুলে ধরেন। তার বক্তব্যে অন্যান্য দাবির পাশাপাশি অবিলম্বে বেপরোয়া পাথর ও বালি উত্তোলন, নদীদূষণ, বনাঞ্চল ধ্বংস এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার লঙ্ঘন বন্ধের জোর দাবি জানান। (দেশ ১৫, জানুয়ারি ২০২৫)

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনে দায়ী না থেকেও এখন বহু হুমকিতে বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনে উন্নত রাষ্ট্রগুলো বেশি থাকলেও ইতিমধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচাইতে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ফলে দিন দিন বন্যা, ঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, লবণাক্ততা ইত্যাদির মাত্রা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। উত্তরাঞ্চলে দেখা দিতে পারে খরা এবং দক্ষিণাঞ্চলে ঝড় ও সাইক্লোনের প্রকোপ বাড়বে। সমুদ্রপৃষ্ঠ স্ফীত হলে বাংলাদেশের নদী-মোহনা ও উপকূলীয় অঞ্চলের লোকদের উপর নেমে আসবে বিপর্যয়। শত শত বর্গ কিলোমিটার উপকূলীয় অঞ্চল অধিক মাত্রায় প্লাবিত হবে। বন্যার ব্যাপকতায় মানুষের জীবনধারণ, কৃষি, গবাদি পশু, দালান কোঠা ও বহু অবকাঠামোসহ ব্যাপক হুমকির সম্মুখীন হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলো দূষণের শীর্ষে থাকলেও বাংলাদেশের মতো তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। তারপরেও জাতিসংঘের হিসেবে বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৭ টি রাষ্ট্রের একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। (২২ মে ২০২৪, ঠিকানা)।

সম্প্রতি টানা কয়েকদিন বৃষ্টিপাতের কারণে বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বড় আকারের বিভাগীয় ও সিটি কর্পোরেশনের নগর এলাকার সবগুলোতেই বিভিন্ন মাত্রায় জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। বিগত বছরগুলোতে জলাবদ্ধতা কমানোর জন্য বিভিন্ন নগর এলাকায় নেয়া ড্রেনেজ প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্পে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। কিন্তু নগর এলাকায় জলাবদ্ধতার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। কোন কোন এলাকার অবস্থা আরো অবনতির দিকে। ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকাসহ জলাবদ্ধতার ভোগান্তিতে পড়েছে খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা শহর। নগরায়ন এখন আবাসন মাফিয়াদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যারা খাল-বিল উজাড় করে প্রকল্প করছে। খাল-জলাশয় দখলদারদের আইনের আওতায় আনার পাশাপাশি নগরে জলাবদ্ধতা কমাতে রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রয়োজন। কারণ দখলদাররা সব সময় রাজনৈতিক দলের আশ্রয় প্রশ্রয়ে থাকে। সরকার বদল হলেও, দখল ধারেরা আইনের হাত থেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে এখনো। দেশের ৫২ বিলিয়ন মানুষ বন্যার ঝুঁকিতে। অবশ্যই এটা আতঙ্কের বিষয়। বন্যার ঝুঁকিতে তৈরি হয়েছে পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ। ঢাকাসহ দেশের একসময়ের বহমান নদীগুলো কোথাও ধু-ধু বালুচর অথবা স্থাপনার বাড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। নদীগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়, নদীগুলো ভালো নেই। অথচ এই নদী মানব সভ্যতার প্রাণ। বুড়িগঙ্গা থেকে বাঁকখালি নদীর দখল এবং দূষণ। সে সঙ্গে উত্তরবঙ্গের অবস্থা আরো শোচনীয়। তাছাড়া ইটভাটার জ্বালানি হিসেবে নির্বিচারে গাছপালা ব্যবহার দেশের মরুকরণ প্রক্রিয়াকে তৃরান্বিত করছে। বৃষ্টির পরিমাণ কমেছে আশঙ্কাজনকভাবে। বেড়েছে তাপমাত্রা। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাচ্ছে দ্রুত। লবণাক্ততা এখন ফরিদপুর জেলার একটি অংশ ছুঁই-ছুঁই করছে। বেড়েছে বজ্রপাত এবং বজ্রপাতে নিহতের সংখ্যা। সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর। তবে ঢাকা শহরের খাল উদ্ধারে কিছু উদ্যোগ নেয়া হলেও বিপরীতে আদি বুড়িগঙ্গা চ্যানেল আবার ভরাট হয়ে যাওয়ায় প্রকল্পের ৩০ কোটি টাকা পানিতে পড়েছে। এছাড়া স্থানীয় সরকারব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ায়, মেয়র-কাউন্সিলরের অনুপস্থিতির কারণে অনেক নগর এলাকার সঠিক প্রস্তুতির অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। (৪ জুন ২০২৫ সাপ্তাহিক দেশ।)

ঘূর্ণিঝড় বিমালের মত ভয়াবহ না হলেও, ভৌগোলিক কারণেই নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে নিয়মিত যেতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। ভৌগোলিক অবস্থার কারণে বাংলাদেশের প্রতি বছর নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে। ব-দ্বীপ ও বঙ্গোপসাগরের প্রভাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি ভয়াল দুর্যোগের থাবা প্রতি বছরই চোখ রাঙ্গায় প্রিয় স্বদেশের দিকে। ঝড়, সাইক্লোন, বন্যাসহ নানা রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ চরাঞ্চলের অসহায় মানুষদের। দুর্যোগ প্রবণ বাংলাদেশের প্রস্তুতি কি আসলেই এই সকল দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সক্ষম? জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেহেতু মানুষের পক্ষে আটকানো সম্ভবপর নয়, তাই দুর্যোগের আগে কিংবা দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি ও সঠিক মোকাবিলা করাই হচ্ছে আমাদের প্রধান করণীয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় বাংলাদেশের কৃষিতে। উদাহরণস্বরূপ খরা, লবণাক্ততাসহ কৃষিজমির উর্বরতা কমে যাওয়া বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বিরূপ পরিবেশ সঠিকভাবে মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশের প্রস্তুতির মূল্যায়ন মূলত বড় ধরনের দুর্যোগের সময় বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো সম্ভব না।

৫ জুন ছিল বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের থিম হচ্ছে বিশ্বব্যাপী ভূমিক্ষয়, খরা ও মরুকরনের বিরুদ্ধে টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার ও ভূমি পুনরুদ্ধার করার বৈশ্বিক প্রকাশ বাস্তবায়ন। এই অবস্থায় বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের বড় প্রভাব এর মধ্যে ঝড়-খরা, জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ততা মোকাবিলায় প্রস্তুতি এবং চৎবংরংঃবহঃ ঙমৎধহরপ চড়ষষঁঃধহঃং-চড়চং-এর ব্যবহার ও নির্গমন কমানো বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণমূলক উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বর্তমানে ঢাকার আশেপাশের জলাশয়গুলো মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে, জীববৈচিত্রের ব্যাপক ক্ষতি ঘটাচ্ছে। এছাড়াও চড়চং খাদ্য শিল্পেও পাওয়া গেছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। এই সংকট মোকাবিলায় অর্থবহ পরিবর্তন আনতে সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মিলিতভাবে কাজ করা অতি জরুরি।

তাছাড়া টেক্সটাইল শিল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি হলেও এই শিল্পে বিপদজনক রাসায়নিকের ব্যবহারের কারণে গুরুতর পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ করে চড়চং নামক ক্ষতিকর রাসায়নিক পরিবেশে দীর্ঘদিন টিকে থাকে এবং জীবদেহে জমা হয়ে প্রকৃতি ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি করে। এই ভয়াবহতার কথা বিবেচনা করে ২০২২ সালে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (এউঋ) এবং জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (টঘউচ) অর্থায়নে একটি ৫ বছরের আঞ্চলিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও ভিয়েতনাম টেক্সটাইল খাতে ব্যবহার ও নির্গত ক্ষতিকর রাসায়নিক (ঈড়ঈং), বিশেষ করে চঙচ কমিয়ে আনা। এসডোর সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার ড. শাহারিয়ার হোসেন বলেন, টেকসই পরিবর্তনের জন্য শুধু নীতিগত পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়, আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগত পর্যায়ে থেকে ও সচেতন হতে হবে। রাসায়নিক ব্যবস্থাপনাকে সফল করতে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত স্তরে সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

জাতীয় প্রকল্প সমন্বয়কারী ড. মাহফুজুর হক বলেন, 'এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের টেক্সটাইল খাতকে বিপদজনক রাসায়নিক থেকে পরিবেশবান্ধব বিকল্পে রূপায়ণ করার জন্য একটি কৌশলগত রোড ম্যাপ প্রদান করেছে, যা আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখবে।'

পরিবেশ অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. মোঃ কামরুজ্জামান টেক্সটাইল খাত এর গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, এই খাত দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একে গুরুত্ব সহকারে ও দ্রুততার সঙ্গে পরিচালনা করা প্রয়োজন। তিনি পরিবেশ দূষণের উপর কর আরোপ, জনসাস্থ্যের অগ্রগতির নিশ্চিতকরণ এবং ব্যবসার প্রতিটি স্তরে পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, সমাজ-সংস্কৃতির কেন্দ্র হওয়ায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি হচ্ছে উচ্চাহারে। বর্তমানে ঢাকার জনসংখ্যা ২ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। সীমিত জায়গায় বিপুল জনগোষ্ঠীর বসবাস হলেও নগরীর আবাসন, যোগাযোগ, স্যানিটেশন, পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ আনুষাঙ্গিক সব অবকাঠোমই গড়ে উঠেছে অপরিকল্পিতভাবে। ফলে বাধ্য হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ফ্লাট বাড়িতে বসবাস করছে ঢাকাবাসী। যেগুলোয় নাগরিক পরিষেবা পেতে পদে পদে পড়তে হচ্ছে ভোগান্তিতে। তীব্র যানজটের কারণে কমছে শহরের মানুষের গতি। ঢাকার ফুটপাতও পথচারী বান্ধব নয়। স্বাস্থ্য অবকাঠামো অপ্রতুল। বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোও অপর্যাপ্ত; নেই খেলার মাঠও।

ফলে ঢাকায় প্রতিদিনই জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভোক্তার সংখ্যাও। এর বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতির কারণে ঢাকায় যে কোন ব্যবসা চালু করলে কোনভাবে টিকে থাকার সুযোগ তৈরি হয়। জনসংখ্যার এ ঘনত্ব ও বাজারের প্রসার ঢাকার অর্থনৈতিক গুরুত্বকে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে তুলছে। তবে দীর্ঘমেয়াদে তা টেকসই হচ্ছে না। কারণ শহরের উন্নয়নে নেই সুপরিকল্পিত নীতি। আর যেটুকু পরিকল্পনা আছে সেটিও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এসব কারণে বরং ঢাকার পরিবেশগত সমস্যা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠেছে। বিশ্বের অন্যতম দূষিত শহর হিসেবে পরিচিত ঢাকা। যানবাহনের ধোঁয়া, ইটভাটা, নির্মাণ কাজ এবং শিল্প কারখানার বর্জ্য বায়ু দূষণের প্রধান কারণ। বায়ু দূষণের ফলে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ক্যান্সারসহ নানা রকম স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ছে।

এছাড়া ঢাকা শহরে প্রতিদিনই বিপুল পরিমাণ ঘরোয়া, বাণিজ্যিক ও চিকিৎসা বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এসব বর্জ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ, পরিবহন বা নিষ্পত্তি করা হয় না। বর্জ্য স্তূপে জীবাণু ছড়ানো, মশা-মাছির বিস্তার এবং পচাগন্ধ জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি তৈরি করে। অব্যবস্থাপনা ও অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে উন্মুক্ত মাঠ, বৃক্ষ ও উদ্যান হারিয়ে যাচ্ছে। এটি শহরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও বাতাসের বিশুদ্ধতার হ্রাসে ভূমিকা রাখছে। বর্ষাকালে সামান্য বৃষ্টিতে ঢাকার অনেক এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। অপরিকল্পিত নগরায়ন, নালা-নর্দমার দখল ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার ত্রুটিই মূল কারণ। এতে যানজট বাড়ছে, জনজীবন ব্যাহত হচ্ছে ও পানিবাহিত রোগ ছড়াচ্ছে। রাজনৈতিক প্রভাব, দুর্নীতি ও নজরদারির অভাবে পরিবেশ সংরক্ষণে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা থাকলেও সেগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন হচ্ছে না। (সাপ্তাহিক প্রবাস, ১৮ জুলাই ২০২৫)

'নদী মরে যাওয়া মানে প্রাণ প্রকৃতি, সভ্যতা মরে যাওয়া। নদী হারিয়ে যাওয়া মানে, নদী সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। বুড়িগঙ্গা মরে যাওয়া মানে, ঢাকা শহর পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়া। অথচ মানব সভ্যতা উদ্ভবের পেছনে সবচেয়ে বেশি নদ-নদীর ভূমিকা রয়েছে। কারণ প্রাচীন কৃষিভিত্তিক সমাজের ভিত্তি রচিত হয়েছে নদী তীরবর্তী ভূমি সেচের মাধ্যমে চাষ উপযোগী করার মধ্য দিয়ে। আবহমান বাংলায় নদীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তাই গভীর। বাংলাদেশের অর্থনীতি থেকে নদী যেমন আলাদা করা যায় না, তেমনি দেশের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ নদী।'

শিল্পী তরুণ ঘোষ বলেন, নদী এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য নোঙর'র বুড়িগঙ্গা নদীর জলে আঁকা "নদী ও নারী" শীর্ষক জলরঙ আর্ট ক্যাম্পাস আয়োজন শুধু বুড়িগঙ্গা নদী নয় দেশের অধিকাংশ নদী দখল-দূষণে হারিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদী আয়োজন। নদী ও প্রাণ প্রকৃতির রক্ষার জন্য গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে সকল শ্রেণীর পেশার মানুষকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।

একসময়ের ঐতিহ্যবাহী বুড়িগঙ্গা নদী এখন দূষিত, বিষাক্ত নদীতে পরিণত হয়েছে। আজকে দেশের নদনদী এবং প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষা করার জন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে তার মানে হচ্ছে নদীটি মরে গেছে। তাকে বাঁচাতে হবে। বুড়িগঙ্গা নদীর ৪১ কিলোমিটার এর মধ্যে কেরানীগঞ্জ উপজেলার ওয়াসপুর থেকে হযরতপুর পর্যন্ত ১৬ কিলোমিটার ভরাট, দখল ও প্রবাহ শূন্যতার শিকার হয়ে বিলীন হয়ে নদীর বুকে শহর গড়ে তোলা হয়েছে। ২৫টি বর্জ্য ফেলার স্থানে প্রতিদিন বুড়িগঙ্গা নদী দূষণ চলছে। এ চিত্র আজ সমগ্র দেশ জুড়ে চলমান। আগামী প্রজন্মের কথা ভেবে এখন থেকে নদীমাতৃক বাংলাদেশের রাজনীতি চাই নদী ও পরিবেশ ভিত্তিক। দেশ বাঁচাতে হলে নদী এবং পরিবেশ উন্নয়ন করতে হবে। কারণ এই নদীর জলে মিশে আছে আমার মা। দেশের কুড়ি হাজার মানুষ শহীদ হয়ে মিশে আছে বুড়িগঙ্গার জলে। বাংলাদেশের নদী ও পরিবেশ সুরক্ষায় যুক্ত করতে দেশের ৬৪ জেলার তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করে তুলতে হবে। (ঠিকানা, ২২ জানুয়ারি ২০২৫)

এছাড়াও পাকিস্তানে চলতি বছরে বর্ষাকালীন ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত অর্ধশতাধিক শিশুসহ ১১১ জনের প্রাণহানি হয়েছে। জুলাইয়ে দেশটির জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থার (এডিএসএ) বরাতে এ তথ্য জানায় বার্তা সংস্থা এ.এফ.পি। তবে প্রাণহানির প্রধান কারণ ছিল বৃষ্টিপাতের ফলে জমা পানিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ। আকস্মিক বন্যাও প্রাণহানির আরেকটি কারণ।

তবে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে দেশটির সর্বাধিক জনবহুল প্রদেশ পাঞ্জাবে। দেখা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার আবহাওয়া দ্রুত উষ্ণ হয়ে উঠছে এবং সাম্প্রতিক বছরে মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ধরনেরও পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রকৃতির আচরণ কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে বিজ্ঞানীরা এখনো পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত হতে পারেননি। পাকিস্তান জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। দেশটির ২৪ কোটিরও বেশি মানুষ ক্রমাগত চরম আবহাওয়া পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শহরগুলোতে জলবায়ু দূষণের পরিবর্তন এবং জলাবদ্ধতা কমাতে কয়েকটি সুপারিশ করছি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, পানি প্রবাহের পথ নিরবিচ্ছিন্ন ও নির্ভীকীর্ণ রাখা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নতি করা ও জনগণকে সচেতন করা। উন্মুক্ত পদ্ধতিতে খালের ব্যবহার নগর এলাকায় সবুজ এলাকা ২৫ শতাংশ ও জলাশয় জলাধার এলাকা ১০ থেকে ১৫ শতাংশ এবং কংক্রিট এলাকায় সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ রাখা। পুকুর, জলাধার ও জলাশয় রক্ষা করা ও প্রয়োজনে নতুনভাবে তৈরি করা। বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা, জি.আই.এস ওয়াটার মডেলিংসহ আধুনিক ড্রেনেজ ও নগর পরিকল্পনার সমন্বয়, নগর সংস্থা সমূহকে কারিগরি জ্ঞান ও যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ড্রেনেজ বিভাগ তৈরি করা, পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও আইনের প্রয়োগ, খাল ও বিল দখলদারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের দায়বদ্ধ করা, বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সমন্বিত পরিকল্পনা ও উদ্যোগ এবং পরিকল্পনা প্রকৌশল ব্যবস্থাপনা কমিউনিটি অংশগ্রহণ নজরদারি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কার্যকর মিথস্ক্রিয়া নিশ্চিত করা। এছাড়া খাল-জলাশয় দখলের পেছনে অনেক সরকারি কর্মকর্তাদের সংযোগ আছে। তাদের দায় মুক্তির বিধান বাতিল করে আইনের আওতায় আনা। ভৈরব নদীতে নব্যতা ফিরিয়ে আনা দরকার, নদী প্রকল্পের নামে দুর্নীতি বন্ধ করা। জলাবদ্ধতা দূর করতে প্রকৃতিভিত্তিক সমাধান কৌশল কাজে লাগাতে হবে। নগর এলাকায় কংক্রিট আচ্ছাদন কমাতে হবে। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ও সেই পুরাতন বন্দোবস্ত দেখা যাচ্ছে। খালের আবর্জনা ও জলাবদ্ধতা এলাকার নিত্যদিনের দুর্ভোগ। কেন এমন হচ্ছে? নগরায়ন এখন আবাসন মাফিয়াদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যারা খাল বিল উজাড় করে প্রকল্প করছে। জলাভূমিতে বালু ফেলা হচ্ছে, ফলে বাড়ছে জলাবদ্ধতা ও বায়ু দূষণ। বিভিন্ন প্রকল্পের তথ্যাদি সাধারণ মানুষের কাছে জানানো হয় না। অথচ প্রকল্পের নামে লুটপাট হয়ে যাচ্ছে হাজার কোটি টাকা। আমাদের এখন প্রয়োজন জনবান্ধব নীতি।

সরকারি অর্থায়নে সুশাসনের সব মানদণ্ডে ঘাটতি দেখা গেছে মন্তব্য করে ড. জামান বলেন, সরকার এবং বিশেষজ্ঞদের প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রকল্পে মোট বরাদ্দের প্রয়োজন ছিল ১০ থেকে ১২ বিলিয়ন ডলার। এর বিপরীতে আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মোট বরাদ্দ পেয়েছি মাত্র ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার। এই নগণ্য পরিমাণ অর্থ স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যয় করা হয়নি বরং রীতিমতো লুটপাট হয়েছে। গত ১৬ বছরের সার্বিক লোটপাটের তুলনায় এর পরিমাণ কম মনে হলেও আদতে তা এ খাতের সরকারি তহবিলের ৫৪ শতাংশ। তবে এই কারণে সরকারি অর্থায়নে জলবায়ু প্রকল্পের গুরুত্বের অবমূল্যায়নের সুযোগ নেই বরং সরকারি বরাদ্দ আরো বৃদ্ধি করতে হবে। পাশাপাশি অনিয়মের সঙ্গে যারা জড়িত ছিল তাদের পরিচয় ও অবস্থান নির্বিশেষে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে; বিসিসিটিকে সরকারি ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করে পেশাদারিত্বের সঙ্গে ভূমিকা পালনের উপযোগী করে ঢেলে সাজাতে হবে।

অন্যদিকে ঢাকা মহানগরের পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও বায়ু দূষণ হ্রাসে নতুন উদ্যোগ হিসেবে বৈদ্যুতিক বাস চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। বাংলাদেশ ক্লিন এয়ার প্রজেক্ট এর আওতায় ২০২৬ সালের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে তিনটি রুটে বাস চালু করা হবে। নতুন এ প্রকল্পের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক বাস চালু হলে যানবাহন থেকে নির্গত ক্ষতিকর ধোঁয়া কমবে এবং নগরীর পরিবেশ আরো বাসযোগ্য হবে। পরিবহন সেক্টরের আধুনিকায়ন এবং সর্বোপরি পরিবেশ দূষণ হ্রাস করে একটি বাসযোগ্য নগরী গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট সংকট মোকাবিলায় গঠিত সরকারের নিজস্ব তহবিল বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট (বিসিসিটি) ফান্ডের ৫০ শতাংশেরও বেশি নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার আর্থিক পরিমাণ ২০০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে। 'বাংলাদেশ জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তথ্য উপস্থাপন করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। গবেষণা অনুযায়ী, ২০২০-২০২৪ সময়কালে বিসিসিটির অধীনে ৮৯১ টি প্রকল্পে প্রাক্কলিত তহবিল বরাদ্দ অনুমোদনের পরিমাণ ৪৫৮.৫ মিলিয়ন ডলার বা ৩ হাজার ৮৯৬ কোটি টাকা এবং উক্ত সময়কালে প্রাক্কালিতে মোট দুর্গতির পরিমাণ ২৪৮.৪ মিলিয়ন ডলার বা ২ হাজার ১১০.৬ কোটি টাকা। অন্যদিকে জলবায়ু অর্থায়নে ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা বিবেচনায় প্রাধান্য নির্ভর সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা ও সুযোগ থাকলেও অনিয়ম দুর্নীতির কারণে তা অর্জিত হয়নি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ।

পরিবেশ দূষণ মোকাবিলায় প্রয়োজন পর্যাপ্ত আপৎকালীন ব্যবস্থা। সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশ প্রতিকূলতা থেকে উত্তরণের সর্বোপরি কর্মপরিকল্পনা। বিভিন্ন উন্নত দেশের মতো স্বদেশে বিস্তৃত সড়ক মহাসড়ক জুড়ে দ্রুত বনায়ন কর্মসূচি পরিবেশের প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে নিঃসন্দেহে। সড়ক মহাসড়কের পাশে দেশি ও ফলদ এবং বনজ গাছের চারা রোপনের মাধ্যমে যেমন দ্রুত তাপমাত্রা বৃদ্ধি খানিকটা হলেও রোধ করা যাবে। স্কুল-কলেজ বনায়ন প্রক্রিয়ায় উপর বিশেষ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা গেলে তা বনায়ন প্রক্রিয়া তৃরান্বিত করতে পারে। টেলিভিশনে পরিবেশ কার্বন নিঃসরণ এবং জনজীবনের ওপর এর প্রভাব বিষয়ে নিয়মিত অনুষ্ঠানমালা জনস্বার্থে বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

এছাড়া সড়ক থেকে ২০ বছরের বেশি পুরনো গাড়ি জরুরিভাবে তুলে দেওয়া। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার যেকোন মূল্যে ঠেকাতে হবে। কপ-২৯ সম্মেলনে জাতিসংঘের সাবেক 'মহাসচিব' বান কি মুন বলেন, জলবায়ু সংকট মোকাবিলা না করে আমরা দারিদ্র ও ক্ষুধা দূর করতে পারবো না। জলবায়ু সংকটের সমাধান না করলে সমৃদ্ধ ও স্থিতিস্থাপক বিশ্ব সম্প্রদায় গড়ে তোলা যাবে না এবং জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় অর্থ প্রক্রিয়াগুলো সরলীকরণ করা, দুর্বল দেশগুলোর জন্য অর্থায়নের সুবিধা বৃদ্ধি করা, অর্থ সমন্বয় করা এবং ক্ষয়ক্ষতির সমান অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা নিশ্চিত করা। জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় কোন একক মন্ত্রণালয় বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নয়, এটি সমগ্র জাতির। (২২ মে ২০২৫, সাপ্তাহিক ঠিকানা।)

জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান আইন ও নীতিমালাতেও দুর্বলতা রয়েছে। অন্যদিকে ভৌগোলিক ঝুঁকিতে প্রাধান্য দেওয়া তহবিল সমূহের প্রকল্প বাস্তবায়নে বিবিধ অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের বিচার নিশ্চিত করা; বাংলাদেশে বাস্তবায়িত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলের প্রকল্প নিয়মিত তদারকি ও নিরীক্ষা করার জন্য একটি পৃথক স্বাধীন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংকট মোকাবিলায় দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। [০৫ নভেম্বর, ২০২৫ সাপ্তাহিক দেশ]

সেই সঙ্গে জলবায়ু ও আবহাওয়া সহনীয় মাত্রায় রাখা যে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি ও স্থিতিশীল বিশ্বব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য তা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা এবং বিশ্ব নাগরিক ও আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনুস। তার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য কপ-২৯ সম্মেলনের ঘোষণার প্রতিফলন হবে এবং তা জাতিসংঘ ও বিশ্বের ভবিষ্যৎ যাত্রাপথকে প্রভাবিত করবে।

জলবায়ু ও পরিবেশ দূষণের চলমান সমস্যা মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপের তাগিদ দিয়ে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলেন, বিশ্বের ধনী ও উন্নত দেশের প্রায় ১ ভাগ মানুষ যে পরিমাণ কার্বন নির্গমন করে, সেই পরিমাণ কার্বন নির্গমনের পরিমাণ খুবই নগণ্য। তারপরও প্রতিনিয়ত দেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন দুর্যোগ ও বিপদের শিকার হচ্ছে। এজন্য বিশ্বকে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি 'নেট জিরো' নিয়ে কথা বলা বন্ধ করে বাস্তবতার আলোকে সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে।

[লেখক : প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, নুরজাহান মেমোরিয়াল মহিলা ডিগ্রি কলেজ, সিলেট। লোকসংস্কৃতি গবেষক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, রাষ্ট্রচিন্তক, সমাজবিজ্ঞানী ও প্রাবন্ধিক। পিএইচডি ফেলো, নিউ ইয়র্ক]

গভর্নর ক্যাথি হোচুল ও সিনেটর চার্লস শুমার ফেজ-২ নির্মাণের আনুষ্ঠানিক সূচনায় অংশ নেন।

সেকেন্ড অ্যাভিনিউ

(শেষ পাতার পর)

অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল, মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি (এমটিএ) নেতৃত্ব, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং হারলেমের কমিউনিটি নেতারা নিউ ইয়র্ক সিটির ইস্ট হারলেম এলাকায়, ২য় অ্যাভিনিউ ও ১২০তম স্ট্রিট সংলগ্ন নির্মাণ সাইটে এই আনুষ্ঠানিক সূচনার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রকল্পকে ইস্ট হারলেমের জন্য একটি যুগান্তকারী পরিবহন উন্নয়ন হিসেবে দেখা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ২০২৭ সালের শুরুর দিকে আধুনিক টানেল বোরিং মেশিন (টিবিএম) মাটির নিচে নামানো হবে এবং ১২০তম স্ট্রিট ও ২য় অ্যাভিনিউ থেকে ১২৫তম স্ট্রিট ও ম্যালকম এক্স বুলেভার্ড পর্যন্ত নতুন সাবওয়ে টানেল খননের কাজ শুরু করবে। একই সঙ্গে এমটিএ নতুন আরেকটি বড় নির্মাণ চুক্তিও দিয়েছে, যার মাধ্যমে ১০৫তম স্ট্রিট থেকে ১১০তম স্ট্রিট পর্যন্ত টানেল ও ভবিষ্যৎ ১০৬তম স্ট্রিট স্টেশন নির্মাণ করা হবে।

গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেন, এই প্রকল্প ইস্ট হারলেমের মানুষের সময় বাঁচাবে এবং নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করবে। তিনি বলেন, সেকেন্ড অ্যাভিনিউ সাবওয়ে ইস্ট হারলেমের জীবনযাত্রা বদলে দেবে, মানুষকে দ্রুত যাতায়াতের সুযোগ দেবে এবং বহুদিন ধরে বঞ্চিত সুযোগগুলোকে বাস্তবে রূপ দেবে।

এমটিএ জানিয়েছে, ফেজ-১-এর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এই ধাপে প্রকল্পের ব্যয় কমানো সম্ভব হয়েছে। পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি উন্নত করার ফলে এখন পর্যন্ত প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কিছু অংশে আগের দশকের টানেল কাঠামো পুনরায় ব্যবহার করা হচ্ছে, যা ব্যয় ও সময় উভয়ই কমাবে। প্রকল্পের অর্থায়নের একটি অংশ এসেছে কনজেশন প্রাইসিং থেকে অর্জিত রাজস্ব থেকে।এমটিএ আরো জানিয়েছে, ফেজ-২ প্রকল্পকে চারটি প্রধান চুক্তিতে ভাগ করা হয়েছে, যা আগের ধাপের তুলনায় বেশি কার্যকর ও সমন্বিতভাবে কাজ সম্পন্ন করতে সহায়তা করবে।

এই প্রকল্পের অধীনে ইস্ট হারলেমে তিনটি নতুন সাবওয়ে স্টেশন তৈরি করা হবে ১০৬তম স্ট্রিট, ১১৬তম স্ট্রিট এবং ১২৫তম স্ট্রিট। এগুলো সম্পূর্ণভাবে প্রতিবন্ধীবান্ধব (এডিএ অ্যাক্সেসিবল) হবে এবং দৈনন্দিন প্রায় ৩ লাখ যাত্রীকে সেবা দেবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এমটিএ চেয়ারম্যান জানো লিবার বলেন, এই প্রকল্প ইস্ট হারলেমে পরিবহন ন্যায্যতা নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি জানান, কয়েক দশক আগে শুরু হয়ে থেমে যাওয়া এই প্রকল্প আবার নতুন করে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

এমটিএ কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রেসিডেন্ট জেমি টরেস-স্প্রিংগার বলেন, আমরা আগের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এই প্রকল্পকে আরো দ্রুত, সাশ্রয়ী এবং কার্যকরভাবে এগিয়ে নিচ্ছি। প্রকল্পের অধীনে ব্যবহৃত হবে অত্যাধুনিক ভ্যারিয়েবল-ডেনসিটি টানেল বোরিং মেশিন, যা ২৩ ফুট প্রশস্ত কাটার হেড ব্যবহার করে মাটি ও শিলা উভয় ধরনের স্তর খনন করতে সক্ষম। এই মেশিন ১২৫তম স্ট্রিট পর্যন্ত টানেল খনন করবে এবং নতুন স্টেশনগুলোর সংযোগ তৈরি করবে।এমটিএ জানিয়েছে, প্রকল্পটি মোট প্রায় ৬.৯৬৮ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে সম্পন্ন হবে এবং ২০৩২ সালের মধ্যে যাত্রী পরিষেবা শুরু করার লক্ষ্য রয়েছে।

ইস্ট হারলেমকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে শহরের অন্যান্য অংশের সঙ্গে আরো দ্রুত ও সহজভাবে যুক্ত করা হবে। এতে আপার ইস্ট সাইড, ওয়েস্ট মিডটাউন এবং কনি আইল্যান্ড পর্যন্ত সরাসরি যাতায়াত সম্ভব হবে, যা যাত্রার সময় ২০ মিনিট পর্যন্ত কমাতে পারে।প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় হাজার হাজার চাকরি সৃষ্টি হবে, যার মধ্যে রয়েছে ইউনিয়নভিত্তিক নির্মাণ কাজ। স্থানীয় নিয়োগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে ইস্ট হারলেমের বাসিন্দারাও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারেন।

ঐতিহাসিকভাবে এই সাবওয়ে প্রকল্পটি বহুবার শুরু হয়ে বন্ধ হয়েছে। ১৯২০-এর দশকে প্রথম পরিকল্পনা, ১৯৪৮ সালে ভোটে অনুমোদন এবং ১৯৭০-এর দশকে আংশিক নির্মাণ শুরু হলেও পরবর্তীতে আর্থিক সংকটের কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। এবার সেই পুরনো প্রকল্পেরই আধুনিক সংস্করণ বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে নিউ ইয়র্ক।গভর্নর হোকুল বলেন, বহু দশকের স্বপ্ন এখন বাস্তবতার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তিনি বলেন, এই প্রকল্প শুধু একটি পরিবহন ব্যবস্থা নয়, বরং ইস্ট হারলেমের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি নতুন অধ্যায়।

জাতিসংঘের পদক

(শেষ পাতার পর)

শান্তিরক্ষীকে মরণোত্তর জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ ড্যাগ হ্যামারশোল্ড পদকে ভূষিত করা হয়েছে। গত ৫ জুন নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাদের এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস নিহত শান্তিরক্ষীদের পক্ষ থেকে পদকগুলো জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাউদ্দিন নোমান চৌধুরীর হাতে তুলে দেন। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় তাদের সাহস, আত্মত্যাগ এবং নিষ্ঠার স্বীকৃতিস্বরূপ এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

সম্মাননাপ্রাপ্ত শান্তিরক্ষীরা হলেন করপোরাল মো. মাসুদ রানা, প্রাইভেট মো. জাহাঙ্গীর আলম, প্রাইভেট মো. সবুজ মিয়া, প্রাইভেট মো. মোমিনুল ইসলাম, প্রাইভেট শামীম রেজা এবং প্রাইভেট সান্তো মন্ডল। তারা ২০২৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের পতাকাতলে দায়িত্ব পালনকালে এক ড্রোন হামলায় নিহত হন।

অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ মহাসচিব ১৯৪৮ সাল থেকে দায়িত্ব পালনকালে নিহত প্রায় ৪,৫০০ শান্তিরক্ষীর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। তিনি বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন মিশনে কর্মরত ৫০ হাজারেরও বেশি শান্তিরক্ষীর অবদানের কথাও তুলে ধরেন। চলতি বছর ৩৩টি সদস্য রাষ্ট্রের ৬৮ জন সামরিক, পুলিশ ও বেসামরিক শান্তিরক্ষীকে মরণোত্তর ড্যাগ হ্যামারশোল্ড পদকে ভূষিত করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাউদ্দিন নোমান চৌধুরী নিহত শান্তিরক্ষীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক বইতে স্বাক্ষর করেন।

উল্লেখ্য যে, ড্যাগ হ্যামারশোল্ড পদক ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক প্রবর্তিত একটি মরণোত্তর সম্মাননা, যা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে দায়িত্ব পালনকালে নিহত সামরিক, পুলিশ ও বেসামরিক সদস্যদের অবদান ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদান করা হয়।

জাতিসংঘ মহাসচিব থেকে অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন রাষ্ট্রদূত সালাউদ্দিন নোমান

অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা

ট্রাম্পের অভিবাসন অভিযানে ৭০ বিলিয়ন ডলারের অনুমোদন

দেশ রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্যোগে ৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থায়ন অনুমোদন করেছে যুক্তরাষ্ট্র সিনেট। শুক্রবার (৫ জুন) দীর্ঘ বিতর্ক ও একাধিক সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটির পর বিলটি পাশ হয়। তবে ভোটের আগে রিপাবলিকান দলের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধও প্রকাশ্যে আসে, যা ট্রাম্পের কিছু বিতর্কিত নীতিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে।

পাস হওয়া বিলের আওতায় ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) এবং সীমান্ত টহল বাহিনীর কার্যক্রমে ট্রাম্পের মেয়াদের বাকি সময়জুড়ে অর্থায়ন নিশ্চিত করা হবে। কয়েক মাস ধরে অভিবাসন আইন প্রয়োগের ভবিষ্যৎ নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক বিরোধের পর এই অনুমোদন ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য বড় ধরনের সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এখন বিলটি অনুমোদনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি পরিষদে পাঠানো হবে। রিপাবলিকান নেতারা আশা করছেন, আগামী সপ্তাহের শুরুতেই এটি পাস করিয়ে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরের জন্য পাঠানো সম্ভব হবে।

চলতি বছরের শুরুতে অভিবাসন আইন প্রয়োগে নতুন অর্থ বরাদ্দ নিয়ে বিরোধের কারণে ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির কার্যক্রম আংশিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ডেমোক্র্যাটরা এ ধরনের এলাকায় অভিযান চালানো এবং কর্মকর্তাদের মাস্ক ব্যবহারের মতো কৌশলের ওপর বিধিনিষেধ ছাড়া নতুন অর্থায়নে সমর্থন দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। কিন্তু রিপাবলিকানরা সেই দাবি নাকচ করে দ্রুত 'বাজেট রিকনসিলিয়েশন' প্রক্রিয়ায় বিলটি এগিয়ে নেয়।

সিনেটে ভোটের আগে কয়েক ঘন্টাব্যাপী 'ভোট-এ-রামা' নামে পরিচিত বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আইনপ্রণেতারা রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর বিভিন্ন বিষয়ে ভোটাভুটি করেন।

এই প্রক্রিয়ায় ট্রাম্পকে ঘিরে নতুন বিতর্কও সামনে আসে। এর মধ্যে ছিল সরকারের দ্বারা অন্যায় আচরণের শিকার হয়েছেন বলে দাবি করা ট্রাম্প-সমর্থকদের জন্য প্রস্তাবিত 'অ্যান্টি-ওয়েপনাইজেশন' তহবিল এবং হোয়াইট হাউসে পরিকল্পিত নতুন বলরুমের নিরাপত্তা খাতে এক বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের বিষয়টি। যদিও মূল বিলে বলরুম-সংক্রান্ত অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি, তবু এসব বিষয় রিপাবলিকানদের একাংশের অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। বিশ্লেষকদের মতে, জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে ভোটারদের উদ্বেগ বাড়তে থাকায় আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ট্রাম্পের অগ্রাধিকারগুলোকে সমর্থন দেওয়া নিয়ে রিপাবলিকানদের ভেতরে যে দ্বিধা রয়েছে, সিনেটের এই ভোটাভুটি সেই বাস্তবতাই স্পষ্ট করেছে।

OZONE PARK QUALITY CARE MEDICINE, PLLC.
ওজনপার্ক কোয়ালিটি কেয়ার মেডিসিন, পিএলএলসি

এখন ওজনপার্কে
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

MUSAMMAT JAHAN M.D.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বোর্ড সার্টিফাইড ইন ইন্টারনাল মেডিসিন
Board Certified in Internal Medicine

SERVICE WE PROVIDE

- Blood draws for laboratory testing
- Exam
- Sinus Infection/Pain
- Allergies
- Ear Infection
- Sprains
- Back Pain
- Rashes
- Throat Testing
- UTI Testing
- Pregnancy Testing
- STD Screenings
- Urine Analysis
- EKG/ECG
- TLC/VISION TEST
- SCHOOL/JOB PHYSICAL ETC
- ROUTINE LABS
- Spirometry
- Glucose Testing
- Wellness Visit/Yearly Physical (Via appointment only)
- Pre-Operation Physicals (Via referral only)
- Travel Vaccinations
- Routine Immunizations
- Medication Management & Refill
- High Blood Pressure Management
- High Cholestorol Management
- Diabetes Management
- Fever
- Flu
- Sore Throat
- Asthma
- Headache
- Snellen Test
- Prescription Refills
- Coordinate with Specialities Physicians
- FLU SHOT & H AJJ VACCIN
- Anemia

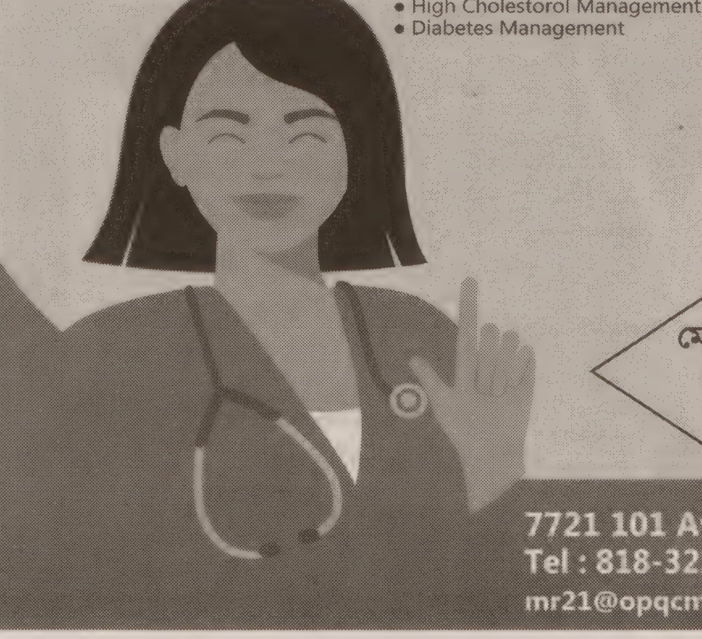

YOUR MOST CONVENICENT MEDICAL CARE

মেডিকেইড ও মেডিকেয়ারসহ প্রায় সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করা হয়

7721 101 Ave, Ozone Park, NY, 11416
Tel : 818-322-4014, Fax : 718-322-4015
mr21@opqcmpllc.com, www.opqcmpllc.com

ইউ এস কংগ্রেস

মুসলিমবিরোধী

(শেষ পাতার পর)

দূরে থাকার আহ্বান জানান। এই যৌথ উদ্যোগের নেতৃত্ব দেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য জেমস ই. ক্লাইবার্ন (দক্ষিণ ক্যারোলাইনা), সিনেটর ক্রিস ভ্যান হোলেন (মেরিল্যান্ড), এবং কংগ্রেস সদস্য আন্দ্রে কারসন, রোসা ডেলাউরো, জেরি ন্যাডলার, হ্যাঙ্ক জনসন ও রে খান্না। তাদের সঙ্গে আরো ১১৩ জন ডেমোক্র্যাট কংগ্রেস সদস্য এই চিঠিতে স্বাক্ষর করেন।

চিঠিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী অনুযায়ী ধর্মীয় স্বাধীনতা সবার জন্য সমানভাবে সুরক্ষিত। কোনো ধর্মকে লক্ষ্য করে বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়ন করা সাংবিধানিকভাবে অগ্রহণযোগ্য এবং এটি সমাজে বিভাজন ও ঘৃণা ছড়ায়। ডেমোক্র্যাট সদস্যরা অভিযোগ করেন যে শারিয়া-ফ্রি আমেরিকা ককাস নামে একটি দ্বিকক্ষীয় গ্রুপ গঠন করে এমন কিছু আইন প্রস্তাব করা হচ্ছে, যা সরাসরি মুসলিম ধর্মীয় ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বৈষম্য তৈরি করে। তারা বলেন, এই ধরনের উদ্যোগ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ইসলামবিদ্বেষী ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং এর কোনো বাস্তব নীতিগত প্রয়োজন নেই।

চিঠিতে আরো বলা হয়, মুসলিম আমেরিকানরা যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ, অর্থনীতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন এবং তারা আইন মেনে চলেন ও দেশের সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ। আমেরিকান মুসলিমরা এই দেশের প্রতিটি খাতে সেবা দিচ্ছেন এবং তারা সংবিধানের অধীনে অন্য সব নাগরিকের মতোই সমান অধিকার পাওয়ার যোগ্য বলে চিঠিতে এমন মন্তব্য করা হয়। বিতর্কিত তিনটি প্রস্তাবিত আইন হল 'প্রিজারভিং আ শারিয়া-ফ্রি আমেরিকা অ্যাক্ট(এইচ.আর. ৫৭২২ / এস. ৩০০৯), নো শারিয়া অ্যাক্ট (এইচ.আর. ৫৫১২ / এস. ৩০০৮) এবং প্রোটেকটিং পাপিস ফ্রম শারিয়া অ্যাক্ট (এইচ. আর. ৭৬১১)। চিঠিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলা হয় যে এসব প্রস্তাবিত আইন যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যমান আইনি কাঠামোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং এগুলো কোনো বাস্তব আইনি শূন্যতা পূরণ করে না।

ডেমোক্র্যাট কংগ্রেস সদস্যরা ব্যাখ্যা দেন যে মার্কিন সংবিধান ইতোমধ্যেই নাগরিক ও ফৌজদারি বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে এবং আদালত বহুবার এমন আইন বাতিল করেছে যা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মকে আলাদা করে লক্ষ্য করে। তারা শারিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, এটি কোনো রাষ্ট্রীয় আইন নয় বরং ধর্মীয় নির্দেশনার একটি ব্যবস্থা, যেমন ক্যাথলিক ক্যানন আইন বা ইহুদি হালাখা। তাদের ভাষায়, শারিয়া মূলত মুসলিমদের ব্যক্তিগত ধর্মীয় আচরণ ও নৈতিকতার নির্দেশনা, যেমন প্রার্থনা, দান, পারিবারিক দায়িত্ব ও সামাজিক আচরণ, এবং এটি যুক্তরাষ্ট্রের আইনকে প্রতিস্থাপন করে না। ইসলাম ধর্মে বসবাসরত দেশের আইন মানার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

এদিকে মুসলিম অধিকার সংস্থা কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস (কেয়ার) এই অবস্থানকে স্বাগত জানিয়েছে। সংস্থাটি জানায়, ১১৯ জন কংগ্রেস সদস্যের এই পদক্ষেপ ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। কেয়ার -এর সরকারি বিষয়ক পরিচালক রবার্ট এস. ম্যাককাউ বলেন, মুসলিম আমেরিকানরা দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আইন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি আরো বলেন, তথাকথিত শিয়া-ফ্রি আমেরিকা ককাস আসলে কোনো নীতিগত উদ্যোগ নয়, বরং ইসলামবিদ্বেষী রাজনৈতিক প্রচেষ্টার একটি রূপ।

প্রিজারভিং আ শারিয়া-ফ্রি আমেরিকা অ্যাক্ট (এইচ.আর. ৫৭২২ / এস. ৩০০৯): এই প্রস্তাবিত আইনের লক্ষ্য হিসেবে দাবি করা হয় যুক্তরাষ্ট্রে 'শারিয়া আইন' বা ইসলামিক আইনি নীতির কোনো প্রভাবকে রাষ্ট্রীয় বা আদালত-ভিত্তিক সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলতে না দেওয়া। আইনটির সমর্থকদের ভাষ্য অনুযায়ী, এটি যুক্তরাষ্ট্রের আইন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে তৈরি। তবে সমালোচকদের মতে, এই বিলটি মূলত মুসলিমদের ধর্মীয় পরিচয়কে টার্গেট করে তৈরি করা হয়েছে এবং এটি ধর্মীয় স্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করে।

নো শারিয়া অ্যাক্ট (এইচ.আর. ৫৫১২ / এস. ৩০০৮): এই বিলটি বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের আদালত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় "বিদেশি বা ধর্মীয় আইন", বিশেষ করে শারিয়ার প্রয়োগ নিষিদ্ধ বা সীমিত করার লক্ষ্য নিয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে। বিলটির সমর্থকেরা দাবি করেন, এটি যুক্তরাষ্ট্রের আইনি ব্যবস্থাকে এককভাবে সংবিধান ও ফেডারেল আইনের অধীনে রাখবে এবং কোনো ধর্মীয় আইনকে বিচারিক সিদ্ধান্তে ব্যবহারের সুযোগ দেবে না। কিন্তু সমালোচকদের মতে, বিদ্যমান মার্কিন আইন ইতোমধ্যেই এই বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে, ফলে এই বিলটি অপ্রয়োজনীয় এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নেতিবাচক বার্তা দেয়।

প্রোটেকটিং পাপিস ফ্রম শারিয়া অ্যাক্ট (এইচ.আর. ৭৬১১): এই প্রস্তাবিত আইনটি তুলনামূলকভাবে ব্যঙ্গাত্মক ও বিতর্কিত নামে পরিচিত, যেখানে দাবি করা হয় কিছু ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক প্রথা প্রাণী কল্যাণের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে এবং তাই যুক্তরাষ্ট্রে তা প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। সমর্থকদের মতে, এটি প্রাণী সুরক্ষা ও নির্দিষ্ট ধর্মীয় ব্যাখ্যা থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য তৈরি। তবে সমালোচকেরা বলেন, এই বিলটি মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তৈরি এবং এটি ধর্মীয় গোষ্ঠী বিশেষ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ভুল ধারণা ছড়ানোর ঝুঁকি তৈরি করে।

চিঠিতে কংগ্রেস নেতৃত্বকে আহ্বান জানানো হয় যেন তারা ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার প্রতি পুনরায় প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন, ইসলামবিদ্বেষী নীতিকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং বিতর্কিত এসব বিলকে কংগ্রেসের আলোচ্যসূচিতে না আনেন। বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে ধর্মীয় স্বাধীনতা, অভিবাসন এবং সংখ্যালঘু অধিকার ইস্যুকে আরো একবার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে, যা ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ও আইনি বিতর্ককে আরো তীব্র করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর মূল লক্ষ্য

(শেষ পাতার পর)

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশের মানুষকে একটি সুখী সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা উপহার দেওয়া। সেই লক্ষ্যে তিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

গত ৭ জুন রোববার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের একটি রেস্টুরেন্টে বিএনপি যুক্তরাষ্ট্র শাখা এবং এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই মন্তব্য করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএনপি যুক্তরাষ্ট্র শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং ব্রুকডেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের পরিচালক ডা. মজিবুর রহমান মজুমদার। সভা যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তিতুমীর কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক নির্বাচিত এজিএস আনোয়ারুল ইসলাম আনোয়ার এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ছাত্রনেতা মোতাহার হোসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সভাপতি নাছিম আহমেদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার বলেন, গত ১৭ বছর বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রবিহীন, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিস্ট হাসিনার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট মুক্তি লাভ করেছে। গত ১২ ফেব্রুয়ারি একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার গঠন করেছে। চিকিৎসক হিসাবে আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যেন সাধারণ মানুষকে উন্নতমানের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে পারেন সে লক্ষ্যে কাজ করা। তারই ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি ডাক্তারদেরকে কীভাবে বাংলাদেশের মানুষের চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত করে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উন্নত করা যায়, সেই লক্ষ্যে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। পাশাপাশি তিনি যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা কর্মীদেরকে এই মতবিনিময় সভা আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বাংলাদেশকে কীভাবে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায় সেই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সকল শ্রেণি পেশার বাংলাদেশিদের কে সরকারের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

সভায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দের মাঝে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা বাবর উদ্দীন, সায়েদুল হক, ডা. শামীম দেওয়ান, গিয়াস উদ্দিন, আক্তার হোসেন বাদল, মাকসুদ চৌধুরী, এম এ বাতিন, নাছিম আহমেদ, জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, ভিপি মো. আলমগীর খান, এটিএম হেলালুর রহমান, জামালুর রহমান চৌধুরী, কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, তারেক চৌধুরী দিপু, মো. বাচ্চু মিয়া, সালেহ আহমেদ মানিক, রাশেদ রহমান, ফরহাদ হোসেন মৃধা, ফয়েজ আহমেদ, মাহমুদুল হক দুলাল, মুস্তাফিজুর রহমান প্রিন্স, খলিলুর রহমান, রিপন, মো. মনির উদ্দিন, মইন আহমেদ, সারওয়ার, নূরুল ইসলাম, জাহিদ হাসান সুমন, সাদ্দাম হোসেন, মুস্তাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ রিপন, মনির উদ্দিন প্রমুখ।

মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ

নতুন আইনে ফ্লোরিডার লাইসেন্সে দেখা যাবে নাগরিকত্বের স্ট্যাটাস

দেশ রিপোর্ট: ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও স্টেট আইডিতে নাগরিকত্বের অবস্থা উল্লেখ বাধ্যতামূলক করে নতুন আইন পাস হয়েছে। গভর্নর রন ডেসান্টিস স্বাক্ষরিত 'ফ্লোরিডা সেভ অ্যাক্ট'-এর অংশ হিসেবে এই বিধান কার্যকর হবে ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে। ফ্লোরিডা কর্তৃপক্ষের মতে, সরকারি সেবা এবং ভোটার যাচাই-সংক্রান্ত কাজে নাগরিকত্বের অবস্থা আরও সহজে নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নতুন আইন অনুযায়ী, ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারির পর নতুন করে ইস্যু করা, নবায়ন করা বা প্রতিস্থাপন করা সব ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং স্টেট আইডিতে নাগরিকত্বের তথ্য প্রদর্শন করা হবে।

মার্কিন নাগরিকদের লাইসেন্সে তাদের নাগরিকত্বের অবস্থা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। অন্যদিকে, বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা (গ্রিন কার্ডধারী) সহ অ-নাগরিকদের লাইসেন্সে NC (Not a Citizen) চিহ্ন ব্যবহার করা হবে। তবে বর্তমানে ব্যবহৃত ড্রাইভিং লাইসেন্স ও স্টেট আইডিগুলো মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত বৈধ থাকবে। কোনো অ-নাগরিক ব্যক্তি পরবর্তীতে মার্কিন নাগরিকত্ব অর্জন করলে তাকে বিনামূল্যে নতুন পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

আইনটি কার্যকর হওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো নতুন ফরম্যাটের লাইসেন্স ও আইডি বাস্তবায়নের প্রস্তুতি নেবে বলে জানা গেছে।

যুবদলের সহসভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আবু সাইদ আহমদকে ফুলেল অভিনন্দন

যুবদলের সহসভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আবু সাইদ আহমদকে ফুলেল অভিনন্দন

যুবদলের সহসভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আবু সাইদ আহমদের গ্রামের বাড়িতে উল্লাস

যুবদলের সহসভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আবু সাইদ আহমদকে ফুলেল অভিনন্দন

যুবদলের সহসভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আবু সাইদ আহমদকে ফুলেল অভিনন্দন

আবু সাইদ কেন্দ্রীয় যুবদলের

(শেষ পাতার পর)

সাইদ আহমদ নবগঠিত যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মনোনীত হয়েছেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ১৫১ সদস্যের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে। এই কমিটিতে সাইদকে সহ-সভাপতি করা হয়েছে।

আবু সাইদ আহমদ ২০০৬ থেকে ২০২৩ ইং পর্যন্ত একটানা ১৭ বছর যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ২০২৩ সালে গঠিত যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটিতে তিনি যুগ্ম সম্পাদক পদ মর্যাদায় আন্তর্জাতিক সম্পাদক ছিলেন। দেশে থাকাকালীন তিনি ঢাকা কলেজে ছাত্রদলের মাধ্যমে রাজনীতি শুরু করেন। নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে তিনি ঢাকার তৎকালীন ৩৩ নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি ও মতিঝিল থানা যুবদলের সহ-সভাপতি হিসেবে নব্বইয়ের গণআন্দোলনে রাজপথে সক্রিয় ছিলেন। আবু সাইদ আহমদ স্বপরিবারে নিউইয়র্কে বসবাস করছেন।

উল্লেখ্য যুবদলের এই নতুন কমিটিতে সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলারই দুইজন সহ-সভাপতি মনোনীত হয়েছেন। মৌলভীবাজার জেলা যুবদলের সভাপতি জাকির হোসেন ও কুলাউড়ার সন্তান যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আবু সাইদ আহমদ।

মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার গর্বিত সন্তান যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক আন্তর্জাতিক সম্পাদক আবু সাইদ আহমদ কে নবগঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে সহ-সভাপতি মনোনীত করায় গত ৫ জুন শুক্রবার সন্ধ্যায় আবু সাইদ আহমদের গ্রামের বাড়ি কুলাউড়া উপজেলার ভূকশিমইল ইউনিয়নের পালেরমোড়া বাজারে ভূকশিমইল ইউনিয়ন বিএনপি ও অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় এলাকাবাসী উৎসবমুখর পরিবেশে একসাথে মিলে আনন্দ উল্লাস ও মিষ্টিমুখ করে বিএনপির চেয়ারম্যান, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং যুবদল কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়ন এমপি'র প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে উপস্থিত কয়েকজন নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

অন্যদিকে নিউইয়র্কেও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি, যুবদলসহ অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাকে অভিনন্দন জানান। তাকে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানান বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ, বিএনপি নেতা আজমল হোসেন কুনু, সিলেট জেনা বিএনপির উপদেষ্টা এম এ বাতিন, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম জনি, যুবদল নেতা মিজানুর রহমান, আমানত হোসেন আমান, আবুল কাশেম, আশরাফুজ্জামান, বিএনপি নেতা এবাদ চৌধুরী, কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, ফিরোজ আহমেদ, মনিরুল ইসলাম, গোলাম ফারুক শহীন, সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, আনোয়ার হোসেন, শাহবাজ আহমেদ, মোহাম্মদ সুমন, মাইনুন উদ্দিন মাহবুব, এনাম চৌধুরী প্রমুখ।

মুসলিম শিক্ষার্থীদের শাস্তির

(শেষ পাতার পর)

অ্যাসোসিয়েশনের (এমএসএ) কয়েকজন সদস্যকে একটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভিডিওর কারণে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, অথচ একই ধরনের ভিডিও তৈরি করা অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। গত ৪ জুন ভার্জিনিয়ার আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট অব ভার্জিনিয়া ফেডারেল আদালতে কেয়ার লিগ্যাল ডিফেন্স ফান্ড মামলাটি দায়ের করে। মামলায় বলা হয়, গত বছরের শরতে এমএসএর সদস্যরা তাদের সংগঠনের একটি অনুষ্ঠানের প্রচারের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও তৈরি করেছিল, যা তখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনপ্রিয় একটি কৌতুকধর্মী ভিডিও ট্রেন্ডের অংশ ছিল। ভিডিওটিতে দেখানো হয়, কয়েকজন শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তারা এমএসএর অনুষ্ঠানে অংশ নেবে কি না। যারা 'না' বলে, তাদের মজার ছলে ক্যামেরার ফ্রেমের বাইরে সরিয়ে নেওয়া হয়। যারা 'হ্যাঁ' বলে, তারা ক্যামেরার সামনে থেকেই যায়। ভিডিওর শেষে স্পষ্টভাবে লেখা ছিল, এই ভিডিও তৈরির সময় কারও কোনো ক্ষতি হয়নি।

মামলা অনুযায়ী, ভিডিওটি স্কুলের মধ্যাহ্নভোজের সময় প্রার্থনা কক্ষে ধারণ করা হয়েছিল। ভিডিওতে অংশ নেওয়া কয়েকজন শিক্ষার্থীর মধ্যে কেউ ফিলিস্তিন-সমর্থিত সোয়েটশার্ট, কেউ চাঁদ-তারার প্রতীকযুক্ত পোশাক ও কেফিয়াহ, আবার কেউ হিজাব পরেছিলেন। ভিডিওটি এমএসএর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে প্রকাশের পর প্রথমে কোনো আপত্তি ওঠেনি। কিন্তু দুই দিন পর ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্সে ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছু ব্যবহারকারী সেটিকে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের ইসরায়েল হামলার সঙ্গে তুলনা করতে শুরু করে। পরবর্তীতে কয়েকজন ডানপন্থী ভাষ্যকার ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ভিডিওটিকে হামাসকে মহিমান্বিত করা এবং ৭ অক্টোবরের অপহরণের ঘটনা পুনর্নির্মাণ বলে আখ্যা দেন। কেয়ার -এর অভিযোগ, ওইসব পোস্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক প্রচারণা চালানো হয় এবং তাদের লক্ষ্য করে হুমকি দেওয়া হয়। এমনকি শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভুয়া বা "ডিপফেইক" ভিডিওও তৈরি করা হয়।

মামলায় বলা হয়েছে, ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পরদিন স্কুল প্রশাসন শিক্ষার্থীদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। শিক্ষার্থীরা প্রশাসনকে দেখিয়েছিল যে ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টির অন্যান্য স্কুল ও একই স্কুলের অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোও একই ধরনের ভিডিও তৈরি করেছিল। কিছু ভিডিওতে খেলনা অস্ত্রের ব্যবহারও ছিল। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।এরপর আটজন শিক্ষার্থীকে ডিটেনশনে পাঠানো হয় এবং এক সপ্তাহেরও বেশি সময় তাদের স্বাভাবিক শিক্ষাজীবন ব্যাহত হয়। কেয়ার -এর অভিযোগ, স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে ভিডিওটিকে ইহুদিবিদ্বেষী বলে নিন্দা করে এবং মুসলিম স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে, যা শিক্ষার্থীদের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘনের শামিল।

মামলায় বলা হয়েছে, এফসিপিএসের এই পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে নিশ্চিত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং চতুর্দশ সংশোধনীতে নিশ্চিত সমান সুরক্ষার অধিকার লঙ্ঘন করেছে। পাশাপাশি ১৯৬৪ সালের সিভিল রাইটস অ্যাক্টের টাইটেল সিক্সের অধীনেও বৈষম্যের অভিযোগ আনা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের এক বিবৃতিতে বলা হয়, তাদের সন্তানরা মেধাবী শিক্ষার্থী, ক্রীড়াবিদ, স্বেচ্ছাসেবক এবং সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিল। তারা কেবল একটি জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রেন্ডে অংশ নিয়েছিল, যা দেশের বিভিন্ন স্কুলে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনও করেছিল। অথচ শুধুমাত্র মুসলিম শিক্ষার্থীদেরই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। মামলায় আরো দাবি করা হয়েছে যে এই শাস্তির কারণে শিক্ষার্থীদের জীবনে গুরুতর প্রভাব পড়েছে। একজন শিক্ষার্থী যেসব কলেজে আবেদন করেছিলেন, সেসব সবকটি থেকে প্রত্যাখ্যাত হন। আরেকজন একটি মর্যাদাপূর্ণ ইন্টার্নশিপ কর্মসূচি থেকে বাদ পড়েন। তৃতীয় একজন শিক্ষার্থীকে ফিলিস্তিনের মানচিত্রসংবলিত একটি সোয়েটশার্ট পরা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়, যদিও এর আগে তাকে একই পোশাক পরার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

এদিকে ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টি পাবলিক স্কুলস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা এখনও মামলার কপি হাতে পায়নি। আইনজীবীরা বিষয়টি পর্যালোচনা করার পর আদালতের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে জবাব দেওয়া হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ বলেছে, শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে নেওয়া সব শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা এফসিপিএসের স্টুডেন্ট রাইটস অ্যান্ড রেসপনসিবিলিটিজ নীতিমালার আওতায় পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয়।

ঘটনাটি এমন এক সময়ে সামনে এসেছে, যখন ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টি স্কুল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইহুদিবিদ্বেষ মোকাবিলার পদ্ধতি নিয়ে সমালোচনা চলছিল। গত বছরের নভেম্বর মাসে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের শিক্ষা ও কর্মশক্তি বিষয়ক কমিটি ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টি এবং আরো দুটি স্কুল জেলার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। কমিটির চেয়ারম্যান টিম ওয়ালবার্গের পাঠানো এক চিঠিতে এমএসএর প্রচারমূলক ভিডিওকে ৭ অক্টোবরের অপহরণ পুনর্নির্মাণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। তবে কেয়ার বলছে, স্কুল জেলা মুসলিম শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে এবং ঘৃণামূলক গোষ্ঠীগুলোর অভিযোগকে বৈধতা দিয়েছে। সংগঠনটির মতে, সরকারি স্কুল কোনো শিক্ষার্থীকে তার ধর্মীয় পরিচয় বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আলাদাভাবে শাস্তি দিতে পারে না। মামলায় আদালতের কাছে শিক্ষার্থীদের অধিকার লঙ্ঘনের স্বীকৃতি, ক্ষতিপূরণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের বৈষম্যমূলক পদক্ষেপ বন্ধে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া : কুইন্স ভিলেজের ৯৪-১৩, ২১১ স্ট্রিটে দ্বিতীয় তলায় ২ বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৩৪৭-৯৩৫-৫৯৬৬।

বাসা ভাড়া : রিচমন্ড হিলের ১২৪ স্ট্রিট ও লিবার্টি অ্যাভিনিউ সংলগ্ন প্রাইম লোকেশনে, এ ট্রেন স্টেশনের খুব কাছাকাছি এবং জেএফকে এয়ারপোর্টের নিকটে একটি দুই বেডরুমের বাসা এবং বেসমেন্ট আগামী জুলাই মাস থেকে কার পার্কিংয়ের সুবিধা সহ হিন্দু পরিবারের নিকট অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভাড়া দেওয়া হবে। **যোগাযোগ :** ৯২৯-৩৫০-৬২৭৭।

বেইজমেন্ট ভাড়া : ১৬৭-৩৭ ১০৯ রোড জ্যামাইকা, ২ বেড ১ বাথ - ১৮০০ ডলার। ১৩২-৩০ ৮০স্ট্রিট ওজোন পার্ক ২ বেড ১ বাথ - ২০০০ ডলার। ১১৪-২৭ বেডেল স্ট্রিট জ্যামাইকা নিউইয়র্ক ১১৪৩৪, ৩ বেড ১ বাথ - ২০০০ ডলার। ৮৯-৭৩ ২১০ পিএল, কুইন্স ভিলেজ নিউইয়র্ক - ১১৪২৭, ২ বেড ১ বাথ - ১৮০০ ডলার।

বাসা ভাড়া : ৮৮-৫২ ১৯৯ স্ট্রিট, হলিস নিউইয়র্ক ১১৪২৩। রিনোভেটেড ৩ বেডরুম ১ বাথরুম ভাড়া $ ৩০০০। জ্যামাইকায়/ জ্যাকসন হাইটস/এলমহার্স্ট বাসা, বিগ এটিক, বেইজমেন্ট
ভাড়া নিতে দ্রুত যোগাযোগ করুন। গোলাম হাসান, ফোন : ৯১৭ ৫১৫ ৭৮৭২, আপনার নাম ও বিবরন দিয়ে মেসেজ করুন।

বেসমেন্ট ভাড়া : ব্রুকলিনের প্যাসিফিক স্ট্রিটে (বাফেলো ও রচেস্টার এভিনিউর মাঝামাঝি) একটি নতুনভাবে সংস্কার করা বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। এতে রয়েছে ১টি বেডরুম, লিভিং এরিয়া এবং বাথরুম। ভবনটিতে বেশিরভাগই পরিবার বসবাস করেন, তাই নারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৭১৮-৭০১-৪৮৯০

বেসমেন্ট ভাড়া : ব্রুকলিনের ক্লিভল্যান্ড স্ট্রিটে (লিন্ডেন বুলেভার্ড ও হেগাম্যান স্ট্রিটের মাঝামাঝি) নতুনভাবে সংস্কার করা আরেকটি বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। এতে রয়েছে ১টি বেডরুম, লিভিং এরিয়া এবং বাথরুম। এখানেও নারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, কারণ ভবনটিতে মূলত পরিবার বসবাস করেন। যোগাযোগ: ৭১৮-৭০১-৪৮৯০

বাসা ভাড়া : ১৮১ স্ট্রিটের এফ ট্রেন সাবওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ১ ব্লক দূরে একটি স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন : ৯১৭-৪৬৮-২২৬৬।

Apartment for rent : 87-16 78th St, Jamaica. A first-floor apartment is available now in Woodhaven, Queens, offering a spacious layout with three bedrooms, one bathroom, a living room, a kitchen, and a dining area. Ideal for a family or roommates. The property is conveniently located near the J train, making commuting easy. Driveway parking is also available for an additional cost. For more details and the rent amount, please contact (917) 601-7067.

বাসা ভাড়া : জ্যামাইকার স্যাটফিন ব্লুবার্ড ই, জে, জেড, এয়ার ট্রেন, এলআইআরআর, বাস, গ্রোসারি, মসজিদ, লন্ড্রি, লিবার্টিঅভ্যেনু এবং ইনউড স্ট্রিট সংলগ্ন ২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং ভাড়া হবে। বাথরুম ও কিচেন সত্তুরোর্ধ্ব একজনশিক্ষিত কর্মজীবী, ধার্মিক পুরুষের সঙ্গে শেয়ার করতে হবে। বেচেলর অথবা ফ্যামিলি ফোন : ৯১৭-৪৯৮-৫৫৫৩

বাসা ভাড়া : সাউথ জামাইকায় সাটফিন বুলেভার্ডের কাছে একটি ১ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। আগ্রহীরা বিস্তারিত জানতে ফোন করুন : ৭১৮-৭৮৫-৬৬৩৬।

সেমি-বেসমেন্টে ভাড়া : রিচমন্ড হিল এলাকায় আটলান্টিক এভিনিউ সংলগ্ন ২০৪ স্ট্রিটে সেমি-বেসমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৬৩১-৫৪৫-২৬৮৪।

বাসা ভাড়া : হলিস-এর ১৯৭-০৫, ৯০ এভিনিউ-এ একটি তিন বেডরুমের বাসা ১লা মে থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : রাফেল তালুকদার (ফোন : ৩৪৭-৬১৫-০৫৭৮) এবং মোয়াজ্জেম (ফোন: ৩৪৭-৬১২-১৭৪৩)।

বাসা ভাড়া : হলিস-এর ১৯৭-০৫, ৯০ এভিনিউ-এ একটি তিন বেডরুমের বাসা ১লা মে থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : রাফেল তালুকদার (ফোন : ৩৪৭-৬১৫-০৫৭৮) এবং মোয়াজ্জেম (ফোন: ৩৪৭-৬১২-১৭৪৩)।

বাসা ভাড়া : ১১৪-২৭ বেডেল স্ট্রিট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৪। রিনোভেটেড ৩ বেডরুম ও ১ বাথরুমের বাসা ভাড়া ২৮০০ ডলার। জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও এলমহার্স্ট এলাকায় বিগ এটিক এবং বেইজমেন্টসহ বাসা ভাড়া নিতে যোগাযোগ করুন। **গোলাম হাসান**, ফোন : ৯১৭-৫১৫-৭৮৭২। অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও বিস্তারিত তথ্য দিয়ে মেসেজ করুন।

অ্যাটিক ভাড়া : আগামী মাস থেকে ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার এলাকায় জরিগা ৬ ট্রেন সাবওয়ে লাইনের দুই ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১ বাথরুম, কিচেন, লিভিং ও ডাইনিং স্পেসসহ একটি অ্যাটিক ভাড়া দেওয়া হবে। বাংলাদেশি গ্রোসারি ও মসজিদ ২ ব্লকের মধ্যে অবস্থিত। ছোট পরিবার অথবা কর্মজীবী মহিলা ব্যাচেলর প্রয়োজন। শুধুমাত্র আগ্রহীরাই যোগাযোগ করুন। **যোগাযোগ :** ৩৪৭-৪৭৯-৯৮৭৬।

বাসা ভাড়া : জ্যামাইকার ১৩৮-৪০, ১০২ এভিনিউ-এ একটি ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ ৩৪৭-৭৪১-২০৪৫।

বাসা ভাড়া : কুইন্স ভিলেজের ২২৩ স্ট্রিট ও ১০৫ এভিনিউ এলাকায় বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। ২, ৩ বা ৪ বেডরুম অথবা বেজমেন্ট আপনার পরিবারের সুবিধা অনুযায়ী ভাড়া নিতে পারবেন। বাস স্টপ মাত্র দুই ব্লক দূরে, এলআইআরআর বাসে এক স্টপ, এবং ইউবিএস এরিনার খুব কাছাকাছি অবস্থিত। পরিবেশ অত্যন্ত শান্ত ও নিরিবিলি। যোগাযোগ : ৯২৯-৫০০-৪১০০

বাসা ভাড়া : এফ ট্রেন, কিউ২৫ বাস, জামাইকা/ হিলসাইড/পারসন্স এলাকার নিকটবর্তী ২ বেডরুম, ডাইনিং ও কিচেনসহ একটি বাসা আগামী ১ মে থেকে ছোট পরিবারের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। আগ্রহীরা কল করুন : ৭১৮-৯৭৪-৭৩৫০, ৯১৭-৪৬৮-৬২৮৫।

For Rent : Ozone park 3 Bedrooms 1 bathrooms beautiful kitchen, living room, dining private house apartment in 3rd floor , 3 block from Train , Liberty ave and 84 st Rent $2500 .718-552-7242

For Rent : Brooklyn , 3 Bedrooms 2 bathrooms beautiful kitchen, living room, dining , private house apartment in 1 st fl floor and 2 nd floor Few block from Train , Liberty ave Powell street Section 8 and City FHEPS. Call 718-552-7242

House For Rent : House for rent in Jamaica at 150-15 Yates Road. This 2½-bedroom unit is conveniently located just one block from a mosque and close to all transportation options. It will be available for rent starting in April. For more information or to schedule a viewing, please call the agent at **646-853-7682.**

বাসা ভাড়া : সাটফিন বুলেভার্ড ও ১০৭ এভিনিউতে দ্বিতীয় তলায় তিন বেডরুম ও ২ বাথরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। বাসার সামনেই বাস, মসজিদ এবং বাংলাদেশী গ্রোসারি। ফোন : ৭১৮-৭০১-৪৮৯০

For rent: Queens 2 bed beautiful apartment rent.2 bedrooms, living room, kitchen space, 1 bathroom at # 6 train area Bronx rent from March 11, 2026. Shahadat at 917-593-9311

For rent: Queens 3 bed beautiful apartment rent. 3 bedrooms, living room, kitchen space, 1 bathroom at # 4 train area Bronx rent from March 11, 2026. Shahadat at 917-593-9311
For rent: Bronx 2 bed beautiful apartment rent. 2 bedrooms, living

বিক্রয়

বাড়ী, ফ্লাট বা ব্যবসা ক্রয়-বিক্রয় : কম দামে সহজে বাড়ী বা অকশন বাড়ী, শর্টসেল ও ব্যাংক প্রপার্টি কিনতে যোগাযোগ করুন। বাড়ী, ফ্লাট বা ব্যবসা ক্রয়-বিক্রয়ে সর্বোচ্চ সহায়তা ও পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন। **গোলাম হাসান**, ফোন : ৯১৭ ৫১৫ ৭৮৭২, নাম ও বিবরণ দিয়ে মেসেজ করুন।

House for sale: In Jamaica , Two family house 6 beds, 5 full baths, finished 3-bedroom basement, car garage and driveway. Close to all transportation and groceries. House price 1475k. Please call Shahadat: 917-593-9311.

House for sale: In Jamaica , 4 beds, 2 baths, 4 car driveway whole house rent. Please call 917-593-9311.

House for sale: In Queens,New two-family house close to subway 6 beds, 5 baths, finished basement, parking. Big house price 899k. Please call Shahadat: 917-593-9311

House for sale: In Queens, New two-family house close to subway 8 beds, 3 baths, finished basement, parking. Big house price 1099k. Please call Shahadat: 917-593-931.

House for sale : In Queens, One family house close to subway 4 beds, 3.5 baths, finished basement, parking. Big house price 699k. Please call Shahadat: 917-593-9311

বাড়ী, ফ্লাট বা ব্যবসা ক্রয়-বিক্রয় : কম দামে সহজে বাড়ী বা অকশন বাড়ী, শর্টসেল ও ব্যাংক প্রপার্টি কিনতে যোগাযোগ করুন। বাড়ী, ফ্লাট বা ব্যবসা ক্রয়- বিক্রয়ে সর্বোচ্চ সহায়তা ও পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন। গোলাম হাসান, ফোন: ৯১৭ ৫১৫ - ৭৮৭২, নাম ও বিবরন দিয়ে মেসেজ করুন।

পাত্র/পাত্রী

পাত্র চাই : 35 Years, New York, Born, USA, Master Graduate, State Dept. Certified Disabled Student Teacher and Advisor, হিজাবী মুসলিম পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। যোগাযোগ : ৯১৭-২৮৮-৪৭৬৩.

পাত্র চাই : আমেরিকায় মাষ্টার্সে অধ্যয়নরত মেধাবী, সুন্দরী, নম্র, ভদ্র, নামাজী, পর্দাসম্পন্ন আধুনিক রুচির পাত্রীর জন্যে বত্রিশ হতে চল্লিশ বছর বয়সী উচ্চশিক্ষিত, সিটিজেন, ইসলামী চেতনার লম্বা এবং ভদ্র পাত্র খুঁজছি। অবিবাহিত, বিপত্নীক, ডিভোর্স পাত্রও যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার বায়োডাটা এবং ফোন নম্বরসহ পাত্রীর অভিভাবকের এই ইমেলে যোগাযোগ করুন। srahman1920@gmail.com, ফোন নাম্বার : (203) 526 - 5493

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া : জ্যামাইকা স্যাটফিন বুলুভার্ড E, J, LIRR, AIR TRAIN কাছে লিবার্টি এভিনিউ সংলগ্ন প্রাইভেট হাউসের দ্বিতীয়তলায় ২টি রুম একসঙ্গে অথবা আলাদা ভাড়া হবে। ফোন : ৯১৭ - ৪৯৮-৫৫৫৩

রুম ভাড়া : ওজন পার্কের বাংলাদেশি এলাকায়, মসজিদ, গ্রোসারি ও সাবওয়ে সংলগ্ন একটি প্রাইভেট বাড়িতে সম্পূর্ণ আলাদা একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। এটি অধূমপায়ী ব্যাচেলরদের জন্য প্রযোজ্য। যোগাযোগ: ৭১৮-৪৫১-৬৪১৪।

রুম ভাড়া : ওজোন পার্কের বাংলাদেশি এলাকায়, মসজিদ, গ্রোসারি ও সাবওয়ে সংলগ্ন একটি প্রাইভেট বাড়িতে সম্পূর্ণ আলাদা একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। এটি ব্যাচেলরদের জন্য উপযুক্ত। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন : ৭১৮-৪৫১-৬৪১৪।

Room for rent : Room for rent near the 69th Street 7 train station in Woodside. This accommodation is available for Hindu girls only. For more information, please contact Shanta Das at **929-330-4186.**

রুমমেট

রুমমেট : কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসের একটি এপার্টমেন্টে একজন শিক্ষিত,ভদ্র ও অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। ই, এফ, আর, এম, ৭ ট্রেন থেকে বাসা চার ব্লক দূরে। **যোগাযোগ :** ৯২৯-৬০৮-৬৫৭২

রুমমেট : লিগন স্ট্রিট ব্রুকলিনের ব্রোকডেল হাসপাতালের সংলগ্ন শেয়ারে থাকে জন্য ২ জন ছাত্রী আবশ্যক। কল : ৭১৮-৭০১-৪৮৯০

ড্রাইভার/ব্ল্যাক কার

ড্রাইভার : ইয়েলো ক্যাবের জন্য ড্রাইভার প্রয়োজন। র‍্যাভ/২০২৪-জ্যাকসন হাইটস, এলমহার্স্ট, সানিসাইড, এস্টোরিয়া, উডসাইড ও জ্যামাইকা এলাকায়। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন : কে. কবির ফোন : ৯১৭-৩২৪-৬৮১১।

ড্রাইভার : ইয়েলো ক্যাবের জন্য ড্রাইভার প্রয়োজন। র্যাভ/২০২৪-জ্যাকসন হাইটস, এলমহার্স্ট, সানিসাইড, এস্টোরিয়া, উডসাইড ও জ্যামাইকা এলাকায়। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন: কে. কবির ফোন: ৯১৭-৩২৪-৬৮১১।

Driver : Rent a new Rav4 NYC yellow taxi: Rent a new Sienna NYC yellow taxi only one driver 24-hours shift. Please call Shahadat 917-593-9311

Driver : Buy Now any used Wheelchair Sienna or Transit ford taxi: I would like to buy a NYC any used Wheelchair taxi. Cash buyer. Please call Shahadat 917-593-9311

Driver : Rent a new Sienna NYC yellow taxi: Rent a new Sienna NYC yellow taxi only one driver 24-hours shift. Please call 917-593-9311

Driver : Buy Medallion Now: I would like to buy a NYC Medallion .Cash buyer. Please contact Shahadat 917-593-9311

বিবিধ

অফিস সেক্রেটারি এবং ড্রাইভিং ইনিকস্টেটর আবশ্যক : পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের ওজনপার্ক/ ব্রুকলিন অফিসের জন্য একজন অফিস সেক্রেটারি, একজন ড্রাইভিং ইনিকস্টেটর এবং জ্যাকসন হাইটস অফিসের জন্য একজন ড্রাইভিং ইনিকস্টেটর আবশ্যক। যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩

আবশ্যক : এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজ টেলিভিশনের জন্য উপস্থাপক ,উপস্থাপিকা ,সংবাদ পাঠক, সংবাদ পাঠিকা আবশ্যক। যোগাযোগ ৯১৭ ৭১৪ ২৩৬০

ট্রাভেল এজেন্সি : আমরা নিজস্ব অফিস থেকে আরসি এর মাধ্যমে ডোমেস্টিক ও ইন্টারন্যাশনাল টিকেট সর্বনিম্ন মূল্যে টিকেট ইস্যু করে থাকি। আমরাসকল এয়ারলাইন্স-এর টিকেট ইস্যু করি। অনুগ্রহ করে কল করুন ৬৪৬-৭২৭-৭৭৭২, ৬৪৬-৯৬৩-৩৩৯৮ S.S Travel & Multi Services Inc. 37-42 72 Street, 2 nd Floor. Jackson Heights, NY 11372. Email : sstravelny@yahoo.com

OFFICE FOR RENT

Office space available on 77th Street in Jackson Heights, between Roosevelt Avenue and 37th Avenue. Located on the 2nd floor, close to everything. Ideal for a law office, accountant, or non-profit organization. Please call agent: 646-853-7682

বেসমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলিনের প্যাসিফিক স্ট্রিটে (বাফেলো ও রচেস্টার এভিনিউর মাঝামাঝি) একটি নতুনভাবে সংস্কার করা বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। এতে রয়েছে ১টি বেডরুম, লিভিং এরিয়া এবং বাথরুম। ভবনটিতে বেশিরভাগই পরিবার বসবাস করেন, তাই নারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এছাড়াও ব্রুকলিনের ক্লিভল্যান্ড স্ট্রিটে (লিন্ডেন বুলেভার্ড ও হেগাম্যান স্ট্রিটের মাঝামাঝি) নতুনভাবে সংস্কার করা আরেকটি বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। এতে রয়েছে ১টি বেডরুম, লিভিং এরিয়া এবং বাথরুম। এখানেও নারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, কারণ ভবনটিতে মূলত পরিবার বসবাস করেন।

যোগাযোগ : ৭১৮-৭০১-৪৮৯০

বেসমেন্ট ভাড়া

বাসা ভাড়া : কুইন্স ভিলেজের ৯৪-১৩, ২১১ স্ট্রিটে দ্বিতীয় তলায় ২ বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।

যোগাযোগ : ৩৪৭-৯৩৫-৫৯৬৬

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা স্যাটফিন বুলুভার্ড E, J, LIRR, AIR TRAIN কাছে লিবার্টি এভিনিউ সংলগ্ন প্রাইভেট হাউসের দ্বিতীয়তলায় ২টি রুম একসঙ্গে অথবা আলাদা ভাড়া হবে।

ফোন : ৯১৭ - ৪৯৮-৫৫৫৩

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ওজন পার্ক: তিন বেডরুম, বাথরুম, কিচেনরুম, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের তৃতীয় তলায় অবস্থিত এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এ্যাভিনিউ ৮৪ স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Rent: $2500, 718-552-7242

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলিন: তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, কিচেন, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এভিনিউ এবং পাওয়েল স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Contact: 718-552-7242

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC
Complete Body Repair

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Nur Bhai, President
Tel 718-551-1405, 347-264-6891

35-44 61st Street, Woodside, NY 11377
Tel: 718-8980052, 347-264-6891

2920 Pine Ave, Niagra Falls, NY 14301
Tel : 347285-2409

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra · h2o · T-Mobile · univision mobile · Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

আমরা মুভিং করি
যোগাযোগ করুন
ফোন
৯১৭-৯৪০-৫২২৬, ৯১৭-৯৪৫-৮৮৬৫

বাসার ইলেকট্রিক, প্লাম্বিং এবং কন্সট্রাকশন-এর কাজ করাতে চান!
আমরা বাড়ির ভেতরের এবং বাইরের যে কোন ধরণের কাজ করে থাকি। ড্রাইওয়াল, প্লাস্টার, পেইন্টিং, টাইল্স, নতুন উড ফ্লোর, ফ্লোর সেন্ডিং, কিচেন, বাথরুম, বেইসমেন্ট, ব্রিক, সাইডওয়াল, পয়েন্টিং মেসনারি কাজ করি।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
৯২৯-৩৬৯-৫১৩৮, ৯২৯-৩৯৩-৬৮০৭

রুম ভাড়া/রুমমেট
৩৩-৩৭ ৭১ স্ট্রিট জ্যাকসন হাইটসে দ্বিতীয় তলায় রুম ভাড়া দেয়া হবে। ওপর রুমের জন্য একজন রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ : ৬৩১-৮০৫-৮৮২৯

প্রিন্টিং
* গ্রাফিক্স ডিজাইন
* ব্যানার

পাসপোর্ট ছবি
আইডি কার্ড
রাবার স্ট্যাম্প

- পোষ্টার
- ফ্লায়ার
- বিজনেস কার্ড
- পোষ্ট কার্ড
- ম্যাগাজিন
- মেনু প্রিন্টিং
- লেমিনেটিং
- ক্যালেন্ডার
- ইনভেলপ
- ইনভাইটেশন কার্ড
- টি-শার্ট প্রিন্টিং-সহ

সকল প্রকার প্রিন্টিং এর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
Graphics World
37-22 73 ST, # 1G
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
gworldus@gmail.com
PHONE
718 701 9082
917 495 8075

BUYING OR SELLING YOUR HOUSE?
Residential, Commercial, Investment

Over 20 Years Experience in Real Estate Business
আপনার বাড়ি দ্রুত ভাড়া ও বিক্রয়ের জন্য কল করুন
Cell: 646-853-7682

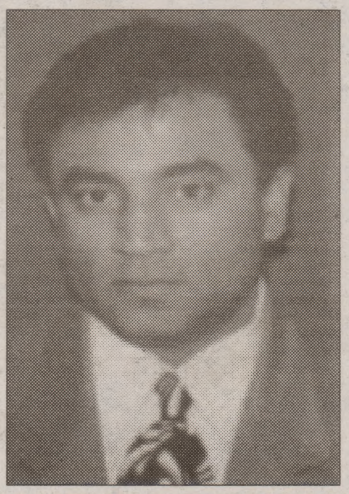

Century 21 Sunshine
84-44 Grand Ave.,
Elmhurst, NY 11373
MLS

MAHFUZ RAHAMAN
Licensed Real Estate Agent
Cell: 646-853-7682
Office: 718-639-2100
Fax: 718-899-4980
E-mail: rahaaman@aol.com

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত রিয়েল এস্টেট এজেন্ট
WIN ZONE REALTY INC.
Cell: 646-474-5496

917 Northern Blvd, # 2FL
Great Neck, NY 11021
Tel: 516-304-5805

81-15 Queens Blvd, 2 FL
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000

Email: alireal560@gmail.com
www.WinZoneRealty.com

MLS
Mohammed Ali
Licensed Real Estate Salesperson

গ্যারান্টি সর্বোচ্চ পেমেন্ট

ইন্স্যুরেন্স পরিবর্তন না করেই হোম কেয়ার সেবা
WE HELP FOR CDPAP / HHA/ PCA HOME CARE & DAY CARE
healthfirst · MetroPlus Health Plan · Anthem · United Healthcare · WellCare · FIDELIS CARE
(347) 837-8232, (516) 849-3434
87-54 168th St. Ste 203. Jamaica, NY 11432. ushomecarel@gmail.com
US HOME CARE

প্রবাসীদের জন্য সুখবর

MGA SERVICES
Airport assistance and one stop Travel solution

প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে গমনাগমনের ক্ষেত্রে হযরত শাহজালাল আন্তর্জার্তিক বিমানবন্দরে বিগত ২৩ বছর যাবৎ স্বস্তিদায়ক যাত্রীসেবা প্রদান করে আসছে স্বনামধন্য ও নির্ভরযোগ্য সেবা প্রতিষ্ঠান

"MEET- GREET AND ASSIST SERVICES- MGA".

আমাদের সেবা নিতে আগ্রহী সম্মানিত যাত্রীগন বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

মোবাইল : +৮৮০১৯৭৪-৪৪৪৫৫৫
হোয়াটসঅ্যাপ : +৮৮০১৯৩৬-৩১৬৫৭৭
ই-মেইল : mga.dhaka@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.mgabd.com

FSR Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস

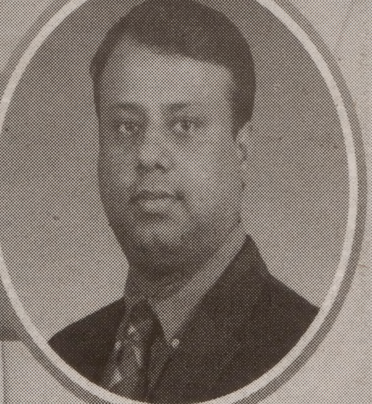

বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূণঃ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।

- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- রেন্টাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশস্ত সেবার অন্যতম
বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

DESIGN & PRINTING

- BANNER
- POSTER
- FLYER
- CALENDAR
- MAGAZINE
- BUSINESS CARD

PROFESSIONAL
PASSPORT PHOTO

AIRLINE TICKETING
Domestic & International

Special Fare to Bangladesh

Emirates ETIHAD SAUDIA QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SINGAPORE AIRLINES AmericanAirlines

Bahalul Syed (uzzal)
President

168-254 Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332 Emmail: bombaytg@gmail.com

খামার বাড়ি KB KHAAMAR BAARI

Khaamar Baari
খামার বাড়ি

একটি পরিপূর্ণ গ্রোসারী ও গৃহস্থালী সামগ্রীর সেরা প্রতিষ্ঠান

◦লাইভ ফিশ ◦ফ্রোজেন ফিশ ◦হালাল মাংস ◦তাজা শাক-সবজি ◦গ্রোসারী সামগ্রী ও মসলাপাতি

৭দিন ২৪ ঘন্টা খোলা

37-18, 73RD STREET, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
TEL: 718-639-6868, 646-920-7120
khaamarbaari@gmail.com

সামার সেল! সামার সেল!

Scan Me

এই সামারে বিমান, এমিরেটস, কাতার, টার্কিশ এবং
সৌদি এয়ারলাইন্স এর ফ্লাইট বুকিংয়ে পাচ্ছেন বিশেষ ছাড়
ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট

Plan your next flight

www.mybestfly.com

Emirates
QATAR AIRWAYS القطرية
TURKISH AIRLINES
السعودية SAUDIA
Biman BANGLADESH AIRLINES

এছাড়াও আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের ইন্টারন্যাশনাল
এবং ডোমেস্টিক ফ্লাইট বুক করতে পারবেন

BOOK ONLINE
mybestfly.com

CALL TO BOOK
718-406-9745

Global Tours & Travel

USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka-1000

মামলার কারণে তিন ভাড়াটিয়ার কাছে পাওনা প্রায় এক লাখ ডলার

নিশাতের মৃত্যুর নয় সপ্তাহ পর চালক গ্রেফতার

দেশ রিপোর্ট : নিউ ইয়র্ক কুইন্সের উডসাইডে রুজভেল্ট অ্যাভিনিউয়ে একটি বেসরকারি স্যানিটেশন ট্রাকের ধাক্কায় ১৯ বছর বয়সী বাংলাদেশি তরুণী নিশাত জান্নাতের মর্মান্তিক (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

চট্টগ্রাম সমিতির সংবাদ সম্মেলন

দেশ রিপোর্ট : চট্টগ্রাম ভবনের একটি অন্যতম আয়ের উৎস হলো এ ভবনের ছয়টি অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া। এ ভবনের এ আয়ের উৎস নানা সময়ে নানা মহল তছরুপ করেছেন। মাকসুদ- মাসুদ প্যানেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দুইজন প্রার্থী চট্টগ্রাম ভবনের ভাড়াটিয়া। নির্বাচনের পর থেকে নিয়ে আজ অবধি এই দুইজন এবং তাদের যোগসাজশে অন্য আরো একজন ভাড়াটিয়া কোনো (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

নর্থ ক্যারোলিনার স্টেট সিনেটর বাংলাদেশী হাসিব ফাতমী

দেশ রিপোর্ট : যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনায় স্টেট সিনেটর (ডিস্ট্রিক্ট-১৮) মনোনীত হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত টর্নি হাসিব ফাতমী (৩৮)। সিনেটর টেরেস ইভারিট পদত্যাগ করায় গত ২১ মে থেকে হাসিব ফাতমীকে তার জায়গায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া (শেখ রহমান ও নাবিলা ইসলাম), ভার্জিনিয়া (সাদ্দাম আজলান (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

ঘৃণার রাজনীতির বিরুদ্ধে টেক্সাসের মুসলিমদের ভোটের শক্তি

দেশ রিপোর্ট : যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে মুসলিমবিরোধী রাজনৈতিক বক্তব্য ও প্রচারণা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে মুসলিম ভোটারদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

আদালতের রায়ে সুরক্ষিত থাকছে স্ন্যাপ সুবিধা

দেশ রিপোর্ট : যুক্তরাষ্ট্রে নিম্নআয়ের পরিবারগুলোর জন্য খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির অর্থায়নের ওপর ট্রাম্প প্রশাসন আরোপিত নতুন শর্ত সাময়িকভাবে স্থগিত করেছেন এক ফেডারেল বিচারক। শুক্রবার (৫ জুন) ম্যাসাচুসেটসের বোস্টনে বসা ফেডারেল বিচারক মিয়ং জৌন ২০টি ডেমোক্র্যাট-নিয়ন্ত্রিত অঙ্গরাজ্য ও ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার করা মামলায় প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা (প্রিলিমিনারি (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়

গ্রেস মেংকে পুনরায় নির্বাচিত করার আহবান

দেশ রিপোর্ট : যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য গ্রেস মেং আবারো নির্বাচন করছেন। ডেমোক্র্যাট দলীয় আগামী প্রাইমারী নির্বাচন ঘিরে তার (বাকি অংশ ২৪ পাতায়)

টেক্সাসে গবাদিপশুর শরীরে মাংসখেকো মাছি

দেশ রিপোর্ট : যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে চলতি সপ্তাহে গরুর বাছুরের শরীরে মাংসখেকো পরজীবী শনাক্ত হওয়ার পর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এমন অবস্থায় সেখানকার গবাদিপশু আমদানির ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কানাডা। (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমারের উদ্যোগ

৪৫ হাজার ডলারের চেক পেল বাংলাদেশ সোসাইটি

ইউএনএ : যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'আমব্রেলা সংগঠন' হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটি একটি (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

শামসুল হকের সমর্থনে জ্যামাইকায় ফান্ড রেইজিং

ইউএনএ : নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩০-এরআসন্ন প্রাইমারি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

ডা. ফরহাদ হামিদের সঙ্গে নিউ ইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির মতবিনিময়

দেশ রিপোর্ট : বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক দেশের খ্যাতনামা চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনারের বলেছেন (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখবে ৫০ হাজার দর্শক সেন্ট্রাল পার্কে

দেশ রিপোর্ট : নিউ ইয়র্ক স্টেট ও সিটি প্রশাসন, ফিফা এবং এনওয়াইএনজে হোস্ট কমিটি ৮ জুন,সোমবার যৌথভাবে সেন্ট্রাল পার্কে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ফাইনাল ম্যাচ দেখার জন্য (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

সেকেন্ড অ্যাভিনিউ সাবওয়ে দ্বিতীয় ধাপের নির্মাণকাজ শুরু

দেশ রিপোর্ট : নিউ ইয়র্কে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সেকেন্ড অ্যাভিনিউ সাবওয়ে প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপের প্রধান নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে। ৮ জুন, সোমবার অনুষ্ঠিত এক (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

নিউ ইয়র্ক পুলিশের বাংলাদেশি আমেরিকানদের পদোন্নতি

দেশ রিপোর্ট : নিউ ইয়র্ক সিটির এনওয়াইপিডি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে গত ২৮ মে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

মুসলিমবিরোধী আইন প্রত্যাখ্যানে ১১৯ ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসম্যান

দেশ রিপোর্ট : যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আইন এবং "শারিয়া-ফ্রি আমেরিকা ককাস" গঠনের উদ্যোগকে তীব্রভাবে নিন্দা জানিয়েছেন ১১৯ জন ডেমোক্র্যাট কংগ্রেস সদস্য। ৮ জুন সোমবার যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার মাইক জনসন, যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি পরিষদের ডেমোক্র্যাটিক লিডার হাকিম জেফ্রিস, যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের রিপাবলিকান লিডার জন থুন, যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের ডেমোক্র্যাটিক লিডার চার্লস ই. শুমার-এর নিকট প্রেরিত এক যৌথ চিঠিতে তারা এই ককাস এবং সংশ্লিষ্ট আইনকে মুসলিম আমেরিকানদের ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য হুমকি হিসেবে উল্লেখ করেন এবং কংগ্রেস নেতৃত্বকে এসব উদ্যোগ থেকে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

জাতিসংঘের পদক পেলেন ছয় বাংলাদেশি

দেশ রিপোর্ট : সুদানের কাদুগলিতে জাতিসংঘের আবেই অঞ্চলের অন্তর্বর্তীকালীন নিরাপত্তা বাহিনীতে দায়িত্ব পালনকালে নিহত ছয় বাংলাদেশি (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

আব্দুল বাছিত স্মরণে জালালাবাদের দোয়া মাহফিল

দেশ রিপোর্ট : জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের আয়োজনে সংগঠনের সদ্য প্রয়াত সভাপতি মরহুম আব্দুল বাছিতের স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভা ও দোয়া (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ-১৪

আলহামরার এক মায়াবী বিকেল

হাবিব রহমান : বার্সেলোনার ব্যস্ততা ছেড়ে যখন আমি গ্রানাডার সিয়েরা নেভাদা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলাম, তখন আকাশটা হালকা গোলাপি রঙ ধারণ করেছে। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আলহামরা-সেই প্রাসাদ, যা কেবল (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

বাংলাদেশ ল সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আকমাম ও সম্পাদক আতিকুর

দেশ রিপোর্ট : বাংলাদেশ ল সোসাইটি ইউএসএ, ইনকের কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬-২০২৭-এর (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

প্রধানমন্ত্রীর মূল লক্ষ্য সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া : অধ্যাপক ডোনার

দেশ রিপোর্ট : বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (বিএমএসআরআই) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. ফারহাদ হালিম ডোনার বলেছেন, (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

মুসলিম শিক্ষার্থীদের শাস্তির ঘটনায় স্কুল বোর্ডের বিরুদ্ধে মামলা

দেশ রিপোর্ট : ভার্জিনিয়ার ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টি পাবলিক স্কুলস (এফসিপিএস)-এর বিরুদ্ধে ফেডারেল নাগরিক অধিকার মামলা করেছে মুসলিম অধিকার সংগঠন কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস (কেয়ার)। অভিযোগ করা হয়েছে, থমাস জেফারসন হাই স্কুল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির মুসলিম স্টুডেন্টস (বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

আবু সাইদ কেন্দ্রীয় যুবদলের সহ-সভাপতি

দেশ রিপোর্ট : মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়ার নিউইয়র্ক প্রবাসী যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক আন্তর্জাতিক সম্পাদক আবু (বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

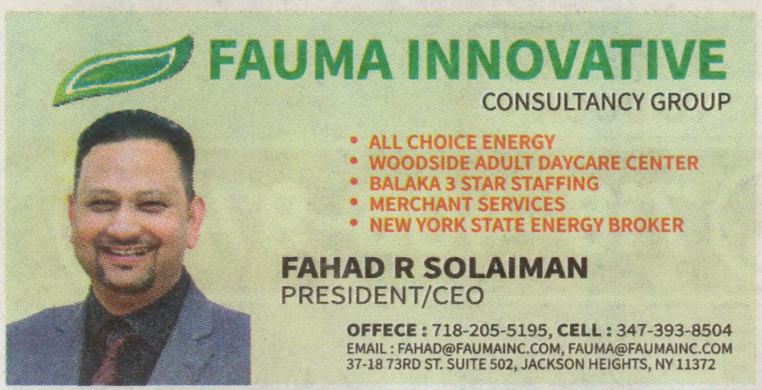

কাজী অফিস
বিবাহ পড়ানো ও কাবিননামা প্রদান করা হয়
মাওলানা আব্দুল মুকিত
ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16-87 Road
Jamaica, NY11435
917-428-1519

Published By News Media, Inc., 37-47 73 Street, Suite : 205. Jackson Heights, NY-11372. Tel : 646-541-0443, E-mail : deshusa@aol.com